ঐতিহাসিক সিরিজ উপন্যাস ৫

ঈমানদীপ্ত দাস্তান

আলতামাশ

আ গে প ড়ু ন

দ্বাদশ শতাব্দির কাহিনী। ক্রুশ ছুঁয়ে শপথ করে পৃথিবী থেকে ইসলামের নাম-চিহ্ন মুছে ফেলার গভীর চক্রান্তে মেতে ওঠে খ্রিস্টান দুনিয়া। ইসলামের পতন ঘটিয়ে বিশ্বময় ক্রুশের রাজত্ব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বেছে নেয় নানা কুটিল পথ। অর্থ, মদ আর ছলনাময়ী রূপসী নারীর ফাঁদ পেতে ঈমান ক্রয় করতে শুরু করে মুসলিম আমির ও শাসকদের। এক দল গাদ্দার তৈরি করে নেয় মুসলমানদের মাঝে। সেইসঙ্গে চালায় বহুমুখী সশস্ত্র অভিযান। মুসলমানদের হাত থেকে ছিনিয়ে দখল করে রাখে ইসলামের মহান স্মৃতিচিহ্ন প্রথম কেবলা বাইতুল মুকাদ্দাস।

সেই বিজাতীয় ক্রুসেডার ও স্বজাতীয় গাদ্দারদের মোকাবেলায় গোপনে-প্রকাশ্যে অবিরাম লড়াই চালিয়ে যান ইতিহাসের অমর নায়ক বিজয়ী মর্দে-মুমিন সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবি। ১১৬৯ সালে শুরু-হওয়া তাঁর ওই লড়াই বাইতুল মুকাদ্দাস পুনরুদ্ধার না হওয়া পর্যন্ত থামেনি এক মুহূর্তের জন্যও।

একদিকে মনকাড়া রূপসী নারীর ফাঁদ, অন্যদিকে ঈমানের উপর অটল দাঁড়িয়ে থাকার অনুপম উদাহরণ। একদিকে ইসলাম ও মুসলমানের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতার ঘৃণ্য মহড়া, অন্যদিকে ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর অস্তিত্ব রক্ষার জানকবুল সংগ্রাম।

সেই শ্বাসরুদ্ধকর অবিরাম যুদ্ধের নিখুঁত শব্দচিত্র সিরিজ উপন্যাস **'ঈমানদীপ্ত দাস্তান'**।

শুরু করার পর শেষ না করে উপায় নেই। ছোট-বড়, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সব পাঠকের সুখপাঠ্য বই। ইতিহাসের নিখুঁত জ্ঞান। উপন্যাসের অনাবিল স্বাদ। উজ্জীবিত মুমিনের ঈমান-আলোকিত উপাদান।

ঈমানদীপ্ত দাস্তান

www.pathagar.com

ঈমানদীপ্ত দাস্তান-৫

রচনা

এনায়েতুল্লাহ আলতামাশ

প্রখ্যাত উর্দু ঔপন্যাসিক, ভারত

অনুবাদ

মাওলানা মুহাম্মাদ মুহিউদ্দীন

দাওরায়ে হাদীছ (১৯৯০)

মাদরাসা-ই নূরিয়া, কামরাঙ্গীরচর, ঢাকা

সাবেক ওস্তাদ, জামেয়া রশীদিয়া ঢাকা

প্রাক্তন সহ-সম্পাদক, মাসিক রহমত

দোকান নং ৪৩, ইসলামী টাওয়ার (১ম তলা)

১১/১, বাংলাবাজার, ঢাকা। মোবাইল : ০১৭১৭১৭৮৮১৯

www.pathagar.com

পরিমার্জিত ৮ম প্রকাশ : মার্চ ২০১৪
প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ২০০৫

পৃষ্ঠা : ২২৪ (ফর্মা ১৪)

পরশমণি প্রকাশনা : ৫

© : সংরক্ষিত

প্রকাশক : মাওলানা মুহাম্মাদ মুহিউদ্দীন
স্বত্বাধিকারী, পরশমণি প্রকাশন

বর্ণবিন্যাস : পরশ কম্পিউটার

মুদ্রণ : জাহানারা প্রিন্টিং প্রেস

ডিজাইন : সাজ ক্রিয়েশন

ISBN-984-70063-0004-3

মূল্য : ২০০ টাকা মাত্র / US $ 5

www.pathagar.com

ঈমানদীপ্ত দাস্তান
৫

www.pathagar.com

www.pathagar.com

কাজী ইবনুল খাশিবের হত্যাকাণ্ড এবং উপহারস্বরূপ-আসা-মেয়েদুটোকে পলায়নে সুযোগ করে দেওয়ার অপরাধে যে-সময় সালার শামসুদ্দীন ও শাদবখ্‌তকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হচ্ছিল, ঠিক তখন অপর এক দূত মসুলে গাজী সাইফুদ্দীনের কাছে গিয়ে পৌঁছল।

গাজী সাইফুদ্দীন খেলাফতের অধীনে মসুল ও তৎপার্শ্ববর্তী এলাকার গভর্নর হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন। কিন্তু নুরুদ্দীন জঙ্গির মৃত্যুর পর তিনি নিজেকে মসুলের স্বাধীন শাসক ঘোষণা করে বসলেন।

তিনি চরিত্র ও চিন্তা-চেতনায় ছিলেন আইউবির বিপরীত।

মসুল ছিল ইসলামি সালতানাতের অঙ্গরাজ্য। কিন্তু সাইফুদ্দীন তথাকার স্বাধীন শাসকে পরিণত হয়ে বসলেন এবং সুলতান আইউবির শত্রুর সঙ্গে হাত মেলালেন। তার ভাই ইয্‌যুদ্দীন একজন অভিজ্ঞ সেনা-অধিনায়ক ছিলেন। সেনাবাহিনীর উচ্চ পর্যায়ের কমান্ড ছিল তার হাতে।

সাইফুদ্দীন যেহেতু নিজেকে রাজা মনে করতেন, তাই তার চাল-চলনও ছিল রাজকীয়। দেশ-বিদেশের সুন্দরী নারী ও নর্তকী দ্বারা তার হেরেম পরিপূর্ণ করে রেখেছিলেন।

নারী-নর্তকীর পর তার দ্বিতীয় সখের বস্তু ছিল পাখি। তার হেরেমে যেমন সুন্দরী নারীরা শোভা পেত, তেমন থাকত খাঁচাভর্তি রং-বেরঙয়ের পাখিও।

নারী আর পাখি নিয়েই ছিল তার জীবন।

ভাই ইয্‌যুদ্দীনের সামরিক যোগ্যতার উপর পূর্ণ আস্থা ছিল সাইফুদ্দীনের। তার আশা ছিল, ইয্‌যুদ্দীন সুলতান আইউবিকে পরাজিত করে তার জন্য আলাদা রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে দেবেন। এ-লক্ষ্যে তিনি হাররানের দুর্গপতি গোমস্তগিন এবং কথিত শাসক আল-মালিকুস সালিহ'র মতো নিজের জন্য খ্রিস্টান উপদেষ্টা নিয়োগ করে রেখেছিলেন, যারা তাকে আশা দিয়ে রেখেছিল, সুলতান আইউবির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার মতো পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে খ্রিস্টানরা তাকে সাহায্য করবে।

এভাবে মুসলমানদের তিনটা বাহিনী সুলতান আইউবির বিরুদ্ধে লড়াই করতে প্রস্তুত হয়ে গেল। একটা হাল্‌বে, একটা হাররানে এবং অপরটা মসুলে।

তারা ছিল বড়-বড় মুসলিম শাসক ও আমির। ছোট-ছোট শেখ ও ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র মুসলিম প্রদেশের নবাবগণ – যাদের সংখ্যা অনেক – এই তিন শাসকের সমর্থক

www.pathagar.com

ও সহযোগী ছিল। তারা এদের সামরিক ও আর্থিক সাহায্যদানের প্রতিশ্রুতি দিয়ে রেখেছিল এবং দিচ্ছিলও। তাদের বোঝানো হলো, সুলতান আইউবি যদি জয়লাভ করে বসেন, তা হলে যেভাবে তিনি মিসর ও সিরিয়াকে একীভূত করে একটি সাম্রাজ্য গঠন করেছিলেন, তেমনি প্রতিটি মুসলিম প্রদেশকে তাঁর সালতানাতে সংযুক্ত করে প্রত্যেককে নিজের গোলামে পরিণত করে ফেলবেন।

তারা বাহ্যত ঐক্যবদ্ধ ছিল; কিন্তু ভেতরে ছিল চরম অনৈক্য। আমি অন্যের তুলনায় দুর্বল থাকি এমনটা ভাবতে তারা কেউ রাজী ছিল না। তাদের অবস্থা ছিল ছোট ও বড় মাছের মতো। প্রতিটা ছোট মাছ বড় মাছকে ভয় করে চলে এবং কামনা করে, আমিও বড় মাছ হয়ে যাই।

সুলতান আইউবি গোয়েন্দাসূত্রে ভালোভাবেই অবহিত ছিলেন যে, তাঁর বিরুদ্ধবাদীদের মধ্যে কপটতা আছে। তথাপি তিনি কোনো ঝুঁকি নিতে চাচ্ছিলেন না। তিনি সব সময় এই বাস্তবতাকে সামনে রাখতেন যে, তিন-তিনটা বৃহৎ বাহিনী তাঁর মুখোমুখি দন্ডায়মান। ফৌজ যেমনই হোক ফৌজই – তারা ভেড়া-বকরির পাল নয়। তাঁর এই অনুভূতিও ছিল, এই ত্রিপক্ষের কমান্ডার ও জওয়ানরা মুসলমান এবং আল্লাহ্‌পাক মুসলমানদের যে-পরিমাণ সামরিক যোগ্যতা ও বীরত্ব দান করেছেন, অন্য জাতিকে তা দান করেননি। ইতিহাস সাক্ষী, খ্রিস্টানরা চার-পাঁচগুণ বেশি শক্তিধর বাহিনী নিয়ে হামলা করা সত্ত্বেও স্বল্পসংখ্যক নিরস্ত্রপ্রায় মুসলিম সৈনিক তাদের পরাজিত করেছে।

সুলতান আইউবি হাল্‌ব অবরোধ করে পরিস্থিতি আন্দাজ করে নিয়েছিলেন। একদল মুসলিম বাহিনী আরেকদল মুসলিম বাহিনীর মোকাবেলায় অবতীর্ণ হওয়ার ঘটনা এটিই প্রথম। হাল্‌বের মুসলিম সৈনিক ও সেখানকার মুসলিম জনসাধারণ যেরূপ উদ্দীপনা ও বীরত্বের সঙ্গে হাল্‌বকে রক্ষা করল, তাতে সুলতান আইউবির পা ফস্‌কে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল।

তিনি এই লড়াইয়ের কথা ভুলতে পারছিলেন না।

সুলতান আইউবির বিরুদ্ধে অভিযোগ আরোপ করা হয়েছিল, তিনি মুসলমানদের উপর সেনা-অভিযান পরিচালনা করছেন। এই দুর্নাম রটনাকারীদের হোতা ব্যক্তিটা ছিলেন আব্বাসী খেলাফতের সমর্থক, যাকে সুলতান আইউবি মিসরে পদচ্যুৎ করেছিলেন।

এক কথায় এই মুসলিম শাসক ও আমিরগণ সুলতান আইউবির ফিলিস্তিন মুক্তির পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াল। কিন্তু 'প্রথম কেবলা কাফেরদের দখলে' এই বাস্তবতা সুলতানকে একটি মুহূর্তের জন্যও স্থির হতে দিচ্ছিল না। তিনি ইহুদিদের প্রত্যয়-পরিকল্পনা সম্পর্কেও বেখবর ছিলেন না। তিনি জানতেন, ইহুদিরা দাবি করে ফিরছে, ফিলিস্তিন তাদের জন্মভূমি এবং প্রথম কেবলা বাইতুল মুকাদ্দাস তাদের উপাসনালয়। ইহুদিরা সসৈন্য সামনে আসছে না বটে; কিন্তু তারা খ্রিস্টানদের আর্থিক সাহায্য প্রদান করে যাচ্ছে। তারা খ্রিস্টানদের সবচেয়ে ভয়াবহ যে-সহযোগিতাটা দিয়ে রেখেছিল, তা ছিল অসাধারণ রূপসী

www.pathagar.com

যুবতী আর অতিশয় বিচক্ষণ ও চতুর নারীর আকারে। সেই মেয়েগুলোকে গুপ্তচরবৃত্তি ও মুসলমানদের চরিত্র ধ্বংসের কাজে ব্যবহার করা হতো।

সুলতান আইউবিকে আরও একটি বাস্তবতা বেশি অস্থির করে রেখেছিল যে, খ্রিস্টান সৈন্যরাও তাঁর বিরুদ্ধে সোচ্চার, যাদের ঊর্ধ্বতন কমান্ডার ও সম্রাটগণ তাঁর বিরুদ্ধবাদী মুসলদানদের উস্‌কানি দিয়ে যাচ্ছিল।

এহেন পরিস্থিতিতে সুলতান আইউবি অতিশয় সাবধানতার সঙ্গে পা বাড়াচ্ছিলেন। তিনি তাঁর বাহিনীকে অত্যন্ত সুশৃঙ্খলভাবে বিন্যস্ত করে নিলেন এবং তাঁর গোয়েন্দা ব্যবস্থাপনাকে দুশমনদের এলাকায় ছড়িয়ে রাখলেন। তাঁর যুদ্ধপরিকল্পনায় বেশি ভরসা ছিল কমান্ডো বাহিনী ও গুপ্তচরদের উপর।

◆◆◆

হাল্‌বের দূত পৌঁছে গেছে মসুলেও। আল-মালিকুস সালিহ ও তার আমিরগণ মসুলের শাসনকর্তা সাইফুদ্দীনের জন্য প্রেরিত বার্তার সঙ্গে উপহার প্রেরণ করেছিলেন। তাতেও অনুরূপ দুটা মেয়ে ছিল, যেমনটা পাঠিয়েছিল হাররানের দুর্গপতি গোমস্তগিনের নিকট। হাররানে তো দুজন ভারতীয় সেনাপতি শামসুদ্দীন ও শাদবখ্‌ত মেয়েদুটোকে পালাবার সুযোগ করে দিয়েছিলেন এবং সেই সূত্রে কাজী ইবনুল খাশিবকে হত্যা করে নিজেরা কয়েদখানায় বন্দি হয়েছিলেন। কিন্তু মসুলে প্রেরিত মেয়েদুটো সাইফুদ্দীনের হাতে পৌঁছে গেছে এবং সাইফুদ্দীন তাদের সাদরে বরণ করে নিয়েছেন।

এই মেয়েদুটো তার হেরেমের শোভা আরও বাড়িয়ে তুলেছে। দূত সাইফুদ্দীনকেও সেই একই পয়গাম পৌঁছাল, যা পৌঁছিয়েছিল আরেক দূত গোমস্তগিনকে। তা হলো, খ্রিস্টানরা হাল্‌ববাসীকে সাহায্য করার ক্ষেত্রে প্রতারণা করেছে। সে-কারণে তাদের উপর বেশি আস্থা রাখা যাবে না। তবে তাদের বন্ধুত্ব থেকেও হাত গুটিয়ে নেওয়া ঠিক হবে না। তাদের থেকে সাহায্য নেওয়ার উত্তম পন্থা হলো, আমরা পরস্পর ঐক্যবদ্ধ হয়ে সুলতান আইউবির উপর হামলা করব। তিনি আলরিস্তানের পর্বতমালায় হামাতের শিং নামক স্থানে অবস্থান করছেন। এই অবস্থায় যদি আমরা তার উপর হামলা করি, তা হলে খ্রিস্টানরা পিছন দিক থেকে তাদের উপর আক্রমণ চালাবে।

বার্তার সঙ্গে একটা পরিকল্পনাও ছিল। তাতে উল্লেখ করা হয়েছিল, আলরিস্তানে বরফ গলছে। গোয়েন্দাদের তথ্য অনুসারে বরফগলা পানির তোড়ে আইউবির মোর্চাগুলো তছনছ হয়ে গেছে। আমরা তিনটি বাহিনী ঐক্যবদ্ধ হয়ে সেই উপত্যকায় অবরুদ্ধ করে তাকে অনায়াসে পরাজিত করতে পারি।

বার্তায় আরও উল্লেখ করা হয়েছিল, গোমস্তগিনকেও পয়গাম পাঠানো হয়েছে। আশা করছি, তিনি আমাদের সামরিক জোটে অংশগ্রহণ করবেন। আপনিও সময় নষ্ট না করে জোটে এসে যোগ দিন। তবেই সালাহুদ্দীন আইউবিকে চূড়ান্তরূপে পরাজিত করা সম্ভব হবে।

www.pathagar.com

বার্তা পেয়েই সাইফুদ্দীন তার ভাই ইয্‌যুদ্দীন, দুজন সিনিয়র সেনা-অধিনায়ক ও মসুলের স্বনামধন্য খতীব ইবনুল মাখদুম কাকবুরিকে নিয়ে বৈঠকে বসেছেন। তিনি সকলকে দূতের বার্তা শুনিয়ে বললেন–

'আপনারা আমার এই সিদ্ধান্ত সম্পর্কে ভালোভাবে অবগত আছেন যে, আমি সালাহুদ্দীন আইউবির আনুগত্য মেনে নেব না। তার শিরায় যে-খুন প্রবাহিত, আমার শিরায়ও সেই একই রক্ত বিদ্যমান। আপনারা আমাকে শুধু এই পরামর্শ দিন যে, আমরা জোটে যোগ দেব কি-না। আমার ইচ্ছা হলো, আমাদের বাহিনী প্রকাশ্যে সম্মিলিত বাহিনীর অধীনে থাকবে। কিন্তু আপনারা লড়াই করবেন আলাদাভাবে, যাতে আমাদের বাহিনী যে-যে এলাকা জয় করবে, তার অধিনায়ক আমি ছাড়া কেউ না হতে পারে।'

'আপনি যে-সিদ্ধান্ত স্থির করেছেন, তার চেয়ে উত্তম সিদ্ধান্ত আর কিছু হতে পারে না। আপনি সঠিক সিদ্ধান্তই গ্রহণ করেছেন।' এক সালার বললেন।

'সালাহুদ্দীন আইউবি খ্রিস্টান ও সুদানিদের পরাজিত করতে পারেন – আমাদেরকে নয়' – আরেক সালার বললেন – 'আপনি আপনার বাহিনীকে সম্মিলিত বাহিনীতে যুক্ত করে নিন; কিন্তু কমান্ড নিজের হাতে রাখুন। আমরা আমাদের সৈন্যদের দ্বারা এমনভাবে যুদ্ধ করাব যে, আমাদের বিজয় হাল্‌ব ও হাররানের বাহিনী থেকে পুরোপুরি ভিন্ন দেখা যাবে।'

'আমরা আপনার আদেশের সামনে নিজেদের কুরবান করে দেব মাননীয় সম্রাট' – প্রথম সালার বললেন – 'আমরা আপনাকে সেই সালাতানাতে ইসলামিয়ার রাজা বানাব, সালাহুদ্দীন আইউবি যার স্বপ্ন দেখছেন।'

'সালাহুদ্দীন আইউবির মাথা কেটে আমরা আপনার পায়ে রাখব' – দ্বিতীয় সালার বললেন– 'তার ফৌজ আলরিস্তানের উপত্যকা থেকে জীবিন নিয়ে বের হতে পারবে না। আপনি এখনই রওনা হওয়ার নির্দেশ দিন; বাহিনী প্রস্তুত।'

উভয় সালার একজন অপরজনের চেয়ে নিজের অধিক অফাদারি প্রকাশে ব্যাকুল। ইয্‌যুদ্দীন চুপচাপ বসে অপেক্ষা করছেন কখন তার পালা আসবে। খতীব ইবনুল মাখদুম একবার সালারদ্বয়ের প্রতি, একবার সাইফুদ্দীনের প্রতি দৃষ্টিপাত করছেন। আবার কখনও মাথানত করে বসে থাকছেন।

'তোমার মতামত বলো ইযযুদ্দীন!' ভাইকে উদ্দেশ করে সাইফুদ্দীন বললেন।

'আমি আপনার এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে একমত যে, সালাহুদ্দীন আইউবির বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই করতে হবে' – ইয্‌যুদ্দীন বললেন – 'কিন্তু আমাদের সালারদের এ-জাতীয় আবেগময় বক্তব্য আমি সমর্থন করি না। "আইউবি খ্রিস্টান ও সুদানিদের পরাজিত করতে পারেন – আমাদেরকে নয়" শুধু এই ঘোষণা দিয়ে যুদ্ধে নেমে পড়লেই আইউবিকে পরাজিত করা যাবে না। আমি বরং বলব, যার স্বল্পসংখ্যক সৈন্য নিজেদের চেয়ে কয়েকগুণ বেশি খ্রিস্টানসেনাকে পরাজিত করতে পেরেছে, সেই তিনি আপনাকেও পরাজিত করতে সক্ষম হবেন। যিনি মরুভূমির সৈন্যদের দ্বারা তুষারাবৃত এলাকায় যুদ্ধ

www.pathagar.com

করিয়ে চার-চারটা দুর্গ জয় করলেন এবং রেমন্ডের বাহিনীকে পেছনে সরে যেতে বাধ্য করলেন, তিনি বরফ গলে যাওয়ার পর আরও ভালোভাবে যুদ্ধ করতে সক্ষম হবেন। আমাদের কোনো প্রকার আত্মপ্রবঞ্চনায় লিপ্ত হওয়া উচিত হবে না। শত্রুকে কখনও দুর্বল ভাবতে নেই। কীরূপ পরিবেশ-পরিস্থিতিতে এবং কাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধটা করতে হবে, তা আমাদের অনুধাবন করতে হবে।'

ইয্‌যুদ্দীন সুলতান আইউবির সৈনিকদের বৈশিষ্ট্যের বিবরণ দিলেন। তারপর আইউবির রণকৌশলের বর্ণনা দিয়ে সামনের যুদ্ধটা যে-ময়দানে সংঘটিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তার উপর আলোকপাত করে বললেন– 'বরফ গলতে শুরু করেছে। এ-বছর বর্ষা শুরু হয়েছে বিলম্বে। সালাহুদ্দীন আইউবির ফৌজ তাঁবুতে অবস্থান করছে। কিন্তু উট-ঘোড়া তো আর তাঁবুতে রাখা যায় না। এ-সময়ে তার ফৌজের উট-ঘোড়াগুলো গাছের তলে কিংবা গুহায় বাস করছে। উট-ঘোড়া এভাবে সুস্থ্য-সবল থাকতে পারে না। তা ছাড়া আমরা আশা রাখতে পারি, আইউবির সৈন্যরা পাহাড়ি অঞ্চলে অবস্থান করে-করে বিরক্ত হয়ে উঠেছে। এ-বিষয়টিও আমাদের নজরে রাখতে হবে যে, আমরা যদি আমাদের বাহিনীকে হাল্‌ব ও হাররানের বাহিনীর সঙ্গে একীভূত করে যুদ্ধ করি, তা হলে আইউবিকে ঘিরে ফেলা সহজ হবে। কিন্তু আমাদের ভুলে গেলে চলবে না, মুসলিম সৈনিক যখন মুসলিম সৈনিকের মুখোমুখি হবে, তখন ইসলামের চিরন্তন আত্মীয়তা তাদের সংঘাতে লিপ্ত হওয়ার পরিবর্তে আলিঙ্গনাবদ্ধ করতে পারে। যে-তরবারি পরস্পর যুদ্ধ করতে কোষমুক্ত হয়ে ময়দানে অবতীর্ণ হবে, তা অবনমিতও হয়ে যেতে পারে এবং রক্ত না ঝরিয়েই কোষে ফিরে যেতে পারে।'

'ইয্‌যুদ্দীন!' – ইয্‌যুদ্দীনকে থামিয়ে দিয়ে সাইফুদ্দীন বললেন – 'তুমি একজন সৈনিকমাত্র। তুমি রক্ত, তরবারি আর তরবারির কোষের কথা ভাবতে পার শুধু। মুসলমান সৈনিককে মুসলমান সৈনিকের বিরুদ্ধে কীভাবে লড়াতে হয়, সেই কৌশল তোমাকে আমার কাছ থেকে শিখতে হবে। আগামী পরশু রমযান শুরু হচ্ছে। সালাহুদ্দীন আইউবি নিজে নামায-রোযার যতটুকু পাবন্দ, ততটুকু পাবন্দি তার সৈন্যদের দ্বারাও করিয়ে থাকেন। যুদ্ধটা যখন শুরু হবে, তখন তার সব সৈন্য রোযাদার থাকবে। আমরা আমাদের সৈন্যদের বলে দেব, যুদ্ধের সময় রোযা রাখায় বাধ্যবাধকতা নেই। মাননীয় খতীব সাহেব তোমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন। আমি তার পক্ষ থেকে ঘোষণা করিয়ে দেব যে, যুদ্ধের সময় রোযা মাফ। আমরা হামলা করব দুপুরের পর। সকালবেলা হামলা করলে তখন আইউবির সৈন্যরা তরতাজা থাকবে। দুপুরের পর আমাদের সৈন্যদের পেটে খাবার থাকবে আর আইউবির সৈন্যরা থাকবে ক্ষুৎ-পিপাসায় কাতর। আমি শুধু এটুকু জানতে চাই যে, সালাহুদ্দীন আইউবির বিপক্ষে লড়াই করার সিদ্ধান্তটা সঠিক কি-না।'

'আপনার এই সিদ্ধান্ত যথার্থ।' এক সালার বললেন।

'আমরা আপনার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত করে প্রমাণ দেব, এই সিদ্ধান্ত সবদিক থেকেই সঠিক ছিল।' আরেক সালার বললেন।

'আমি আপনার সিদ্ধান্তের বিপক্ষে কোনো কথা বলিনি' – ইয্‌যুদ্দীন বললেন– 'আপনাকে আমি আরও একটি পরামর্শ দেব। আপনি আমাকে রিজার্ভ রেখে দিন। যদি প্রয়োজন পড়ে, তা হলে আমি পরে সময়মতো হামলা করব। প্রথম সংঘর্ষের কমান্ড আপনি নিজের হাতে রাখুন।'

'তা-ই হবে' – সাইফুদ্দীন বললেন – 'বাহিনীটা দু-ভাগে ভাগ করে নাও এবং দ্রুত প্রস্তুতির নির্দেশ দাও। রিজার্ভ বাহিনীটা তোমার কাছে রাখো।'

◆◆◆

খতীব ইবনুল মাখদুম বৈঠকে উপস্থিত আছেন। সাইফুদ্দীন তাঁর প্রতি দৃষ্টিপাত করে মুচকি হেসে বললেন– 'মহামান্য খতীব, আপনি একাধিকবার কুরআন থেকে ফাল বের করে আমাকে বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করেছিলেন। আপনি মহান আল্লাহর দরবারে আমার নিরাপত্তা ও বিজয়ের জন্য দু'আও করেছেন। আপনি জানেন, আমি আপনার অপেক্ষা আর কাউকে বড় বুজুর্গ মনে করি না। মানুষের যদি কোনো মানুষকে সেজদা করার অনুমতি থাকত, তা হলে আমি আপনাকে সেজদা করতাম। এ-মুহূর্তে আমি এমন একটা কাজে জড়িত হচ্ছি, যার সফলতার কোনো নিশ্চয়তা নেই। আমি একটা শক্তিশালী দুশমনের মোকাবেলায় যাচ্ছি। যুদ্ধে জয় হয় – নাহয় পরাজয়। আপনি কোরআন থেকে ফাল বের করে বলুন, এ-যুদ্ধে আমার ভাগ্যে বিজয় লেখা আছে, না পরাজয়।'

'আমীরে মুহতারাম!' – খতীব বসা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বলতে শুরু করলেন – 'একথা সঠিক যে, আপনি আমার দ্বারা কয়েকবার কুরআন থেকে ফাল বের করিয়েছিলেন। সুলতান নুরুদ্দীন জঙ্গির জীবদ্দশায় আপনি একবার একদল ডাকাতকে ধাওয়া করেছিলেন। তখন আমি কুরআন থেকে ফাল বের করে আপনাকে সাফল্যের সুসংবাদ শুনিয়েছিলাম এবং আপনি সফল হয়ে ঘরে ফিরেছিলেন। আপনি যখন খ্রিস্টানদের মোকাবেলায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন, আমি কুরআন থেকে ফাল বের করে আপনাকে বিপদ সম্পর্কে সাবধান করেছিলাম এবং কামিয়াবির সুসংবাদ প্রদান করেছিলাম। আল্লাহর শোকর, আমার বেরকরা প্রতিটি ফাল সঠিক বলে প্রমাণিত হয়েছিল। কিন্তু... ।'

খতীব প্রথমে ইয্‌যুদ্দীনের প্রতি, তারপর সালারদ্বয়ের প্রতি তাকিয়ে বললেন–

'কিন্তু, মসুলের শাসনকর্তা, এবার ফাল বের না করেই আমি আপনাকে বলে দিতে পারব, আপনি যে-অভিযানে নামতে যাচ্ছেন, তাতে আপনি জয়লাভ করবেন, নাকি পরাজিত হবেন।'

'শীঘ্র বলুন মাননীয় শায়খ!' অস্থির কণ্ঠে সাইফুদ্দিন বললেন।

'আপনি এমন শোচনীয় পরাজয় বরণ করবেন যে, যদি সময়মতো পলায়ন না করেন, তা হলে আপনি হারিয়ে যাবেন' – খতীব বললেন – 'আমার পরামর্শ

www.pathagar.com

হলো, এই অভিযানে না আপনি নিজে যাবেন, না ভাইকে প্রেরণ করবেন, না আপনার ফৌজ পাঠাবেন ।'

সাইফুদ্দীনের চেহারার রং বদলে গেল । ইয্যুদ্দীন ও সালারদ্বয়ের মুখও বন্ধ হয়ে গেল । খতীব সাইফুদ্দীনের মুখের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বসে থাকলেন ।

'আপনি তো কুরআন খুললেনই না' – সাইফুদ্দীন বললেন – 'কুরআন না খুলে আপনি ফাল বের করলেন কীভাবে? আমি কীভাবে মেনে নেব যে, আপনি যে-দুঃসংবাদ শোনালেন, তা সঠিক?'

'শুনুন মসুলের শাসক!' – খতীব ইবনুল মাখদুম বললেন – 'আমি এত কাল কুরআন থেকে যেসব ফাল বের করে আপনাকে সুসংবাদ শুনিয়ে আসছিলাম, কুরআনের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক ছিল না । কুরআন কোনো জাদুমন্ত্রের বই নয় । কুরআন ঘোষণা করছে, এই কুরআনের যেসব বিধিবিধান রয়েছে, যে-ব্যক্তি তা মান্য করবে, সে সফল হবে । আর যে তা অমান্য করবে, সে ব্যর্থ ও পরাজিত হবে । এর আগে আপনি ক্রুশের পূজারীদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়েছিলেন । তখন আমি বলেছিলাম, আপনি কামিয়াব হবেন । তারপর আপনি যখনই যে-অভিযানে গিয়েছেন, আমি আপনাকে সাফল্যের সুসংবাদ শুনিয়েছি এবং বলেছি, এটা কুরআনের ফাল । প্রতিটি ফালই শুভ ছিল । তার কারণ একটিই ছিল যে, আপনার প্রতিটি পদক্ষেপ ও কর্মকাণ্ড আল্লাহর বিধানের অনুকূল ছিল । কিন্তু এখন আপনি যে-অভিযানে বের হচ্ছেন, তা আল্লাহর বিধানের সুস্পষ্ট লংঘন ও বিরোধিতা । আপনি কাফেরদের হাতকে শক্তিশালী করছেন । তাদের সহযোগিতা নিয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্য নিবেদিত ঈমানদান লোকদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে যাচ্ছেন ।'

'আপনি কিসের ভিত্তিতে বলছেন, সালাহুদ্দীন আইউবি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্য নিবেদিত হয়ে এখানে এসেছেন?' – উত্তেজিত কণ্ঠে সাইফুদ্দীন বললেন – 'আমি তো বলছি, তিনি বিস্তৃত একটা সাম্রাজ্যের রাজা হওয়ার স্বপ্ন নিয়ে এসেছেন । আমরা তাঁর এই স্বপ্ন পূরণ হতে দেব না । তাকে এখানে যমে টেনে এনেছে । আমরা প্রথমে তাকে যমের হাতে তুলে দিয়ে তারপর ক্রুশের পূজারীদের খতম করব ।'

'অন্তঃসারশূন্য শব্দমালা দ্বারা আপনি আমাকে ধোঁকা দিতে পারেন – আল্লাহকে নয়' – খতীব বললেন – 'আমাদের কার অন্তরে কী আছে, আল্লাহ পাকের সবই জানা আছে । বিজয় তারই কপালে জুটবে, যে নিজের নফ্সের উপর জয়ী হতে পেরেছে । এই মুহূর্তে আমি আপনাকে সর্বশেষ ও চূড়ান্ত ভবিষ্যদ্বাণী করছি, পরাজয় আপনার কপালের লিখন হয়ে গেছে । আপনি যদি ইসলামের পতাকাতলে আশ্রয় নেন এবং আল্লাহর পথে জিহাদে আত্মনিয়োগ করেন, তবেই শুধু আপনার ললাটের লিখন টলতে পারে ।'

'মুহতারাম খতীব!' – ইয্যুদ্দীন বলে উঠলেন – 'আপনি আপনার ধর্ম আর মসজিদ নিয়েই ব্যস্ত থাকুন । সামরিক বিষয়াবলি ও রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ড আপনি

www.pathagar.com

বুঝবেন না। আমি আপনাকে আমাদের মনোবল বিনষ্টের চেষ্টা না করার পরামর্শ দেব। যুদ্ধজয়ের সব উপকরণই আমাদের আছে আপনার হয়ত তা জানা নেই।'

'আপনি যদি যুদ্ধকে ধর্ম ও মসজিদ থেকে আলাদা করে লড়াই করেন, তা হলে না হৃদয় আপনার সঙ্গ দেবে, না জযবা' – খতীব বললেন – 'আপনি ঠিকই বলেছেন যে, আমি সামরিক বিষয়ে অনভিজ্ঞ। কিন্তু আমি জানি, যুদ্ধ শুধু অস্ত্র আর ঘোড়া দ্বারা জয় করা যায় না এবং সেই সামরিক যোগ্যতার বলেও জয় করা যায় না, আপনি যার জন্য গর্বিত এবং যার উপর নির্ভর করে আপনি কুরআনের বিরুদ্ধাচরণে লিপ্ত হচ্ছেন।

আরও একটি বিষয় এমন রয়েছে, যা জয়কে পরাজয়ে পরিণত করে দেয়।'

সবাই চকিত নয়নে তাঁর প্রতি তাকিয়ে থাকল।

তিনি বললেন–

'যে-শাসক চাটুকারিতা পছন্দ করে, তিনি নিজের সঙ্গে দেশ ও জাতিকে নিয়ে একসঙ্গে ডুবে মরেন। সেই শাসক রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডকে চাটুকার ও দাস মানসিকতাসম্পন্ন লোকদের হাতে তুলে দিয়ে একটি স্বাধীন জাতিকে অন্নহীন, বস্ত্রহীন ও দাসানুদাস প্রজায় পরিণত করে ছাড়েন। আর এই শাসক যখন ফৌজের কমান্ড চাটুকার সালারদের হাতে তুলে দেন, তখন দুশমন দেশটাকে হজম করে ফেলে। চাটুকার সেনা-অধিনায়ক তার অধীনদের দ্বারা চাটুকারিতা আদায় করে। তারপর দেশ ও জাতির জন্য লড়াই করার পরিবর্তে শাসকের সন্তুষ্টি অর্জন তাদের লক্ষ্যে পরিণত হয়। আমি এই দরবারেই দেখলাম যে, উপস্থিত দুই সালারই আপনার হ্যাঁ-এর সঙ্গে হ্যাঁ মেলাবার কসরত করেছে এবং এমন আবেগময় কথাবার্তা বলেছে, যা যোদ্ধারা বলে না। তারা উভয়ে আপনার সিদ্ধান্ত ও প্রতিভার ভূয়সী প্রশংসা করেছে বটে; কিন্তু আপনাকে সমস্যা সম্পর্কে অবহিত করেনি। তারা আপনাকে একথা জানায়নি যে, খ্রিস্টানরা আমাদের সবাইকে ঘিরে রেখেছে। আল-আক্সা কাফেরদের দখলে। এমতাবস্থায় ভালো হবে, আপনি, গোমস্তগিন ও হাল্বের আমির প্রমুখ সালাহুদ্দীন আইউবির নিকট গিয়ে যোগ দিন এবং ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর দুশমন ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই করুন। আর যদি আপনি-ই সত্যপথের অনুসারী হয়ে থাকেন, তা হলে আইউবিকে বাতিল ও ক্ষমতালোভী প্রমাণ করুন।

'কিন্তু আপনার সালারগণ আপনাকে এরূপ কোনো পরামর্শ দেয়নি। তারা আপনাকে একথাও বলেনি, সালাহুদ্দীন আইউবি আলরিস্তানের পার্বত্যাঞ্চলকে ঘাঁটি বানিয়ে তাঁর বাহিনীকে দূর-দূরান্ত পর্যন্ত এমনভাবে ছড়িয়ে রেখেছেন যে, আপনি তাকে অবরোধ করার কল্পনাও করতে পারবেন না। তাঁর গেরিলা সেনাদের সম্পর্কে তো আপনি ভালোভাবে অবহিত আছেন। কিন্তু আপনার সালারগণ আপনার চোখে পট্টি বেঁধে এ-বিষয়টিকে আপনার দৃষ্টির আড়ালে সরিয়ে রেখেছে যে, আইউবির গুপ্তচর ও কমান্ডো সেনারা আপনার অন্তর থেকে

তথ্য বের করে নিয়ে যেতে পারে এবং আপনার চোখে ধূলি দিয়ে আপনার হেরেমের মেয়েদের তুলেও নিয়ে যেতে পারে। আপনার ফৌজ এখান থেকে রওনা হওয়ামাত্র আইউবি তাদের গতিবিধি, সংখ্যা ও গন্তব্য জেনে ফেলবেন।'

'মহামান্য সুলতান!' – এক সালার ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললেন – 'আমরা কি এভাবেই আপনার অপমান সহ্য করে যাব? মসজিদে বসে রাত-দিন আল্লাহ আল্লাহ জিকিরকারী একজন দরবেশ আমাদের গুরু হওয়ার দুঃসাহস দেখাচ্ছেন! ইনি আমাদের সামনে আপনার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধাচরণ করে আপনাকে অপমান করছেন। আমরা এটা সহ্য করতে পারি না।'

'আমাকে শুনতে দাও' – সাইফুদ্দীন বললেন – 'আমি আমার মুহতারাম খতীবকে এখনও সম্মানের চোখেই দেখছি।'

'বলুন মুহতারাম খতীব!' – 'অবজ্ঞার সুরে ইয্যুদ্দীন বললেন – 'শেষ পর্যন্ত আপনাকে একথাও বলতে হবে, আপনার আনুগত্য কার প্রতি – আমাদের প্রতি, নাকি আইউবির প্রতি।'

'আমার আনুগত্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি' – ইয্যুদ্দীনকে উদ্দেশ করে খতীব বললেন – 'আমি আপনার প্রশংসা করব যে, আপনি আপনার ভাইকে দু-চারটি সত্য কথা শুনিয়েছেন। বাদ বাকি কথা আপনিও চোখ-দেমাগ বন্ধ করে বলেছেন। ইমামুদ্দীনও তো আপনার ভাই। আপনি কি কখনও ভেবে দেখেছেন, তিনি সালাহুদ্দীন আইউবির সুহৃদ কেন এবং কেন আপনার সহযোগিতায় এগিয়ে আসছেন না?'

'আপনি আমাদের পারিবারিক বিষয়ে হস্তক্ষেপ করবেন না' – ইয্যুদ্দীন বললেন – 'আপনি আসলে প্রমাণ করতে চাচ্ছেন, সালাহুদ্দীন আইউবি খোদার পয়গম্বর এবং আমাদের সবাইকে তাকে সেজদা করতে হবে। আপনাকে শুধু বলা হয়েছিল, কুরআন থেকে ফাল বের করে বলুন আমাদের এই অভিযান সফল হবে, না ব্যর্থ হবে।'

'কুরআন তার বিধিবিধান স্পষ্টভাবেই বর্ণনা করেছে' – জোরালো কণ্ঠে খতীব বললেন – 'আমি আপনাদের সম্মুখে বাস্তব সত্যটা খোলাখুলি ব্যক্ত করেছি। সালাহুদ্দীন আইউবি খোদার প্রেরিত পয়গাম্বর নন। তিনি একটি ঝড়, একটি স্রোত, যা কুফরকে শুষ্ক তৃণলতার মতো ভাসিয়ে নিতে দামেশ্‌ক থেকে উঠে এসেছে। আপনারা সবাই বৃক্ষের ভেঙে-পড়া-ডাল, যার পাতাগুলো এক-এক করে ঝরে পড়ছে আর সেই স্রোতের সঙ্গে ভেসে যাচ্ছে। আইউবি আপনাদের উপর চড়াও হননি – আপনারাই বরং তাঁর পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছেন। আপনাদের পরিণতি তা-ই হবে, যেমন পরিণতি স্রোতের-মুখে-পড়া-পত্র-পল্লবের হয়ে থাকে।'

'খতীব!' – সাইফুদ্দীন গর্জে উঠে বললেন – 'দয়া করে আমার অন্তরে আপনার মর্যাদাবোধ থাকতে দিন।'

'তুমি... সাইফুদ্দীন!'– গম্ভীর কণ্ঠে খতীব বললেন – 'তুমি পৃথিবীর এই ক্ষুদ্র ভূখণ্ডটির রাজা। ভয় করো সেই সত্তাকে, যিনি উভয় জগতের বাদশাহ।

www.pathagar.com

আমাকে তোমার শ্রদ্ধা করার কোনোই প্রয়োজন নেই। তুমি আমার মুখে থুথু নিক্ষেপ করো; তবু আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পথ থেকে সরে যেও না। তোমার উপর রাজত্বের নেশা চেপে বসেছে। এই আত্মমর্যাদাহীন সালার ও প্রশাসনের কর্মকর্তারা তোমাকে খুশি করতে তোমাকে রাজা বানিয়েছে। তুমি বুঝছ না, এটা নিছক চাটুকারিতা আর তুমি রাজা নও। তুমি জান না, এই চাটুকার লোকগুলো তোমার, জাতির ও দেশের দুশমন। যখন তোমার পতন ঘনিয়ে আসবে, তখন এরা তোমাকে চিনতেও অস্বীকার করবে এবং সেই ব্যক্তির পাপোষ চাটবে, যে তোমার সিংহাসনে বসবে। আমার প্রতি ক্রুদ্ধ চোখে তাকিয়ো না সাইফুদ্দীন! জাহান্নামে ঠিকানা নিয়ো না। ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করো। এই দাসমানসিকতার লোকগুলো বহু প্রতাপান্বিত রাজা-বাদশাকে ভিখিরীতে পরিণত করেছে। ইতিহাস বলছে, এমনটা অতীতেও হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও হবে। দুঃখটা হলো, আল্লাহর রাসূলের উম্মতও এই ধ্বংসের পথে অগ্রসর হচ্ছে।'

'লোকটাকে এখান থেকে বের করে নিয়ে যাও' – ক্ষোভকম্পিত কণ্ঠে গর্জে উঠলেন সাইফুদ্দীন – 'একে এমন জায়গায় আবদ্ধ করে রাখো, যেখান থেকে এর কণ্ঠ আমার কানে এসে না পৌঁছয়।'

এক সালারের ডাকে দুজন দেহরক্ষী ভেতরে প্রবেশ করল। তাদের নির্দেশ দেওয়া হলো, খতীবকে কয়েদখানায় নিয়ে আটকে রাখো।

খতীব ইবনুল মাখদুমকে যখন দু-বাহুতে ধরে কয়েদখানা-অভিমুখে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তখন সাইফুদ্দীন তাঁর কণ্ঠ শুনতে পেলেন–

'রাজত্বের মোহ মানুষকে দীন থেকে সম্পর্কহীন করে তোলে। তোষামোদপ্রিয় শাসক জাতিকে বিক্রি করে খায়। কাফেরের বন্ধুত্ব শত্রুতা অপেক্ষা বেশি ক্ষতিকর। ফিলিস্তিন আমাদের। ফিলিস্তিন আমার রাসূলের। কাফেররা তোমাদের পরস্পর এজন্য যুদ্ধে জড়িয়ে ফেলেছে, যাতে ফিলিস্তিনের উপর তাদের দখল অটুট থাকে। তোমরা যদি আপসে লড়াই করতে থাক, তা হলে প্রথম কেবলা তোমাদের অভিশম্পাত করতেই থাকবে।'

খতীব ইবনুল মাখদুমকে টেনে-হেঁচড়ে কয়েদখানায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে আর তিনি চিৎকার করে একথা বলছেন। বহু সৈনিক বাইরে বেরিয়ে এল এবং মুহূর্তের মধ্যে দাবানলের মতো সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল– 'খতীব ইবনুল মাখদুম পাগল হয়ে গেছেন এবং তাঁকে কারাগারে আটকে রাখা হয়েছে।'

সংবাদটা শহরময় ঘুরে-ফিরে খতীবের বাসগৃহের দরজায় গিয়ে আছড়ে পড়ল। ঘরে আছে খতীবের ষোড়শী এক কন্যা। ঘরে পিতা-কন্যা দুজনই বাস করতেন। মেয়েটা খতীবের একমাত্র সন্তান। তাঁর স্ত্রী মারা গেছেন বেশ কয়েক বছর আগে। পরে আর বিয়ে করেননি। এভাবেই বাকি জীবন কাটিয়ে দেবেন বলে তিনি মনস্থির করেছিলেন।

'আশপাশের বহু মহিলা খতীবের ঘরে এসে ভিড় জমাল। পরিবারটা সকলেরই শ্রদ্ধাভাজন। মহিলারা খতীবের কন্যার নিকট জানতে চাইল, তোমার পিতার হঠাৎ করে কী হয়ে গেল? তিনি কি সত্যই পাগল হয়ে গেছেন?'

www.pathagar.com

'এমন হওয়ারই কথা ছিল' – মেয়ে বলল – 'এমনটিই হওয়ার কথা ছিল।' তার কণ্ঠে গাম্ভীর্য। চেহারায় ভয়ের লেশমাত্র চিহ্ন নেই। যত মহিলা তার ঘরে এল, সবার জন্য তার একই জবাব– "এমনটা হওয়ার-ই কথা ছিল"।'

◆◆◆

মসুলে খতীবকে কয়েদখানায় নিক্ষেপ করা হয়েছে। হাররানে গোমস্তগিন দুজন সেনা-অধিনায়ক শামসুদ্দীন ও শাদবখতকে বন্দি করে রেখেছেন। গোমস্তগিন এ-ই প্রথমবার জানতে পারলেন, তার এই দুই সালার মূলত সালাহুদ্দীন আইউবির অনুগত ও গোয়েন্দা। তারা আটক হওয়ার পর গোমস্তগিন রাতে কয়েদখানায় গেলেন এবং ওখান থেকে বের করে তাদের সেই কক্ষে নিয়ে গেলেন, যেখানে আসামীদের মুখ থেকে তথ্য বের করার সব ধরনের ব্যবস্থা ও আয়োজন বিদ্যমান।

ওখানে দুজন লোককে এমনভাবে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে যে, তাদের উভয় বাহু রশি দ্বারা ছাদের সঙ্গে বাঁধা, পাদুটো মাটি থেকে কয়েক ফুট উঁচুতে এবং পায়ের গোড়ালির সঙ্গে অন্তত দশ সের ওজনের লোহা ঝুলানো। প্রচণ্ড শীতের মধ্যেও ঘামে তাদের সমস্ত শরীর জবজবে হয়ে আছে। তাদের বাহুদুটো ছিঁড়ে কাঁধ থেকে আলাদা হয়ে যাচ্ছে যেন। জায়গাটায় রক্ত ও পঁচা-গলা লাশের দুর্গন্ধে এক অসহনীয় পরিবেশ বিরাজ করছে।

'এদের দেখে নাও' – গোমস্তগিন দু-ভাইকে উদ্দেশ করে বললেন – 'এই বন্দিশালায় নিক্ষিপ্ত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তোমরা আমার সেনাবাহিনীর মালিক ছিলে। এখন কর্মদোষে এখানে এসে স্থান নিয়েছ। তোমরা গাদ্দার। তোমরা আমার আস্তিনের তলে সাপ হয়ে পালিত হয়েছিলে। তবে আমি এখনও তোমাদের ক্ষমা করতে প্রস্তুত আছি। তোমরা আমাকে শুধু বলে দাও, যে-দুটো মেয়েকে পালাবার সুযোগ করে দিয়েছ এবং তাদের সঙ্গে আরও যে-দুজন পুরুষ গিয়েছে, তারা কোথায় গেছে এবং এখান থেকে কী-কী তথ্য নিয়ে গেছে।

জবাবে শামসুদ্দীন ও শাদবখ্‌ত মুচকি হেসে চুপ করে থাকলেন।

গোমস্তগিন বললেন– 'তারা সালাহুদ্দীন আইউবির নিকট গেছে। কী, আমি কি মিথ্যা বললাম?

শামসুদ্দীন ও শাদবখ্‌ত কান দিলেন না।

গোমস্তগিন বললেন– 'এই দুজনকে দেখে নাও। এরা যুবক বলে এখনও সহ্য করতে পারছে। তোমাদের যদি এভাবে ঝুলিয়ে পায়ে বিশ সের ওজন বেঁধে দিই, তা হলে অল্পক্ষণের মধ্যেই বক্ষটা উন্মুক্ত করে আমার সামনে রেখে দেবে। কিন্তু আমার পরামর্শ, এসব বাদেই আমাকে সব বলে দাও।'

'তারা কোনো তথ্য নিয়ে যায়নি' – শামসুদ্দীন বললেন – 'এখানে কোনো তথ্য নেই। সালাহুদ্দীন আইউবি ভালো করেই জানেন, তুমি খ্রিস্টানদের সহযোগিতা নিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার প্রস্তুতি নিচ্ছ। আইউবি পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়েই তোমাদের পরাজিত করতে এসেছেন। এখান থেকে নিয়ে যাওয়ার মতো

www.pathagar.com

কোনো তথ্য নেই। তথ্য শুধু এতটুকু ফাঁস হয়েছে যে, আমরা দু-ভাই তোমার ফৌজের সালার ছিলাম, তুমি আমাদের বিশ্বস্ত মনে করতে; অথচ আমরা মূলত আইউবির লোক।'

'অপর তথ্যটিও আমি তোমাকে বলে দিচ্ছি' – শামসুদ্দীনের ভাই শাদবখ্‌ত বললেন – 'দুটা মুসলিম মেয়ে উপহারস্বরূপ তোমার কাছে এসেছিল। ঘটনাক্রমে আমরা জানতে পারলাম, তারা মজলুম ও মুসলমান। তোমার কাজী ইবনুল খাশিব তোমার আগেই তাদের নিয়ে যেতে চেয়েছিল। আমরা তাদের আপন কন্যা মনে করে পালাবার সুযোগ করে দিয়েছি এবং কাজী সাহেব আমাদের জন্য এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছিলেন যে, তাকে খুন করতে আমরা বাধ্য হয়েছি। তুমি ঘটনাটা জেনে ফেলেছ এবং আমাদের গ্রেফতার করে বন্দি করে ফেলেছ। আমরা যদি ধরা না পড়তাম, তা হলে আমাদের পরিকল্পনা ছিল, যখন তুমি আমাদের সালাহুদ্দীন আইউবির বিরুদ্ধে প্রেরণ করতে, আমরা গোটা বাহিনীকে সুলতান আইউবির বেষ্টনির মধ্যে নিয়ে যেতাম এবং তাঁর হাতে আত্মসমর্পণ করে তোমাকে শোচনীয়রূপে পরাজিত করতাম। কিন্তু দুর্ভাগ্য, আমাদের এই স্বপ্ন বাস্তবায়িত হলো না।'

'তারপরও আমরা সফল' – শামসুদ্দীন বললেন – 'তুমি আমাদের মৃত্যুদণ্ড দিয়ে দাও। ছাদের সঙ্গে ঝুলিয়ে আমাদের পায়ের সঙ্গে বিশ-বিশ সের ওজনের পাথর বেঁধে দাও। আমাদের বাহু কাঁধ থেকে আলাদা করে ফেলো। আমরা কষ্ট অনুভব করব না। তির-তরবারি আল্লাহর পথের পথিকদের জন্য ফুলে পরিণত হয়ে যায়। তাদের দেহ নিঃশেষ হয়ে যায়; কিন্তু আত্মা মরে না। আল্লাহর পথের পথিকের আত্মা আল্লাহর কাছে অত্যন্ত প্রিয় বস্তু।'

'আমি তোমাদের ওয়াজ শুনতে আসিনি' – গোমস্তগিন বললেন – 'ওহে বিশ্বাসঘাতকরা! তোমরা সালাহুদ্দীন আইউবির নিকট কী গোপন তথ্য প্রেরণ করেছ বলো।'

'তুমি আমাদেরকে বিশ্বাসঘাতক বলছ' – শামসুদ্দীন বললেন – 'এটাই আসল তথ্য, যা তুমি গোপন করতে চাচ্ছ যে, গাদ্দার কে? অনাগত প্রজন্মের কাছ থেকে তুমি এতথ্য গোপন করতে পারবে না যে, তুমি গাদ্দার ছিলে। ইতিহাস চিৎকার করে-করে বলবে, সালাহুদ্দীন আইউবি ফিলিস্তিনকে খ্রিস্টানদের কবল থেকে মুক্ত করার লক্ষ্যে মাঠে নেমেছিলেন; কিন্তু গোমস্তগিন নামক এক মুসলিম দুর্গপতি তাঁর পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছিল।'

'তোমরা যদি এতই পাকা মুসলমান হতে, তা হলে হিন্দুস্তানকে হিন্দুদের হাতে তুলে দিয়ে নুরুদ্দীন জঙ্গির নিকট পালিয়ে আসতে না' – গোমস্তগিন অবজ্ঞার সুরে বললেন – 'তোমরা গোলাম দেশ থেকে এসেছ।'

'হিন্দুস্তানকে হিন্দুদের হাতে আমরা তুলে দিইনি' – শাদবখত বললেন – 'ওখানেও তোমাদের মতো কিছু মুসলমান ছিল, যারা হিন্দুদের সঙ্গে বন্ধুত্ব পেতেছিল এবং তোমাদেরই মতো রাজা হওয়ার স্বপ্ন দেখছিল। রাজত্বের নেশা

www.pathagar.com

তাদের পেয়ে বসেছিল। সেই সুযোগে হিন্দুরা মুসলমানদের পরাজিত করে হিন্দুস্তানের রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে নিয়েছিল। দেশের ভাগ্য যদি সেনা-অধিনায়কদের হাতে থাকত, তা হলে আজ হিন্দুস্তান আরব ভূখণ্ডের সঙ্গে মিলিত থাকত। কিন্তু সেখানে সেনাবাহিনীকে রাষ্ট্রনায়করা নিজেদের গোলাম বানিয়ে নিয়েছিল।'

'ভেবে-চিন্তে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য আমি তোমাদের আরও দুদিন সময় দিলাম' – গোমস্তগিন বললেন – 'আমার প্রশ্নগুলোর সঠিক জবাব যদি পেয়ে যাই, তা হলে এই নরক থেকে বের করে আমি তোমাদের নিজঘরে নজরবন্দি করে রাখব। তবে যদি আমাকে নিরাশ কর, তা হলে আমি তোমাদের মৃত্যুদণ্ড দেব। তোমরা এই অন্ধকার প্রকোষ্ঠে পঁচে-গলে নিঃশেষ হয়ে যাবে। আমি সময় দিলাম; তোমরা ভেবে দেখো।'

◆◆◆

গোমস্তগিন তার দুর্গে খ্রিস্টান উপদেষ্টা নিয়োগ করে রেখেছেন। তাদের জানালেন, তোমাদের যে-বন্ধুটি খুন হয়েছে, সে কারও ষড়যন্ত্রের শিকার হয়নি। বরং সে হেরেমের একটা মেয়ের হাতে খুন হয়েছে।

গোমস্তগিন তাকে অবহিত করলেন, আমি কাজী ইবনুল খাশিবের হত্যাকাণ্ড ও বিশ্বাসঘাতকতার দায়ে আমার দুজন সালারকে কয়েদখানায় নিক্ষেপ করেছি। তিনি উপদেষ্টার কাছে পরামর্শ চাইলেন, আমি এখনই আইউবির বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করব কি।

'আমি জানি না, সালারদ্বয় সালাহুদ্দীন আইউবির নিকট কী-কী তথ্য সরবরাহ করেছে' – গোমস্তগিন বললেন – 'প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে আইউবি প্রস্তুতি নেওয়ার আগেই আমাদের হামলা করা উচিত। এই পরিস্থিতিতে আমাকে আপনাদের সহযোগিতার প্রয়োজন হবে।'

খ্রিস্টান উপদেষ্টারা গোমস্তগিনকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়ে বলল, আজ রাতেই আমরা ক্যাম্পে লোক পাঠাব।'

সে-রাতেই এক খ্রিস্টান দূত রওনা হয়ে গেল।

মসুলে খতীব ইবনুল মাখদুম কারাগারের এক প্রকোষ্ঠে আবদ্ধ। তার যুবতী কন্যা – যার নাম সায়েকা – ঘরে একা পড়ে আছে। প্রতিবেশী মহিলারা দিনভর তার কাছে আসা-যাওয়া করছে আর সে সবাইকে বলছে– 'এমনটা হওয়ারই কথা ছিল'।

কিন্তু কথাটার অর্থ কী, মহিলারা গভীরভাবে ভেবে দেখার প্রয়োজন অনুভব করেনি। তবে দুটি তরুণী বিষয়টি লক্ষ্য করেছে। তাদের মনে সন্দেহ জাগল।

রাতের বেলা। সায়েকার ঘরে আর কেউ নেই। উক্ত মেয়েদুটো ঘরে প্রবেশ করল। সায়েকা তাদের ভালোভাবে চেনে না।

'আচ্ছা, সারাক্ষণ তুমি একথাটা কী বলছ যে, এমনটা হওয়ারই কথা ছিল?' একজন জিজ্ঞেস করল।

www.pathagar.com

'আল্লাহর সিদ্ধান্ত এমনই ছিল' – সায়েকা উত্তর দিল – 'আমি এ-ছাড়া আর কী বলতে পারি?'

নীরবতার মধ্য দিয়ে কিছু সময় কেটে গেল। শেষে অপর মেয়ে বলল– 'তুমি কথাটার মর্ম বুঝিয়ে বলো, দেখি, আমরা তোমার কোনো উপকার করতে পারি কি-না।'

'আল্লাহ ছাড়া আর কেউ আমার সাহায্য করতে পারবে না' – সায়েকা বলল – 'আব্বাজান কোনো অন্যায় করেননি। তিনি সব সময় সত্য কথা বলেন। সম্ভবত তিনি মসুলের শাসনকর্তাকে কোনো তিক্ত সত্য শুনিয়েছেন। সেজন্যই আমি বলছি, এমনটা হওয়ারই কথা ছিল। কেননা, তিনি তোষামোদ করবার মতো মানুষ নন।'

'তিনি আসলে কী বলেছেন বা কী করেছেন সে আল্লাহই ভালো জানেন' – অপর মেয়ে বলল – 'আমার মনে হচ্ছে, তিনি সালাহুদ্দীন আইউবির পক্ষে কথা বলেছেন। তবে তিনি আসলে কার সমর্থক, তা তুমিই ভালো জান।'

'তোমরা যাকে সত্য মনে কর, তিনি তার সমর্থক' – সায়েকা মুচকি হেসে বলল এবং জিজ্ঞেস করল – 'তোমরা কাকে সমর্থন কর?'

'সালাহুদ্দীন আইউবিকে।' উভয় মেয়ে বলল।

'আব্বাজানও আইউবির সমর্থক' – সায়েকা স্পষ্ট বলে দিল – 'বিষয়টি সম্ভবত সাইফুদ্দীন জেনে ফেলেছেন।'

'তিনি কি আইউবিকে শুধু মৌখিকভাবে সমর্থন করেছেন, নাকি কাজেও?' একমেয়ে জিজ্ঞেস করল।

'আচ্ছা, তোমরা কি গোয়েন্দাগিরি করতে এসেছ?' – সায়েকা হঠাৎ চমকে উঠে জিজ্ঞেস করল – 'মসুলের তরুণ প্রাণগুলো কাফেরদের পক্ষে চলে গেল?'

'হ্যাঁ' – একমেয়ে উত্তর দিল – 'আমরা দুজনে চরবৃত্তি করতে এবং তোমাকে এই নিশ্চয়তা দিতে এসেছি যে, মসুলের যুবকরা কাফেরদের সমর্থক নয়। তারা কাফেরদের অপবিত্র পায়ের তলা থেকে আরবের পবিত্র মাটিকে উদ্ধার করতে উদগ্রীব। এই মিশনে সফল হতে তারা বদ্ধপরিকর। তুমি যে বলতে, এমনটা হওয়ারই কথা ছিল, একথার অর্থ আমরা ছাড়া আর কেউ বুঝতে পারেনি। এ থেকেই তুমি আমাদেরকে আন্দাজ করে নিতে পার। আমরা তোমার কথা থেকেই বুঝে ফেলেছি, তোমার পিতা সালাহুদ্দীন আইউবির সমর্থক ছিলেন এবং সাইফুদ্দীন বিষয়টি জেনে ফেলেছেন।'

দীর্ঘ আলাপ ও মতবিনিময়ের পর সায়েকা নিশ্চিত হলো, মেয়েদুটো তাকে ধোঁকা দিচ্ছে না। সে তাদের জিজ্ঞেস করল, আমি কী করতে পারি এবং তোমরা আমার কী সহযোগিতা করবে?

'প্রথমে জানতে হবে, মুহতারাম খতীবকে কারাগারে কষ্ট দেওয়া হচ্ছে কিনা' – একমেয়ে বলল – 'যদি তিনি নির্যাতনের সম্মুখীন হয়ে থাকেন, তা হলে তাকে মুক্ত করার চেষ্টা করতে হবে।'

www.pathagar.com

'কয়েদখানায় তাঁর সঙ্গে কীরূপ আচরণ করা হচ্ছে, তা আমি জানব কী করে?' সায়েকা জিজ্ঞেস করল।

'আমরা চেষ্টা করব' – অপর মেয়ে বলল – 'তুমি মসুলের শাসনকর্তার কাছে গিয়ে পিতার সঙ্গে সাক্ষাতের আবেদন জানাও। তিনি যদি অনুমতি না দেন, তা হলে অন্য ব্যবস্থা নেব।'

'আমি কাল সকালেই যাব' – সায়েকা বলল – 'আমি তাকে একথাও জিজ্ঞেস করব, আমার পিতার অপরাধ কী?'

'মেয়েরা চলে যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়াল। হঠাৎ তাদের মনে পড়ে গেল, সায়েকা ঘরে একা। তারা সায়েকাকে বলল, রাতে তুমি আমাদের সঙ্গে রাখো।

কিন্তু সায়েকার মনে কোনো ভয় নেই। তবু মেয়েরা নিজ-নিজ পরিবারের নিকট বলে সায়েকার ঘরে ঘুমোতে এল।

শীতকাল। তিনজন একটা কক্ষে শুয়ে পড়ল। মধ্যরাতের পর একমেয়ে বাথরুমে যাওয়ার জন্য বাইরে বের হলো। দেখল, ঘরের বাইরে কালোমতো একটা ছায়া নড়াচড়া করতে-করতে একদিকে যেন অদৃশ্য হয়ে গেছে। মেয়েটার গা ছমছম করে উঠল। সে দ্রুত ঘরে ফিরে গিয়ে বান্ধবীকে জাগিয়ে তুলল এবং ঘটনাটা জানাল। তাদের দুজনেরই কাছে খঞ্জর ছিল। তারা কক্ষ থেকে বের হয়ে বারান্দায় এসে এদিক-ওদিক তাকাল। কিন্তু কিছুই দেখতে পেল না।

তারা সায়েকাকে জাগাল না। কিন্তু সায়েকার চোখ খুলে গেছে। বিছানা থেকে উঠে কক্ষে বান্ধবীদের না পেয়ে বারান্দায় গিয়ে ডাক দিল। তারা এগিয়ে এসে বলল, এই, বাইরে কালোমতো একটা ছায়া নড়াচড়া করছে! মানুষ-টানুষ কিনা কে জানে!

ধুত্তুরি ছাই, আসো তো শুয়ে থাকি' – সায়েকা বলল – 'ওসব কিছু না। তুমি যখনই বের হবে, এ-রকম কিছু একটার নড়চড় দেখতে পাবে। দৌড়ে গিয়ে ছায়াটাকে খঞ্জর দ্বারা আঘাত করো না আবার।'

'ছায়া বলছ কেন?' – একমেয়ে বলল – 'ওটা তো মানুষ। আমি দেখেছি।'

'যা হয় হোক; ওসব আমি ভয় করি না' – সায়েকা বলল – 'তোমরাও ভয় করো না।'

সায়েকার কথায় মেয়েদুটোর গা ছমছম করে উঠল। তার গায়ের লোম দাঁড়িয়ে গেল। তারা মানুষকে ভয় করে না। সায়েকার কথা অনুযায়ী যদি ওটা মানুষ না হয়, তা হলে জিন-ভূত তো নিশ্চয়। সায়েকা বলল– 'এটা আমার আব্বাজানের ছায়া। তোমরা তাদের জিনই মনে করো। আমি কখনও তাদের কাছে যাইনি। আমার বিশ্বাস, তারা আমার নিরাপত্তার জন্য ঘরের চারপাশে ঘোরা-ফেরা করছে।'

'খতীব সাহেব অনেক বড় বুজুর্গ মানুষ' – একমেয়ে বলল – 'জিনদের মাঝেও তার ভক্ত আছে।'

www.pathagar.com

'ব্যাপারটা এমনই' – সায়েকা বলল – 'ওদের ভয়ও করো না, ওদের কাছেও যেও না।'

♦♦♦

সেই রাত। খতীব ইবনুল মাখদুম সাইফুদ্দীনের বন্দিশালায় আবদ্ধ। তিনি এখনও জানেন না, তাঁর সঙ্গে কীরূপ আচরণ করা হবে। এক সান্ত্রী তাঁর কক্ষের সম্মুখ দিয়ে অতিক্রম করল। খতীব তাকে থামিয়ে বললেন– 'আমার এক কপি কুরআন প্রয়োজন। জেলখানায় কুরআন শরীফ আছে নিশ্চয়।'

'এখানে? ...কুরআন?' – সান্ত্রী বিস্ময় ও অবজ্ঞার সুরে বলল – 'কুরআন পাঠকারীরা এখানে আসে না। এটা জাহান্নাম। এখানে আসে পাপিষ্ঠরা। আপনি ঘুমিয়ে থাকুন।'

সান্ত্রী হেঁটে সামনের দিকে চলে গেল।

খতীব কুরআনের হাফেজ ছিলেন না। তবে অনেকগুলো সূরা ও আয়াত মুখস্থ ছিল। তিনি উচ্চৈঃস্বরে সূরা আর-রাহমান তেলাওয়াত শুরু করলেন। খতীবের সুললিত কণ্ঠ গোটা কয়েদখানাকে মাতিয়ে তুলল।

তেলাওয়াত শেষ করার পর তিনি দেখলেন, উর্দিপরিহিত এক জেলকর্মকর্তা বিমুগ্ধ মুখে দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন তার চোখ থেকে অশ্রু ঝরছে।

'তুমি কে?' – কর্মকর্তা খতীবকে জিজ্ঞেস করলেন – 'আমি আজ ছয় বছর যাবত এই জেলখানায় চাকরি করছি। কিন্তু কুরআনের তেলাওয়াত এবং এই সুর এ-ই প্রথমবার শুনলাম, যা আমার হৃদয়ে গেঁথে গেছে। আমি কুরআন পড়া জানি না। অথচ এটি আমার মাতৃভাষায় লেখা গ্রন্থ।'

'আমি মসুলের খতীব।' খতীব উত্তর দিলেন।

'আপনার অপরাধ?' কর্মকর্তা বিস্ময়ের সঙ্গে জিজ্ঞেস করলেন।

'আমার অপরাধ, আমি কুরআনের ভাষায় কথা বলি' – খতীব উত্তর দিলেন – 'আমার অপরাধ, আমি আমার রাজার আদেশ অমান্য করেছি এবং কুরআনের বিধানকে অগ্রাধিকার দিয়েছি।'

'আপনি আবার পড়ুন' – কর্মকর্তা অনুরোধের সুরে বললেন – 'আমার ভেতরে কিছু বিষ আছে, কুরআনের ভাষা ও আপনার সুর তাকে বের করতে শুরু করেছে।'

খতীব পূর্বের চেয়ে অধিক হৃদয়কাড়া সুরে আবারও সূরা আর-রাহমান পড়তে শুরু করলেন। কর্মকর্তা কক্ষের জানালার পার্শ্বে দাঁড়িয়ে আছেন। তার দুচোখ থেকে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে।

তেলাওয়াত শেষ করে খতীব থামলেন। জেলকর্মকর্তা চক্ষু বন্ধ করে ভাঙা গলায় ও ক্ষীণ কণ্ঠে সূরা আর-রহমানের দু-একটি আয়াত পড়তে লাগলেন।

আপনার কণ্ঠে যখন এত জাদু, তো আপনার ভক্তদের মধ্যে জিনও আছে নিশ্চয়' – কর্মকর্তা বললেন – আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাই।

www.pathagar.com

আমি শুনেছি, কুরআন থেকে নাকি ফাল বের করা যায়। বিশেষ পন্থা অবলম্বন করে প্রশ্ন করলে নাকি জিনরা কুরআনের ভাষায় উত্তর দেয়?'

'কিন্তু আমাকে জানতে হবে, তোমার প্রশ্নটা কী?' – খতীব বললেন – 'কুরআন শুধু মুমিনদেরই সুসংবাদ শোনায়।'

'আর যার ঈমান পাকা নয়?' কর্মকর্তা প্রশ্ন করলেন।

'তার বক্ষে ঈমানের প্রদীপকে আলোকিত করে' – খতীব বললেন – 'তোমার প্রশ্নটা বলো।'

'আমার একটি বাসনা আছে' – কর্মকর্তা বললেন – 'আমার বুকে আগুন জ্বলছে। জানি না, এটা ঈমানের দীপশিখা, নাকি প্রতিশোধের আগুন। জেরুজালেম উদ্ধার করতে যে-ফৌজ মাঠে নেমেছে, আমি সেই ফৌজে যোগ দিতে চাই। আমাকে প্রতিশোধ নিতে হবে।'

'জেরুজালেম জয় করাকে যদি তুমি ঈমান মনে করে থাক, তা হলে শীঘ্রই তুমি সেখানে পৌঁছে যাবে' – খতীব বললেন – 'প্রতিশোধ ব্যক্তিগত কাজ। ঈমান আল্লাহর নির্দেশ। আচ্ছা, তুমি কিসের প্রতিশোধ নেওয়ার কথা বলছ? আর "জেরুজালেম" বলছ কেন? – "বাইতুল মুকাদ্দাস" বলো।'

'আমি এর আগে কখনও কোনো কয়েদির সঙ্গে এরূপ কথাবার্তা বলিনি' – জেলকর্মকর্তা বললেন – 'আপনি খতীব। আমি আমার হৃদয়টা খুলে আপনার সম্মুখে রাখতে চাই। আমার আত্মার প্রশান্তি দরকার। আমি বাইতুল মুকাদ্দাসের বাসিন্দা। ওখানে খ্রিস্টানদের শাসন চলছে। ওখানে মুসলমানদের সঙ্গে পশুর মতো আচরণ করা হয়। খ্রিস্টানরা যে-মুসলমানকে ইচ্ছা খুন করে, যাকে খুশি কারাগারে নিক্ষেপ করে। বেগার খাটানোর প্রচলন তো আছেই। যে-পরিবারে যুবতী মেয়ে আছে, সেই পরিবারের মুখ সব সময় শুকনা থাকে। ওখানকার মুসলমানরা সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবির পথপানে তাকিয়ে আছে।

'সাত বছর আগের ঘটনা। একদিন এক খ্রিস্টান আমাকে ধরে সঙ্গে করে নিয়ে যায়। কিছু মাল-পত্র মাথায় করে তার ঘরে পৌঁছিয়ে দিয়ে আসতে বলে। কিন্তু আমি অস্বীকার করি। সে আমার মুখের উপর কষে একটা চপেটাঘাত করে বলল, হারামজাদা! মুসলমান হয়ে আমার আদেশ অমান্য করার দুঃসাহস দেখাচ্ছিস্! আমি রাগের মাথায় তার মুখে একটা ঘুষি মারি। লোকটা মাটিতে পড়ে যায়। আমি তার মাথার চুলগুলো মুঠি করে ধরে টেনে দাঁড় করাই এবং আরেকটা ঘুষি মেরে আবারও ফেলে দিই।

'এমন সময়ে পেছন থেকে কে যেন আমাকে ঝাপটে ধরল। পরক্ষণেই চারদিকে খ্রিস্টানরা এসে ভিড় জমাল। সংবাদ পেয়ে পুলিশও ধেয়ে এল এবং আমাকে বেগার ক্যাম্পে নিয়ে গেল। আমি সেখানে তিন দিন অতিবাহিত করি। তৃতীয় রাতে আমি এক সান্ত্রীকে পেছন থেকে ঝাপটে ধরে খঞ্জরের আঘাতে কাবু করে পালিয়ে আসি। পরিকল্পনা ছিল, ঘরে পৌঁছে রাতেই পরিবারের সবাইকে নিয়ে বাইতুল মুকাদ্দাস থেকে বেরিয়ে যাব। অন্যথায় ধরা পড়ে যাওয়ার প্রবল

www.pathagar.com

আশঙ্কা আছে। কিন্তু ততক্ষণে আমার বাড়িটা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়ে গেছে। আমার সব কিছু জ্বলে-পুড়ে ছাই হয়ে আছে। আমি এক মুসলিম পরিবারের দরজায় করাঘাত করি। গৃহকর্তা ভয়ে-ভয়ে বাইরে বেরিয়ে আসেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আমার পরিবারের লোকজন কোথায়? আমার প্রশ্নের জবাব দিয়ে তিনি আমার পায়ের তলা থেকে মাটি সরিয়ে দিলেন। তিনি বললেন– "খ্রিস্টান সেনারা তোমার পরিবারের পুরুষদের গ্রেফতার করেছে আর তোমার দুই কুমারী বোনকে ক্যাম্পে নিয়ে গেছে। শেষে তারা আগুন দিয়ে ঘরটাকে জ্বলিয়ে দিয়ে গেছে।"

'তখন আমার মনের অবস্থা কী দাঁড়িয়েছিল, আপনি তা আন্দাজ করতে পারবেন। আমি জানতাম, আমি আমার বোনদের ফিরে পাব না, এখানে বেশি সময় অবস্থান করলে আমি ধরা পড়ে যাব এবং খ্রিস্টানরা আমাকে মেরে ফেলবে বা কয়েদখানায় আটকে রেখে আজীবন নির্যাতন চালাতে থাকবে। কোনো মুসলিম পরিবারের ঘরে লুকোবার মতো ভুলও আমি করতে পারছিলাম না। কেননা, তার পরিণতিতে সেই পরিবারটি ধ্বংস হয়ে যেত। তাই আমি রাতেই বাইতুল মুকাদ্দাস থেকে বেরিয়ে আসি।

'আমার জখম থেকে রক্তক্ষরণ হচ্ছিল। কিন্তু আমি নিরুপায়। ভোরবেলা পথে এক অশ্বারোহী খ্রিস্টানের সঙ্গে দেখা হলো। লোকটা সাধারণ নাগরিক। আমি তার পথ আগলে দাঁড়াই এবং কথার ফাঁদে ফেলে তাকে ঘোড়ার পিঠ থেকে নিচে নামাই। তার এক পা ঘোড়ার রেকাবে, অপর পা মাটিতে। এমন অবস্থায় আমি পেছন দিক থেকে তার ঘাড়টা দু-বাহু দ্বারা ঝাপটে ধরি। তার কোমরে ছোট আকারের একটা তরবারি বাঁধা ছিল। সেটা কেড়ে নিয়ে আমি তাকে খুন করি এবং তার ঘোড়ায় চড়ে দ্রুত অগ্রসর হতে শুরু করি।

'এ নিয়ে আমি দুজন খ্রিস্টানকে হত্যা করলাম। তার আগে কয়েদখানায় সান্ত্রীকে হত্যা করে এসেছি। কিন্তু আমার মন শান্ত হলো না। আমি সব কজন খ্রিস্টানকে হত্যার নেশায় পাগল হয়ে যাচ্ছিলাম। এই অবস্থায় আমি কত সময় পথ চললাম এবং কোথায়-কোথায় ঘুরে ফিরলাম, তা আমার স্মরণ নেই। এত দীর্ঘ সময়ে না আমার পেটে ক্ষুধা লাগল, না পিপাসা। একটু পরপর আমার বোনদের কথা মনে পড়ত আর আমি তারবারিটা হাতে নিয়ে বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে তাকিয়ে থাকতাম।

'আমার শরীর কাঁপতে শুরু করল। আমি আল্লাহকে ডেকে-ডেকে জিজ্ঞেস করলাম– হে আল্লাহ! তুমি আমাকে কোন পাপের শাস্তি দিচ্ছ? আমি যদি গুনাহ্গার হয়ে থাকি, তা হলে শাস্তি তো শুধু আমার পাওয়ার কথা। বোন ও অবুঝ ভাইটির তো কোনো পাপ ছিল না। কিন্তু আল্লাহ আমাকে কোনো উত্তর দিলেন না। আমি সেজদাবনত হয়ে আল্লাহকে ডেকেছি এবং নিরাশ হয়েছি। আমি আল্লাহর সমীপে এই ফরিয়াদও করেছি, তুমি আমাকে শান্ত করে দাও এবং আমার প্রতিশোধের আগুন নিভিয়ে দাও; আমার অনুভূতি মরে যাক।

www.pathagar.com

'আমি মসুলের এমন একটা জায়গায় এসে পৌঁছলাম, যেখানে আর খ্রিস্টানদের হাতে ধরা পড়ার আশঙ্কা রইল না। কিন্তু একটা নির্দয় হাত আমার হৃদয়টাকে এমনভাবে চেপে ধরে রাখল যে, প্রতিটি মুহূর্ত আমি অস্থিরতার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত করতে বাধ্য হই। আমি মসজিদে চলে গেলাম। ইমাম সাহেবকে বললাম, খোদা কোথায় আছেন আমাকে দেখিয়ে দিন। বলুন, আমার অন্তর কোথায় শান্তি পাবে। কিন্তু তিনি আমার কোনো সাহায্য করলেন না। সেখান থেকে আমি অন্য এক গ্রামে চলে গেলাম। তারপর সেখান থেকেও চলে গেলাম। তারপর এক-এক করে ইমামদের কাছে আমার প্রশান্তি ভিক্ষা করতে থাকলাম। কিন্তু কেউই আমাকে সাহায্য করল না। কেউ আমাকে আল্লাহর সন্ধান দিল না। কেউ এমন কোনো বুদ্ধি আমাকে বলল না, যার বলে আমি আল্লাহর সাথে কথা বলতে পারি এবং তাঁর নিকট শান্তি প্রার্থনা করতে পারি। আমি অধিকাংশ রাতে বোনদের স্বপ্নে দেখতাম। দেখতাম, তারা কাঁদছে। সজাগ হওয়া পর্যন্ত আমি তাদের ফোঁপানি ও হেঁচকি শুনতে পেতাম। আমার মনে অনুভূতি জাগল, বোনরা আমাকে অভিশম্পাত করছে।

'এক ব্যক্তি আমাকে বলল, যদি খ্রিস্টানদের থেকে প্রতিশোধ নিতে হয়, তা হলে সেনাবাহিনীতে ভর্তি হয়ে যাও। সুলতান নুরুদ্দীন জঙ্গি ফিলিস্তিনকে মুক্ত করার লক্ষ্যে যুদ্ধ করছেন। মুসলমান ও খ্রিস্টানদের মাঝে যে যুদ্ধ চলছে, তা আমার জানা ছিল। কোন যুদ্ধে কারা পরাজিত হচ্ছে, বাইতুল মুকাদ্দাসে বসেই আমি খবর পেতাম। বাইতুল মুকাদ্দাসে যখন খ্রিস্টানরা সেখানকার মুসলমানদের উপর অত্যাচারের মাত্রা হঠাৎ বাড়িয়ে দিত, তখনই আমরা বুঝে ফেলতাম, কোনো এক ময়দানে খ্রিস্টানরা পরাজিত হয়েছে, যার প্রতিশোধ তারা এখানকার নিরস্ত্র-নিরীহ মুসলমানদের থেকে গ্রহণ করছে। ওখানে বসে আমরা সালাহুদ্দীন আইউবির নাম শুনতাম। এই নামটা এতই প্রসিদ্ধি লাভ করেছে যে, সেখানকার খ্রিস্টান অদিবাসীরা এ-নামে আতঙ্কিত হয়ে ওঠে এবং তাকে ঘৃণার সাথে স্মরণ করে। আমরা এও শুনেছি যে, সালাহুদ্দীন আইউবি বানের মতো ধেয়ে আসছেন। কিন্তু তিনি এলেন না। তার পরিবর্তে উল্‌টো আমিই বুকে গভীর একটা জখম নিয়ে এখানে চলে এলাম। আমি সেনাবাহিনীতে ভর্তি হয়ে গেলাম। কিন্তু যুদ্ধের জন্য ময়দানে না পাঠিয়ে আমাকে এই জেলখানার দায়িত্ব দেওয়া হলো। ইতোমধ্যে আমি প্রমোশনও পেয়েছি।

'এখানে আমি মানুষের উপর জুলুম করা দেখেছি। জুলুম দেখে-দেখে আমি কেঁপে উঠি। এখানে মানুষের হাড়-গোড় ভেঙে ফেলা হয়। বাইতুল মুকাদ্দাসে খ্রিস্টানরা মুসলমানদের উপর অত্যাচার করে থাকে। এখানে আমি মুসলমানকে মুসলমানের উপর জুলুম করতে দেখেছি। আমি জানতে পেরেছি, এখানে নির্দোষ লোকদেরও আনা হয় এবং অত্যাচার-নির্যাতন করা হয়। তাদের অপরাধও তা, যা আপনার অপরাধ। আপনাকে এখানে এনে কেন আটকে রাখা হলো, আমি বুঝে ফেলেছি। এ-কাজটা আমাকেও করতে হয়েছে। আমি মানুষকে এমন

www.pathagar.com

এমন কষ্ট দিয়েছি, যার বিবরণ দিলে আপনি চৈতন্য হারিয়ে ফেলবেন। আমার সঙ্গীরা পুরোপুরি হিংস্র হায়েনায় পরিণত হয়ে গেছে। তাদের মধ্যে মানবতা শুধু এটুকু অবশিষ্ট আছে যে, তারা মানুষের মতো চলাফেরা করে ও মানুষের মতো কথা বলে। তাদের থেকে আমার পার্থক্য হলো, আমি লুকিয়ে-লুকিয়ে কয়েদিদের সঙ্গে সমবেদনার দু-চারটা কথা বলি, তাদের দুঃখ বুঝবার চেষ্টা করি। আমি তাদের জিজ্ঞেস করি, তোমাদের অপরাধ কী? কিন্তু সমবেদনার এই জযবা আমার হৃদয়ের বোঝা হাল্‌কা করার পরিবর্তে আরও ভারী করে তুলছে। আমি একটি মুহূর্তের জন্যও মনে শান্তি পাই না। আমি আল্লাহকে দেখি না। আমার চোখের সামনে থেকে আমার বোনরা সরছে না। মনে হচ্ছে, যতক্ষণ-না আমি খ্রিস্টানদের থেকে প্রতিশোধ নেব, ততক্ষণ এভাবে আমাকে অস্থিরতার মধ্যেই কাটাতে হবে।

'আজ আমি আপনার কণ্ঠে কুরআনের ঘোষণা শুনেছি– "পাপিষ্ঠদের তাদের চেহারা দেখেই চিনে নেওয়া হবে। তারপর পা ও মাথার ঝুঁটি ধরে তাদের পাকড়াও করা হবে। তোমরা তোমাদের রবের কোন-কোন নেয়ামতকে অস্বীকার করবে? এটাই সেই জাহান্নাম, পাপিষ্ঠরা যাকে অবিশ্বাস করত। তারা জাহান্নামের আগুন ও টগবগে গরম পানির মাঝে ছোটাছুটি করবে।" আপনার কণ্ঠে জীবনে এই প্রথমবার কুরআনের অমোঘ ঘোষণা শুনে আমার মধ্যে তোলপাড় শুরু হয়ে গেছে। আমার মনে হতে লাগল, আমি যে-সত্যের সন্ধানে ঘুরে ফিরছি, তা এই কটি শব্দের মাঝেই লুকায়িত আছে।'

জেলকর্মকর্তা জানালার ফাঁক দিয়ে একটা হাত ভেতরে ঢুকিয়ে দিয়ে খতীব ইবনুল মাখদুমের পরনের চোগাটা ধরে ফেললেন এবং অস্থির চিত্তে বলে উঠলেন– 'বলুন, এ আপনি আমাকে কী শোনালেন! বলুন, আমার মস্তিষ্কে কি খুন চেপেছে? তা-ই যদি হয়, তা হলে বলুন, আমি কীভাবে প্রতিশোধ নেব? আমি পাগল হয়ে যাব না তো? আল্লাহ যদি সত্যিই থাকেন, তা হলে তাঁকে জিজ্ঞেস করে আমাকে বলুন আমার প্রশ্নগুলোর জবাব কী?'

'তোমার মাথায় খুন চেপেছে' – খতীব বললেন – 'তুমি আল্লাহর আওয়াজ শুনে ফেলেছ। আমার কণ্ঠে আল্লাহই কথা বলছিলেন। তুমি প্রতিশোধ নিতে অস্থির হয়ে পড়েছ। কিন্তু এখানে তোমাকে এভাবে বেহাল ও বেচইন হয়েই থাকতে হবে। তুমি যে-ফৌজের কর্মকর্তা, তারা কখনও বাইতুল মুকাদ্দাস যাবে না।'

'কেন?'

'কারণ, এ-ফৌজ প্রথমে সুলতান আইউবিকে পরাজিত করবে' – খতীব উত্তর দিলেন – 'তারপর তাঁকে হত্যা করবে। তারপর খ্রিস্টানদের ক্রীড়নকে পরিণত হবে।'

জেল কর্মকর্তার চোখ খুলতে শুরু করেছে।

খতীব বললেন– 'মুসলিম শাসকরা কী করছে, তা কি তুমি জান?'

www.pathagar.com

কর্মকর্তা বললেন– 'আমি বেশ কদিন ধরেই এ-জাতীয় কথাবার্তা শুনছি। কিন্তু আমার বিশ্বাস হচ্ছিল না। জাতির যে-মেয়েগুলো খ্রিস্টানদের বর্বরতার শিকার হয়েছে, আমাদের শাসকরা তাদের কথা ভুলে যাবে, আমি বিশ্বাস করতে পারছিলাম না।'

'তারা ভুলে গেছে' – খতীব বললেন – 'তাদের একথাটাও মনে নেই, সেই অপহৃতা মুসলিম মেয়েদেরই তাদের উপহার দেওয়া হয় এবং তাদেরই নিজেদের হেরেমের শোভা বানায়। তারা এ-কারণেই সালাহুদ্দীন আইউবির শত্রুতে পরিণত হয়েছে। কারণ, তিনি কুরআনের বিধান অনুসরণ করে চলেন এবং জাতির মর্যাদা রক্ষা করতে চান। তাঁর কোনো বাড়ি-ঘর আছে কিনা, তাও তিনি ভুলে গেছেন। জীবনটা কাটছে তাঁর পাহাড়-জঙ্গল আর মরুভূমি ও উপত্যকায় – জিহাদের ময়দানে। আমার অপরাধও এটাই যে, আমি মসুলের শাসনকর্তাকে কুরআনের বিধান স্মরণ করিয়ে দিতে গিয়ে বলেছিলাম, একজন মর্দে-মুজাহিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলে তুমি পরাজিত হবে। কুরআনের যে-পবিত্র বাক্যগুলো একটু আগে তোমাকে জাদুর মতো প্রভাবিত করেছে, সাইফুদ্দীনকে আমি সেকথাগুলোই স্মরণ করিয়েছিলাম। আমি তাকে বলেছিলাম, তোমার মতো পাপিষ্ঠদের চেহারা দেখে চিহ্নিত করা হবে এবং মাথার ঝুঁটি ও পা ধরে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। তাকে আমি কুরআনের বিধানও শুনিয়েছি যে, তুমি যদি মাথা থেকে রাজত্বের নেশা দূর না কর, তা হলে তুমি জাহান্নামের আগুন ও টগবগে ফুটন্ত পানির মাঝে ছোটাছুটি করবে। কিন্তু সে আল্লাহর বিধান মান্য করতে অস্বীকার করে প্রবৃত্তির কথা মান্য করল এবং সত্য বলার অপরাধে আমাকে গ্রেফতার করে বন্দি করে রাখল।'

'এখানে আপনাকে অনেক কষ্ট ভোগ করতে হবে' – কর্মকর্তা বললেন – 'তবে আমি আপনার যতটুকু সম্ভব সেবা ও সহযোগিতা দিয়ে যাব।'

'এই জাগতিক ও দৈহিক নির্যাতন আমাকে কোনো কষ্ট দিতে পারবে না' – খতীব বললেন – 'তুমি আমার কণ্ঠে যে-জ্বলন ও প্রতিক্রিয়া অনুভব করেছ, তা ছিল আমার আত্মার কণ্ঠ। দুনিয়ার জাহান্নামে আমি নিশ্চিন্ত। আমার আওয়াজ আল্লাহর আওয়াজ। আমার কোনো কষ্ট নেই। তবে আমার একটা চিন্তা আছে, যা আমাকে পেরেশান করছে। আমার একটা যুবতী মেয়ে আছে। মেয়েটা আমার একমাত্র সন্তান। স্ত্রী মারা গেছে বহু বছর আগে। এই মেয়েটার স্বার্থে আমি আর বিয়ে করিনি। আমরা একজন অপরজনের জন্য বেঁচে আছি। এখন ঘরে মেয়েটা একা।'

'আমি তার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করব।' জেলকর্মকর্তা খতীবকে আশ্বস্ত করলেন।

'প্রত্যেকেরই হেফাজতকারী আল্লাহ' – খতীব বললেন – 'আমি তোমাকে আমার ঘরের ঠিকানা দিচ্ছি। কন্যা সায়েকাকে বলবে, যেন সে অটল থাকে এবং

www.pathagar.com

আমার জন্য কোনো চিন্তা না করে। এখানে যদি কুরআন পাঠ করার অনুমতি থাকে, তা হলে তার নিকট থেকে আমার কুরআনখানা নিয়ে আসবে।'

জেলকর্মকর্তা ভোরেই খতীবের বাড়ি গেলেন এবং তার কন্যাকে সান্ত্বনা দিলেন যে, পিতার জন্য কোনো চিন্তা করো না; তিনি ভালো আছেন। কর্মকর্তা সায়েকাকে জানালেন, আমি আপনার পিতার দ্বারা অনেক প্রভাবিত হয়েছি। যতটুকু সম্ভব আমি তাকে সাহায্য করব। তবে আমি উপরের আদেশের পরিপন্থী কিছু করতে পারব না। আমি কয়েদখানার একজন নিম্নপদস্থ কর্মকর্তা।

সে সায়েকাকে বলল, মুহতারাম খতীব তাঁর কুরআন শরীফখানা দিতে বলেছেন।

সায়েকা কুরআন দেওয়ার আগে তার সঙ্গে নানা কথা বলে নিশ্চিত হলো, লোকটা আসলেই অন্তর থেকে তার পিতার সহেযাগিতা করতে চাচ্ছে। সায়েকার নিকট লোকটাকে আবেগপ্রবণ বলে মনে হলো। কর্মকর্তা যখন বললেন, আমি আপনার ও আপনার পিতার জন্য জীবন দিতেও প্রস্তুতি আছি, তখন সায়েকা বলল, আপনি কি জানেন, আব্বাজানকে কী অপরাধে গ্রেফতার করা হয়েছে? আমার মনে হচ্ছে, তথ্য বের করার জন্য সাইফুদ্দীন তার উপর নির্যাতন চালাবে। আপনি কি সহযোগিতা দিয়ে তাকে কয়েকখানা থেকে পালাবার সুযোগ করে দিতে পারেন না? আমরা দুজন মসুল ছেড়ে চলে যাব।'

কর্মকর্তা মুচকি হেসে বললেন- 'আল্লাহর যা ইচ্ছা। আমি আপনার পিতার কণ্ঠে আল্লাহর কণ্ঠ শুনেছি এবং তাঁর চোখে ঈমানের নুর দেখেছি। আল্লাহর আওয়াজ ও ঈমানের নুরকে কোনো মানুষ কয়েদখানায় আবদ্ধ করে রাখতে পারে না। সম্ভবত এই আওয়াজ ও নুরকে মুক্ত করার শুভ কর্মটি আল্লাহ পাক আমার জন্য লিখে রেখেছেন এবং তার বিনিময়ে আমার মনের আগুন নির্বাপিত করবেন। আমি আপনাকে বলতে পারব না, আমি কী করব। বিষয়টি অত্যন্ত গোপনীয় ও স্পর্শকাতর।'

'আপনি বসুন, আমি আব্বাজানের জন্য কুরআন নিয়ে আসছি।' বলেই সায়েকা ভেতরে চলে গেল এবং দীর্ঘ সময় পর ফিরে এল। তার হাতে এক কপি কুরআন। কুরআন শরীফখানা কর্মকর্তার হাতে দিয়ে সায়েকা বলল– 'আব্বাজানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার অনুমতি নিতে আমি মসুলের শাসনকর্তার নিকট যাচ্ছি।'

'আচ্ছা যান, আমিও যাচ্ছি।' বলেই জেলকর্মকর্তা খতীবের ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

◆ ◆ ◆

সায়েকা প্রস্তুত হয়ে সাইফুদ্দীনের দরবারে পৌঁছে গেল। দারোয়ান তাকে ফটকের বাইরে থামিয়ে দেওয়া দিল। সাইফুদ্দীন সালাহুদ্দীন আইউবি নন যে, তার সঙ্গে যে-কারও সাক্ষাৎ করার অনুমতি থাকবে। সাইফুদ্দীন রাজা। তার রীতি-নীতিও রাজকীয়। তাকে মদপান করতে হয়। হেরেমের জন্য সময় বের

করতে হয়। বাইজি নাচের আসর বসাতে হয়। এসব করার পর যেটুকু সময় বাঁচে, সেটুকু সুলতান আইউবি থেকে রাজত্ব বাঁচানোর পরিকল্পনা তৈরির কাজে ব্যয় করেন। জনসাধারণের কোনো খোঁজ তিনি রাখেন না। ক্ষমতালোভীরা জনগণকে ক্ষমতার স্বার্থে ব্যবহার করে থাকে শুধু। জনগণের ভালো-মন্দ ও সুখ-দুঃখে তাদের কিছু যায় আসে না। যতটুকু খাবার খেয়ে জীবন রক্ষা করে প্রজারা তাদের সামনে সেজদাবনত হয়ে থাকবে, ততটুকুর বেশি সুযোগ-সুবিধা তাদের দেওয়া হয় না।

সায়েকা সেই প্রজাদেরই একটি মেয়ে। দারোয়ান তাকে জিজ্ঞেস করল– 'আপনি কে?'

সায়েকা বলল– 'আমি মসুলের খতীব ইনবুল মাখদুম কাকবুরির কন্যা।'

অন্যদের মতো দারোয়ানও শুনেছে, খতীব ইবনুল মাখদুম হঠাৎ পাগল হয়ে গেছেন এবং তাঁকে জেলে আটকে রাখা হয়েছে। মসুলের সব মানুষই খতীবকে শ্রদ্ধা করে। তাঁর পাগল হয়ে যাওয়ার কারণে সকলেই মর্মাহত ও অনুতপ্ত। দারোয়ান দরবারের এক কর্মকর্তাকে বলে সাইফুদ্দীনের সঙ্গে সায়েকার সাক্ষাতের অনুমতি নিয়ে দিল।

সায়েকা সাইফুদ্দীনের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। মেয়েটার রূপ-যৌবন দেখে সাইফুদ্দীন চমকে উঠলেন। সাইফুদ্দীন নারীশিকারী পুরুষ। তিনি সস্নেহে সায়েকাকে নিজের পাশে বসতে দিলেন। তিনি বুঝে ফেলেছেন, মেয়েটা তার পিতার মুক্তির আবেদন নিয়ে এসেছে।

'শোনো মেয়ে!' – সাইফুদ্দীন সায়েকার বক্তব্য না শুনেই বললেন – 'আমি জানি তুমি কেন এসেছ। কিন্তু আমি বেজায় বাধ্য হয়েই তোমার পিতাকে বন্দি করেছি। দু-একদিন পর ছেড়ে দেওয়ার মতো অবস্থা হলে আমি তাকে গ্রেফতার করতামই না। আমি তাকে মুক্তি দিতে পারব না।'

'তাঁর অপরাধ কী?' সায়েকা পিতার আটকের কারণ জিজ্ঞেস করল।

'বিশ্বাসঘাতকতা।' সাইফুদ্দীন উত্তর দিলেন।

'তিনি কি আপনার বিরুদ্ধে খ্রিস্টানদের পক্ষে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন?' সায়েকা জিজ্ঞেস করল।

'রাষ্ট্রের শত্রু খ্রিস্টান হোক কিংবা মুসলমান' – সাইফুদ্দীন বললেন – 'তাকে সঙ্গে রেখে রাষ্ট্রের ক্ষতি করা অন্যায়। তোমার পিতা কি সালাহুদ্দীন আইউবির সমর্থক ছিলেন না?'

'আমার জানা নেই' – সায়েকা বলল – 'তবে আমার বিশ্বাস, সালাহুদ্দীন আইউবিকে সমর্থন করা অপরাধ নয়।'

'এ-বিষয়টা তোমার পিতাও বুঝতে পারেননি' – সাইফুদ্দীন বললেন – 'আমি ভেবে অবাক্ হই, বহু মানুষআছে, তারা সালাহুদ্দীন আইউবিকে ফেরেশতা মনে করে। অথচ নারীর ক্ষেত্রে তিনি হায়েনা। তিনি দামেশ্‌ক ও কায়রোয় তার

www.pathagar.com

হেরেমকে তোমার মতো শত-শত রূপসী মেয়ে দ্বারা ভরে রেখেছেন। এক-একটা মেয়েকে তিন-চার মাস ভোগ করার পর তিনি তার সালারদের হাতে তুলে দেন। তার বাহিনী যেখানেই হামলা করে, মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সকলের সঙ্গে অসদাচরণ করে। তারা যেকোনো বাড়ি-ঘর লুট করে এবং যেকোনো মেয়েকে ধরে ক্যাম্পে নিয়ে যায়। তোমার মতো সুন্দরী মেয়েরা তার থেকে কখনও রক্ষা পায় না। তোমার ইজ্জতের হেফাজত করা আমি আমার কর্তব্য মনে করি – তোমাকে আমার ঘরে রেখে হলেও।'

'আমাকে আল্লাহই রক্ষা করবেন' – সায়েকা বলল – 'আপনার কাছে আমার আবেদন এটুকু যে, কিছুক্ষণের জন্য হলেও আমাকে আব্বাজানের সঙ্গে দেখা করার অনুমতি দিন।'

'বিচারক তার শাস্তি ঘোষণা না করা পর্যন্ত এই অনুমতি দেওয়া যাবে না।'

'শাস্তি কী হবে?'

'মৃত্যুদণ্ড।'

সায়েকার দু-চোখ থেকে অশ্রু ঝরতে শুরু করল। সাইফুদ্দীন মেয়েটাকে আরও আতঙ্কিত করে তুলতে বললেন– 'তবে এই মৃত্যুদণ্ড অত সহজ হবে না যে, তরবারি দ্বারা তার মাথাটা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করা হবে। তাকে ধীরে-ধীরে কষ্ট দিয়ে ধুকে-ধুকে মারা হবে। প্রথমে তার চোখদুটো উপড়ে ফেলা হবে। তারপর সাঁড়াশি দ্বারা টেনে-টেনে একটা-একটা করে দাঁত তুলে ফেলা হবে। তারপর তার হাত ও পায়ের আঙুলগুলো এক-এক করে কাটা হবে। তারপরও যদি তিনি না মরেন, তা হলে গায়ের চামড়া তুলে ফেলা হবে।'

মেয়েটার শরীর কাঁপতে শুরু করল। সে দাঁতে দাঁত চেপে ধরল। চেহারার রং শাদা হয়ে গেল। কম্পিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল– 'আপনি কি তার প্রতি এতটুকু মমতা দেখাতে পারেন না যে, তরবারি দ্বারা এক কোপে মাথাটা কেটে তাকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করবেন? তাকে মৃত্যুদণ্ডই যদি দিতে হয়, স্বল্প সময়ের মধ্যে শেষ করে ফেললেই তো হয়।'

'তুমি যদি তোমার মূল্যবান যৌবনের প্রতি সদয় হতে পার, তা হলে আমি তোমার পিতার উপর এতটুকু করুণা করতে পারি।'

সায়েকা সাইফুদ্দীনের প্রতি প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে তাকালে সাইফুদ্দীন বললেন– 'পিতার মৃত্যুর পর তোমাকে অসহায় ও নিরাশ্রয় মেয়ে হিসেবে জীবনযাপন করতে হবে। তার চেয়ে বরং ভালো, তুমি আমার স্ত্রী হয়ে যাও। তাতে তোমার পিতারও উপকার হবে, তুমিও মসুলের রানির মর্যাদা লাভ করবে।'

'আব্বাজান যদি আমাকে আত্মমর্যাদা না শেখাতেন, তা হলে হয়ত আপনার স্ত্রী হয়ে মসুলের রানি হওয়া একটা বিষয় ছিল। তখন আমি আপনার সঙ্গে এক রাত অতিবাহিত করে গৌরব বোধ করতাম' – সায়েকা বলল – 'কিন্তু আমার ইজ্জত রক্ষায় আব্বাজান নিজের জীবন দিতেও কুণ্ঠিত হওয়ার মতো লোক নন। এ-সওদা আপনি আব্বাজানের সঙ্গে করুন। আপনি তাঁকেই জিজ্ঞেস করুন,

www.pathagar.com

জল্লাদের হাতে সোপর্দ হওয়া আর কন্যাকে আমার হাতে তুলে দেওয়া এই দুটি বিষয়ের কোনটি তোমার পছন্দ? আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি, জবাবে আব্বাজান বলবেন, আমাকে জল্লাদের হাতে তুলে দাও। আমি আপনার সমীপে শুধু এই আবেদন নিয়ে এসেছিলাম যে, অল্প সময়ের জন্য হলেও আমাকে আব্বাজানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে দিন। এবার আমি আমার আবেদনের সঙ্গে নতুনভাবে এ-কথাটাও যুক্ত করছি, আপনার এই সওদা আমি প্রত্যাখ্যান করলাম।'

'তার মানে তুমি আমার ঘরে আসবে না এই কি তোমার সিদ্ধান্ত?' সাইফুদ্দীন জিজ্ঞেস করলেন।

'এ আমার অটল সিদ্ধান্ত' – সায়েকা উত্তর দিল – 'আপনি মসুলের অধিপতি। ক্ষমতা প্রয়োগ করেই তো আপনি আমাকে আপনার হেরেমে ঢুকিয়ে ফেলতে পারেন।'

'এমন অন্যায় আমি কখনও করিনি।' সাইফুদ্দীন জবাব দিলেন।

সায়েকা বসা থেকে উঠে দাঁড়াল। পিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ নয় – তার আসল উদ্দেশ্য ছিল, কয়েদখানায় তার পিতার সঙ্গে কীরূপ আচরণ হচ্ছে, সেই তথ্য জানা। আর তা সে জেলকর্মকর্তার নিকট থেকে জানতে পেরেছে। তার আশা ছিল, এই কর্মকর্তা তার পিতার পলায়নে সাহায্য করবে।

সায়েকা সাইফুদ্দীনকে সালাম করে হাঁটা দিল। সাইফুদ্দীন তাকে চলে যেতে দেখে বললেন– 'দাঁড়াও, আমি তোমাকে একথা বলতে দেব না যে, মসুলের শাসনকর্তা একটা মেয়ের মনোবসনা পূরণ করেননি। তুমি আজ রাতেই তোমার পিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারবে। একলোক তোমার ঘরে যাবে। সে তোমাকে সঙ্গে করে কয়েদখানায় নিয়ে যাবে। তুমি যত দীর্ঘ সময় ইচ্ছা পিতার সঙ্গে কথা বলতে পারবে।'

সায়েকা সাইফুদ্দীনকে ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিয়ে গেল।

সাইফুদ্দীনের পিছনে একজন বডিগার্ড দাঁড়িয়ে ছিল। সায়েকা বেরিয়ে গেলে সাইফুদ্দীন তাকে বললেন– 'এই সুদর্শন পাখিটা আমার পিঞ্জিরায় আসা উচিত। আমি তাকে সন্ত্রস্ত করতে বলেছি, তার পিতাকে কীরূপ নির্যাতন দিয়ে হত্যা করা হবে। কিন্তু মেয়েটা বড় শক্ত ধাতুর মানুষ। আমি তাকে বলেছি, একব্যক্তি তোমার ঘরে যাবে। সে তোমাকে কয়েদখানায় নিয়ে যাবে। তুমি কি বিষয়টা বুঝতে পেরেছ?'

'কী যে বলেন মহারাজ? আপনার ইশারা বুঝতে কি আমার এখনও বাকি আছে?' – বডিগার্ড ঠোঁটে শয়তানি হাসি ফুটিয়ে বলল – 'সেই ব্যক্তিটি আমিই হব। আজ সন্ধ্যার পরই আমি কয়েদখানায় নিয়ে যাওয়ার নাম করে তাকে জায়গামতো নিয়ে আসব।'

'জান তো কোথায় নিতে হবে?' – সাইফুদ্দীন জিজ্ঞেস করলেন – 'খবরদার! মেয়েটার মনে যেন সন্দেহ জাগতে না পারে, আমি তাকে অপহরণ করিয়েছি।'

www.pathagar.com

'আমি সবই বুঝি' – বডিগার্ড জবাব দিল – 'এ-কাজ আমি এই প্রথমবার তো আর করছি না। আমি তাকে আঁকাবাঁকা পথ ঘুরিয়ে এমন অবস্থায় আপনার নিকট নিয়ে আসব যে, সে মনে করবে, একমাত্র আপনিই তার হিতাকাঙ্ক্ষী ও আপনজন। তারপর এরূপ পক্ষীদের পিঞ্জিরায় কীভাবে আবদ্ধ করতে হয়, তা আপনিই ভালো জানেন।'

সাইফুদ্দীন তার বডিগার্ডের কানে-কানে কী যেন বললেন।

বডিগার্ডের চোখের তারায় শয়তান পিটপিট করে হাসতে শুরু করল।

◆ ◆ ◆

রাতের বেলা।

কয়েদখানার যে-কর্মকর্তা সায়েকার ঘরে গিয়েছিলেন এবং তাকে সান্ত্বনা দিয়ে খতীবের জন্য কুরআন এনেছিলেন, তিনি ডিউটি করছেন। লোকটি সন্ধ্যার পর কারাগারে প্রবেশ করে দিনের দায়িত্বশীলকে বিদায় করে দিলেন এবং খতীব ইবনুল মাখদুমের কক্ষের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। এদিক-ওদিক তাকিয়ে কুরআনখানা খতীবের হাতে দিয়ে বললেন– 'আপনি আপনার মেয়ের ব্যাপারে কোনো চিন্তা করবেন না; সে সব দিক থেকেই ভালো ও নিরাপদ আছে। সে আমার কাছে একটা আবদার রেখেছে। আপনি দু'আ করুন, যেন আল্লাহ আমাকে মেয়েটার আবদার পূরণ করার তাওফীক দান করেন।'

'কী আবদার করেছে ও?' খতীব কৌতূহলি মনে জিজ্ঞেস করলেন।

কর্মকর্তা এদিক-ওদিক তাকিয়ে জানালার সঙ্গে মুখ লাগিয়ে বললেন– 'পলায়ন; আপনার কি সাহস হয়? আমি আপনাকে সাহায্য করব।'

'যে-কাজের সঙ্গে আল্লাহর সন্তুষ্টি জড়িত, তার জন্য আল্লাহ সাহসও দিয়ে দেন' – খতীব বললেন – 'কিন্তু আমি তো তোমার সাহায্য নিয়ে পালাব না। তার পরিবর্তে আমি এখানে মৃত্যুবরণ করাকেই বরণ করে নেব।'

'কেন?' – জেলকর্মকর্তা বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন – 'আপনি কি আমাকে পাপী মনে করে আমার সাহায্য নিতে অস্বীকার করছেন?'

'না' – খতীব বললেন – 'বরং আমি তোমার সাহায্য এ-কারণে নিতে চাচ্ছি না যে, তুমি নির্দোষ। আমি তো তোমার সহযোগিতায় এখান থেকে পালিয়ে যাব; কিন্তু তুমি পেছনে থেকে যাবে এবং ধরা পড়বে। আমার অপরাধের শাস্তি তোমাকে ভোগ করতে হবে, যা আমার পক্ষে মারাত্মক অন্যায় হবে।'

'আমিও আপনার সঙ্গে যাব' – জেলকর্মকর্তা বললেন– 'আপনার গত রাতের বক্তব্যে এখান থেকে আমার মন উঠে গেছে। আমি সালাহুদ্দীন আইউবির ফৌজে গিয়ে যোগ দেব। আর যেহেতু আমি কয়েদি নই, সেহেতু আমি সহজেই পালাতে পারব। কিন্তু আপনাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাব। এই জগতে আমার কেউ নেই। হৃদয়টা জুড়ে আছে শুধু আগুন। এই আগুন আমাকে নেভাতেই হবে।'

'হ্যাঁ' – খতীব বললেন – 'এভাবে হলে আমি তোমার সাহায্য নিতে পারি।'

www.pathagar.com

'আপনার মেয়ে আমাকে বলেছিল, সে নাকি মসুলের শাসনকর্তার সঙ্গে দেখা করতে যাবে'– কর্মকর্তা বললেন – 'তার কাছে ও আপনার সঙ্গে সাক্ষাতের আবেদন জানাবে।'

'না' – খতীব শঙ্কিত হয়ে বললেন – 'সাইফুদ্দীনের মতো শয়তান-চরিত্রের লোকটার কাছে যাওয়া তার উচিত হবে না। তুমি আবার গিয়ে তাকে বলে আসো, সে যেন না যায়।'

'আমি তো সকাল ছাড়া যেতে পারব না।' কর্মকর্তা বললেন।

জেলকর্মকর্তা খতীবের কাছ থেকে চলে গেলেন। খতীব কুরআন শরীফখানায় চুম্বন করলেন। তারপর বুকের সঙ্গে লাগিয়ে মনে-মনে বললেন– 'এখন আর আমি কারাপ্রকোষ্ঠে একা নই।' তিনি গেলাফটা খুলে প্রদীপের আলোতে বসে কুরআন খুললেন। পাতা উল্‌টাতে-উল্‌টাতে হঠাৎ এক টুকরো কাগজ বেরিয়ে এল। সায়েকার লেখা একখানা চিরকুট– 'আল্লাহ্ সঙ্গে আছেন – জিনরা আছে পয়গম্বর সত্য – তার বার্তা শুনুন – ঈমান তাজা আছে।'

খতীবের বিমর্ষ মুখে মুচকি হাসির আভা ফুটে উঠল। তিনি চিরকুটখানা প্রদীপের আগুনে পুড়ে ফেললেন। চিঠির মর্ম তিনি বুঝে ফেলেছেন। 'পয়গম্বর সত্য' দ্বারা উদ্দেশ্য, লোকটা যা বলছে, সত্য বলে মনে হচ্ছে; আপনি তার পরিকল্পনা মোতাবেক কাজ করুন। 'জিনরা আছে' দ্বারা উদ্দেশ্য সায়েকার নিরাপত্তার জন্য লোক আছে; তারা তাকে পাহারা দিচ্ছে।

যে-সময়ে খতীব সায়েকার পত্রখানা পুড়ে ফেলার জন্য আগুনে ধরলেন, ঠিক তখন সায়েকার ঘরে করাঘাত পড়ল। সায়েকা দরজা খুলে দিল। তার হাতে প্রদীপ। বাইরে দণ্ডায়মান লোকটাকে সে চিনে ফেলেছে – সাইফুদ্দীনের দেহরক্ষী। সাইফুদ্দীনের সঙ্গে সায়েকার সাক্ষাতের সময় লোকটা সেখানে উপস্থিত ছিল। সে সায়েকাকে বলল– 'আমি আপনাকে আপনার পিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করাতে কয়েদখানায় নিয়ে যেতে এসেছি। সাক্ষাতের পর আবার আপনাকে ঘরে ফিরিয়ে দিয়ে যাব।

সায়েকা প্রস্তুত ছিল। সে বিলম্ব না করে বের হয়ে এল এবং হাঁটতে শুরু করল। দেহরক্ষী তাকে বলল– 'পিতার সঙ্গে শুধু কুশল বিনিময় আর ঘরের খোঁজখবর বলার অনুমতি থাকবে। আপনাকে কারাপ্রকোষ্ঠের জানালা থেকে তিন পা দূরে রাখা হবে। এমন কোনো কথা বলবেন না, যা মসুলের শাসনকর্তা গাজী সাইফুদ্দীনের মর্যাদায় আঘাত হানবে।'.

◆ ◆ ◆

বডিগার্ড সামনে-সামনে হাঁটছে। সায়েকা তার দু-তিন পা পিছনে। দুজনই চুপচাপ হাঁটছে। অন্ধকার রাত।

অন্ধকারের মধ্য দিয়ে তারা গলির-পর-গলি অতিক্রম করছে। একটা গলিতে মোড় নিতেই বডিগার্ড হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেল। সে পিছন দিকে তাকাল। সায়েকা জিজ্ঞেস করল– 'কী ব্যাপার?'

www.pathagar.com

'তুমি কি পেছনে কারও পায়ের শব্দ শোননি?' বডিগার্ড জিজ্ঞেস করল।
'না' – সায়েকা জবাব দিল – 'আমিই তো তোমার পেছনে-পেছনে হাঁটছি। সম্ভবত তুমি আমারই আওয়াজ শুনতে পাচ্ছ।'
'না, আমি অন্য একটা শব্দ শুনেছি।' বডিগার্ড ফিসফিস কণ্ঠে বলে সামনের দিকে হাঁটা দিল।
'এত ভয় পাচ্ছ কেন?' – সায়েকা বলল – 'পেছনে-পেছনে কেউ যদি এসেই থাকে, আসুক না।'
বডিগার্ড কোনো উত্তর দিল না।
এই গলি শেষ হয়ে গেছে। সম্মুখে কোনো জনবসতি নেই। মাটি উঁচু-নিচু। খানা-খোঁড়লও আছে। জেলখানাটা ওদিকেই বসতির পেছনে কিছু দূরে। দুজনই পা টিপে-টিপে সাবধানতার সঙ্গে অগ্রসর হচ্ছে।
এখন চারদিকে ঝোঁপ-ঝাড় ও গাছপালা। বডিগার্ড আবারও থমকে দাঁড়িয়ে চকিত নয়নে পিছনের দিকে তাকাল। সে কারও হাঁটার শব্দ শুনতে পাচ্ছে। তরবারিটা বের করে হাতে নিয়ে পিছনের দিকে চলে গেল। দু-তিনটা ঝোঁপের চারপাশে ঘুরে-ফিরে দেখল। কিন্তু কিছুই নেই।
'এবার নিশ্চয়ই পিছনে কারও পায়ের শব্দ শুনেছ?' – বডিগার্ড সায়েকাকে বলল – 'এবারের শব্দটা আমি স্পষ্ট শুনেছি।'
সায়েকা শব্দটা শুনেছে। কিন্তু সে মিথ্যা বলল– 'ওটা আসলে তোমার মনের ভয়। আর যদি কোনো শব্দ শুনেই থাক, তা হলে তা শেয়াল-খরগোশ কিংবা অন্য কোনো জন্তু-জানোয়ার হবে। তুমি ওসব শব্দকে ভয় করছ কেন?'
'আমার ভয় করার কারণ হলো' – সাইফুদ্দীনের বডিগার্ড বলল – 'তুমি অতিশয় রূপসী ও যুবতী মেয়ে। নিজের মূল্য সম্ভবত তুমি জান না। কেউ যদি তোমাকে অপহরণ করে কোনো আমির বা শাসনকর্তার নিকট বিক্রি করে ফেলে, তা হলে সে লাল হয়ে যাবে। এখন তুমি আমার দায়িত্বে আছ। আমার হাত থেকে যদি কেউ তোমাকে ছিনিয়ে নিয়ে যায়, তা হলে মহারাজ আমার মাথাটা দেহ থেকে আলাদা করে ফেলবেন। তুমি আমার পাশাপাশি হাঁটো।'
সায়েকা বডিগার্ডের পাশে চলে এল। দুজন হাঁটতে শুরু করল। একটু সামনে থেকে সরু গলিপথের শুরু। তারা সে-পর্যন্ত চলে গেল এবং সরুপথে হাঁটতে শুরু করল। একটু সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার পর গলির মাথা থেকে অন্য আরেকটা পথ বেরিয়ে আরেক দিকে চলে গেছে। বডিগার্ড সায়েকাকে নিয়ে সেপথে এগোতে শুরু করল। কয়েক পা অগ্রসর হওয়ামাত্র তারা কারও ধাবমান পায়ের আওয়াজ শুনতে পেল, যা পরক্ষণেই হঠাৎ থেমে গেল। পিছন দিক থেকে কে যেন ছুটে এল এবং ডান দিকে চলে গেল।
বডিগার্ড একটা গাছের পিছনে একটা ছায়ামূর্তির অদৃশ্য হয়ে যাওয়া দেখে ফেলল। সে তলোয়ারটা উঁচু করে গাছটার দিকে ছুটে গেল। অমনি পিছন থেকে সায়েকার ক্ষীণ একটা চিৎকার কানে এল। কে যেন সায়েকার গায়ের উপর

www.pathagar.com

একটা বস্তা ছুড়ে মেরে তাকে ঝাঁপটে ধরেছে এবং তার মুখে কাপড় গুঁজে দিয়েছে। বডিগার্ড অন্ধকারের মধ্যে শুধু এটুকু দেখতে পেয়েছে, যে-জায়গাটায় সায়েকা একাকি ছিল, এখন সেখানে দুটা ছায়া ধস্তাধস্তি করছে।

বডিগার্ড সেদিকে ছুটে যেতে উদ্যত হলো। এমন সময় পিছন থেকে অপর একজন তাকে ঝাপটে ধরল। তারও মুখে কাপড় গুঁজে দেওয়া হলো এবং চাটাইয়ের মতো মোটা একটা কাপড় দ্বারা তাকে প্যাঁচিয়ে ফেলা হলো। বডিগার্ড স্বাস্থ্যবান ও শক্তিশালী যোদ্ধা। কিন্তু তারা সংখ্যায় অনেক এবং বলবান ও অভিজ্ঞ।

সায়েকাকে বস্তায় ভরে বস্তার মুখ বন্ধ করে দেওয়া হলো। এদিকে বডিগার্ডও বস্তাবন্দি। লোকগুলো তাদের তুলে নিয়ে একদিকে রওনা দিল।

কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর বস্তাদুটা পিঠে তুলে নেওয়া হলো। অন্ধকারের মধ্যে পাশ দিয়ে অতিক্রমকারীদেরও বুঝবার উপায় নেই যে, দুজন মানুষকে অপহরণ করে বস্তায় ভরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তারা একটা অন্ধকার গলিতে ঢুকে পড়ল এবং কিছুদূর অগ্রসর হয়ে একটা অন্ধকার ঘরে ঢুকে পড়ল।

ঘরে ঢুকে তারা সায়েকাকে একটা কক্ষে আর বডিগার্ডকে আরেক কক্ষে নিয়ে গেল। আলাদা-আলাদা কক্ষে বস্তার মুখ খুলে দেওয়া হলো। সায়েকা বস্তা থেকে বেরিয়ে এলে তার মুখের কাপড় বের করা হলো। কক্ষে প্রদীপ জ্বলছিল। সায়েকা সামনে দু-ব্যক্তিকে দেখে চমকে উঠে কম্পিত কণ্ঠে বলল– 'তোমরা এই পন্থাটা অবলম্বন করেছ কেন?'

'নিরাপদ পন্থা এটা-ই ছিল' – একজন উত্তর দিল – 'অন্যথায় কেউ পথে তোমাকে আমাদের সঙ্গে দেখে ফেলত। তাই তোমাকে লুকিয়ে নিয়ে আসার প্রয়োজন ছিল।'

'তা হলে বিষয়টা আগে আমাকে বললে না কেন?' – সায়েকা জিজ্ঞেস করল – 'আমি তো মনে করেছিলাম, লোকগুলো তোমরা নও – দস্যু এবং আমাকে সত্যি-সত্যিই অপহরণ করা হচ্ছে।'

'আমাদের কাজের পন্থা-পদ্ধতি অনেকটা এরকমই হয়ে থাকে।' অপর ব্যক্তি বলল।

'তোমরা কি নিশ্চিত ছিলে যে, লোকটা আমাকে অন্য কোথাও নিয়ে যাচ্ছে?' সায়েকা জিজ্ঞেস করল।

'তুমি যখন তার সঙ্গে ঘর থেকে বের হও, তখনই আমরা নিশ্চিত হই যে, সাইফুদ্দীনের লোক তোমাকে অন্যত্র নিয়ে যাচ্ছে' – একজন বলল – 'তোমাকে কয়েদখানায় নিয়ে যাওয়া-ই যদি তার উদ্দেশ্য হতো, তা হলে তার জন্য সোজা ও সংক্ষিপ্ত পথ ছিল।'

'লোকটা কয়েকবার তোমাদের পায়ের শব্দ শুনেছিল' – সায়েকা বলল – 'এমন অসাবধান হওয়া ঠিক নয়।'

www.pathagar.com

'ব্যাপার তা নয়। আসলে অন্ধকারে আমরা তোমাদের দূরত্বের ব্যবধান আন্দাজ করতে পারছিলাম না। তা ছাড়া দূর থেকে তোমাদের দেখাও যাচ্ছিল না। ফলে অনুসরণ করার জন্য কাছাকাছি থাকতে হয়েছে।' তারা বলল।

সায়েকার চেহারায় প্রশান্তির আভা। মেয়েটা সাইফুদ্দীনের বডিগার্ডের হাতে অপহৃতা ও লাঞ্ছিতা হওয়া থেকে রক্ষা পেয়ে গেছে।

অপর কক্ষে বডিগার্ডকে বস্তা থেকে বের করে তারও মুখের কাপড় বের করা হলো। তার সামনে তিনজন মুখোশধারী দাঁড়িয়ে আছে। তার তরবারিটা মুখোশধারীদের হাতে।

'তোমরা কারা?' – মুখে প্রভাব ও গাম্ভীর্য ফুটিয়ে বডিগার্ড মুখোশধারীদের জিজ্ঞেস করল – 'আমি মসুলের শাসনকর্তার ব্যক্তিগত দেহরক্ষী। আমি তোমাদের প্রত্যেকের জন্য মৃত্যুদণ্ডের ব্যবস্থা করব।'

'মসুলের শাসনকর্তার সুরক্ষা এখন আল্লাহ করলে করতে পারেন' – এক মুখোশধারী বলল – 'তুমি তোমার নিজের জীবন বাঁচানোর চিন্তা করো। মেয়েটাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছিলে?'

'কয়েদখানায় তার পিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করাতে' – বডিগার্ড উত্তর দিল – 'মনে রেখো, যে-মেয়েটাকে অপহরণ করেছ, তাকে তোমরা গিলতে পারবে না। এ খতীব ইবনুল মাখদুমের কন্যা এবং মসুলের শাসনকর্তা তাঁর নিরাপত্তার জন্য নিজের ব্যক্তিগত দেহরক্ষীকে প্রেরণ করেছেন। এ থেকেই অনুমান করে নাও, তোমরা কোথায় হাত দিয়েছ। মসুলের শাসনকর্তা মেয়েটার খোঁজে শহরের প্রতিটা ঘর অনুসন্ধান করবেন। তোমরা শহর থেকে বের হতে পারবে না। সাইফুদ্দীন এক্ষুনি সংবাদ পেয়ে যাবেন, তার এক দেহরক্ষী ও খতীবের মেয়ে নিখোঁজ হয়ে গেছে। সঙ্গে-সঙ্গে শহর সীল করে দেওয়া হবে। আচ্ছা, তোমরা মেয়েটাকে কোথায় রেখেছ?'

'শোনো বন্ধু!' – এক মুখোশধারী বলল – 'মেয়েটি এখানেই আছে। তাকে অপহরণ করা হয়নি, বরং তাকে অপহরণের হাত থেকে রক্ষা করা হয়েছে। আমরা জানি, মসুলের শাসনকর্তা সাইফুদ্দীনের জন্য এই মেয়েটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এর সন্ধানে তিনি তার গোটা বাহিনীকে মাঠে নামাবেন। তার কারণ, মেয়েটা অতিশয় রূপসী ও যুবতী এবং তার পিতা কয়েকখানায় বন্দি। মেয়েটা সাইফুদ্দীনের পছন্দের নারী। তাই তিনি তাকে তার পিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার অনুমতি প্রদান করেছেন। আমরা জানি, সাক্ষাতের এই অনুমতিদান একটা প্রতারণা। সাক্ষাতের নামে দুরভিসন্ধি বাস্তবায়নের জন্যই তিনি সময়টা রাত নির্ধারণ করেছেন। আচ্ছা, তুমি বলো তো, খতীবের সঙ্গে তার মেয়ের সাক্ষাৎ দিনে করানো হয়নি কেন? ঘর থেকে বের করেই তুমি তাকে ভুল পথে নিয়ে এসেছ। তখনই আমরা তোমাদের পিছু নিয়েছি। তোমরা দু-তিনবার থেমে পেছনের দিকে তাকিয়েছিলে। তোমরা যাদের উপস্থিতি আন্দাজ করেছিলে, তারা আমরাই। যাদের তুমি ঝোঁপের মধ্যে সন্ধান করতে গিয়েছিলে, তারাও

www.pathagar.com

আমরা। কিন্তু তুমি আমাদের দেখনি। কীভাবে দেখবে? দিনের আলোতেও আমাদের কেউ দেখতে পায় না।'

'তোমরা এই মেয়েটার উপর অবিচার করেছ' – বডিগার্ড বলল – 'আমি তাকে তার পিতার কাছে নিয়ে যাচ্ছিলাম।'

'তুমি মেয়েটাকে অপহরণ করে নিয়ে যাচ্ছিলে' – এক মুখোশধারী তলোয়ারের আগাটা তার ধমনির উপর রেখে চাপা কণ্ঠে বলল – 'তুমি তাকে সাইফুদ্দীনের জন্য নিয়ে যাচ্ছিলে। তোমাদের শাসনকর্তা কত দয়ালু মানুষ, তা আমাদের জানা আছে যে, তিনি খতীব ইনবুল মাখদুমের মতো শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিকে জেলে পুরতে কুণ্ঠাবোধ করলেন না আর এখন তার কন্যাকে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার অনুমতি দিলেন! তুমি শুধু এতটুকুই জান, খতীব অপরাধী। কিন্তু তোমার জানা নেই, এই মহামান্য আলেমে দ্বীন মসুলে নিঃসঙ্গ নন এবং তিনি যখন কয়েদখানায় আবদ্ধ, তখন তার কন্যাও ঘরে একাকিনী নয়। আমরা সাইফুদ্দীনের সিংহাসন উল্টে দেব। দিন তার শেষ হয়ে এসেছে। আমরা তাকে যেকোনো সময় খুন করতে পারি। কিন্তু হাসান ইবনে সাব্বাহর ঘাতকদের মতো কাউকে খুন করতে সুলতান আইউবি আমাদের নিষেধ করে দিয়েছেন। আমরা ময়দানে অবতীর্ণ হয়ে যুদ্ধ করে শত্রুকে নিধন করি।'

'তোমরা সালাহুদ্দীন আইউবির লোক?' বডিগার্ড জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ' – একজন বলল – 'আমরা আইউবির কমান্ডো বাহিনীর সদস্য।'

মুখোশধারী বডিগার্ডের ধমনিতে স্থাপনকরা তলোয়ারটায় একটুখানি চাপ দিল। বডিগার্ডের পিঠ দেওয়ালের সঙ্গে গিয়ে ঠেকে গেল। মুখোশধারী বলল– 'তুমি সাইফুদ্দীনের ব্যক্তিগত দেহরক্ষী এবং সব সময় তার সঙ্গে থাক। তার সব গোপন তথ্য তোমার জানা আছে। তুমি তাকে মেয়ে অপহরণ করে নিয়ে দাও। বলো, একদম খোলাখুলিভাবে বলো, সালাহুদ্দীন আইউবির বিরুদ্ধে তার পরিকল্পনা কী? যদি বলতে অস্বীকার কর কিংবা যদি বল, আমি কিছু জানি না, তা হলে তোমারও সেই দশাই হবে, যা সাইফুদ্দীন বন্দিশালায় তার প্রতিপক্ষের ব্যাপারে ঘটিয়ে থাকে।'

'তোমরা যদি সৈনিকই হয়ে থাক, তা হলে ভালোভাবেই জান, শাসক ও রাজা-বাদশার সামনে একজন দেহরক্ষীর কোন মূল্য থাকে না' – বডিগার্ড উত্তর দিল – 'মসুলের শাসনকর্তার পরিকল্পনা কী, তা আমি কীভাবে বলব।'

এক মুখোশধারী তার মাথাটা উদোম করে চুলগুলো মুঠি করে ধরে একটা মোচড় দিল এবং ঝটকা একটা টান দিয়ে একদিকে কাত করে ফেলে দিল। অন্য একজন পা ধরে টান দিয়ে তাকে মাটিতে উপুড় করে ফেলে দিল। একজন তার পিঠের উপর দাঁড়িয়ে গেল। দাঁড়ানো অবস্থায় কয়েকবার চাপ দিলে বডিগার্ডের প্রাণ বেরিয়ে যাওয়ার উপক্রম হলো। তারপর তাকে বিভিন্ন রকম নির্যাতনের একটু-একটু স্বাদ উপভোগ করানো হলো এবং তাকে বলা হলো, 'এখান থেকে তুমি জীবন নিয়ে ফিরতে পারবে না।'

www.pathagar.com

'আমাকে উঠতে দাও।' কোঁকাতে-কোঁকাতে বডিগার্ড বলল।

তাকে তুলে বসানো হলো। সে বলল– 'সাইফুদ্দীন সুলতান আইউবির বিরুদ্ধে লড়াই করতে চান।'

'এটা কোনো তথ্য নয়' – এক মুখোশধারী বলল – 'বলো, তিনি কখন এবং কীভাবে যুদ্ধ করতে চান? তিনি কি তার বাহিনীকে হাল্ব ও হাররানের বাহিনীর সঙ্গে যুক্ত করে লড়তে চান, নাকি আলাদা লড়বেন?'

'তার বাহিনী অন্যান্য বাহিনীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে যাবে' – বডিগার্ড আর না বলে পারল না – 'কিন্তু তিনি এমন কৌশল অবলম্বন করবেন যে, তার বিজয় সম্পূর্ণ আলাদা দেখা যাবে। হাল্ব ও হাররানের লোকদের তিনি বিশ্বাস করেন না।'

'সালারদের প্রতি তার নির্দেশনা কী?' মুখোশধারী জিজ্ঞেস করল।

'তার পরিকল্পনা হলো, সালাহুদ্দীন আইউবিকে পাহাড়ি এলাকায় ঘিরে ফেলা হবে।' বডিগার্ড জবাব দিল।

'বাহিনী কোন পথে যাবে?'

'হামাত শিং-এর পথে।'

'খ্রিস্টানরা কী পরিমাণ সাহায্য করছে?'

'খ্রিস্টানরা সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে' – বডিগার্ড বলল – 'কিন্তু সাইফুদ্দীন তাদেরও ধোঁকা দেবেন। খ্রিস্টান বাহিনীর কয়েকজন কমান্ডার মসুলের বাহিনীকে প্রশিক্ষণ দিচ্ছে।'

এই দুই মুখোশধারী এবং অপর কক্ষে সায়েকার কক্ষে উপবিষ্ট দু-ব্যক্তি সুলতান আইউবির কমান্ডো গুপ্তচর। খতীব ইবনুল মাখদুমের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক ও যোগাযোগ ছিল। বরং বলা যায়, খতীব তাদের পৃষ্ঠপোষক ও নেতা ছিলেন। এই দলটি সুলতান আইউবির জন্য চোখ ও কানের কাজ দিত। মসুল থেকে যখনই যে-তথ্য হাতে আসত, তা সুলতান আইউবির হেডকোয়ার্টারে পৌঁছিয়ে দিত। তারা মসুলে চাকুরি-ব্যবসা ইত্যাদি কাজ নিয়ে অবস্থান করত।

খতীব ইবনুল মাখদুম গ্রেফতার হওয়ার পর তারা রাতে পালাক্রমে তার বাসভবন পাহারা দিতে শুরু করে। সায়েকার সঙ্গ দেওয়ার জন্য দুটো মেয়ে রাতে ঘুমোতে এসে যে-ছায়া দেখে ভয়ে পেয়েছিল, এরাই সেই ছায়া। সায়েকা তাদেরকে বলেনি, ছায়াগুলো মানুষ। বরং সে ধারণা দিয়েছিল, এগুলো জিন। লোকগুলোর জানা ছিল, সায়েকা সাইফুদ্দীনের নিকট পিতার সঙ্গে সাক্ষাতের অনুমতি আনতে গেছে। ফিরে এসে মেয়েটা এদের একজনকে অবহিত করেছিল, রাতে একলোক এসে তাকে কয়েদখানায় নিয়ে যাবে। সে এও বলেছিল যে, সাইফুদ্দীন তার সঙ্গে আপত্তিকর কথা বলেছেন এবং তাকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছেন।

লোকটি তার দলের সবাইকে বিষয়টি অবহিত করল। তারা সবাই বিচক্ষণ ও দূরদর্শী। তাদের মনে সন্দেহ জাগল, কয়েদখানায় নিয়ে যাওয়ার নাম করে সায়েকাকে গুম করে ফেলা হতে পারে। তাই সূর্য ডোবার পর পাঁচজন লোক

www.pathagar.com

সায়েকার ঘরে ঢুকে লুকিয়ে থাকল। সায়েকা বডিগার্ডের সঙ্গে বেরিয়ে গেলে তারাও তাদের পিছু নিল।

কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর তাদের সন্দেহ সঠিক প্রমাণিত হলো। তারা সাফল্যজনকভাবে সায়েকাকে রক্ষা করল এবং সাইফুদ্দীনের দেহরক্ষীকে ধরে ফেলল। তারা তার মুখ থেকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ সামরিক তথ্য বের করল। তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হচ্ছে, সাইফুদ্দীনের ভাই ইয্‌যুদ্দীন বাহিনীকে দু-ভাগে বিভক্ত করে এক অংশকে নিজের কমান্ডে রেখে দিয়েছেন। এই অংশটা রিজার্ভফোর্স হিসেবে ব্যবহৃত হবে। অর্থাৎ– তাদের পরে প্রয়োজন অনুপাতে প্রেরণ করা হবে। প্রথম হামলার নেতৃত্ব দেবেন সাইফুদ্দীন নিজে। আরও যে-গুরুত্বপূর্ণ তথ্যটি পাওয়া গেছে, তা হলো, হাল্‌ব থেকে গোমস্তগিন ও সাইফুদ্দীনের নিকট দূত এসেছে। বার্তা হলো, তিনটি বাহিনীকে যৌথ কমান্ডে রাখা হবে এবং খ্রিস্টানদের সাহায্যের উপর বেশি ভরসা রাখা যাবে না। প্রাপ্ত অন্যান্য তথ্যও ছিল বেশ গুরুত্বপূর্ণ।

এসব তথ্য উগড়ে দিয়ে বডিগার্ড দাবি জানাল– 'এবার আমাকে মুক্তি দাও।'

মুখোশধারীরা দেব-দেব বলে কাল ক্ষেপণ করল। সায়েকাকে সে-কক্ষেই থাকতে দেওয়া হলো। তাকে নিজঘরে নিয়ে রাখা নিরাপদ নয়। বডিগার্ডকে ভবনটার এক অন্ধকার প্রকোষ্ঠে আটকে রাখা হলো।

◆◆◆

হাররান ও হাল্‌ব থেকে প্রায় পঞ্চাশ মাইল দূরে খ্রিস্টান সেনাবাহিনীর হেডকোয়ার্টার। এখানকার অধিকাংশ তৎপরতা গোয়েন্দা-বিষয়ক। এখানে যে-কজন খ্রিস্টান সম্রাট ও কমান্ডার অবস্থান করছেন, তারা সরাসরি নিজেরা সুলতান আইউবির বিরুদ্ধে মুখোমুখি যুদ্ধ করার পরিবর্তে তাঁর মুসলিম বিরুদ্ধবাদীদের ঐক্যবদ্ধ করে তাঁর বিরুদ্ধে লড়াই করার পরিকল্পনা প্রস্তুত করছে এবং সে অনুযায়ী কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

হাররান থেকে এক খ্রিস্টান উপদেষ্টা – প্রকৃতপক্ষে সে একজন গোয়েন্দা – রেমন্ড ও রেজিনাল্ডের নিকট এসে পৌঁছল এবং হাররানের তরতাজা ঘটনাবলির বিস্তারিত বিবরণ দিল। সে বলল– 'হাল্‌ব থেকে আল-মালিকুস সালিহ গোমস্তগিন ও সাইফুদ্দীনের নিকট উপহারসহ বার্তা প্রেরণ করেছেন, তারা যেন তাদের সেনাবাহিনীকে তার বাহিনীর সঙ্গে যৌথ কমান্ডে দিয়ে দেন। সেখানে একটি বিস্ময়কর ঘটনা ঘটেছে যে, গোমস্তগিনের দুজন সালার হাররানের কাজীকে হত্যা করে ফেলেছে এবং হাল্‌ব থেকে আল-মালিকুস সালিহ বার্তার সঙ্গে উপহার হিসেবে যে-দুটা সুন্দরী মেয়ে প্রেরণ করেছিলেন, সালারদ্বয় তাদের পালাবার সুযোগ করে দিয়েছে। তারপর তারা স্বীকার করেছে, তারা সালাহুদ্দীন আইউবির সমর্থক এবং তারই জন্য পরিবেশ সৃষ্টি করছিল।

'এই দু-সালার পরস্পর আপন ভাই। গোমস্তগিন তাদের কয়েদখানায় আটক করে রেখেছেন। তার মাত্র একদিন আগে আমাদের এক সঙ্গী উপদেষ্টা

গোমস্তগিনের বাসভবনে নিমন্ত্রণে গিয়ে রহস্যজনকভাবে খুন হয়েছে। পরদিন তথ্য পাওয়া গেছে, গোমস্তগিনের হেরেমের একটা মেয়ে ও একজন দেহরক্ষী নিখোঁজ রয়েছে।'

খ্রিস্টানদের এই বৈঠকে অট্টহাসির ধুম পড়ে গেল। এই হাসাহাসির ধারা দীর্ঘক্ষণ চলতে থাকল। অবশেষে হাসি থামিয়ে রেমন্ড বললেন– 'এই মুসলিম জাতিটা এতই যৌনবিলাসী হয়ে উঠেছে যে, তার শাসক ও আমির-উজিরগণ যুদ্ধ এবং রাজনৈতিক সিদ্ধান্তও যৌনতায় প্রভাবিত অবস্থায় নিয়ে থাকে। একটু ভেবে দেখুন, গোমস্তগিনের মতো একজন প্রতাপান্বিত ও যুদ্ধবাজ দুর্গপতির সেনাবাহিনীর কমান্ড যে-দুজন সালারের হাতে ছিল, তারা তার শত্রু সালাহুদ্দীন আইউবির সেনা-অধিনায়ক। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তারা উপহার-হিসেবে-আসা-মেয়েদুটোর খাতিরে কাজীকে খুন করেছে এবং মেয়েগুলোকে সালাহুদ্দীন আইউবির জন্য পাঠিয়ে দিয়ে নিজেরা ধরা পড়ে গেছে। গোমস্তগিনের হেরেমের যে-মেয়েটা নিখোঁজ হয়, তাকে সেই রক্ষীসেনা-ই ভাগিয়ে নিয়ে গেছে। তবে আমাদের লোকটা কোন চক্করে পড়ে খুন হলো, তা অবশ্য বলতে পারব না। মুসলমান আমির, শাসক ও দুর্গপতিদের হেরেমের অবরুদ্ধ জগত অত্যন্ত রহস্যময়। আমি আপনাদের নিশ্চয়তা দিতে পারি, এই জাতিটা ভোগ-বিলাস ও নারীপূজার কারণেই ধ্বংস হয়ে যাবে।'

'আমি দুটি কথা বলতে চাই' – খ্রিস্টান সামরিক বাহিনীর ইন্টেলিজেন্স প্রধান অপর এক খ্রিস্টানকে বলল – 'প্রথম কথাটি হলো, আপনি বলেছেন, উপহারস্বরূপ-আসা-মেয়েদুটোকে হাররান থেকে ভাগিয়ে সালাহুদ্দীন আইউবির নিকট পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। আপনার এ-ধারণা সঠিক নয়। আমি গুপ্তচরবৃত্তিতে অভিজ্ঞ। দুশমনের সামরিক তথ্য সংগ্রহ করা ছাড়া সামরিক নেতৃবর্গ-কর্মকর্তা ও অন্যান্য পদস্থ কর্মকর্তাদের ব্যক্তিগত চরিত্র ও রণকৌশল সংক্রান্ত তথ্যাদি সংগ্রহ করাও আমার বিভাগের দায়িত্ব। আমি আপনাকে পূর্ণ নিশ্চয়তার সঙ্গে বলছি, নারী ও মদের ব্যাপারে সালাহুদ্দীন আইউবি শক্ত একটা পাথর। এই একটা কারণেই আপনি তাঁকে না পারবেন বিষ খাইয়ে খুন করতে, না পারবেন কোনো রূপসী নারীর জালে আবদ্ধ করে ঘাতকদের দ্বারা হত্যা করাতে। প্রকৃতির অমোঘ বিধান হলো, যেলোক মানসিক বিলাসিতায় অভ্যস্ত নয়, তার প্রত্যয় দৃঢ় ও শক্ত হয়ে থাকে। এমন মানুষ যখন যে-পরিকল্পনা হাতে নেয়, তা বাস্তবায়ন করেই তবে নিঃশ্বাস ফেলে।

'আপনার শত্রু সালাহুদ্দীন আইউবির মধ্যে এই গুণটা বিদ্যমান। এ-কারণেই তার মাথা পুরোপুরি কাজ করে এবং তিনি এমন-এমন কৌশল প্রয়োগ করেন, যা আপনার কল্পনায়ও আসে না, যার ফলে আপনার পা উপড়ে যায়। আমি আইউবি সম্পর্কে যতটুকু জানতে পেরেছি, তাতে অনুমিত হচ্ছে, তিনি অনৈতিক চাহিদা ও বিলাসিতা থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র। নিজ সেনাবাহিনীর মধ্যেও তিনি এই গুণ সৃষ্টি করে রেখেছেন। তা না হলে খোলা ময়দানের লড়াইয়ে অভ্যস্ত সৈন্যরা

www.pathagar.com

বরফাবৃত উপত্যকা ও পার্বত্য এলাকায় এই তীব্র শীতের মওসুমে যুদ্ধ করতে সক্ষম হতো না। আপনি যতক্ষণ পর্যন্ত নিজের মধ্যে এই গুণটি সৃষ্টি করতে না পারবেন, ততক্ষণ সালাহুদ্দীন আইউবি নামক আপনার এই শত্রুকে পরাজিত করতে পারবেন না।

'আমার দ্বিতীয় কথা হলো, অন্যান্য মুসলিম আমির, উজির ও শাসনকর্তাদের মধ্যে যে-নারীপূজা শুরু হয়ে গেছে, তা আমার বিভাগেরই কৃতিত্ব। ইহুদি পণ্ডিতগণ এক শতকেরও বেশি সময় ধরে মুসলমানদের চরিত্র বিনষ্টের অভিযান পরিচালিত করে আসছেন। এটা মূলত তাদেরই সাফল্য যে, আমরা নারী, সোনা-দানা ও মণি-মাণিক্যের মাধ্যমে মুসলিম নেতৃবর্গের চরিত্র ধ্বংস করে দিয়েছি। আমরা চারিত্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে তাদের ধ্বংস করার জন্য রূপসী ও বিচক্ষণ মেয়েদের প্রশিক্ষণ প্রদানপূর্বক উপহারের নামে তাদের নিকট প্রেরণ করে থাকি। এখন তারাও একজন আরেকজনকে নারী উপহার দেওয়া শুরু করেছে। তাদের জাতীয় চরিত্র নিঃশেষ হয়ে গেছে। এটা আমাদের সাফল্য যে, আমরা তাদের মাঝে বিভেদ ও রাজত্বের মোহ সৃষ্টি করে দিয়েছি।'

'এই জাতিটাকে আমরা শেষ করে দেব' – রেজিনাল্ড বললেন – 'চরিত্র বিনষ্ট করার মাধ্যমেই তাদের সর্বনাশ ঘটাতে হবে। সালাহুদ্দীন আইউবি এই ভেবে উৎফুল্ল হয়ে থাকবেন যে, তিনি রেমন্ডকে পিছু হটিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু তিনি জানেন না, রেমন্ড যুদ্ধের ময়দান থেকে পিছপা হয়েছেন ঠিক; কিন্তু তার জাতির বুকের মধ্যে ঢুকে গিয়েছেন। ময়দানে অবতীর্ণ হয়েই লড়াই করব এটা জরুরি নয়। আমরা অন্য অঙ্গনেও লড়তে জানি।'

'এই অভিযানকে আরও তীব্রতর করে তোলা প্রয়োজন' – হাররান থেকে আগত উপদেষ্টা বলল – 'আমি আপনাদের গোমস্তগিনের ঘরের ঘটনাবলি শুনিয়েছি। তাতে প্রমাণিত হচ্ছে, ওখানে সালাহুদ্দীন আইউবির গুপ্তচর ও নাশকতাকর্মী শুধু অবস্থানই করছে না; গোমস্তগিনের বাসভবন এবং তার সেনাবাহিনীর উচ্চতর পদেও পুরোপুরি তৎপর। তাদের বিরুদ্ধে আমাদের ব্যবস্থা নেওয়া দরকার।'

'আমাদের কী ঠেকাটা পড়েছে যে, আমরা সাইফুদ্দীন, আল-মালিকুস সালিহ ও তাদের যৌথ বাহিনীর অপরাপর আমির প্রমুখকে সালাহুদ্দীন আইউবির গুপ্তচরবৃত্তি ও নাশকতা থেকে রক্ষা করব?' – এক খ্রিস্টান কমান্ডার বলল – 'আমরা তো তাদের ধ্বংসের গতিকে আরও তীব্রতর ও ত্বরান্বিত করব। হোক তা আমাদের হাতে কিংবা তাদেরই জাতি ভাইয়ের হাতে। এই যেসব মুসলমান সালাহুদ্দীন আইউবির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে, আপনি কি সত্যমনে তাদের আমাদের বন্ধু মনে করে বসেছেন? তা-ই যদি হয়, তা হলে তার অর্থ হবে, আপনি খাঁটি খ্রিস্টান নন। আপনি বুঝতে পারেননি, আমাদের শত্রুতা না ছিল নুরুদ্দীন জঙ্গির সঙ্গে, না আছে সালাহুদ্দীন আইউবির সঙ্গে। সালাহুদ্দীন আইউবি যদি কখনও আমার সম্মুখে এসে পড়েন, তা হলে আমি তাকে শ্রদ্ধা করব। তিনি একজন

www.pathagar.com

যোদ্ধা, রণাঙ্গনের একজন রাজা। আমাদের শত্রুতা হচ্ছে সেই ধর্মের সঙ্গে, যার নাম ইসলাম। যারা এই ধর্মের সুরক্ষা ও এর প্রচার-প্রসারে কাজ করবে, আমরা তাদের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাব। আমাদের ও সালাহুদ্দীন আইউবির মৃত্যুর পরও এই যুদ্ধ অব্যাহত থাকবে। সে-লক্ষ্যে আমরা মুসলমানদের মাঝে এমন কুচরিত্র সৃষ্টি করছি, যা তাদের ভবিষ্যৎ বংশধরের মধ্যেও বিস্তার লাভ করতে থাকবে। আমরা এমন পন্থা ও কৌশল অবলম্বন করছি যে, মুসলমান তাদের নিজস্ব রীতি-নীতি ও সভ্যতা-সংস্কৃতি ভুলে গিয়ে আমাদের গড়া ও শেখানো চরিত্র-সভ্যতা লালন করবে।'

'আমাদেরকে তাদের আসল ধর্ম ও প্রকৃত কালচার বিকৃত করতে হবে' – রেমন্ড বললেন – 'আমাদের এই অভিযান যখন পূর্ণতা লাভ করবে, সে-সময়ে আমরা বেঁচে থাকব না। এই অভিযানের ফল আমরা দেখতে পাব না। আমি পূর্ণ নিশ্চয়তার সঙ্গে বলতে পারি, আমরা যদি এই অভিযান অব্যাহত রাখি, তা হলে এমন একটা সময় আসবে, যখন ইসলাম যদিও বেঁচে থাকে, তা হবে ইসলামের বিকৃত রূপ, যা পালনে মানুষ শুধুই বিভ্রান্ত হবে। মুসলমান হবে নামের মুসলমান। তাদের স্বাধীন ও স্বতন্ত্র কোনো রাজ্য থাকেও যদি, সেটি হবে পাপের আড্ডাখানা। ইহুদি ও খ্রিস্টান পন্ডিতগণ এই জাতিটার মধ্যে পাপপ্রেম সৃষ্টি করে দিয়েছেন।'

'সে যা-ই হোক, তারা এখন আমাদের সাহায্যের অপেক্ষায় বসে আছেন' – খ্রিস্টান উপদেষ্টা বলল – 'গোমস্তগিন আমাকে সে-উদ্দেশ্যেই পাঠিয়েছেন।'

দীর্ঘ সময় পর্যন্ত এ-বিষয়ে মতবিনিময় চলল। শেষে সিদ্ধান্ত হলো, সৈন্য পাঠিয়ে তার কোনো সাহায্য করা হবে না। দেই-দিচ্ছি বলে কালক্ষেপণ করতে হবে। তাকে এই বলে আশ্বস্ত করতে হবে যে, তুমি সালাহুদ্দীন আইউবির উপর হামলা করে তাকে আলরিস্তানের মধ্যে যুদ্ধ করতে বাধ্য করো। আমরা তারই কোনো একটা স্পর্শকাতর স্থানে সেনা-অভিযান চালিয়ে তাকে এমন বেকায়দায় ফেলে দেব, যেন তিনি আলরিস্তান ত্যাগ করে পেছনে সরে যেতে বাধ্য হন। আরও সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো, হাল্ব, হাররান ও মসুলের সৈন্যদের জন্য এই উপদেষ্টার সঙ্গে তির-ধনুক ও দাহ্যপদার্থ পাঠিয়ে দেওয়া হবে। তা ছাড়া পাঁচশো ঘোড়াও প্রেরণ করা হবে। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে, অধিকাংশ ঘোড়া-ই যেন এমন হয়, যেগুলো আমাদের সৈন্যদের কাজে আসে না, কিন্তু বাহ্যিকভাবে সুস্থ ও সবল।'

'আর ভবিষ্যতে সেই আমিরদের অল্প-অল্প করে অস্ত্র সরবরাহ করা হবে' – রেজিনাল্ড বললেন – 'সেই সঙ্গে ধীরে-ধীরে তাদের বিলাসিতার দিকে টেনে আনতে হবে। তাদের বুঝ দিয়ে রাখতে হবে, যখনই তাদের অস্ত্র কিংবা ঘোড়ার প্রয়োজন পড়বে, তা সরবরাহ করা হবে। এভাবে তারা নিজেরা নিজেদের ব্যবস্থা গ্রহণে উদাসীন হয়ে পড়বে এবং আমাদের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকবে।

www.pathagar.com

এসব সাহায্য-সহযোগিতা এবং আমাদের উপদেষ্টাদের মধ্যস্থতায় আমরা তাদের মন-মস্তিষ্কের উপর জয়লাভ করে ফেলব।'

'সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথাটা কিন্তু বলা হয়নি' – এক কমান্ডার বলল – 'শেখ সান্নানের পাঠানো নয় সদস্যের ঘাতকদল রওনা হয়ে গেছে। আশা করছি, এবার তারা সালাহুদ্দীন আইউবিকে হত্যা না করে ফিরবে না। তারা যে-শপথ নিয়ে গেছে, তাতে তারা বলেছে, জীবন বাজি রেখে তারা আইউবিকে হত্যা করবে। অন্যথায় তারা জীবিত ফিরে আসবে না।'

সেদিনই পাঁচশো ঘোড়া, কয়েক হাজার ধনুক, লক্ষাধিক তির ও দাহ্যপদার্থভর্তি কয়েকটা মটকা হাল্‌বের উদ্দেশ্যে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। সঙ্গে একখানা বার্তাও দেওয়া হলো, যাতে লেখা ছিল– 'এই সাহায্যের ধারা চলতে থাকবে। আপনি সালাহুদ্দীন আইউবির উপর এক্ষুনি আক্রমণ করুন।'

◆◆◆

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবি নিজ হেডকোয়ার্টারে উপবিষ্ট। সর্বপ্রথম তাঁর নিকট আনতানুন ও সাদিয়া গিয়ে পৌঁছল। সাদিয়া গোমস্তগিনের হেরেমের সেই মেয়ে, যে একজন খ্রিস্টান উপদেষ্টাকে খুন করে আনতানুন নামক রক্ষীসেনার সঙ্গে পালিয়ে গিয়েছিল। আনতানুন সুলতান আইউবির এমন এক গোয়েন্দা, যে আবেগের বশবর্তী হয়ে সীমালঙ্ঘন করে ফেলেছে, যার ফলে সে গ্রেফতার হয়েছিল। সালার শামসুদ্দীন ও শাদবখ্‌ত কৌশল করে তাকে পালাবার সুযোগ করে দিয়েছিলেন। সুলতান আইউবির ইন্টেলিজেন্স প্রধান হাসান ইবনে আবদুল্লাহ্ আনতানুন ও সাদিয়াকে সুলতানের কাছে নিয়ে গেলেন।

আনতানুন সুলতান আইউবিকে তার ইতিবৃত্ত শোনাল। তার এই কর্মনীতি সুলতানের পছন্দ না হলেও তিনি তাকে এই বলে ক্ষমা করে দিলেন যে, যেরূপ সাফল্যের সঙ্গে তুমি গোমস্তগিনের রক্ষীবাহিনীতে ঢুকেছ, তা তোমার বিরাট এক কৃতিত্ব। সাদিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে হেরেম পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়াও তার আরেক কীর্তি। সুলতান আইউবি নির্দেশ জারি করলেন, আনতানুনকে সেনাবাহিনীতে পাঠিয়ে দাও। কারণ, গুপ্তচরবৃত্তির মতো নাজুক কাজের জন্য এর আবেগ নিয়ন্ত্রিত নয়। আর সাদিয়ার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত দিলেন, একে দামেশ্‌ক পাঠিয়ে দাও।

'আমি আনতানুনকে বিয়ে করতে চাই।' সাদিয়া বলল।

'তা-ই হবে' – সুলতান আইউবি বললেন – 'কিন্তু বিয়েটা হবে দামেশ্‌কে। রণাঙ্গন শহীদ হওয়ার স্থান – বিয়ের জায়গা নয়।'

'মহামান্য সুলতান!' – আনতানুন বলল – 'আমি আপনাকে অসন্তুষ্ট করেছি। তার শাস্তিস্বরূপ যতক্ষণ-না আমি আপনাকে সন্তুষ্ট করতে পারি, সে-যাবত বিয়ে করব না।' সে সাদিয়াকে উদ্দেশ করে বলল– 'তুমি সুলতানের আদেশ মোতাবেক দামেশ্‌ক চলে যাও। সেখানে তোমার বসবাসের ভালো ব্যবস্থা হবে। আর আমার সঙ্গেই তোমার বিয়ে হবে।' সে আবার সুলতান আইউবিকে বলল–

www.pathagar.com

'আমি কোনো একটা কমান্ডো-বাহিনীতে অংশ নিয়ে কাজ করতে চাই; আপনি আমার এই আবেদনটুকু মঞ্জুর করুন। আমি গেরিলা হামলার প্রশিক্ষণ নিয়েছি।'

আনতানুনকে একটি কমান্ডোদলে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। বৈঠক থেকে বিদায় নেওয়ার সময় সাদিয়ার প্রতি একপলক তাকালও না সে।

পরদিন যখন সাদিয়া দামেশ্‌ক রওনা হওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিল, ঠিক তখন সেই মেয়েগুলো এসে পৌঁছল, যাদের আল-মালিকুস সালিহ্‌ গোমস্তগিনের নিকট উপহারস্বরূপ পাঠিয়েছিলেন। তাদের সঙ্গে রয়েছে সালার শামসুদ্দীন ও শাদবখ্‌তের প্রেরিত দই ব্যক্তি। হাররানে কীসব ঘটনা ঘটেছে, তারা সুলতান আইউবিকে তার বিবরণ শোনাল।

'ফিলিস্তিনের মুসলমানরা যে আপনার পথপানে তাকিয়ে আছে, তা কি আপনি জানেন?' – এক মেয়ে বলল – 'সেখানকার মেয়েরা আপনার নামে গান গায়। মসজিদে-মসজিদে আপনার বিজয়ের জন্য দু'আ হয়।'

অধিকৃত অঞ্চলগুলোতে খ্রিস্টানরা কীভাবে মুসলমানদের বেঁচে থাকার অধিকার কেড়ে নিয়েছে এবং পৃথিবীটাকে তাদের জন্য জাহান্নামে পরিণত করেছে, মেয়েরা তার বিবরণ দিল।

'সেখানে আমাদের শুধু মেয়েদেরই নয় – আমাদের জাতীয় মর্যাদারও শ্লীলতাহানি চলছে' – অপর এক মেয়ে বলল – 'আমি বরং বলব, জাতির শ্লীলতাহানি আমাদের শাসকরাই করছেন। আমাদেরকে গোমস্তগিনের সমীপে উপহারস্বরূপ পাঠানো হয়েছিল। তাদের আমরা আল্লাহর দোহাই দিয়ে বলেছি, আমরা আপনাদেরই কন্যা। কিন্তু তারা আমাদের কোনো আবেদন-আর্তি শোনেননি। আমাদের তারা একজন অপরজনের নিকট উপহার হিসেবে দান করা শুরু করেছেন।'

'ফিলিস্তিনের পথের প্রতিবন্ধকও তারাই' – সুলতান আইউবি বললেন – 'আমি ফিলিস্তিনের উদ্দেশ্যেই ঘর থেকে বের হয়েছিলাম। কিন্তু আমার ভাইয়েরা আমার পথ আগলে দাঁড়িয়ে গেছে। যাহোক, এখন তোমরা নিরাপদ। তোমাদের আগে আরও একটা মেয়ে এখানে এসেছিল। তাকে দামেশ্‌ক পাঠানো হচ্ছে। তোমরাও তার সঙ্গে চলে যাও।'

'আমরা প্রতিশোধ নিতে চাই' – একমেয়ে বলল – 'আমাদেরকে এখানেই রেখে দিন এবং কাজ দিন। আমরা এখন আর কোনো হেরেম কিংবা কোনো গৃহে আবদ্ধ হয়ে থাকতে চাই না।'

'আমি এখনও জীবিত আছি' – সুলতান আইউবি বললেন – 'তোমরা দামেশ্‌কে চলে যাও। সেখানে তোমাদের কেউ আবদ্ধ করে রাখবে না। সেখানে আরও কয়েকটা মেয়ে বিভিন্ন উপায়ে আমাদের সাহায্য করছে। সেখানেই তোমরা কোনো একটা দায়িত্ব পেয়ে যাবে।'

মেয়েগুলোকে বিদায় দিয়ে সুলতান আইউবি অস্থির মনে এদিক-ওদিক পায়চারি শুরু করলেন। হাসান ইবনে আবদুল্লাহ তাঁর সঙ্গে আছেন। তিনি

www.pathagar.com

বললেন– 'মিসর থেকে রিজার্ভফোর্স এখনও এসে পৌছায়নি। তিনটি বাহিনী যদি আমাদের উপর আক্রমণ চালাতে এসে পড়ে, তা হলে আমরা সমস্যায় পড়ে যাব। মনে হচ্ছে, আমাদের সৈন্য যে কম এবং আমি যে সাহায্যের অপেক্ষায় আছি, সে-তথ্য দুশমন জানে না। তাদের স্থলে যদি আমি হতাম, তা হলে সময় নষ্ট না করে এখনই আক্রমণ করে বসতাম এবং রসদের পথ বন্ধ করে দিতাম।'

'মিসর থেকে সাহায্য আসবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই' – হাসান ইবনে আবদুল্লাহ বললেন – 'মুহতারাম আল-আদিল এমন লোক তো নন যে, তিনি সময় নষ্ট করবেন। আমি নিশ্চিত, দুশমন আমাদের সরবরাহপথ বন্ধ করেনি।'

সকল ঐতিহাসিক লিখেছেন, সে-সময়টা ছিল সুলতান আইউবির জন্য অত্যন্ত ভয়াবহ ও স্পর্শকাতর। তিনি মিসর থেকে বিশেষ সাহায্যের অপেক্ষা করছিলেন। সে-মুহূর্তে যদি আল-মালিকুস সালিহ, সাইফুদ্দীন ও গোমস্তগিনের সম্মিলিত বাহিনী সুলতান আইউবির উপর হামলা করত, তা হলে তারা তাঁকে সহজেই পরাজিত করতে সক্ষম হতো। কারণ, তাঁর সৈন্য ছিল খুবই কম। তিনি পাহাড়ি অঞ্চলে মরু এলাকার কৌশল প্রয়োগ করতে পারতেন না।

কিন্তু তাঁর শত্রুপক্ষ কী ভাবছিল কে জানে। খ্রিস্টানরা তাঁর উপর আক্রমণ করার পরিবর্তে মুসলিম আমিরদের তাঁর বিরুদ্ধে লড়াতে চাচ্ছিল। তারাও দেখল না, সুলতান আইউবি এক অসহায় অবস্থায় বসে-বসে দু'আ করছেন– 'হে আল্লাহ! এই পরিস্থিতিতে দুশমন যেন আমার উপর ঝাঁপিয়ে না পড়ে; তুমি আমাকে রক্ষা করো।'

যুদ্ধ বেঁধে গেলে ফৌজের ঘোড়া ও উটগুলাকে যে-নদী থেকে পানি পান করাতে হবে, সেটির দখল বজায় রাখার শক্তিও তার ছিল না। খ্রিস্টান কিংবা তাঁর মুসলিম শত্রুপক্ষ যদি বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিত, তা হলে গেরিলাদের দ্বারা তারা আইউবির রিজার্ভ বাহিনীর আগমন ও রসদের পথটা বন্ধ কিংবা নতুন বাহিনীর আগমনের গতি শ্লথ করে দিতে পারত। সুলতান আইউবি টহল কমান্ডোদের দ্বারা সেই পথটা নিরাপদ করে রেখেছিলেন।

কাজী বাহাউদ্দীন শাদ্দাদ – যিনি সে-সময়কার ঘটনাবলির প্রত্যক্ষদর্শী ও বিশ্লেষক – তাঁর রোজনামচায় 'সুলতান ইউসুফ (সালাহুদ্দীন আইউবি)-এর উপর কী বিভীষিকা নেমে এসেছিল' শিরোনামে লিখেছেন–

'আল্লাহ যদি তাদের (শত্রুপক্ষকে) বিজয় দান করতে ইচ্ছা করতেন, তা হলে তারা তখনই সুলতান আইউবির উপর হামলা করে বসত। কিন্তু আল্লাহ যাকে লাঞ্ছিত করতে চান, সে লাঞ্ছিতই থাকে। তারা সুলতান আইউবিকে এতটুকু সময় ও সুযোগ দিয়ে দিল যে, মিসর থেকে নতুন ফোর্স এসে পৌঁছে গেল। সুলতান আইউবি এদেরকে তাঁর বাহিনীর সঙ্গে একীভূত করে নতুন বিন্যাস তৈরি করে নিলেন। তিনি হামলার আগে সবগুলো ঘোড়াকে পানি পান করিয়ে নিলেন এবং প্রচুর পানি রিজার্ভ করে রাখলেন।

www.pathagar.com

সুলতান আইউবির ব্যাকুলতার অবস্থা এই ছিল যে, তিনি রাতে ঘুমোতেন না। তিনি যেখানে-যেখানে সৈন্য মোতায়েন করে রেখেছেন, সব কটি পয়েন্টে গিয়ে পর্যবেক্ষণ করতেন, ভাবতেন এবং এই স্বল্পসংখ্যক সৈন্য দ্বারা দুশমনের হামলা প্রতিহত করার পরিকল্পনাটা ঝালাই করে নিতেন। হামাত শিংয়ে যে-স্থানে একটা পাহাড় শিং-এর মতো দু-ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে, তাকে তিনি দুশমনের জন্য ফাঁদ হিসেবে প্রস্তুত করে রাখলেন। কিন্তু সমস্যা ছিল, এত স্বল্পসংখ্যক সৈন্য দ্বারা তিনি কেবল প্রতিরোধ যুদ্ধই লড়তে পারতেন। যুদ্ধের পটভূমি পালটে দিতে যে-জবাবি আক্রমণের প্রয়োজন, তার সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছিল না। তাঁর গোয়েন্দারা তাঁকে তথ্য প্রদান করেছিল, খ্রিস্টানরা মুসলিম আমিরদের সুলতান আইউবির বিরুদ্ধে এমনভাবে লড়াবার চেষ্টা করবে, যাতে যুদ্ধ প্রলম্বিত হয়, যেন সুলতান আইউবি পাহাড়ি এলাকা থেকে বের হতে না পারেন এবং অবরুদ্ধ থেকে প্রতিরোধ লড়াই করতে-করতে নিঃশেষ হয়ে যান।

কিন্তু সুলতান আইউবির গোয়েন্দারা তাকে এই তথ্যটা জানাতে পারেনি যে, নয় সদস্যের একটা ঘাতকদল তাঁকে হত্যা করতে আসছে। অপরদিকে সুলতানের দৃষ্টিও নিজের জীবনের প্রতি নয় – রণাঙ্গনের উপর নিবদ্ধ। তিনি পর্যবেক্ষণের জন্য দূর-দূরান্ত পর্যন্ত সৈন্য ছড়িয়ে রেখেছেন।

এর পরদিনই হাররান থেকে সুলতান আইউবির একজন দূত এসে পৌঁছলেন। তিনি সংবাদ নিয়ে এলেন, সালার শামসুদ্দীন ও শাদবখ্‌ত কারাগারে আটক রয়েছেন। তাঁরা কাজী ইবনুল খাশিবকে হত্যা করেছেন।

কিন্তু দূত এই হত্যাকাণ্ডের কারণ জানাতে পারেনি।

সংবাদটা শোনামাত্র সুলতান আইউবির মুখের রং বদলে গেল। এই দুই সহোদরের সঙ্গে তিনি অনেক আশা-ভরসা যুক্ত করে রেখেছিলেন। তাদের জানা ছিল, গোমস্তগিনের ফৌজের কমান্ড এই দুই ভাইয়ের হাতে থাকবে এবং তাদের বাহিনী লড়াই না করে স্বেচ্ছায় তার হাতে আত্মসমর্পণ করবে। দূত এ-তথ্যও প্রদান করেছেন যে, এখন গোমস্তগিন নিজে ময়দানে অবতীর্ণ হয়ে ফৌজের কমান্ড করবেন। তিনি আরও জানালেন, গোমস্তগিন তার বাহিনীকে যৌথ বাহিনীর সঙ্গে যুক্ত করে লড়াই করবেন।

'হাসান!' – সুলতান আইউবি হাসান ইবনে আব্দুল্লাহকে উদ্দেশ করে বললেন – 'শামসুদ্দীন ও শাদবখ্‌তকে যেন বেশিদিন গোমস্তগিনের কারাগারে থাকতে না হয়। এর কাছ থেকে জেনে নাও, হাররানে আমাদের কতজন লোক আছে এবং তারা ওদের বন্দিদশা থেকে মুক্ত করে আনতে পারবে কিনা। আমার আশঙ্কা হচ্ছে, গোমস্তগিন তাদের হত্যা করে ফেলবে। এরা যে আমার গোয়েন্দা, সেই তথ্য গোমস্তগিন জেনে ফেলেছে। আমি হাররান গিয়ে অবরোধ করে দুর্গ জয় করে তাদের মুক্ত করব এতটুকু সময় অপেক্ষা করতে পারব না। গোমস্তগিন কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগেই তুমি তাদেরকে কয়েদখানা থেকে মুক্ত করে

www.pathagar.com

আনো। এই দুই সালারের জন্য আমি দুশো কমান্ডোর জীবন খোয়াতেও প্রস্তুত আছি। হাররানে পর্যাপ্ত লোক না থাকলে এখান থেকে কমান্ডো পাঠাও।'

'আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন; আমি ব্যবস্থা নিচ্ছি।' হাসান ইবনে আবদুল্লাহ সুলতান আইউবিকে আশ্বস্ত করলেন।

◆◆◆

হাল্‌ব এখন সুলতান আইউবির বিরোধী পক্ষের কেন্দ্র। সাহায্য হিসেবে খ্রিস্টানদের প্রেরিত তির-ধনুক ও দাহ্যপদার্থের মটকা ও ঘোড়াগুলো হাল্‌ব পৌঁছে গেছে। খ্রিস্টানরা হাল্‌বের লোকদের মাঝে একটি গুণ এই প্রত্যক্ষ করেছিল যে, তারা অত্যন্ত দক্ষতা ও সাহসিকতার সঙ্গে সুলতান আইউবির অবরোধের মোকাবেলা করেছিল। সালতানাতের রাজধানীও এখন হাল্‌ব। খ্রিস্টান উপদেষ্টাগণ মসুলে সাইফুদ্দীনকে এবং হাররানে গোমস্তগিনকে সংবাদ পৌঁছাল, আপনাদের সম্মিলিত বাহিনীর জন্য সাহায্য এসে গেছে; আপনারা বিলম্ব না করে চলে আসুন।

ঐতিহাসিকদের বিবরণ অনুসারে হাল্‌ব নগরীর বাইরে একস্থানে এই তিন মুসলিম শাসকের সাক্ষাৎ ঘটেছিল এবং সেখানে বসে তাদের মাঝে একটি অলিখিত চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল। চুক্তি কী ধরনের হবে, তা ঠিক করে দিয়েছিল খ্রিস্টান উপদেষ্টাগণ।

সে-রাতেরই ঘটনা। মসুলের কারাগারে বসে খতীব ইবনুল মাখদুম প্রদীপের আলোতে কুরআন পাঠ করছিলেন। কন্যা সায়েকা সেই ভবনের একটা কক্ষে অবস্থান করছে, যে-ভবনে সে বস্তাবন্দি হয়ে এসে পৌঁছেছিল। তার সঙ্গে যে-রক্ষীসেনাকে ধরে আনা হয়েছে, সে অন্য কক্ষে। ভবনে তারা ব্যতীত আরও দুজন লোক আছে, যারা তাদের তুলে এনেছিল। তাদের অবশিষ্ট সঙ্গীরা কয়েদখানার বাইরে দেওয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে রয়েছে। দেওয়ালের উপরিভাগ দুর্গের প্রাচীরের মতো, যার উপর মোর্চার মতো তৈরি করা আছে। উপরে কয়েকজন সান্ত্রী ঘোরাফেরা করছে। তাদের সংখ্যা বেশি নয়। যে-জেলকর্মকর্তা খতীবকে পালাবার সুযোগ করে দেওয়ার ওয়াদা দিয়েছিলেন, তিনি সান্ত্রীদের প্রতি দৃষ্টি রেখে ঘোরাফেরা করছেন। যে-দেওয়ালটার নিচে কয়েকজন লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে, তিনি তার উপরের সান্ত্রীকে ডেকে সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন।

জেলকর্মকর্তা কী যেন একটা ইঙ্গিত করলেন। নিচে লুকিয়ে থাকা লোকগুলো উপর দিকে একটা রশি ছুড়ে দিল। রশির একটা মাথা একটা লাঠির মধ্যখানে বাঁধা। লাঠিটা কাপড়-প্যাঁচানো, যাতে দেওয়ালের উপরে নিক্ষিপ্ত হয়ে শব্দ না করে। লাঠিটা উপরে গিয়ে আটকে গেল। একে তো অন্ধকার, তদুপরি কর্মকর্তা সান্ত্রীকে নিয়ে দূরে চলে গেছেন। চারজন লোক রশি বেয়ে উপরে উঠে গেল। তারা এই রশিটা-ই টেনে তুলে নিয়ে দেওয়ালের অপরদিকে ছেড়ে দিল। চারজন খঞ্জর বের করে নিজ-নিজ মুখে চেপে ধরে রশি বেয়ে নিচে নেমে গেল। জেলকর্মকর্তা তাদের ভিতরের মানচিত্র বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। ভিতরে কিছুটা

www.pathagar.com

আলো আছে। স্থানে-স্থানে প্রদীপ জ্বলছে। জেলকক্ষের সারিতে মাথায় একস্থানে একটুখানি বারান্দা। এই সান্ত্রী ওখানে পায়চারি করছে। চার ব্যক্তি লুকিয়ে গেল। সান্ত্রী তাদের দিকে এগিয়ে আসতে শুরু করলে একজন বলল– 'এদিকে একটু আসুন তো ভাই।'

সান্ত্রী দ্রুতগতিতে তাদের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। অমনি দুজন তাকে ঝাপটে ধরে তৎক্ষণাত তার বুকে খঞ্জর মেরে কাজ সমাধা করে ফেলল।

চার ব্যক্তি চুপি-চুপি সামনের দিকে অগ্রসর হতে থাকল। একজন একটু বেশি এগিয়ে গেল। অপর তিনজন বিক্ষিপ্তভাবে চুপিসারে তাকে অনুসরণ করে এগোতে থাকল। সামনের লোকটা কয়েদখানার গোলাকার একটা জায়গায় পৌঁছে গেল। খতীবের প্রকোষ্ঠটা এখানেই। লোকটা খতীবের কুঠুরি পর্যন্ত পৌঁছে গেল। খতীব দরজার দিকে তাকালেন। তিনি কুরআনখানি বন্ধ করে উঠে দরজার দিকে এগিয়ে এলেন। লোকটার হাতে বড় একটা চাবি। জেলকর্মকর্তা এক কর্মকার দিয়ে চাবিটা তৈরি করিয়ে দিয়েছেন। কয়েদখানার চাবি সম্পর্কে সে পুরোপুরি ওয়াকিফহাল। লোকটা চাবিটা তালায় ঢুকিয়ে একটা মোচড় দিল। অমনি তালাটা খুলে গেল। খতীব এখন কক্ষের বাইরে। কমান্ডো তালাটা খুলে দিয়েই ফেরত রওনা হয়ে গেল।

পিছন দিকে কতটুকু সরে আসার পর কমান্ডো কারও পায়ের আওয়াজ শুনতে পেল। সেই সঙ্গে কারও কণ্ঠস্বর– 'কে? দাঁড়াও।' এদিক থেকে জবাব দেওয়া হলো– 'কাছে আসো দোস্ত!' লোকটা কমান্ডোর নিকটে এগিয়ে আসামাত্র একটা খঞ্জর তার হৃদপিণ্ডে গেঁথে গেল। লোকটা সামনের দিকে ঝুঁকে পড়লে পিছন দিক থেকে আরেকটা খঞ্জর তাকে আঘাত হানল। লোকটা মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। কমান্ডো খতীবকে নিয়ে রশির কাছে চলে গেল।

সর্বপ্রথম এক কমান্ডো দেওয়ালের উপরে উঠে গেল। তারপর খতীব উঠলেন। জেলকর্মকর্তা সান্ত্রীকে এখনও দূরে কোথাও আলাপে মাতিয়ে রেখেছেন। খতীবসহ একে-একে সব কজন কমান্ডো দেওয়ালের উপর উঠে গেল। তারপর রশিটা টেনে তুলে বাইরের দিকে ছেড়ে দিয়ে সবাই নিচে নেমে এল। জেলকর্মকর্তা কয়েদখানার বাইরের দিক থেকে শেয়ালের হুক্কা হুয়া ডাকের মতো শব্দ শুনতে পেলেন। তিনি সান্ত্রীকে আরেক দিকে পাঠিয়ে দিয়ে নিজে সেই জায়গায় চলে এলেন, যেখানে রশি ঝুলানো হয়েছিল। তিনি দ্রুত রশিটা সরিয়ে ফেললেন।

সায়েকা ও বডিগার্ড যে-গৃহে অবস্থান করছে, এরা সকলে সেখানে চলে গেল। পিতাকে দেখে সায়েকা আত্মনিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলল।

ভোর হলো। মসুল থেকে কয়েক মাইল দূরে চারটা ঘোড়া ছুটে চলছে। একটার আরোহী খতীব ইবনুল মাখদুম কাকবুরি। একটাতে তার কন্যা সায়েকা। একটাতে সাইফুদ্দীনের কারাকর্মকর্তা এবং চতুর্থটাতে অপর এক ব্যক্তি। এই লোকটি সুলতান আইউবির গুপ্তচর। যে-দলটি সাইফুদ্দীনের

www.pathagar.com

বডিগার্ডকে ধরে এনেছিল, লোকটি তাদের একজন। এ-লোকটিই বডিগার্ড থেকে বড় মূল্যবান তথ্য বের করেছিল। তারা যখন মসুল থেকে বহু দূরে চলে গেল, ততক্ষণে বডিগার্ড সমাধিস্থ হয়ে গেছে। রাতে এ-দলটি মসুল ত্যাগ করার সময় বডিগার্ডকে খুন করে গেছে।

সাইফুদ্দীনের কয়েদখানার অবস্থা শোচনীয়। ভেতরে দুজন সান্ত্রীর লাশ পড়ে আছে। বন্দি খতীব উধাও। কর্মকর্তার পাত্তা নেই। বডিগার্ড খতিবকন্যা সায়েকাকে নিয়ে যথাসময়ে না পৌঁছায় সাইফুদ্দীন ধরে নিয়েছিলেন, সে গাদ্দারি করেছে। তার ধারণা, মেয়েটার রূপ-সৌন্দর্যে বিমোহিত হয়ে লোকটার মাথা বিগড়ে গেছে। তাই সে মেয়েটাকে নিয়ে অন্য কোথাও চলে গেছে।

কিন্তু তার কল্পনায়ও আসেনি যে, তার দেহরক্ষী সায়েকাসহ আইউবির কমান্ডোদের হাতে ধরা পড়েছে।

◆◆◆

সালার শামসুদ্দীন ও শাদবখ্ত গোমস্তগিনের কারাগারে বন্দি। সুলতান আইউবি নির্দেশ জারি করেছেন, তাদের ওখান থেকে বের করে আনার ব্যবস্থা করো। কিন্তু তারা হাররানে যেসব লোক তৈরি করে রেখেছেন, তারা সেই ব্যবস্থা আগেই করেছে। এই দুই সালার সেনাবাহিনী ও প্রশাসনের প্রতিটি স্তরে এক-একজন ও দু-দুজন করে নিজেদের লোক ঢুকিয়ে রেখেছেন। তবে তাদের পলায়নে বড় সমস্যা হলো, তারা যেখানে বন্দি রয়েছেন, সেটা কয়েদখানার পাতালকক্ষ। সেখান থেকে বের হওয়ার জন্য বিশেষ কোনো পন্থা অবলম্বন করতে হবে।

কিন্তু আল্লাহ তাদের সাহায্য করেছেন। সালার শামসুদ্দীন ও শাদবখ্তের মুক্তির পথ বেরিয়ে এসেছে। হাল্ব থেকে গোমস্তগিনের তলব এসেছে। তিনি তার উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা, উপদেষ্টা ও রক্ষীদের নিয়ে হাল্বের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেছেন। শামসুদ্দীন ও শাদবখ্তের বন্দি হওয়ার সংবাদ গোমস্তগিনের একান্ত ঘনিষ্ঠ লোকজন ব্যতীত কেউ জানত না। কাজী ইবনুল খাশিবের হত্যাকাণ্ডের খবরও গোপন রাখা হয়েছে। সেনাবাহিনী পর্যন্ত এখনও জানে না, তাদের ঊর্ধ্বতন দুজন সালারকে কয়েদখানায় নিক্ষেপ করা হয়েছে।

গোমস্তগিনের রওনা হয়ে যাওয়ার একদিন পর জেলার দেখতে পেলেন, তিনজন অশ্বারোহী কারাগারের দিকে ছুটে আসছে। ঘোড়াগুলো আরও নিকটে চলে আসার পর দেখা গেল, তাদের সঙ্গে আরও দুটি শূন্য ঘোড়া রয়েছে। ঘোড়াগুলো কয়েদখানার গেটে এসে দাঁড়িয়ে গেল। এক আরোহী হাররানের সামরিক পতাকা উঁচিয়ে রেখেছে। এই পতাকাটা যুদ্ধের ময়দানে প্রধান সেনাপতির হাতে থাকে। অশ্বারোহীদের মধ্যে একজন কমান্ডার। অপর দুজন সাধারণ সৈনিক। সম্ভবত তারা রক্ষীবাহিনীর সদস্য। জেলার প্রধান ফটকের ফাঁক দিয়ে বিষয়টা পর্যবেক্ষণ করছিলেন। তিনি কমান্ডারকে চেনেন। ফটক খুলে তিনি বাইরে বেরিয়ে এলেন। কমান্ডারকে জিজ্ঞেস করলেন 'কেন এসেছ?'

www.pathagar.com

'রাজা-বাদশাদের আদেশ-নিষেধের কোনো তাল থাকে না' – কমান্ডার বলল– 'আমাদের শাসনকর্তা নেশাগ্রস্ত অবস্থায় এমন দুজন সালারকে জেলে পুরে রেখেছেন, যাদের ছাড়া ফৌজ এক পা-ও চলতে পারে না। এখন আবার আদেশ করলেন, তাদের জেল থেকে বের করে আনো।'

'তার মানে আপনারা সালার শামসুদ্দীন ও শাদবখ্‌কে নিতে এসেছেন?' জেলার জিজ্ঞেস করলেন।

'হ্যাঁ' – কমান্ডার বলল – 'তাদের জলদি নিয়ে যেতে হবে।'

'দুর্গপতি গোমস্তগিনের লিখিত কোনো আদেশনামা নিয়ে এসেছেন?' – জেলার জিজ্ঞেস করলেন – 'তিনি তো বাইরে কোথায় যেন চলে গেছেন?'

'আমি তার নিকট থেকেই এসেছি' – কমান্ডার বলল – 'আমি রাতেই এসে পড়েছি। তখন তার এতটুকু হুঁশ ছিল না যে, নির্দেশনামা লিখে দেবেন। আমাদের ফৌজ হাল্‌ব ও মসুলের ফৌজের সঙ্গে মিলে সুলতান আইউবির উপর আক্রমণ করতে যাচ্ছে। সময় নষ্ট করলে আইউবিই উলটো আমাদের উপর হামলা করে বসবেন। বিপদ বেড়ে গেছে। গোমস্তগিন এ-ব্যাপারেই হাল্‌ব গেছেন। মাথার উপর বিপদ দেখার পর এখন তার হুঁশ ফিরে এসেছে। তিনি বুঝতে পেরেছেন, এই দুই সেনাপতি ছাড়া তিনি লড়াই করতে পারবেন না। তাই আমাকে হাল্‌বের রাস্তা থেকেই পাঠিয়ে দিয়েছেন। পতাকাটা দিয়ে বলেছেন, তাদের এই পতাকা উড়িয়ে পূর্ণ মর্যাদার সঙ্গে নিয়ে আসো। আপনি জলদি করুন।'

জেলার কমান্ডারকে ভিতরে নিয়ে গেলেন। সৈনিকদ্বয়ও তাদের সঙ্গে চলে গেল। তারা পাতাল কক্ষে ঢুকে পড়ল। শামসুদ্দীন ও শাদবখ্‌ত আলাদা-আলাদা দুটা কক্ষে আবদ্ধ। প্রথমে একজনকে বের করে আনা হলো। কমান্ডার তাকে সামরিক নিয়মে সালাম করে বলল– 'হাররানের আমির গোমস্তগিন আপনার মুক্তির নির্দেশ পাঠিয়েছেন। আপনার ঘোড়া ও ব্যক্তিগত দেহরক্ষী আমাদের সঙ্গে আছে। আপনার জন্য নির্দেশ হলো, প্রস্তুতি নিয়ে এক্ষুনি হাল্‌ব পৌঁছে যাবেন।'

'মনে হয়, মদের নেশা কেটে গেছে।' সালার বললেন।

'আমি এমন কেউ নই যে, আপনার অভিমত সমর্থন কিংবা প্রত্যাখ্যান করতে পারি' – কমান্ডার বলল – 'আমার কাজ নির্দেশ পৌঁছানো আর আপনার সঙ্গে যাওয়া পর্যন্ত সীমাবদ্ধ।'

জেলার মনোযোগসহকারে তাদের কথাবার্তা শুনলেন। তিনি নিশ্চিত হলেন, বিষয়টা সঠিক। কিন্তু অপরজনকে বের করে আনতে গিয়েই জেলারের মনে সন্দেহ জাগল। এই সালার কমান্ডারকে দেখামাত্র আবেগজড়িত কণ্ঠে বলে উঠলেন– 'তোমরা এসে পড়েছ? সব ঠিক আছে তো?' তিনি জেলারের উপস্থিতি অনুধাবন করে সে অনুপাতে কথা বলতে ব্যর্থ হলেন।

www.pathagar.com

জেলার আনাড়ি লোক নন। তার কর্মজীবনের পুরোটাই কেটেছে কারাগারে। তিনি কক্ষের তালা খুলে দিয়েছিলেন। মনে সন্দেহ জাগার সঙ্গে-সঙ্গে আবার তালাটা লাগিয়ে দিয়ে বললেন– 'লিখিত নির্দেশনামা ছাড়া আমি এদের মুক্তি দিতে পারব না।'

কমান্ডার থাবা দিয়ে তার হাত থেকে চাবিটা ছিনিয়ে নিলেয়। সালারদের দেহরক্ষী হিসেবে আসা সৈনিকদ্বয় জেলারের পিছনে এসে দাঁড়িয়ে গেল। তারা খঞ্জর বের করে খঞ্জরের আগাটা জেলারের পিঠের উপর ঠেকিয়ে রাখল। কমান্ডার তাকে কানে-কানে বলল– 'এই মুহূর্তে তুমি সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবির কমান্ডোর কব্জায় আটক রয়েছ। তুমি তো জান আইউবির কমান্ডোরা কী করতে পারে। আর একটা শব্দও যেন মুখ থেকে বের না হয়।'

কমান্ডার তালা খুলে কক্ষের দরজা খুলে ফেলল এবং জেলারকে ধাক্কা দিয়ে ভিতরে ঢুকিয়ে দিল, যাতে আশপাশ থেকে কেউ বুঝতে না পারে, এখানে কোনো অপরাধ হচ্ছে। ভিতরে ঢুকিয়ে তাকে ছিদ্রওয়ালা দরজার নিকট থেকে সরিয়ে আড়ালে নিয়ে গেল। এক সৈনিক দ্রুত এক টুকরো রশি দ্বারা – যা বড়জোর পৌনে এক গজ লম্বা হবে – তার গলাটা প্যাঁচিয়ে ধরে রশিটা একটা মোচড় দিল এবং দু-তিনটা ঝটকা টান মারল। জেলারের চোখদুটো কোটর থেকে বাইরে বেরিয়ে এল। লোকটা শীতল হয়ে গেল।

নিথর-নিস্তব্ধ জেলারকে পাথরের মেঝেতে ফেলে রাখা হলো এবং লাশের উপর একখানা কম্বল ছড়িয়ে দেওয়া হলো। সালার আবেগের কাছে পরাজিত হয়ে এই সমস্যাটা সৃষ্টি করে দিলেন।

শামসুদ্দীন ও শাদবখ্তকে নিয়ে বের হয়ে কমান্ডার দরজায় তালা লাগিয়ে দিল এবং চাবিটা নিয়ে নিল। বাইরের দরজাগুলোর চাবিও জেলারের কাছে ছিল। কমান্ডার সেগুলোও নিয়ে নিল। এই দলটি সেখান থেকে রওনা হলো। তারা পাতালকক্ষ থেকে উপরে উঠে এলে পাতালের সান্ত্রী নিচে গিয়ে শূন্য প্রকোষ্ঠগুলো পর্যবেক্ষণ করল। সে দরজার ফাঁক দিয়ে দেখছিল, জেলার দুজন কয়েদিকে মুক্তি দিচ্ছেন। কয়েদি দুই সালারকে সে বেরিয়ে যেতেও দেখেছে। কিন্তু নিচে গিয়ে দেখল, এক প্রকোষ্ঠে কে একজন কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে। লোকটা কে চিনতে পারল না। অপর কক্ষটা শূন্য। সে কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকা লোকটাকে ডাক দিল। কিন্তু তার কোনো সাড়া নেই। দরজা তালাবদ্ধ। সান্ত্রী দেওয়ালের ছিদ্রপথে হাতের বর্শাটা ভেতরে ঢুকিয়ে দিল। বর্শার আগা লোকটা পর্যন্ত পৌঁছে গেল। সে বর্শার আগা দ্বারা লোকটাকে খোঁচা মারল। কিন্তু তারপরও তার কোনো নড়চড় নেই। ফলে বর্শা দ্বারা গায়ের কম্বলটা সরিয়ে লোকটার মুখমণ্ডল উদোম করল। সান্ত্রী সহসা চমকে উঠল। লোকটার মাথা থেকে পা পর্যন্ত কাটা দিয়ে উঠল। ইনি যে কারাগারের জেলার! চোখ ও মুখমণ্ডলে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, লোকটা মৃত।

www.pathagar.com

সান্ত্রী সেখান থেকেই চিৎকার জুড়ে দিল – 'সাবধান! সাবধান! আসামী পালিয়ে গেছে।' সে দৌড়ে উপরে উঠে এল। তার ডাক-চিৎকারের সূত্রে নাকাড়া বাজতে শুরু করল। ততক্ষণে পলায়নরত দলটি প্রধান ফটকে পৌঁছে গেছে। সান্ত্রীরা ছুটে বেড়াচ্ছে। প্রধান ফটকের চাবিগুলো কমান্ডারের কাছে। তারা হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিল এবং ভিতরের তালায় চাবি ঢোকাল। সান্ত্রী দূর থেকে চিৎকার করে বলল– 'ওদেরকে ধরে ফেলো? ওরা আমাদের জেলারকে খুন করে পালাচ্ছে।'

নাকাড়ার আওয়াজে কয়েদখানার সকল সান্ত্রী যার-যার ডিউটিস্থলে পৌঁছে গেল। বাইরের রক্ষীরাও ছুটে এসেছে। ফটক খুলে গেছে। যে নাকাড়াটা বাজানো হয়েছে, তা হচ্ছে বিপদসঙ্কেত। তাই বাইরে থেকে ছুটে আসা রক্ষীসেনারা তাদের প্রশিক্ষণ অনুসারে দ্রুততার সঙ্গে ফটকে ঢুকে পড়ল। তাদের দৃষ্টিতে সবচেয়ে বড় বিপদ এই হতে পারে যে, হয়ত কয়েদিরা বিদ্রোহ করে বসেছে কিংবা কারাগারের কোথাও আগুন লেগেছে। যে-সান্ত্রী ডাক-চিৎকার করে ফিরছিল, সে বাইরে থেকে আগত সান্ত্রীদের ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে গেছে। এই হুলস্থুল পরিস্থিতিকে কাজে লাগিয়ে পলায়নপর লোকগুলো ফটক অতিক্রম করে বেরিয়ে গেল। বাইরে ঘোড়া দণ্ডায়মান। তারা ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসল।

ঘোড়া ছুটতে শুরু করলে একজন পিছন দিক থেকে চিৎকার দিল– 'থামো; নাহয় মারা যাবে।' তারা ক্ষিপ্রগতিতে ঘোড়া হাঁকাল। পিছন থেকে একসঙ্গে একঝাঁক তির ধেয়ে এল। দুটা তির কমান্ডারের পিঠে গেঁথে গেল এবং একটা এক সালারের ঘোড়ার পিছন অংশে আঘাত হানল। কমান্ডার দেহে দুটা তির নিয়েও আত্মনিয়ন্ত্রণ বজায় রাখল। সালার শামসুদ্দীনের ঘোড়া তির খেয়ে লাফিয়ে উঠল। শামসুদ্দীন ঘোড়াটাকে নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করলেন এবং তাকে কমান্ডারের ঘোড়ার পাশে নিয়ে গিয়ে লাফ দিয়ে তার ঘোড়ায় চড়ে বসলেন। কমান্ডারের হাত শিথিল হয়ে এল। শামসুদ্দীন তার হাত থেকে ঘোড়ার লাগামটা নিয়ে নিলেন। পিছন থেকে আরও তির এল। কিন্তু ঘোড়ার গতি তীব্র থাকায় নিশানা ব্যর্থ হলো।

তারা পিছন দিকে তাকাল। সাইফুদ্দীনের কয়েদখানা এখন তাদের থেকে অনেক দূরে। কিন্তু দশ-বারোজন অশ্বারোহী তাদের ধাওয়া করছে। সামনে উন্মুক্ত মাঠ। পলায়নকারীরা তীব্রগতিতে ঘোড়া হাঁকিয়ে চলছে। তাদের অস্ত্রের অভাব। উভয় সালার নিরস্ত্র। কমান্ডার ধীরে-ধীরে নিথর হয়ে আসছে। মোকাবেলা করার মতো শক্তি তার নেই। সামনে টিলা ও পার্বত্য এলাকা। এক সালার বললেন– 'তোমরা বিক্ষিপ্ত হয়ে যাও। তোমরা একাকি হয়ে যাও।'

ধাওয়াকারীরা এখনও অনেক দূরে। তারা দেখল, পলায়নকারীরা পরস্পর আলাদা হয়ে পাহাড়ের অভ্যন্তরে হারিয়ে গেছে। তাদের গতি স্লথ হয়ে গেল। পলায়নকারীরা তাদের কবল থেকে রক্ষা পেয়ে গেল।

www.pathagar.com

হাল্‌বের বাইরে অনুষ্ঠিত তিন মুসলিম আমিরের বৈঠক সমাপ্ত হয়েছে। তারা সুলতান আইউবির উপর আক্রমণের পরিকল্পনা ঠিক করে ফেলেছেন। খ্রিস্টান উপদেষ্টাদের পরামর্শই বেশি গ্রহণ করা হয়েছে। বাহিনীত্রয়ের বিন্যাস কীরূপ হবে তারাই ঠিক করে গিয়েছে। গোমস্তগিনের বাহিনী অগ্রে থাকবে। তার উভয় পার্শ্বর নিরাপত্তাবিধানের দায়িত্ব থাকবে হাল্‌বের বাহিনীর। প্রথম হামলার পর দ্বিতীয় হামলার দায়িত্ব – যেটি সুলতান আইউবির জবাবি হামলাকে প্রতিহত করার জন্য পরিচালিত হবে – সাইফুদ্দীনের উপর ন্যস্ত করা হয়েছে। সাইফুদ্দীন তার বাহিনীর একটি অংশকে আপন ভাই ইযযুদ্দীনের কমান্ডে রেখে এসেছেন। এটি সম্মিলিত বাহিনীর সঙ্গে তার প্রতারণা। সম্মিলিত বাহিনীকে তিনি বুঝ দিয়েছেন, আমি তাদের রিজার্ভ রেখে এসেছি এবং বিশেষ পরিস্থিতিতে তাদের ব্যবহার করা হবে। কিন্তু তিনি ভাইকে বলে গেছেন, তুমি হাররানের বাহিনীর অবস্থা বুঝে সম্মুখে অগ্রসর হবে। যুদ্ধের পরিস্থিতি যদি আমাদের প্রতিকূল হয়ে যায়, তা হলে রিজার্ভ বাহিনীকে মসুলের প্রতিরক্ষায় ব্যবহার করা হবে। আর যদি জবাবি আক্রমণে অংশগ্রহণ করতেই হয়, তা হলে এই অংশগ্রহণ এমনভাবে করব যে, আমরা মসুল ও নিজেদের স্বার্থের প্রতি বেশি লক্ষ্য রাখব।

রমযান মাস শুরু হয়ে গেছে। তিন বাহিনীর মাঝে ঘোষণা করে দেওয়া হয়েছে, যুদ্ধের সময় রোযা রাখা ফরজ নয়। তিন-চারদিন পর বাহিনীগুলো আপন-আপন শহর ত্যাগ করে রওনা হয়ে যায়। কথা আছে, তারা হামাতের কাছাকাছি এসে একত্র হবে এবং আক্রমণের বিন্যাসে প্রস্তুত হয়ে যাবে।

এই তিন বাহিনীর রওনা হওয়ার দু-দিন আগের ঘটনা। সুলতান আইউবি তাঁর মোর্চা পর্যবেক্ষণ করছেন। ইত্যবসরে তিনি সংবাদ পান, হাররান থেকে দুজন সালার পালিয়ে চলে এসেছেন এবং তাদের সঙ্গে একটা লাশ আছে।

সুলতান আইউবি ঘোড়া হাঁকালেন। গন্তব্যে পৌঁছে তিনি ঘোড়া থেকে লাফিয়ে নেমে গেলেন এবং সালারদ্বয়কে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। তারপর সিপাহীদ্বয়ের সঙ্গেও আলিঙ্গনাবদ্ধ হলেন। এরা দুজন তাঁর নামকরা গেরিলা গোয়েন্দা ছিল। কমান্ডারও তার গুপ্তচর ছিল, যিনি দীর্ঘ সময় পর্যন্ত গোমস্তগিনের সেনাবাহিনীতে কর্মরত ছিলেন। সুলতান আইউবি লাশের গালে

www.pathagar.com

চুমো খেলেন এবং লাশটা দামেশ্‌ক পৌঁছিয়ে দেওয়ার এবং শহীদদের কবরস্তানে দাফন করার নির্দেশ দিলেন।

'এখানে বসে আপনি কী ভাবছেন?' সালার শামসুদ্দীন নিজের কাহিনী শুনানোর আগেই যুদ্ধবিষয়ে আলোচনা শুরু করে দিলেন।

'আমি রিজার্ভ বাহিনীর এসে পৌঁছার অপেক্ষা করছি' – সুলতান আইউবি বললেন – 'গত রাতে সংবাদ পেয়েছি, বাহিনী আজ রাতনাগাদ পৌঁছে যাবে। তারা কায়রো থেকে আসবে। সে-কারণেই এত সময় লেগে গেছে।'

সুলতান আইউবি তাঁর সেনাসংখ্যা কত এবং তাদের কীভাবে বিন্যস্ত করে রেখেছেন, দু-ভাইকে তার বিবরণ দিলেন।

সুলতান তখনই তাঁর সকল ইউনিটের কমান্ডারদের ডেকে পাঠালেন এবং শামসুদ্দীন ও শাদবখ্‌তের সঙ্গে তাদের সাক্ষাৎ করিয়ে দিলেন। পুরাতন অফিসাররা তাদের চেনেন। সুলতান আইউবি বললেন, 'শত্রুদের যে-বাহিনীটা আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে আসছে, তাদের সামরিক অভিজ্ঞতা কীরূপ এবং উৎসাহ-উদ্দীপনা কেমন আমার কমান্ডারদের তার বিবরণ দিন।'

তারা বললেন– 'সৈন্য সর্বাবস্থায় সৈন্যই হয়। দুশমনকে আনাড়ি ও দুর্বল মনে করা একটা সামরিক পদস্খলন হিসেবেই বিবেচিত হয়ে থাকে। আমাদের স্মরণ রাখতে হবে, ওরা মুসলিম ফৌজ, যার সেনারা শত্রুকে পিঠ দেখাতে অভ্যস্ত নয়। সৈন্যদের মাঝে একটা সামরিক আত্মা বিরাজ করে। তারা পূর্ণ উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে লড়াই করবে। তাদের মস্তিষ্কে বুঝ ঢোকানো হয়েছে, আপনারা হিংস্র, জংলি ও নারীলোলুপ এবং সুলতান আইউবি এসেছেন তাঁর সাম্রাজ্যের পরিধি বাড়ানোর জন্য। খ্রিস্টানরা তাদের অন্তরে আপনার বিরুদ্ধে ঘৃণা ভরে রেখেছে। তবে তাদের নেতৃত্ব প্রশংসাযোগ্য নয়। তাদের একজনও সুলতান আইউবি নয়। সাইফুদ্দীন ও গোমস্তগিন যার-যার ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য যুদ্ধ করতে আসছেন। তারা আপন-আপন হেরেম ও মদের পিপা-পেয়ালা সঙ্গে করে নিয়ে আসবেন। আমাদের স্থলে গোমস্তগিন স্বয়ং তার বাহিনীর নেতৃত্ব দেবেন। তবে এই নেতৃত্ব বাহিনীকে সুশৃঙ্খলভাবে লড়াতে পারবে না। কিন্তু তারপরও আপনাকে সাবধানতার সঙ্গে লড়াই করতে হবে। তারা আপনাকে পর্বতমালার অভ্যন্তরে অবরুদ্ধ করে ফেলতে চেষ্টা করবে। বাহিনীত্রয়ের কমান্ড থাকবে যৌথ; কিন্তু মনের দিক থেকে তারা ঐক্যবদ্ধ নয়।

সুলতান আইউবি সালার শামসুদ্দীন, শাদবখ্‌ত ও অন্যান্য সালার-কমান্ডারদের সঙ্গে কথা বলছেন। এমন সময় খতীব ইবনুল মাখদুম, সায়েকা, কারাকর্মকর্তা ও এক গুপ্তচর এসে উপস্থিত হলেন। তারা পথ ভুলে গিয়েছিলেন; তাই বিলম্ব হয়ে গেছে। সুলতান আইউবির জানা আছে, খতীব তাঁর সমর্থক এবং মসুলে তাঁর গোয়েন্দাদের নেতৃত্ব প্রদান ও তত্ত্বাবধান করতেন। সুলতান তাঁকেও বৈঠকে যুক্ত করে নিলেন এবং বললেন, আপনি মসুলের ফৌজ সম্পর্কে কিছু বলুন।

www.pathagar.com

'সেই নেতা কীভাবে যুদ্ধ করবে, যিনি মদ-নারীতে আসক্ত এবং কুরআন থেকে ফাল বের করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকেন?' – খতীব বললেন – 'যার বক্ষে ঈমান নেই, সে যুদ্ধের ময়দানে বেশি সময় টিকতে পারে না। তিনি আমাকে বলেছিলেন, কুরআন থেকে ফাল বের করে বলুন আইউবি-বিরোধী যুদ্ধে আমি জিতব, না হারব। আমি তাকে বললাম, যেহেতু তার এই পদক্ষেপ কুরআনি বিধানের পরিপন্থী, তাই এই যুদ্ধে তার পরাজয় হবে। তিনি আমাকে কারাগারে বন্দি করলেন। তিনি কুরআনকে জাদুর বই মনে করেন। আমি আপনাকে কুরআনের কারামতের কথা শোনাতে চাই। কুরআনের বদৌলতেই আমার পালিয়ে আসা সম্ভব হয়েছে। সাইফুদ্দীন আমার কন্যাকে অপহরণের চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু মেয়েটা অল্পের জন্য বেঁচে গেছে। আমি আপনাকে সুসংবাদ শোনাতে চাই, আপনি যদি কুরআনের অনুসারী হয়ে থাকেন এবং যুদ্ধটা ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর স্বার্থে করে থাকেন, তা হলে জয় আপনারই হবে। এই হলো যুদ্ধের ধর্মীয় দিক। আর কৌশলগত দিক সম্পর্কে আমি আপনাকে পরামর্শ দেব, আপনি গেরিলা বাহিনীকে অধিকতর ব্যবহার করুন। এই মুসলমান ভাইদের বিরুদ্ধে এ-পদ্ধতিটা বেশি প্রয়োগ করুন। রাতেও যেন তারা শান্তিতে থাকতে না পারে সেই ব্যবস্থা করুন।'

যে-কারাকর্মকর্তা খতীবকে পলায়নে সাহায্য করেছিলেন, তিনিও সঙ্গে আছেন। তাঁর আবেদনের প্রেক্ষিতে তাকে বাহিনীতে যুক্ত করে নেওয়া হয়েছে। খতীবকে তার কন্যাসহ দামেশ্‌কে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। সুলতান আইউবি সালার শামসুদ্দীন ও শাদবখ্‌তকে নিজের সঙ্গে রেখে দিলেন।

◆◆◆

হাল্‌ব, হাররান ও মসুলের বাহিনী এগিয়ে আসছে। এদিকে মিসর থেকে সুলতান আইউবির জন্য যে-রিজার্ভ বাহিনী রওনা হয়েছিল, তারাও নিকটে চলে এসেছে। এখন দেখার বিষয় হচ্ছে, সুলতান আইউবি পর্যন্ত দুশমনের ফৌজ আগে পৌঁছয়, নাকি তাঁর রিজার্ভ বাহিনী। সুলতানের মনে অস্থিরতা। অবরোধকে ভয় পাচ্ছেন তিনি। রিজার্ভ বাহিনীর সাহায্য ব্যতীত অবরোধ ভাঙাও সহজ নয়। যদি তিনি অবরোধের মধ্যে পড়েই যান, তা হলে এই সামান্য সৈন্য দ্বারা কীভাবে তিনি অবরোধ ভাঙবেন? তার সবটুকু মেধা তিনি এ-সমস্যার সমাধানে ব্যয় করে ফেললেন। তিনি এতই অস্থির হয়ে পড়েছেন যে, উর্ধ্বতন কমান্ডারদের নিকট পর্যন্ত তাঁর এই উদ্বেগের কথা ব্যক্ত করে ফেললেন।

তিনি বললেন, 'কমান্ডো ইউনিটগুলোকে পরিপূর্ণরূপে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে ও দৃষ্টিতে রাখবে। রিজার্ভ বাহিনীর এখনও কোনো পাত্তা নেই। অবরোধের আশঙ্কা আছে। অবরোধ কেবল গেরিলারাই ভাঙতে পারবে।'

'আল্লাহ যা ইচ্ছা করবেন, তা বাস্তবায়িত হবেই' – এক সালার বললেন – 'এটা দুর্গ নয় যে, অবরুদ্ধ হয়ে পড়লে আমরা লড়াই করতে পারব না। এই পার্বত্য এলাকায় আমরা ঘুরে-ফিরে লড়াই করব।'

www.pathagar.com

এ-রাতেও সুলতান আইউবি ভালোভাবে ঘুমোতে পারেননি। তাঁর তাঁবুতে সারাটা রাত বাতি জ্বালানো থাকল। তিনি রণাঙ্গন এবং সংশ্লিষ্ট এলাকার যে-নক্‌শা প্রস্তুত করে রেখেছিলেন, সেটি নিরীক্ষা করতে থাকলেন এবং তার উপর দাগ দিতে থাকলেন। সেই সময়ে কোনো বেসামরিক লোক দেখলে সে নির্ঘাত মনে করত, সুলতান দাবা খেলার অনুশীলন করছেন।

সাহরির সময় যখন নাকাড়া বেজে উঠল এবং সৈনিকরা সজাগ হয়ে গেল, তখন সুলতান আইউবিরও চোখ খুলে গেল। জাগ্রত হয়েই তিনি একসঙ্গে দুটি সংবাদ পেলেন। এক. রিজার্ভ বাহিনী পৌঁছে গেছে। দুই. শত্রুবাহিনী আট থেকে দশ মাইল দূরত্বের মধ্যে এসে পড়েছে এবং সম্ভবত আগামী কালের মধ্যে আমাদের কাছাকাছি পৌঁছে যাবে। সংবাদদাতা কোনো এক তত্ত্বাবধায়ক গ্রুপের কমান্ডার। তিনি জানালেন, দুশমনের অগ্রযাত্রা তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে অগ্রসর হচ্ছে। এক অংশ সম্মুখে, অপর অংশ পেছনে, তৃতীয় অংশ তারও পেছনে।

সুলতান আইউবির যেসব তথ্য পাওয়া আবশ্যক ছিল, সবই পেয়ে গেছেন। সংবাদদাতা কমান্ডারকে বিদায় দিয়ে তিনি দারোয়ানকে বললেন, তুমি এক্ষুনি গেরিলা ও রিজার্ভ বাহিনীর ঊর্ধ্বতন কমান্ডারদের ডেকে আনো। তাদের বলো, তারা যেন সাহরি আমার সঙ্গে খায়। সুলতান চটজলদি ওজু করে নিলেন। রিজার্ভ বাহিনী এসে পৌঁছায় কৃতজ্ঞতাস্বরূপ দু-রাকাত নফল নামায আদায় করলেন এবং আল্লাহর সমীপে বিজয়ের দু'আ করলেন।

অল্পক্ষণের মধ্যেই গেরিলা বাহিনীর কমান্ডার এসে উপস্থিত হলেন এবং পরক্ষণই রিজার্ভ বাহিনীরও চারজন কমান্ডার এসে হাজির হলেন। সাহরির খাবারও এসে পড়ল। রিজার্ভ সৈন্য সুলতান আইউবির আশার তুলনায় কম। কিন্তু এই পরিস্থিতিতে এ-ই যথেষ্ট। আল-আদিল যে-পরিমাণ অস্ত্র প্রেরণ করেছেন, তাতে সুলতান আইউবি চিন্তামুক্ত। অস্ত্রগুলোর মধ্যে ছোট-বড় মিনজানিকই বেশি। দাহ্যপদার্থও প্রচুর। সেনাসংখ্যার দিক থেকে সাহায্যটা সামান্য হলেও বাহিনীটা যেহেতু অভিজ্ঞ, তাই হতাশার কিছু নেই। তবে সমস্যা হলো, এই ফৌজ আর অশ্বপাল পাহাড়িযুদ্ধে অভিজ্ঞ নয়।

ইতিমধ্যে ইন্টেলিজেন্সপ্রধান হাসান ইবনে আবদুল্লাহও এসে পড়লেন। তিনি জানালেন, হাল্‌ব থেকে আমার এক গোয়েন্দা সংবাদ নিয়ে এসেছে, খ্রিস্টানরা এই যৌথ বাহিনীকে বিপুল পরিমাণ তির-ধনুক, মটকাভর্তি দাহ্যপদার্থ ও পাঁচশো ঘোড়া পাঠিয়েছে। গোয়েন্দা আরও জানাল, সে তাদের রওনা হওয়ার পর এসেছে। এই কাফেলা বাহিনীর সঙ্গে মিশে অগ্রসর হচ্ছে। তাদের সঙ্গে মিনজানিকও রয়েছে। তাতে বোঝা যাচ্ছে, দুশমন মিনজানিকের সাহায্যে আগুনের গোলা নিক্ষেপ করবে এবং সলিতাওয়ালা তির ছুড়বে।

সুলতান আইউবি গেরিলা বাহিনীর প্রধানকে বললেন– 'তোমাকে সব কিছুই অবগত করা হয়েছে। তোমার দায়িত্ব কী, তা তোমার জানা আছে। এবার পরিকল্পনায় এটাও যোগ করে নাও যে, দুশমন আক্রমণ না করা পর্যন্ত কোথাও

www.pathagar.com

তাদের উপর গেরিলা হামলা করা হবে না। প্রাপ্ত সংবাদ মোতাবেক শত্রুবাহিনী সোজা হামাতের দিকে এগিয়ে আসছে। তাদের উপর গেরিলা আক্রমণ চালানো হলে তাদের অগ্রযাত্রার গতি শ্লথ হয়ে যাবে। আর তোমার তো জানা আছে, তাদের আক্রমণের পর আমি জবাবি আক্রমণ করব না। দুশমন আমার আক্রমণের আশঙ্কা করে থাকবে, যা আমি সম্মুখ থেকে নয়, পেছন দিক থেকে পরিচালনা করব। তোমার কাজ তখন থেকে শুরু হবে, যখন পেছনের আক্রমণে ভীত হয়ে দুশমন এদিক-ওদিক পালাবার চেষ্টা শুরু করবে। এই পার্বত্য এলাকা থেকে একজন শত্রুসেনাও যেন বেরিয়ে যেতে না পারে। যত সম্ভব বেশি-বেশি শত্রু বন্দি করো। তারা মুসলমান সৈনিক। তোমাদের হাতে বন্দি হলে পরে তাদের সত্য-মিথ্যার বুঝ এসে যাবে। আমাদের লক্ষ্যও এই। তবে আমাদের মোকাবেলায় এসে আমাদের তির-তরবারির আঘাতে যারা মৃত্যুবরণ করে, আমি তাদের মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করতে পারি না।

'আমাদের নিকট তথ্য আছে, দুশমন মটকায় ভরে দাহ্যপদার্থ নিয়ে আসছে। এগুলে আমাদের হস্তগত হলে ভালো হতো। কিন্তু তা সম্ভব হবে না বলেই মনে হচ্ছে। তার চেয়ে বরং তুমি একটা কাজ করো; তোমার কোনো একটা ইউনিটের দশ-বারোজন গেরিলাকে দায়িত্ব দাও, তারা আক্রমণের সময় হঠাৎ গেরিলা হামলা চালিয়ে মটকাগুলো ভেঙে ফেলুক এবং দাহ্য পদার্থগুলোতে আগুন ধরিয়ে দিক। দিনের বেলা দেখে নিতে হবে, মটকা বহনকারী কাফেলার অবস্থান কোথায়। সবচেয়ে জরুরি কথা হলো, দুশমন এখনও নদী পর্যন্ত পৌঁছায়নি। তোমরা ঘোড়াগুলোকে পানি পান করাও এবং মশকে পানি ভরে নাও। মওসুম ঠাণ্ডা। এটা মরুভূমি নয়। পিপাসায় কেউ মরবে না। তারপরও এটা যুদ্ধ। পিপাসা তোমাদের অস্থির তো করবেই।'

গেরিলা বাহিনীর কমান্ডারকে বিদায় দিয়ে সুলতান আইউবি রিজার্ভ বাহিনীর কমান্ডারদের বললেন, 'একটা বিষয় তোমরা সব সময় মাথায় রাখবে যে, এটা মিসরের মরু-অঞ্চল নয়। এটা পাহাড়ি এলাকা এবং শীতল। খরতাপের মধ্যে ছোটাছুটি করলে শীত দূর হয়ে যাবে। এখানে 'আঘাত করো আর একদিকে পালিয়ে যাও' নীতি প্রয়োগের সুযোগ অবশ্যই পাবে। এর প্রশিক্ষণও তোমাদের দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তোমাদের স্মরণ রাখতে হবে, এখানকার মাটি তোমাদের জন্য বিস্তৃত নয়। খোলা ময়দানে তো কয়েক ক্রোশ পথ ঘুরে আবার দুশমনের উপর চড়াও হতে পার এবং যুদ্ধের কৌশল প্রয়োগ করার জন্য অসীম ভূমি খুঁজে পাও। কিন্তু এখানে আমি দুশমনকে যে-স্থানটাতে টেনে আনার বন্দোবস্ত করেছি, সেটা ময়দান বটে; তবে সীমিত। তোমাদেরকে টিলা-পর্বতের সঙ্গে পরিচিত করানোর মতো সময় আমার নেই। তাই জ্ঞান খরচ করে কাজ করতে হবে। তিরন্দাজদের পর্বতের উপর রাখবে। ঘোড়া নিয়ে পাথুরে এলাকায় ঢুকবে না। তবে ঘোড়া অল্পতে ক্লান্ত হয়ে পড়বে। আমাদের ঘোড়াগুলো তো কিছুটা হলেও অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে।

www.pathagar.com

মিসর থেকে আসা সহায়ক বাহিনীটি সুলতান আইউবি রিজার্ভ রেখে দিলেন এবং কমান্ডারদের তাদের ঊর্ধ্বতন সালারদের হাতে তুলে দিলেন। সালারদের যুদ্ধের পরিকল্পনা পূর্বেই দিয়ে রাখা হয়েছে।

ফজরের আযান হয়ে গেছে। সুলতান আইউবি গোসল করলেন। খাপ থেকে বের করে তলোয়ারটা হাতে নিলেন। অস্ত্রটার ঝলক ও ধার পরখ করলেন। পরক্ষণেই সহসা তাঁর আবেগ উথলে উঠল। তলোয়ারটা উভয় হাতের উপর রেখে কেবলার দিকে মুখ করে হস্তদ্বয় ঊর্ধ্বে তুলে ধরলেন। তারপর চোখদুটো বন্ধ করে দু'আ শুরু করেন-

'মহান আল্লাহ! তোমার সন্তুষ্টি যদি এতে নিহিত থাকে যে, তুমি আমাকে পরাজিত করবে, তা হলে আমি এই লাঞ্ছনা বরণ করে নিতে প্রস্তুত আছি। আর যদি তুমি আমাকে বিজয় দান কর, তা হলে আমি তোমার কৃতজ্ঞতা আদায় করব। আজ আমি তোমার রাসূলের নাম উচ্চরণকারীদের বিরুদ্ধে লড়াই করছি। এটা যদি অন্যায় হয়, তা হলে তুমি আমাকে ইঙ্গিত দাও; আমি নিজের তরবারিটা আমার পেটের ভেতর সেঁধিয়ে দিই। আমি সেই কিশোরীদের ডাকে সাড়া দিতে এসেছি, যাদের সম্ভ্রম শুধু এইজন্য লুণ্ঠিত হয়েছে যে, তারা তোমার রাসূলের উম্মত। আমি তোমার সেই অসহায় বান্দাদের আহ্বানে এসেছি, যারা একমাত্র মুসলমান হওয়ার কারণে কাফেরদের নির্মম অত্যাচারের শিকার। আমি তোমার মহান ধর্মের মর্যাদা সংরক্ষণের জন্য পাহাড়-পর্বত, বন-মরু ঘুরে ফিরছি। আমি তোমার রাসূলের প্রথম কেবলা বাইতুল মুকাদ্দাসকে দখলমুক্ত করতে রওনা হয়েছিলাম। কিন্তু তোমার রাসূলের একদল উম্মত আমার পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে। তুমি আমাকে ইশারা দাও, তাদের রক্ত ঝরানো আমার জন্য হালাল, না হারাম। আমি পথভ্রষ্ট হয়ে যাইনি তো? আমাকে তুমি তোমার নূরের চমক দেখাও। আমি যদি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকি, তা হলে তুমি আমাকে সাহস ও দৃঢ়তা দান করো।'

সুলতান আইউবি মাথাটা অবনত করে ফেললেন এবং এই অবস্থায় দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলেন। তারপর হঠাৎ তলোয়ারটা কোষবদ্ধ করে বাইরে বেরিয়ে নামাযের জায়গায় চলে গেলেন।

জামাত শুরু হয়ে গেছে। সুলতান পিছনের সারিতে দাঁড়িয়ে গেলেন। তাঁর একপাশে বাবুর্চি, অপর পাশে এক কমান্ডারের আরদালি।

◆◆◆

নামায আদায় করে সুলতান আইউবি হামাতের দিকে রওনা হয়ে গেলেন। পথে পরপর চারজন দূতের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটল। তারা তাঁকে মৌখিকভাবে রিপোর্ট দিলেন। এরা তথ্যানুসন্ধানকারী দলের দূত, যারা হাররান, হাল্‌ব ও মসুলের সম্মিলিত বাহিনীর গতিবিধি ও তৎপরতার সংবাদ নিয়ে এসেছিল।

এই ধারা দিনরাত সারাক্ষণ চলতে থাকল। সুলতান আইউবি দূতদের বিদায় করে দিলেন। সালার শামসুদ্দীন তাঁর সঙ্গে আছেন। শামসুদ্দীনের ভাই শাদবখ্‌তকে তিনি অন্য একজায়গায় মোতায়েন রেখেছেন।

www.pathagar.com

'শত্রু সম্পর্কে যেসব খবরাখবর পাওয়া যাচ্ছে, সে-ব্যাপারে আপনার অভিমত কী?' – শামসুদ্দীন জিজ্ঞেস করলেন – 'এই সামান্য ফৌজ দিয়ে আমরা এত বিশাল বাহিনীর মোকাবেলা করতে পারব কি?'

'দুশমন কতজন সৈন্য নিয়ে এসেছে আর আমার কজন সৈন্য আছে, আমার কাছে এটা কোনো বিষয় নয়' – সুলতান আইউবি বললেন – 'আমি অস্থির এইজন্য যে, দুশমন আক্রমণ করছে না কেন? আমার যে-মুসলমান ভাইদের নিকট খ্রিস্টান গোয়েন্দা আছে, তারা কি এতই আনাড়ি হয়ে গেল যে, তারা জানতেই পারল না, মিসর থেকে আমার সাহায্য আসছে এবং আমি সাহায্য ছাড়া লড়াই করতে পারব না! দুশমন যদি তৎপর হতো, তা হলে আমার সব সমস্যার সমাধান হয়ে যেত। দুশমনের এ-পর্যন্ত এসে থেমে যাওয়া এবং আমাকে এতটুকু সময় দেওয়া যে, আমি সাহায্য পেয়ে যাব, তাদের বিন্যস্ত করে ফেলব, সকল সৈন্যের সবগুলো ঘোড়াকে পানি পান করাব এবং পানি রিজার্ভ করে নেব; এসব আমার জন্য অস্থিরতার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমার আশঙ্কা হচ্ছে, দুশমন এমন কোনো কৌশল প্রয়োগ করবে, যা কখনও আমার মাথায় আসেনি। ওরা তো তামাশা করতে আসেনি!'

'আমি তাদের যতটুকু জানি' – শামসুদ্দীন বললেন – 'তাদের হাতে এমন কোনো কৌশল নেই। আল্লাহর উপর আমার ভরসা আছে। আল্লাহ তাদের বিবেকের উপর মোহর মেরে দিয়েছেন। কেননা, তারা বাতিলের পরিকল্পনা ও সাহায্য নিয়ে সত্যের বিরুদ্ধে লড়তে এসেছে। তাদের চোখের উপর পট্টি বেঁধে দেওয়া হয়েছে। আমি গভীর কোনো কৌশল-ষড়যন্ত্রের আশঙ্কা করছি না।'

'শামসুদ্দীন ভাই!' – সুলতান আইউবি বললেন – 'আমারও আল্লাহর উপর ভরসা আছে। তবে আমি আবেগ ও তত্ত্বের চেয়ে বাস্তবকে বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকি। বাতিল হকের উপর একাধিকবার জয়লাভ করেছে। তখন সত্যের অনুসারীরা 'আল্লাহ ভরসা' বলে হাত গুটিয়ে বসে ছিল। সত্য রক্ত ও কুরবানি দাবি করে। আমরা যদি সেই কুরবানি দিতে প্রস্তুত থাকি, তা হলেই সত্যের জয় হবে। বাতিলের মধ্যে যে-শক্তি আছে, তার মোকাবেলা আমাদের ময়দানে করতে হবে। আমাদেরকে বাস্তবতার উপর চোখ রাখতে হবে। নিজের পূর্ণ যোগ্যতা ও সর্বশক্তি কাজে লাগাতে হবে। তারপর ফলাফল আল্লাহর উপর ছেড়ে দিতে হবে। আমাদের আত্মপ্রবঞ্চনায় লিপ্ত হওয়া চলবে না।'

সুলতান আইউবি ঘোড়ার পিঠ থেকে অবতরণ করলেন। সালার শামসুদ্দীনের দুই উপদেষ্টা ও রক্ষীসেনারাও ঘোড়া থেকে নেমে গেল। সুলতান আইউবি শামসুদ্দীন ও উপদেষ্টাদ্বয়কে একটা উঁচু টিলার উপর নিয়ে গেলেন। তাদের সামনে পর্বতবেষ্টিত বিশাল একটা মাঠ, যেটি শিং-এর মতো টিলাগুলো অতিক্রম করে বিস্তৃত হয়ে সামনের দিকে এগিয়ে গেছে। সুলতান আইউবি যে-দিকটায় দাঁড়িয়ে আছেন, সেদিকে দুটা টিলা একটার পিছনে অপরটা দণ্ডায়মান। সেই টিলাদুটোর মধ্য দিয়ে একটা গলি মাঠের দিকে এগিয়ে গেছে। মাঠে

www.pathagar.com

পর্বতগুলোর কোল ঘেঁষে ছোট-বড় শত-শত তাঁবু দাঁড়িয়ে আছে। একধারে তাঁবুতে অবস্থানরত সৈনিকদের ঘোড়াগুলো বাঁধা। সৈন্যরা এদিক-সেদিক ঘোরাফেরা করছে। কিছু সৈন্যকে রোদের মধ্যে শুয়ে ও ঘুমিয়ে থাকতেও দেখা গেল। তাদের ভাব-গতি দেখে মনে হলো, বিশাল এক শত্রুবাহিনী আক্রমণ করার জন্য তাদের মাথার উপর দাঁড়িয়ে আছে, তা তারা জানেই না। তারা যদি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকত, তা হলে তাদের তাঁবুগুলো দঁড়িয়ে থাকত না এবং তাদের ঘোড়াগুলোর পিঠে যিন বাঁধা থাকত।

'আমার ইউনিটগুলোর সালার ও কমান্ডারদের আমি যেসব নির্দেশনা দিয়েছি, সেগুলো তোমরাও একবার শুনে নাও' – সুলতান আইউবি বললেন – 'হতে পারে, আমি তোমাদের আগে মৃত্যুবরণ করব এবং যুদ্ধ শুরু হওয়ামাত্রই মারা যাব। আমার পরে রণাঙ্গনের দায়িত্ব তোমাদেরই পালন করতে হবে। আমি তাদের বলেছি, তাঁবুগুলো খাটানো অবস্থায় থাকতে দাও। ঘোড়াগুলোকে যিন ছাড়া বেঁধে রাখো। ভাবনাহীন ভাব দেখিয়ে ঘোরাফেরা করো এবং এদিক-ওদিক বসে ও শুয়ে থাকো। তবে তাঁবুতে-তাঁবুতে অস্ত্র ও যিন প্রস্তুত রাখো। দুশমনের গোয়েন্দারা তোমাদের পর্যবেক্ষণ করছে। তাদের এই ধারণা দাও যে, দুশমন সম্পর্কে তোমাদের কোনোই খবর নেই। দুশমনের বাহিনী এসে পড়লে নিজেদের ভীত বলে প্রকাশ করবে এবং হাতে অস্ত্র তুলে নেবে। কিন্তু তারপরও তাঁবুগুলোকে দাঁড়িয়ে থাকবে দেবে। সম্মুখে অগ্রসর হয়ে মোকাবেলা করবে না। দুশমন উপরে উঠে এলে লড়াই করতে-করতে এতটুকু দ্রুত পেছনে সরে যাবে, যেন দুশমনের আক্রমণকারী বাহিনী তোমাদেরই সঙ্গে এই পার্বত্য এলাকায় তোমাদের বেষ্টনিতে এসে পড়ে। দুশমনকে বোঝাবে, তোমরা পিছপা হচ্ছ।'

সুলতান আইউবি দুই টিলার মধ্যবর্তী গলিটার প্রতি ইঙ্গিত করে বললেন–

'আমি এই বাহিনীগুলোকে বলে দিয়েছি, তোমরা এই গলির মধ্যে ঢুকে পড়ে পেছন দিক দিয়ে বের হয়ে যাবে। তারপর তাদের কোথায় গিয়ে একত্র হতে হবে, তাও তাদেরকে বলা আছে।'

সুলতান তাঁর বন্ধুদের জায়গাটার কথা উল্লেখ করে বললেন–

'এই বাহিনীগুলোকে দুমশনের পেছনে চলে যেতে হবে। এই পার্বত্য অঞ্চলে দুশমনকে স্বাগত জানোতে আমি যে-ব্যবস্থা করে রেখেছি, তা তোমাদের জানা আছে। স্মরণ রেখো আমার বন্ধুগণ, আমরা এখানে কোনো অঞ্চল বা কোনো দুর্গ জয় করব না। আমাদের কাজ হলো দুশমনকে অসহায় ও নিষ্ক্রিয় করে তোলা, যাতে তারা আমাদের পথ থেকে সরে দাঁড়ায়। আমার মুসলমান ভাইদের 'শত্রু' বলতে আমার লজ্জা হয়। কিন্তু কী করব, পরিস্থিতি আমাকে বাধ্য করছে। আমি তাদের ধ্বংস করতে চাই না। আমি নির্দেশ দিয়েছি, যত বেশি সম্ভব শত্রুসেনাদের জীবিত গ্রেফতার করো আর যুদ্ধবন্দি বানাও। আমি তাদের তরবারি দ্বারা পদানত করে চরিত্র দ্বারা বোঝাব যে, তোমরা মুসলিম সৈনিক এবং তোমাদের রাজা তোমাদের ধর্মের শত্রুদের হাতে খেলছে।'

www.pathagar.com

'কোনো জাতিকে যদি হত্যা করতে হয়, তা হলে তাদের মাঝে গৃহযুদ্ধ বাঁধিয়ে দাও' – সালার শামসুদ্দীন বললেন – 'খ্রিস্টানরা সাফল্যের সঙ্গে এই কৌশলটা ব্যবহার করেছে।'

'মুসলিম জাতির দৃষ্টান্ত বারুদের মতো' – সুলতান আইউবি বললেন – 'বারুদের স্তূপের উপর যদি কোনো দিক থেকে জ্বলন্ত অঙ্গার এসে পতিত হয়, তা হলে সেটি বিস্ফোরণে ফেটে যায়। জাতির এই দুর্বলতা যদি শিকড় গেড়ে বসে, তা হলে আল্লাহ ছাড়া কেউ তাদের রক্ষা করতে পারবে না। দুশমন তাদের দলে-দলে বিভক্ত করে পরস্পরে যুদ্ধ করায় এবং জাতির কর্ণধারগণ ক্ষমতার লোভে পরস্পর লড়াই করতে থাকে। এই যে-তিনটা গোষ্ঠী স্বজাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এসেছে, তাদের নেতারা ঐক্যবদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও একে অপরের শত্রু। তারা প্রত্যেকে একে অপরকে ধোঁকা দিয়ে সালতানাতে ইসলামিয়ার রাজা হতে চায়। আমি তাদের মাথা থেকে রাজত্বের পোকা বের করে জাতিকে সঠিক পথে তুলে আনার চেষ্টা করছি। আমার লক্ষ্য ইসলামের সুরক্ষা ও প্রসার।'

◆◆◆

হামাত থেকে সামান্য দূরে হাররানের দুর্গপতি গোমস্তগিন – যিনি স্বায়ত্তশাসনের ঘোষণা দিয়েছিলেন – তার সালার ও ছোট-বড় কমান্ডারদের সমবেত করে বলছিলেন–

'সালাহুদ্দীন আইউবি খ্রিস্টানদের পরাজিত করতে পারে। কিন্তু যখন সে তোমাদের সামনে আসবে, তখন সব কৌশল ভুলে যাবে। সে আমাদের গোষ্ঠীভুক্ত নয় – সে কুর্দি। তোমরা পাকা মুসলমান, দীনদার ও পরহেজগার। আর সে শুধু নামের মুসলমান। সালাহুদ্দীন প্রতারক ও চরিত্রহীন মানুষ। এখানে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে সে তার রাজা হওয়ার স্বপ্নে বিভোর। আমি তোমাদের তার সামরিক অবস্থাও জানিয়ে দিচ্ছি। তার সৈন্যসংখ্যা অনেক কম এবং সে পাহাড়বেষ্টিত হয়ে পার্বত্য অঞ্চলে বসে আছে।

'এই একটু আগে গোয়েন্দারা আমাকে তথ্য দিয়ে গেল, সালাহুদ্দীনের ফৌজ তাঁবুর অভ্যন্তরে আরামে সময় কাটাচ্ছে এবং তার ঘোড়াও অলসভাবে দাঁড়িয়ে আছে। তার কারণ দুটি হতে পারে। প্রথমত, সে নিশ্চিত, আমরা তাকে পরাজিত করতে পারব না। দ্বিতীয়ত, সে এই আত্মপ্রবঞ্চনায় লিপ্ত থাকতে পারে যে, আমরা তার উপর হামলা করব না। এমনও হতে পারে, সে সন্ধির জন্য আমাদের কাছে দূত পাঠাবে। কিন্তু এখন আর আমরা তার সঙ্গে কোনো সন্ধি বা সমঝোতা করব না। সে এখন আমাদের কয়েদি। সে যদি আমাদের হাতে জীবিত অবস্থায় ধরা না দেয়, তা হলে আমি তোমাদের তার লাশ দেখাব। তোমাদের সৈনিকদের বলে দাও, সালাহুদ্দীন আইউবি নবী-রাসূল বা মাহ্দি নয় এবং তার সৈন্যদের মাঝেও কোনো জিন-ভূত নেই। আমরা তার বাহিনীকে তাদের অজ্ঞাতেই ঝাপটে ধরব।'

www.pathagar.com

শ্রোতাদের উত্তেজিত করে এবং তাদের সাহস বৃদ্ধি করে গোমস্তগিন তাদের বিদায় করে দিয়ে নিজে তাঁবুতে চলে গেলেন। তাঁবু তো নয় যেন জঙ্গলের মঙ্গল। বিশাল এক তাঁবু, যার ভেতরে জাজিম ও মূল্যবান পালঙ্ক সাজানো। আছে কারুকার্যখচিত মদের সোরাহি ও পেয়ালা। ভিতর থেকে তাঁবুটাকে প্রাসাদের সুসজ্জিত একটা কক্ষ বলেই মনে হয়। তার আশপাশে আরো কতগুলো তাঁবু খাটানো আছে, যেগুলো সামরিক তাঁবুগুলো থেকে ভিন্ন ধরনের ও আকর্ষণীয়। এই তাঁবুগুলোতে বাস করছে হেরেমের মেয়েরা এবং গায়িকা-নর্তকীরা। তাঁবুগুলো থেকে দূরে-দূরে পাহারাদাররা দাঁড়িয়ে আছে। গোমস্তগিনের তাঁবুর বাইরে নয় ব্যক্তি তার অপেক্ষায় দণ্ডায়মান। তাদের দেখেই গোমস্তগিন হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিলেন এবং নিকটে গিয়ে তাদের ভিতরে প্রবেশ করতে বললেন। তারা ভিতরে প্রবেশ করামাত্র একদল মেয়ে তশতরিহাতে তাঁবুতে ঢুকে পড়ল। অল্প সময়ের মধ্যে খাবার এসে হাজির হলো। এসে পড়ল মদের সোরাহিও। অতিথিদের সঙ্গে গোমস্তগিনও আহারে যোগ দিলেন।

তারা খাবারের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল। ভুনা গোশতের বড়-বড় টুকরো হাতে নিয়ে রাক্ষসের মতো গিলতে শুরু করল। পাশাপাশি মদপান করছে পানির মতো। তাদের চোখগুলো রক্তজবার মতো টকটকে লাল, যেন তারা জংলি ও রক্তখোর হায়েনা। তিন-চারটা সুন্দরী মেয়ে তাদের পেয়ালায় মদ ভরে দিয়ে চলছে আর তারা মেয়েগুলোর সঙ্গে অশালীল আচরণ করছে। কখনও কোনো মেয়ের এলোচুলে বিলি কাটছে। কখনওবা বিবস্ত্র বাহু ধরে কাছে টেনে এনে সোহাগ করছে। এককথায় গোমস্তগিনের তাঁবুতে একসঙ্গে ভুঁড়িভোজন, মদপান আর নারীভোগ করে চলেছে নয় অতিথি। গোমস্তগিন তাদের আচার-আচরণ ও খাওয়ার ধরন দেখে মিটিমিটি হাসছেন। কিন্তু তার হাসি-ই প্রমাণ করছে, তিনি হাসছেন জোরপূর্বক। এই লোকগুলো তার বিলকুল অপছন্দ।

আহার শেষ হলে গোমস্তগিন মেয়েগুলোকে বাইরে পাঠিয়ে দিয়ে মেহমানদের সঙ্গে কথা বলতে শুরু করলেন। দীর্ঘক্ষণ গল্প-গুজব করার পর গোমস্তগিন বললেন– 'সালাহুদ্দীন আইউবির উদ্দেশ্যে তোমাদের বিদায় করে দেওয়ার সময় হয়ে গেছে। এবারকার আক্রমণ ব্যর্থ না হয় যেন।'

'আপনি যদি আমাদের থামিয়ে না রাখতেন, তা হলে এতক্ষণে সুসংবাদ পেয়ে যেতেন, সালাহুদ্দীন আইউবি অজ্ঞাতপরিচয় ঘাতকের হাতে খুন হয়েছেন।' এক ব্যক্তি বলল।

এরা হাসান ইবনে সাব্বাহর ফেদায়ী। সুলতান আইউবিকে হত্যা করার জন্য শেখ সান্নান ত্রিপোলি থেকে এদের প্রেরণ করেছিল। আকারে-গঠনে মানুষ হলেও চরিত্রে এরা হায়েনা। তারা নিজ নিজ ডান হাতের মধ্যমা আঙুল থেকে দশ-দশ ফোঁটা করে রক্ত বের করে একটা পাত্রে রেখে তাতে মদ ও হাশিশ মিশিয়ে শরবত তৈরি করে প্রত্যেকে এক-এক চুমুক পান করে বিশেষ শব্দে শপথ নিয়েছে, আমরা সালাহুদ্দীন আইউবিকে হত্যা করবই। শেখ সান্নান

www.pathagar.com

তাদের দুনিয়াত্যাগী সুফীর পোশাক পরিয়ে হাতে তাসবিহ ও গলায় কুরআন ঝুলিয়ে এই নির্দেশনা দিয়ে প্রেরণ করেছে, তোমরা সুলতান আইউবির নিকট পৌঁছে যাও এবং তার সম্মুখে আলোচনা উত্থাপন করো যে, মুসলমানের বিরুদ্ধে মুসলমানের লড়াই না করা উচিত। তারপর বলবে, আমরা মধ্যস্থতা করে এই আত্মকলহ মিটিয়ে দিতে চাই। এ-ব্যাপারে আমরা অন্যান্য মুসলিম আমিরদের সঙ্গে কথা বলেছি। এখন আপনার নিকট এলাম। এভাবে সুযোগমতো তোমরা সুলতান আইউবিকে হত্যা করে ফেলবে।

শেখ সান্নান কৌশলটা ঠিক করেছে ভালোই। সুলতান আইউবি আলেম ও ধর্মীয় নেতাদের অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে কাছে বসাতেন এবং মনোযোগের সাথে তাদের বক্তব্য শুনতেন। তাঁর আরও একটা দুর্বলতা ছিল, তিনি চাচ্ছিলেন, কেউ মাঝে পড়ে বিরুদ্ধবাদীদের সঙ্গে তাঁকে একটা সমঝোতা করিয়ে দিক, যাতে মুসলমানে-মুসলমানে খুনাখুনি বন্ধ হয়ে যায়। অন্যথায় খ্রিস্টানরা যুদ্ধের প্রস্তুতি নেওয়ার এবং হামলা করে সাফল্য অর্জনের সুযোগ পেয়ে যাবে। তিনি হাল্ব প্রভৃতি এলাকায় দূতও প্রেরণ করেছিলেন, যারা অপমানজনক উত্তর নিয়ে ফিরে এসেছে। এবার তাঁর সেই দুর্বলতাকে পুঁজি করে তাঁকে খুন করার পরিকল্পনা নিয়ে আসছে সূফীবেশী নয় সদস্যের একদল ঘাতক। তাঁর সেই মনোবাঞ্ছা পূরণ করার নামে চোগার ভিতরে খঞ্জর আর তরবারি লুকিয়ে আনছে তারা। এটা সুলতান আইউবিকে হত্যা করার একটা সহজ পন্থা। তারা ত্রিপোলি থেকে রওনা হয়ে হাররান এসে পৌঁছেছিল। খ্রিস্টান উপদেষ্টারা গোমস্তগিনকে বলেছিল, এরা সুলতান আইউবিকে হত্যা করতে যাচ্ছে। তিনি তাদের নিকট হত্যাপ্রক্রিয়ার কথা শুনে তা প্রত্যাখ্যান করে তাদের রাজকীয় অতিথির মর্যাদা দিয়ে নিজের কাছে রেখে দিলেন এবং খ্রিস্টান উপদেষ্টাদের বলে দিলেন, আমি সুলতান আইউবির উপর আক্রমণ করতে যাচ্ছি। আপনাদের এই নয় ঘাতককে আমি সঙ্গে করে নিয়ে যাব এবং সুযোগমতো অন্য কোনো পন্থায় আইউবিকে খুন করাব। সেমতে গোমস্তগিন তাদের সঙ্গে করে ময়দানে নিয়ে এসেছেন।

রণাঙ্গনে গোমস্তগিন তাদের জন্য সুযোগও সৃষ্টি করে নিয়েছেন এবং তাদের ছদ্মবেশও প্রস্তুত করে ফেলেছেন। আহার শেষে তিনি তাদের বললেন– 'এবার আমি তোমাদের বলে দিচ্ছি, সালাহুদ্দীন আইউবিকে হত্যা করার কী পন্থা আমি ঠিক করে রেখেছি। তোমরা যে-সুফীবেশ ধারণ করেছ, তা সন্দেহ জন্ম দিতে পারে। আইউবির দৃষ্টি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ও গভীর। তার উপর ইতিপূর্বে চারবার সংহারী আক্রমণ হয়েছে। ফলে তিনি অধিক সতর্ক হয়ে গেছেন। তাঁর উচ্চপর্যায়ের দুজন অভিজ্ঞ গোয়েন্দাও আছে। একজন আলী বিন সুফিয়ান, অপরজন হাসান ইবনে আবদুল্লাহ। তারা একদৃষ্টিতেই মানুষকে আন্দাজ করে ফেলতে পারে। আমাদের গোয়েন্দাদের সংবাদ অনুসারে এ-সময় হাসান ইবনে আবদুল্লাহ তাঁর সঙ্গে আছে। আর আলী বিন সুফিয়ান আছে কায়রো। কোনো অপরিচিত লোক সালাহুদ্দীন আইউবির সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য গেলে দু-তিনজন

www.pathagar.com

সালার ও হাসান ইবনে আবদুল্লাহ তাকে গভীরভাবে যাচাই-বাছাই করে নেয়। সন্দেহ হলে তল্লাশও নিয়ে থাকে। আইউবি কিংবা হাসান ইবনে আবদুল্লাহ প্রশ্ন করতে পারেন, এই সংঘাত-আত্মকলহ তো কয়েক মাস ধরেই চলছে। তা তোমাদের সন্ধি-সমঝোতার চিন্তাটা আজ মাথায় ঢুকল কীভাবে? আইউবি এ-ও জিজ্ঞেস করতে পারেন, তোমরা কোথাকার ধর্মীয় নেতা? কিংবা তিনি এমন কোনো প্রশ্ন করতে পারেন, তোমরা যার উত্তর দিতে পারবে না অথবা এমন উত্তর দেবে, যার ফলে তোমাদের মুখোশ উন্মোচিত হয়ে যাবে। তিনি নিজে আলেম। ধর্ম ও ইতিহাস সম্পর্কে তাঁর গভীর জ্ঞান রয়েছে। তা ছাড়া তোমাদের চেহারায় দাড়ি ব্যতীত সুফীদের আর কোনো লক্ষণ চোখে পড়ছে না। তোমাদের চারজনের দাড়ি এখনও ছোট, যা প্রমাণ করছে, মাসখানেক হলো তোমরা দাড়ি রেখেছ। তোমাদের চোখে হাশিশ ও মদের ক্রিয়া পরিস্ফুট। এই চেহারাগুলোতে পবিত্রতার লেশও চোখে পড়ছে না।'

নয়জনের একজনও গোমস্তগিনের বক্তব্যে অসন্তুষ্ট হলো না। তার বক্তব্য ও পরিকল্পনার সঙ্গে বরং তারা একমত পোষণ করল। দলনেতা বলল– 'আমি আপনার প্রতিটি কথার সঙ্গে একমত। সালাহুদ্দীন আইউবি যদি আমাদের সুফী কিংবা ইমাম মনে করে সম্মানের সঙ্গে তার তাঁবুতে বসতে দেন আর আমাদের আপ্যায়নের জন্য খাবারের আয়োজন করেন, তা হলে আমার এই বন্ধুরা খাদ্যের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে, তাতে সন্দেহ নেই। একজন ইমাম ও খতীব কীভাবে আহার করেন, আমরা একজনও তা জানি না। তা আপনি কী বুদ্ধি ঠিক করেছেন?'

'অত্যন্ত সহজ ও নিরাপদ' – গোমস্তগিন বললেন– 'আমি তোমাদেরকে সালাহুদ্দীন আইউবির স্বেচ্ছাসেবী রক্ষী সেনাদলে ঢুকিয়ে দেব। তবে তার জন্য খুব যাচাই-বাছাই করে রক্ষী নির্বাচন করা হয়ে থাকে। তাদের পরিবার-পরিজনেরও খবরাখবর নেওয়া হয়। তাই যাওয়ামাত্রই তোমরা তার রক্ষীবাহিনীতে ঢুকে যেতে পারবে এমনটা সম্ভব নয়। আমি যে-পন্থাটা ভেবে রেখেছি, আশা করি তোমরা তাতে সফল হবে। তা হলো, গোয়েন্দারা জানিয়েছে, দামেশ্‌কের লোকদের মাঝে আমাদের বিরুদ্ধে এবং সালাহুদ্দীন আইউবির পক্ষে এত বেশি আবেগ ও উদ্দীপনা বিরাজ করছে যে, তারা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে রণাঙ্গনে ছুটে আসছে। আমি জানতে পেরেছি, আইউবি তাদের নিয়মতান্ত্রিক সেনাবাহিনীতেও ভর্তি করে নিচ্ছেন এবং অন্য কাজেও ব্যবহার করছেন। আমি এই পরিস্থিতি থেকে ফায়দা নিতে চাই।'

গোমস্তগিন একধারে রাখা একটা কাঠের বাক্স টেনে হাতে নিলেন। তিনি বাক্সটা খুললেন। তার ভিতরে কতগুলো পোশাক। তিনি ঘাতকদের উদ্দেশ করে বললেন– 'তোমরা প্রত্যেকে এই পোশাক পরিধান করে সালাহুদ্দীন আইউবির কাছে যাবে। এটা তাঁর রক্ষীসেনাদের ইউনিফর্ম। তোমাদের একজনের হাতে আইউবির ঝাণ্ডা থাকবে। অবশিষ্ট আটজনের বর্শার আগায় আইউবির সৈন্যদের

www.pathagar.com

পতাকা থাকবে। তোমরা সোজা আইউবির নিকট চলে যাবে। একস্থানে তোমাদের থামিয়ে দেওয়া হবে। আইউবির নিকট যেতে তোমাদের বারণ করা হবে। তোমরা আপ্লুত কণ্ঠে বলবে, আমরা স্বেচ্ছাসেবী। আমরা দামেশ্‌ক থেকে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবির নিরাপত্তার জন্য এসেছি। আরও বলবে, আমরা অত্যন্ত মমতার সঙ্গে রক্ষীবাহিনীর পোশাক প্রস্তুত করে এনেছি এবং অন্তরে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবির ভক্তি নিয়ে এসেছি। আমাদের সুলতানের আশপাশে প্রহরার দায়িত্বে নিয়োজিত করুন কিংবা কোনো জানবাজ বাহিনীতে যুক্ত করে দিন। আমরা ফেরত যাব না।'

গোমস্তগিন বললেন– 'কিন্তু তোমাদেরকে সালাহুদ্দীন আইউবির নিকট যেতে দেওয়া হবে না। তোমরা জিদ ধরবে এবং বলবে, আমরা বহুদূর থেকে অপার ভক্তি ও আবেগ নিয়ে এসেছি। আমরা সুলতানের সঙ্গে সাক্ষাৎ না করে যাব না। আমি তোমাদের নিশ্চয়তা দিতে পারি, আইউবি জযবার খুব মূল্যায়ন করেন। তিনি অবশ্যই তোমাদের সাক্ষাৎ দেবেন। বর্শাগুলো তোমাদের হাতে থাকবে। যদি তিনি বাইরে বেরিয়ে আসেন, তা হলে তোমরা ঘোড়া থেকে নামবে না। নিকটে গিয়েই ঘোড়া হাঁকাবে আর তার দেহটা বর্শার আঘাতে ঝাঁজরা করে দিয়ে পালিয়ে আসার চেষ্টা করবে। তোমরা প্রত্যেকে জীবনের বাজি লাগানোর শপথ নিয়েছ। তবে আমি আশা করি, তোমরা প্রত্যেকে নিরাপদে পালিয়ে আসতে সক্ষম হবে। আমার পূর্ণ বিশ্বাস, সুলতানকে আহত অবস্থায় দেখামাত্র রক্ষীদের মাঝে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়ে যাবে। ঘটনাটা কী ঘটল বুঝবার আগেই তোমরা তাদের তিরের আওতা থেকে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হবে। আমি তোমাদের আরবের এমন উন্নত জাতের ঘোড়া দেব, যাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাতাসও পেরে ওঠে না।'

'পন্থাটা খুবই ভালো' – ফেদায়ী ঘাতকচক্রের প্রধান বলল – 'আমাদের সেই সহকর্মীরা আনাড়ি ও কাপুরুষ ছিল, যারা আইউবিকে ঘুমন্ত অবস্থায়ও হত্যা করতে ব্যর্থ হয়েছে। বরং উলটো তার হাতে প্রাণ হারিয়েছে ও জীবিত গ্রেফতার হয়েছে। এবার আমরা যাচ্ছি। আমরা যদি আইউবির মাথাটা কেটে নাও আনতে পারি, আপনি এ-সংবাদ অবশ্যই শুনতে পাবেন যে, সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবি নিহত হয়েছেন।'

'আর যদি আমরা তাকে হত্যা করে ফিরে আসতে পারি, তা হলে?' এক ফেদায়ী চোখ টিপে হেরেমের মেয়েদের তাঁবুগুলোর প্রতি ইঙ্গিত করল এবং শয়তানি হাসি হাসল।

এই শয়তানি হাসির সঙ্গে গোমস্তগিন ভালোভাবেই পরিচিত। তিনিও ঠোঁটে অনুরূপ হাসি টেনে বললেন– 'তোমাদের যারা জীবিত ফিরে আসবে এবং সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবিকে হত্যা করে আসবে, তাদের আমি এক-একটা তাঁবুতে ঢুকিয়ে দেব। খ্রিস্টানরা তোমাদের যে-পুরস্কার দেবে, আমি তার চেয়েও বেশি দেব – এত বেশি সোনা-দানা দেব, যা তোমরা কখনও স্বপ্নেও

www.pathagar.com

ভাবনি। আর যে-ব্যক্তি সালাহুদ্দীন আইউবির মাথা কেটে নিয়ে আসবে, তাকে তার পছন্দ অনুসারে দুটা মেয়ে আজীবনের জন্য দিয়ে দেব।'

ফেদায়ীরা পশুর মতো চিৎকার করে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল। গোমস্তগিন অনেক কষ্টে তাদের থামিয়ে বললেন- 'এস, আমি তোমাদের হামাতের দিকে যাওয়ার রাস্তাটা দেখিয়ে দিয়ে আসি। তবে সাবধান! পথে যদি কেউ তোমাদের জিজ্ঞেস করে, তোমরা কারা এবং কোথা থেকে এসেছ, তা হলে শুধু এটুকু বলবে, আমরা দামেশ্‌ক থেকে এসেছি এবং রণাঙ্গনে যাচ্ছি। পথে সালাহুদ্দীন আইউবির গোয়েন্দা ও গেরিলা সৈন্যদের সঙ্গে তোমাদের সাক্ষাৎ হবে। আজ রাতেই তোমাদের রওনা হতে হবে।'

'আজ রাতেই?' – এক ফেদায়ী বলল – 'আগামী কাল দিনে গেলে হয় না?'

'অত সময় নেই' – গোমস্তগিন বললেন – 'তোমাদের পথ অনেক দীর্ঘ। গন্তব্যে পৌঁছতে দুদিন সময় লাগবে। ঘোড়াগুলোকে আরাম দিতে-দিতে যাবে। দ্রুত চলার দরুন ঘোড়া পথেই ক্লান্ত হয়ে পড়লে গন্তব্যে পৌঁছা কঠিন হবে।'

গোমস্তগিন বাক্স থেকে পোশাকগুলো বের করে তাদের হাতে দিয়ে বললেন– এগুলো এখানেই পরে নাও। তিনি দারোয়ানকে বললেন, আমার আলাদা করে রাখা সেই নটা ঘোড়া নিয়ে আসো।

মধ্যরাতের পর। নজন অশ্বারোহী গোমস্তগিনের তাঁবু থেকে বেরিয়ে হামাতের দিকে রওনা হয়ে গেল। সর্বসম্মুখের অশ্বারোহীর হাতে সুলতান আইউবির পতাকা। অপর আটজনের বর্শার আগায় বাঁধা ছোট-ছোট ঝাণ্ডা।

◆◆◆

সেদিনের যে-সময়টাতে জ্বালাময়ী বক্তৃতার মাধ্যমে গোমস্তগিন তার সালার-কমান্ডারদের উৎসাহিত ও উদ্দীপ্ত করছিলেন, সেদিন একই সময়ে সাইফুদ্দীন-বাহিনী এবং হালবের সৈন্যরাও অনুরূপ উত্তেজনাকর ভাষণ শুনছিল। হালবের একসালার ঘোড়ার পিঠে চড়ে তার সৈনিকদের বলছিল–

'ইনি সেই সালাহুদ্দীন, যিনি হাল্‌ব অবরোধ করেছিলেন। তোমরা সালাহুদ্দীনকে ও তার এই ফৌজকে হাল্‌ব থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলে। আমি কাবার প্রভুর শপথ করে বলছি, 'সালাহুদ্দীন কোনো দুর্গ বা শহর অবরোধ করলে তাকে জয় না করে ফেরেন না' কথাটা সর্বৈব মিথ্যা। তিনি হালব অবরোধে কেন সফল হননি? কেন তিনি অবরোধ তুলে নিয়েছিলেন? শুধু এ-কারণে যে, তোমরা হলে সিংহ। তোমরা অকুতোভয় জানবাজ মুজাহিদ। তোমরা শহর থেকে বের হয়ে তার উপর যে-আক্রমণ পরিচালনা করেছিলে, তা সামাল দিতে তিনি সক্ষম হননি। জয় তারই ভাগ্যে জোটে, যার উপর আল্লাহ সন্তুষ্ট থাকেন। মহান আল্লাহ তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট। সালাহুদ্দীন আইউবির উপর আল্লাহ কেন খুশি হবেন? তিনি তো লুটেরা। তিনি দামেশ্‌ক দখল করেছেন। পদানত করার পর সেখানকার বাসিন্দাদের সঙ্গে তিনি কীরূপ আচরণ করেছেন, সেখানে গিয়ে দেখে আসো। সেখানকার একজন নারীর ইজ্জতও

www.pathagar.com

অক্ষত নেই। আমরা দামেশ্‌ক ত্যাগ করে হাল্‌ব চলে এসেছি। কিন্তু দামেশ্‌ক আমাদের ফিরে যেতে হবে। সালাহুদ্দীন আইউবি থেকে আমাদের প্রতিশোধ নিতে হবে। আল্লাহর সৈনিকগণ, তোমরা একথা চিন্তা করো না যে, মুসলমান হয়ে তোমরা মুসলমানের বিরুদ্ধে লড়াই করতে যাচ্ছ। সেই মুসলমান কাফেরের চেয়েও নিকৃষ্ট, যে মুসলমানদের শহর-নগর দখল করে বেড়ায়। এমন মুসলমানকে হত্যা করা তোমাদের উপর আল্লাহ ফরজ করে দিয়েছেন।

'খেলাফতের মোহাফেজগণ, তোমাদের শত্রু খ্রিস্টানরা নয় – শত্রু তোমাদের সালাহুদ্দীন আইউবি ও তার বাহিনী। খ্রিস্টানদের তিনিই আমাদের শত্রুতে পরিণত করেছেন। নুরুদ্দীন জঙ্গি জাতির উপর সবচেয়ে বড় অবিচার এই করেছেন যে, তিনি সালাহুদ্দীন আইউবির হাতে মিসরের শাসনক্ষমতা তুলে দিয়েছেন। অন্যথায় তিনি ক্ষুদ্র একটা সেনাদলের কমান্ড করারও যোগ্য ছিলেন না। আমি তো তাকে আমার বাহিনীতে সাধারণ সৈনিক হিসেবেও নিয়োগ দেব না। এবার মৃত্যু তাকে এই পার্বত্য এলাকায় টেনে এনেছে। এখন তার সম্মুখে থাকবে তোমাদের তরবারি, বর্শা আর ঘোড়া। পেছনে থাকবে টিলা আর পাহাড়। তোমরা তাকে ও তার সৈন্যদের পিষে মেরে ফেলতে পারবে। হালবের অপমান আর ধ্বংসের প্রতিশোধ তোমাদের নিতেই হবে। তোমরা যদি সালাহুদ্দীন আইউবিকে এখানে এই পার্বত্যাঞ্চলে খতম করতে না পার, তা হলে তিনি সোজা হাল্‌ব চলে আসবেন। তার দৃষ্টি হালবের উপর নিবদ্ধ। তোমাদের তিনি তার গোলাম বানাতে চাচ্ছেন। তোমাদের বোন-কন্যারা তার সালারদের হেরেমের সোভায় পরিণত হবে। আমি মিথ্যুক হতে পারি, নুরুদ্দীন জঙ্গির পুত্র মিথ্যুক নন। গোমস্তগিন তো মিথ্যা বলছেন না। এতগুলো আমির যদি মিথ্যুক না হয়ে থাকেন, তা হলে এক সালাহুদ্দীন অবশ্যই মিথ্যুক। আর এ-কারণেই ইসলামের তিনটি বাহিনী তাকে পিষে মারতে এসেছে। তোমরা সকলে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, তোমরা আত্মমর্যাদাসম্পন্ন মুসলমান। আজ প্রমাণ করতে হবে, ইসলাম ও আত্মমর্যাদার খাতিরে তোমরা আপন ভাইয়েরও রক্ত ঝরাতে পার।'

বাহিনী বাহ্যত নীরবে সালারের বক্তব্য শুনছিল। কিন্তু ভিতরে-ভিতরে তারা চরমভাবে উত্তেজিত ও ক্ষিপ্ত। সালার সত্য ও বাস্তবকে মাটিচাপা দিয়ে ফৌজের চেতনাকে উত্তেজিত করে তুলেছে। সৈন্যরা ধ্বনি দিতে শুরু করল– 'আমরা কারও গোলামি বরণ করে নেব না। আমরা সালাহুদ্দীন আইউবিকে বেঁচে থাকতে দেব না।'

তারা স্লোগানে-স্লোগানে আকাশ-বাতাস মুখরিত করে তুলল।

সাইফুদ্দীনের ক্যাম্পের অবস্থাও উত্তেজনাকর। তিনিও তার বাহিনীকে ক্ষেপিয়ে তুলছিলেন। তিনি তার সৈনিকদের জন্য একটি সুযোগ এই সৃষ্টি করে দিয়েছেন যে, দুজন আলেম থেকে তিনি ফতোয়া নিয়ে এসেছেন, যুদ্ধের ময়দানে রোযা রাখা ফরজ নয়। এই ঘোষণায় তার সৈন্যরা সবাই খুশী।

www.pathagar.com

সাইফুদ্দীন বললেন, আমরা তখন আক্রমণ করব, যখন আইউবির রোযাদার সৈন্যদের দম নাকের আগায় এসে যাবে। তারপর আমাদের গন্তব্য হবে দামেশ্‌ক। দামেশ্‌কের অঢেল সম্পদ হবে তোমাদের।

♦♦♦

সুলতান আইউবি তার সৈনিকদের উদ্দেশে ভাষণ দেননি। তাঁর দৃষ্টি সেই ভূখণ্ডটার উপর নিবদ্ধ, যেখানে তাঁকে লড়াই করতে হবে। এই যুদ্ধে কীভাবে অধিকতর সামরিক স্বার্থ উদ্ধার করা যায়, তা-ই তাঁর ভাবনা। তিনি কথাবার্তা যা বলেছেন, বলেছেন সিনিয়র ও জুনিয়র কমান্ডারদের সঙ্গে। তাও বাস্তবভিত্তিক – কোনো উত্তেজনাকর বক্তৃতা নয়। একটা বিষয় মনে পড়লেই কেবল মাঝে-মধ্যে তিনি আবেগপ্রবণ হয়ে উঠতেন যে, মুসলমান বন্ধুরাই তার ফিলিস্তিনের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে আর মুসলমানরা মুসলমানের হাতে খুন হচ্ছে! তাঁর কাছে এর কোনো প্রতিকারও ছিল না। সন্ধি ও শান্তির জন্য প্রতিপক্ষের নিকট দূত প্রেরণ করে তিনি নিজেকেই অপমানিত করেছেন। এখন সংঘাত-সংঘর্ষে তিনি সম্পূর্ণ প্রস্তুত। তিনি মিসর-থেকে-আসা-বাহিনীকে পরিকল্পনা মোতাবেক বিভক্ত করে দিয়ে এখন দুশমনের অপেক্ষায় অস্থির মনে সময় পার করছেন। তিনি তাঁর উপদেষ্টাদের কাছে অভিমত ব্যক্ত করেছেন, সম্ভবত শত্রুবাহিনী চাচ্ছে, আমরা পাহাড়ি এলাকা থেকে বের হয়ে তাদের উপর আক্রমণ করি। কিন্তু তাঁর স্থির সিদ্ধান্ত, তিনি এ-স্থান ত্যাগ করবেন না। তিনি দুশমনকে বিভ্রান্ত করার ফন্দি এঁটে বসে আছেন। তিনি ইচ্ছা করলে কমান্ডোসেনাদের দ্বারা দুশমনের ক্যাম্পে ধ্বংসযজ্ঞ চালাতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা-ও করলেন না। তিনি দুশমনের চাল-কৌশল পর্যবেক্ষণ করছেন।

দামেশ্‌কে নুরুদ্দীন জঙ্গির বিধবা অপর একটা রণাঙ্গন চালু করে রেখেছেন। সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবি যখন দামেশ্‌ক ত্যাগ করে চলে যান, তখন থেকেই এই মহীয়সী নারী মেয়েদের একটা স্বেচ্ছাসেবক ফৌজ গঠনের প্রক্রিয়া শুরু করেছিলেন। মেয়েদের যুদ্ধাহত সৈনিকদের রণাঙ্গন থেকে সরিয়ে আনা, ক্ষতস্থান থেকে রক্তক্ষরণ বন্ধ করা এবং প্রাথমিক চিকিৎসার প্রশিক্ষণ প্রদান করার নিয়ম প্রচলিত ছিল। কিন্তু নুরুদ্দীন জঙ্গির বিধবা তাঁর বাহিনীর মেয়েদের তরবারিচালনা ও তিরন্দাজির প্রশিক্ষণও প্রদান করছেন। এ-কাজের জন্য তিনি কয়েকজন অভিজ্ঞ পুরুষকেও দলে রেখেছেন। তিনি জানতেন, সুলতান আইউবি যুদ্ধক্ষেত্রে মেয়েদের উপস্থিতি পছন্দ করেন না। এমতাবস্থায় তিনি মেয়েদের সেনাবাহিনীতে ভর্তি করবেন, সেকথা তো ভাবা-ই যায় না। তথাপি তিনি মেয়েদের সামরিক প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন। তা ছাড়া তখনকার পরিস্থিতিটাই এমন ছিল যে, মানুষ আপন-আপন মেয়েদের সামরিক প্রশিক্ষণ দেওয়াকে গর্বের বিষয় মনে করত। দশ-বারো বছরের কিশোরীরা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে কাঠের তরবারি বানিয়ে তরবারিচালনার অনুশীলন করত।

www.pathagar.com

সম্প্রতি জঙ্গির স্ত্রীর বাহিনীর সদস্যসংখ্যা চারজন বৃদ্ধি পেয়েছে। তার মধ্যে একজন হলো ফাতেমা, যাকে সুলতান আইউবির এক গুপ্তচর গোমস্তগিনের হেরেম থেকে উদ্ধার করে এনেছে। একজন মসুলের খতীব ইবনুল মাখদুমের কন্যা মানসুরা। অপর দুজন সেই দু-মেয়ে, যাদের হাল্‌ব থেকে গোমস্তগিনের কাছে উপহারস্বরূপ পাঠানো হয়েছিল এবং হাররানের কাজীকে হত্যা করে সালার শামসুদ্দীন ও শাদবখ্‌ত সেখান থেকে তাদের উদ্ধার করে এনেছিলেন। তারা হলো হুমায়রা ও সাহার। এরা রণাঙ্গনে সুলতান আইউবির কাছে গিয়েছিল। সেখান থেকে সুলতান তাদের দামেশ্‌ক পাঠিয়ে দিয়েছেন। এ-রকম অসহায় মেয়েদের নুরুদ্দীন জঙ্গির স্ত্রীর হাতে সোপর্দ করা হতো। এই চার মেয়েও তার কাছে পৌঁছার পর তিনি তাদের সামরিক প্রশিক্ষণে ভর্তি করে দিলেন। আর তাদের স্বপ্নও এটিই ছিল, যা পূরণ হয়েছে।

তারা জঙ্গির স্ত্রীকে নিজ-নিজ কাহিনী শোনাল। তাদের তিনি তাঁর সংগঠনের মেয়েদের কাছে নিয়ে গেলেন এবং বললেন, এদের তোমরা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তোমাদের কাহিনী শোনাও। চার মেয়ে নিজ-নিজ কাহিনী শোনাল। খতীবকন্যা মানসুরা অত্যন্ত জ্ঞানী ও সচেতন মেয়ে। সে মেয়েদের উদ্দেশ করে বলল–

'নারী হলো জাতির সম্ভ্রম। দুশমন যখন কোনো জনবসতি দখল করে, তখন তাদের সৈন্যরা সবার আগে নারীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তোমরা এই মেয়েদুটোর মুখ থেকে শুনেছ, খ্রিস্টান-কবলিত এলাকাগুলোতে খ্রিস্টানরা মুসলমানদের সঙ্গে কত ভয়ংকর ও নির্মম আচরণ করে চলছে। সেখানে একটি মুসলিম মেয়েরও ইজ্জত অক্ষত নেই। আল্লাহ্ না করুন, দামেশ্‌কও যদি তাদের দখলে চলে যায়, তা হলে তোমাদেরও একই পরিণতি বরণ করতে হবে। আমরা যদি রক্তের কুরবানি দিতে অসম্মত হই, তা হলে খ্রিস্টানরা আমাদের প্রভুতে পরিণত হবে। তারা আমাদের বহু আমিরকে ক্রয় করে নিয়েছে। এখন খ্রিস্টানরাও আমাদের শত্রু, মুসলিম আমিরগণও আমাদের শত্রু। আমরা যদি বিজয় অর্জন করতে চাই, তা হলে প্রতিশোধের স্পৃহা জীবন্ত ও শাণিত রাখতে হবে। আমার আব্বাজান বলে থাকেন, যে-জাতি কাফেরদের বর্বরতার শিকার ভাইদের কথা ভুলে যায়, সে-জাতি বেশিদিন টিকে না।

'আমার বোনেরা, আমি মুহতারাম সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবির ভক্ত। আমি আইউবির নামে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলতেও প্রস্তুত আছি। কিন্তু তাঁর একটা নীতি আমি পছন্দ করি না – তিনি নারীকে রণাঙ্গনে যেতে দেন না। তিনি যা চিন্তা করেছেন, হয়ত ঠিকই করেছেন। যুবতী ও সুন্দরী মেয়েদের হেরেমের অভ্যন্তরে লুকিয়ে রাখা হচ্ছে। আমাদেরকে পুরুষের বিনোদনের উপকরণ বানানো হয়েছে। এভাবে জাতির অর্ধেক শক্তি বেকারই রয়ে গেছে। দুশমন সৈন্য নিয়ে আসে। তার মোকাবেলায় আমাদের সৈন্যসংখ্যা তাদের অর্ধেকও হয় না। তাই আমরা নারীরা পুরুষের পাশাপাশি যুদ্ধ করে সৈন্যের অভাব পূরণ করব। আমি মসুলে

www.pathagar.com

গোয়েন্দাদলে ছিলাম। এই ময়দানে আমি লড়াই করে এসেছি। আমার পিতার ভুলটা ছিল, তিনি আবেগতাড়িত হয়ে তাঁর মনের কথা বলে ফেলেছেন। ধরা না খেলে সেখানে আমাদের পরিকল্পনা অন্যকিছু ছিল। আমরা সেখানে ধ্বংসলীলা চালাতে পারিনি এবং সেখান থেকে আমাদের পালিয়ে আসতে হয়েছে।'

চার মেয়ের জ্বালাময়ী বক্তব্য নুরুদ্দীন জঙ্গির বাহিনীর মেয়েদের স্পৃহাকে আরও শাণিত করে তুলেছে। এখন তারা আগের তুলনায় অনেক বেশি উজ্জীবিত। তাদের চারশো মেয়ে ইতিমধ্যে প্রশিক্ষণ সমাপ্ত করে প্রস্তুত হয়ে আছে। জঙ্গির স্ত্রী তাদের রণাঙ্গনে পাঠানোর সব আয়োজন সম্পন্ন করে ফেলেছেন। তারা রওনা হবে বলে। নবাগতা চার মেয়েও কয়েকদিনে কিছু প্রশিক্ষণ অর্জন করে ফেলেছে। কিন্তু এখনও পূর্ণ দক্ষ হয়ে ওঠেনি বলে তাদেরকে অনুমতি দেওয়া হয়নি। কিন্তু তাদের হৃদয়ে প্রতিশোধস্পৃহা এতই প্রবল যে, তারা এই বাহিনীর সঙ্গেই ময়দানে যেতে জিদ ধরেছে। ফাতেমা, হুমায়রা তো রীতিমতো কান্না জুড়ে দিয়েছে। অগত্যা জঙ্গির স্ত্রী তাদেরও বাহিনীতে যুক্ত করে নিলেন। একশো পুরুষ যোদ্ধাও তাদের সঙ্গে যুক্ত করে নেওয়া হলো। হাজ্জাজ আবু ওয়াক্কাসকে তাদের কমান্ডার নিযুক্ত করা হলো।

নুরুদ্দীন জঙ্গির স্ত্রী হাজ্জাজ আবু ওয়াক্কাসকে একটি লিখিত বার্তা দিয়ে বললেন, এটি সালাহুদ্দীন আইউবিকে দেবে। আমার যা বলবার ছিল, সব লিখে দিয়েছি। তাকে বলবে, এই মেয়েগুলোকে আহতদের সেবা-শুশ্রূষার জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। তুমি ভালোভাবে শুনে নাও, এই মেয়েগুলোকে এবং স্বেচ্ছাসেবী সৈনিকদের তোমার সঙ্গে রাখবে। এরা প্রত্যেকে গেরিলা হামলার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। মেয়েরাও লড়াই করতে জানে। আহতদের সেবার বাহানা দেখিয়ে তোমরা লড়াই করবে। সুযোগ পেলেই দুশমনকে দুর্বল করে ফেলবে। আমি মেয়েগুলোকে বলে দিয়েছি, তারা যেন দুশমনের হাতে ধরা না পড়ে। তারা নিজেরাই বলছে, ধরা পড়ার আশঙ্কা দেখা দিলে নিজের তরবারি দ্বারাই নিজেকে শেষ করে ফেলবে।

চারশো মেয়ে ও একশো স্বেচ্ছাসেবী পুরুষ যোদ্ধার এই বাহিনীটি ঘোড়ায় চড়ে যখন রওনা হলো, তখন পুরোটা শহর যেন হুমড়ি খেয়ে রাস্তায় ছিটকে পড়ল। জনতা ইসলামের এই সৈনিকদের ফুল ছিটিয়ে স্বাগত জানাল। 'নারায়ে তাকবীর আল্লাহু আকবার', 'ইসলাম জিন্দাবাদ', 'সালাহুদ্দীন আইউবি জিন্দাবাদ' স্লোগানে আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত হয়ে উঠল। জনতা তাদের এই বলে উৎসাহিত করল যে, তোমরা ফিরে এসো না; সম্মুখপানে এগিয়ে যাও। আইউবিকে বোলো, দামেশ্‌কের সব নারী আসবে। আল্লাহ তোমাদের বিজয় দান করুন। ইসলামের একজন শত্রুও বেঁচে থাকতে পারবে না।

শহরের বহু মানুষ উট-ঘোড়ায় চড়ে অনেক দূর পর্যন্ত সঙ্গে গিয়ে তাদের বিদায় জানাল।

www.pathagar.com

◆◆◆

রমযান মাস। পথে এক রাত অবস্থান করতে হবে। ইফতারের খানিক আগে কাফেলা একজায়গায় থেমে গেল। মেয়েরা খাবার তৈরি কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। রাতে শীত পড়ছে। কাফেলায় ঘোড়ার পাশাপাশি উটও আছে। উটগুলোর পিঠে তাঁবু বোঝাই করা। তাঁবুগুলোর ভিতরে লুকিয়ে রাখা আছে বর্শা, তলোয়ার ও তির-ধনুক। সূর্যাস্তের আগ মুহূর্তে কোথা থেকে যেন আটজন অশ্বারোহী এসে হাজির হলো। এরা সুলতান আইউবির গেরিলা সৈনিক – দামেশ্‌ক থেকে রণাঙ্গনগামী পথের নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত। এখন কাফেলা দেখে খোঁজখবর নিতে এসেছে।

অশ্বারোহীদের কাফেলার দিকে আসতে দেখে কমান্ডার হাজ্জাজ আবু ওয়াক্কাস এগিয়ে গেলেন। গেরিলাদের কমান্ডার আনতানুন। তিনি আবু ওয়াক্কাসকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনারা কারা এবং কোথায় যাচ্ছেন? আবু ওয়াক্কাস তাকে ঘটনাটা বিস্তারিত খুলে বললেন। আনতানুন নিশ্চিত হয়ে গেলেন।

গেরিলাদের দেখে অনেকগুলো মেয়ে ছুটে এসে তাদের চারপাশে জড়ো হলো। সবার মুখে একই প্রশ্ন, ময়দানের খবর কী?

আনতানুন জানাল, যুদ্ধ এখনও শুরু হয়নি আর কখন হবে তাও বলা কঠিন।

বলতে-বলতে আনতানুন থেমে গেল। তার দৃষ্টি একটা মেয়ের উপর নিবদ্ধ হয়ে আছে। একসময় বিস্মিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, তুমি কীভাবে এসেছ ফাতেমা? ফাতেমা ব্যাকুল মনে এগিয়ে এসে আনতানুনের ডান হাতটা চেপে ধরল। আনতানুন ফাতেমাকে গোমস্তগিনের হেরেম থেকে বের করে এনেছিল। আবু ওয়াক্কাস আনতানুনকে বললেন, আপনি আমার সঙ্গে ইফতার করবেন এবং খানা খাবেন।

সবাই যার-যার কাজে চলে গেল। ফাতেমা আনতানুনকে জয় করে ফেলেছে। আনতানুন তাকে রাতে মিলিত হতে একটা জায়গা ঠিক করে দিল।

দামেশ্‌ক থেকে দূরবর্তী এই বিজন অঞ্চলে মাগরিবের আযানের সুললিত ধ্বনি ভেসে উঠল। সবাই ইফতার করে নামায আদায় করল। পরে আহারপর্বও শেষ করল। সারা দিনের ক্লান্তিতে সবাই অবসন্ন। অনেকে শুয়ে পড়েছে। আনতানুন ডিউটির নাম করে সঙ্গীদের থেকে আলাদা হয়ে একদিকে চলে গেল।

মেয়েদের মধ্য থেকে ফাতেমা চুপি-চুপি বের হয়ে এল। মেয়েটা ছাউনি থেকে দূরে একস্থানে দাঁড়িয়ে আনতানুনের অপেক্ষা করছে।

আনতানুন এসে পড়েছে। ফাতেমার সঙ্গে তার প্রথম সাক্ষাৎ হয়েছিল হাররানে। সে-সময় আনতানুন সুলতান আইউবির গুপ্তচর ছিল। হাররানের শাসনকর্তা ও সুলতান আইউবির দুশমন গোমস্তগিনের হেরেমের মেয়ে বলে তাকে হাত করেছিল আনতানুন। তাকে গুপ্তচরবৃত্তির কাজে ব্যবহার করতে চাচ্ছিল সে। কিন্তু ঘটনাচক্রে ফাতেমা এক খ্রিস্টান উপদেষ্টাকে খুন করে ফেলল

www.pathagar.com

এবং আনতানুন গ্রেফতার হয়ে পরে ফাতেমাকে নিয়ে পালিয়ে এল। সুলতান আইউবি ফাতেমাকে দামেশ্‌ক পাঠিয়ে দিয়েছিলেন এবং আনতানুনকে তার আবেদন অনুসারে গেরিলা বাহিনীতে ভর্তি করে নিলেন। দীর্ঘদিন পর আজ অপ্রত্যাশিতভাবে ফাতেমার সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটে গেলে তার মনে তীব্র অনুভূতি জেগে উঠল যে, ফাতেমাকে ছাড়া তার জীবন অচল এবং মেয়েটা তার হৃদয়ে আসন করে নিয়েছে।

অপরদিকে ফাতেমার অবস্থাও তথৈবচ।

ফাতেমা ও আনতানুন দুজনই আবেগপ্রবণ। কেউই নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না। কিন্তু একসময় নিজেকে সামলে নিয়ে আনতানুন বলল– 'ফাতেমা, আমাদের কর্তব্য এখনও পালিত হয়নি। হাররানে আমি দায়িত্ব সম্পন্ন করে আসতে পারিনি। তোমাকে সেখান থেকে বের করে আনা আমার কোনো কৃতিত্ব ছিল না। এটা আমার কর্তব্যও ছিল না। আমি সুলতান আইউবির সম্মুখে লজ্জিত। জাতির কাছেও আমার মুখ দেখানোর সুযোগ নেই। তারই প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ আমি গেরিলা বাহিনীতে যোগ দিয়েছি। সুলতান আইউবি এই সাতজন কমান্ডোর নেতৃত্ব আমার উপর সোপর্দ করেছেন। আমি তোমাকে অনুরোধ করছি, তুমি এরপর পুনরায় আমার গতিরোধ করো না। আমি তোমাকে ভালবাসি। তুমি আমাকে কর্তব্যপালনের সুযোগ দাও।'

'আমিও কর্তব্য পালন করতে এসেছি' – ফাতেমা বলল – 'আমি গোমস্তগিনকে খুন করতে এসেছি।'

'অসম্ভব' – আনতানুন বলল– 'মহামান্য সুলতান নারীদের রণাঙ্গন থেকে অনেক দূরে রাখেন। তিনি সম্ভবত তোমাদের প্রত্যেককেই ফিরিয়ে দেবেন।'

'আমি ফিরে যাব না' – ফাতেমা ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলল – 'আমি প্রমাণ করব, নারী হেরেমের জন্য নয় – জিহাদের জন্য জন্মেছে। আনতানুন, আমাকে তুমি সঙ্গে করে নিয়ে যাও। আমার আকাঙ্ক্ষা তুমি পূরণ করো। আমাকে পুরুষের পোশাক পরিয়ে দাও।'

'এ হতে পারে না' – আনতানুন বলল – 'আমি যদি তোমাকে সঙ্গে রাখি, তা হলে আমার মনোযোগ তোমার উপর আটকে থাকবে। আমি কর্তব্যপালনে ব্যর্থ হব। আর যদি ধরা পড়ি, তা হলে একটা মেয়েকে সঙ্গে রাখার অপরাধে আমাকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হবে। আমাদের উদ্দেশ্য যতই পবিত্র ও মহৎ হোক, এই অন্যায় সাধারণ নয়। ফাতেমা, যুদ্ধ আবেগ দ্বারা লড়া যায় না। নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখো। তুমি যেদিকে যাওয়ার জন্য এসেছ, চলে যাও। হতে পারে, সুলতান তোমাদের আহতদের ব্যান্ডেজ-চিকিৎসার দায়িত্বে নিয়োজিত করবেন।'

'তারপর আবার কবে কোথায় দেখা হবে?' ফাতেমা জিজ্ঞেস করল।

'যেকোনো সময় যেকোনো স্থানে হতে পারে; জীবিত কিংবা মৃত' – আনতানুন উত্তর দিল – 'একজন গেরিলা সৈনিক আগাম বলতে পারে না, সে

কখন কোথায় থাকবে এবং তার লাশ কোথা থেকে উদ্ধার হবে। তা ছাড়া গেরিলাদের লাশ পাওয়া যায় না। তারা দুশমনের ভিড়ের মধ্যে ঢুকে জীবন বিলায়। তারপরও যদি বেঁচে থাকি, তা হলে সোজা তোমার কাছে চলে আসব।'

'এমনও তো হতে পারে, তুমি যুদ্ধে আহত হবে আর আমি তোমার ক্ষতস্থানে ব্যান্ডেজ করব!' ফাতেমা বলল।

'গেরিলা সৈনিকদের ব্যান্ডেজ-চিকিৎসা করে শত্রুরা' – আনতানুন উত্তর দিল – 'তুমি আবেগপ্রবণ হয়ো না ফাতেমা! আমাদের আবেগমুক্ত হয়ে কাজ করতে হবে। পরিত্যাগ করতে হবে ভালবাসাও। তুমি যদি এই কামনা কর যে, তুমি কোনো মুসলমানের হেরেমেও যাবে না, দুশমনের হিংস্রতা থেকেও বেঁচে থাকবে, তা হলে আমার চিন্তা মন থেকে ঝেড়ে ফেলো। যুদ্ধের ময়দানে তোমাকে যে-দায়িত্ব অর্পণ করা হবে, তা-ই শুধু পালন করবে। আর তুমি গোমস্তগিনকে হত্যা করতে সক্ষম হবে না। এই ভাবনাটাও মাথা থেকে ফেলে দাও।'

আনতানুনের কোনো বক্তব্যই ফাতেমাকে প্রভাবিত করল না। না তার মন থেকে গোমস্তগিন-হত্যার চিন্তা দূর হলো, না আনতানুনের ভালবাসা পরিত্যক্ত হলো।

◆◆◆

সুলতান আইউবির তৎপরতা দুটি। হয় তিনি রণাঙ্গনের মানচিত্র দেখে তাতে নিজেকে হারিয়ে ফেলবেন, নয়ত ঘোড়ার পিঠে চড়ে নিজবাহিনীর মোর্চাগুলো পরিদর্শন করবেন। তিনি দীর্ঘ সময় পর্যন্ত প্রতিরক্ষা যুদ্ধ লড়ার প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছেন। আসল যুদ্ধটা তিনি হামাতের অভ্যন্তরে লড়তে চাচ্ছেন, যার পরিকল্পনা তাঁর ঠিক করা আছে। কিন্তু একটা সমস্যা হলো, ডান পার্শ্বে টিলার সংখ্যা বেশি নয়। তার পিছনে খোলা মাঠ। দুশমন সেই পথে বেরিয়ে যেতে কিংবা সেদিক থেকে এসে ক্ষতিসাধন করতে পারে। আর তাতে সুলতান আইউবির সমস্ত পরিকল্পনা ভণ্ডুল হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা বিদ্যমান। তাঁর কাছে এত সৈনিকও নেই যে, তিনি এই ময়দানে অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনীর প্রাচীর তৈরি করে ফেলতে পারবেন। তিনি পার্শ্ববর্তী টিলার উপর তিরন্দাজ বসিয়ে রেখেছেন।

কিন্তু এতটুকু আয়োজন যথেষ্ট নয়। ময়দানের জন্য তিনি দুই ইউনিট আরোহী ও পদাতিক বাহিনী প্রস্তুত করে রেখেছেন। কিন্তু তাদের এখনও লুকিয়ে রেখেছেন। এই ময়দানই সুলতান আইউবিকে বেশি অস্থির করে তুলছে। তা ছাড়া আরও একটি বিশেষ বাহিনী তিনি তৈরি করে নিজের কাছে রেখেছেন।

সুলতান আইউবি একটা টিলার উপর দাঁড়িয়ে এদিক-ওদিক পর্যবেক্ষণ করছেন। এমন সময় তিনি দূরদিগন্তে ধূলি উড়তে দেখতে পান। একজন

www.pathagar.com

সৈনিক এই ধূলির তাৎপর্য ভালোভাবেই বোঝে। সুলতান বুঝে ফেললেন, কোনো অশ্বারোহী বাহিনী এগিয়ে আসছে। ধূলির বিস্তৃতি দেখে বোঝা যাচ্ছে, ঘোড়াগুলো এক সারিতে নয় – চার কিংবা ছয় সারিতে সুবিন্যস্তরূপে অগ্রসর হচ্ছে। এই বাহিনী দুশমন ছাড়া আর কারও হতে পারে না। সুলতান ক্ষুব্ধ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন– 'এই পথে কি আমাদের একজন লোকও ছিল না? প্রস্তুতির নির্দেশ দাও।'

প্রস্তুতির ঘণ্টা বেজে উঠল। প্রতিরক্ষার জন্য যে-পদ্ধতিতে প্রস্তুত হওয়ার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল, তারা সেই নিয়মেই প্রস্তুত হয়ে গেল।

কিছুক্ষণ পর ঘোড়া দেখা যেতে শুরু করল। কিন্তু তাদের চলন শত্রু কিংবা আক্রমণকারীসুলভ নয়। সুলতান আদেশ করলেন, দু-চারজন অশ্বারোহী এগিয়ে গিয়ে জেনে আসো, তারা কারা?

কয়েকজন অশ্বারোহী ছুটে গেল। ফিরে এসে তারা দূর থেকেই চিৎকার করে বলতে শুরু করল– 'দামেশ্ক থেকে স্বেচ্ছাসেবী এসেছে। সঙ্গে নারীফৌজও আছে।'

'নারীফৌজ?' – সুলতান আইউবির কপালের চামড়ায় ভাঁজ পড়ে গেল। কণ্ঠে বিস্ময় – 'নারীফৌজ!' কিছুক্ষণ নীরব থেকে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে বললেন– 'এই বাহিনী আমার বিধবা বোনটি গঠন করে পাঠিয়ে থাকবেন। জঙ্গি মরহুমের বিধবা-ই একাজ করতে পারেন।'

সুলতান আইউবি হাসতে লাগলেন। প্রত্যক্ষদর্শীদের বক্তব্য, সুলতান অতীতে কখনও এত হাসেননি। হাসতে-হাসতে তিনি আপ্লুত হয়ে পড়লেন। তিনি উৎফুল্ল চিত্তে পার্শ্বে দণ্ডায়মান সালারদের বলতে শুরু করলেন– 'আমার জাতির মেয়েরা তোমাদের সফলকাম না করে নিঃশ্বাস ফেলবে না। এই কিশোরীগুলোর ইজ্জতের জন্য আমরা কেন জীবন বিলিয়ে দিচ্ছি না! কিন্তু... কিন্তু আমি তাদের ফিরিয়ে দেব। একটা মেয়েও যদি শত্রুর হাতে চলে যায়, তা হলে আমি মরেও শান্তি পাব না।'

টিলার উপর থেকে নেমে সুলতান আইউবি সামনের দিকে এগিয়ে গেলেন। নারীফৌজ ও পুরুষ স্বেচ্ছাসেবীদের কাফেলাটি নিকটে চলে এসেছে। কমান্ডার আবু ওয়াক্কাস ঘোড়া থেকে নেমে সুলতান আইউবির কাছে এসে দাঁড়ালেন। তিনি সালাম দিয়ে নুরুদ্দীন জঙ্গির স্ত্রীর পত্রখানা সুলতানের হাতে তুলে দিলেন। সুলতান পত্রখানা পড়তে শুরু করলেন–

'আমার ভাই, আল্লাহ আপনাকে সাহায্য করুন। আমার স্বামী জীবিত থাকলে আজ আপনাকে এতগুলো দুশমনের সম্মুখে একা থাকতে হতো না। আমি আপনাকে কোনো সাহায্য করতে পারছি না। যা সম্ভব ছিল, আপনার সমীপে পেশ করলাম। এই মেয়েগুলোকে আমি আহতদের ব্যান্ডেজ-চিকিৎসার প্রশিক্ষণ দিয়ে গড়ে তুলেছি। বিপুল পরিমাণ ঔষধপত্রও পাঠিয়ে দিলাম। সঙ্গে একশো

পুরুষ স্বেচ্ছাসেবী প্রেরণ করলাম। প্রবীণ যোদ্ধারা এদের সামরিক প্রশিক্ষণ দিয়েছে। প্রত্যেককে কমান্ডো আক্রমণের অনুশীলনও করিয়েছে। সবাই উদ্দীপ্ত ও উজ্জীবিত। আমি জানি, আপনি আমার মেয়েগুলোকে ময়দানে পাঠানো পছন্দ করবেন না। আমি আপনার দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে অবগত আছি। কিন্তু আপনাকে স্মরণ রাখতে হবে, যদি আপনি এদের ফেরত পাঠান, তা হলে দামেশ্‌কবাসীর মন ভেঙে যাবে। এই নগরীর লোকদের মাঝে কীরূপ চেতনা বিরাজ করছে, আপনি তা জনেন না। পুরুষরা ময়দানে যেতে প্রস্তুত। নারীরা আপনার নেতৃত্বে লড়াই করতে অস্থির। সকল নগরবাসী এই বাহিনীটি পরম শ্রদ্ধা, ভক্তি ও ভালবাসার সঙ্গে বিদায় করেছে। এখানকার শিশু-কিশোররাও সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছে। আপনার সৈন্যের অভাব থাকবে না।'

সুলতান আইউবি পত্রখানা পাঠ করলেন। তাঁর চোখ থেকে অশ্রু গড়িয়ে পড়ল। তিনি রুমাল দ্বারা চোখ মুছে মেয়েগুলোর প্রতি তাকালেন। ওরা মেয়েই বটে; কিন্তু ঘোড়ার পিঠে ওদের জারবাজ সৈনিক বলেই মনে হচ্ছে। সুলতান আইউবি তাদের সবাইকে ঘোড়া থেকে নেমে আসতে বললেন। তারপর তাদের নিজের সম্মুখে দাঁড় করালেন। তিনি বললেন–

'আমি তোমাদের প্রত্যেককে যুদ্ধের ময়দানে স্বাগত জানাচ্ছি। তোমাদের জযবার মূল্য আমি পরিশোধ করতে পারব না। আল্লাহ তোমাদের উপযুক্ত বিনিময় দান করবেন। মেয়েদের রণাঙ্গনে ডেকে আনব আমি কখনও ভাবিনি। আমার ভয় হচ্ছে, ইতিহাস বলবে, সালাহুদ্দীন আইউবি নারীদের দিয়ে যুদ্ধ করিয়েছে। তবে আমি তোমাদের চেতনাকে বিক্ষতও করতে পারি না। তোমাদের মাঝে যদি কোনো মেয়ে এমন থাকে, যে স্বেচ্ছায় আসেনি, সে আলাদা সরে দাঁড়াও। আর তারাও আলাদা হয়ে যাও, যাদের অন্তরে বিন্দুপরিমাণ সন্দেহ কিংবা ভয় আছে।'

কিন্তু একটা মেয়েও সরল না। সুলতান আইউবি বললেন–

'আমি তোমাদের নিরাপদ জায়গায় রাখব। যুদ্ধের সময় আমি তোমাদেরকে সামনে যেতে দেব না। তারপরও ভূখণ্ডটা এমন যে, তোমরা দুশমনের নাগালে চলে যেতে পার। কেউ বর্শার আঘাতে মারাও যেতে পার। এমনও হতে পারে, তোমাদের কেউ দুশমনের হাতে ধরা পড়ে যাবে। একথাও শুনে রাখো যে, তির-তলোয়ার ও বর্শার জখম খুবই গভীর ও গুরুতর হয়ে থাকে।'

একমেয়ে উচ্চ কণ্ঠে বলে ওঠল– 'আপনি ইতিহাসকে ভয় করছেন আর আমরাও ইতিহাসকে ভয় পাচ্ছি। আমরা যদি ফিরে যাই, তা হলে ইতিহাস বলবে, জাতির মেয়েরা সুলতান সালাউদ্দীন আইউবিকে একাকি ময়দানে ফেলে ঘরে বসে ছিল।'

অপর এক মেয়ে বলল– 'আল্লাহ সালাহুদ্দীন আইউবির তরবারিতে আরও শক্তি দান করুন; আমরা হেরেমের জন্য জন্মাইনি।'

www.pathagar.com

আরেক মেয়ে বলল– 'তিন চাঁদ আগে আমার বিয়ে হয়েছে। আপনি যদি আমাকে ফেরত দেন, তা হলে আমি আমার স্বামীকে নিজের জন্য হারাম মনে করব।'

'তোমার স্বামী নিজে আসেনি কেন?' সুলতান আইউবি জিজ্ঞাসা করলেন – 'নিজে না এসে স্ত্রীকে পাঠাল কেন?'

'তিনি আপনার ফৌজেই আছেন।' মেয়েটি উত্তর দিল।

এবার সবগুলো মেয়ে একসঙ্গে কথা বলতে শুরু করল। তারা তাদের জোশ ও জযবার বহিঃপ্রকাশ ঘটাচ্ছে। হইচই কিছুটা স্তিমিত হয়ে এলে একমেয়ে বলে উঠল– 'মহামান্য সুলতান, আপনি আমাদের যুদ্ধ করার সুযোগ দিন; আমরা আপনাকে নিরাশ করব না।'

'আমি তোমাদের যুদ্ধে অংশগ্রহণের সুযোগ দেব একথা তোমরা ভুলে যাও' – সুলতান আইউবি বললেন – 'আমি তোমাদের ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত করব।'

সুলতান আইউবি সেদিনই মেয়েগুলোকে চার-চারজনের দলে বিভক্ত করে প্রতিটি দলের সঙ্গে একজন করে স্বেচ্চাসেবী নিয়োজিত করলেন। স্বেচ্চাসেবীদের সম্পর্কে বলা হয়েছিল, তাদের সামরিক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সুলতান আইউবি তাদের সেবার কাজে নিয়োজিত করলেন। কেননা, তারা নিয়মিত সৈনিক নয়। ফৌজের সঙ্গে যোগ দিয়ে যুদ্ধ করার অভিজ্ঞতা তাদের নেই। সুলতান আইউবি তাদের সেই সৈনিকদের হাতে তুলে দিলেন, যারা শহীদদের লাশ ও আহত সৈনিকদের তুলে আনা এবং প্রাথমিক চিকিৎসার দায়িত্বে নিয়োজিত।

তারা নারীসৈনিক ও স্বেচ্ছাসেবীদের প্রশিক্ষণ শুরু করে দিল।

◆◆◆

ফাতেমা, মানসুরা, হুমাইরা ও সাহার পড়েছে একদলে। এদের একদলে একত্র হওয়া একটা অলৌকিক ব্যাপার। কেননা, তারা দামেশ্‌কও এসেছিল একসঙ্গে। হৃদয়ের বাসনা, মনের জ্বালা, অন্তরের চেতনাও তাদের অভিন্ন।

তাদের দলের স্বেচ্ছাসেবীর নাম আযর ইবনে আব্বাস। আযরের ক্ষুদ্র তাঁবুটা আলাদা। তার সন্নিকটেই স্থাপন করা হয়েছে চার মেয়ের বড় তাঁবু। এই চার মেয়ের মধ্যে খতীবের কন্যা অন্যদের তুলনায় সবল, বুদ্ধিমতী ও চতুর।

সন্ধ্যার কিছু পূর্বে মানসুরা দেখল, আযর একটা টিলার উপর উঠে এদিকে-ওদিক তাকাচ্ছে। দেখে সেও উপরে চলে গেল এবং ইতিউতি তাকাল। উপত্যকা ও পাহাড়ের ঢালুতে সৈনিক দেখা যাচ্ছে। আযর মানসুরাকে বলল, এস আমরা আরও একটু সম্মুখে এগিয়ে যাই। মানসুরা আযরের সঙ্গে হাঁটতে শুরু করল। আযর প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলি ও পাহাড়ি এলাকার প্রশংসা শুরু করল।

আযর সুদর্শন যুবক। কথাবার্তা খুবই আকর্ষণীয়। সে মানসুরার সঙ্গে রসালাপ শুরু করেছে। মানসুরাও তাতে স্বাদ নিতে আরম্ভ করেছে।

www.pathagar.com

তারা সূর্যাস্তের আগে-আগেই ফিরে এল। এই স্বল্প সময়ের মধ্যে আযর মানসুরার অন্তরে বাসা বেঁধে ফেলল।

ইফতারের পর মেয়েরা তাদের তাঁবুতে বসে আহার করছে। ফৌজের এক কমান্ডার তাঁবুর ভিতরে উঁকি দিয়ে তাকাল এবং মেয়েদের জিজ্ঞেস করল– 'কোনো অসুবিধা নেই তো?'

মেয়েরা জানাল– 'না; আমাদের কোনো সমস্যা নেই।'

কমান্ডার ফিরে গেল।

সে-সময় আযর বাইরে দাঁড়ানো ছিল। সে কমান্ডারের সঙ্গে কথা বলতে থাকল। মানসুরা তাদের কথোপকথন শুনছিল। আযর কমান্ডারকে জিজ্ঞেস করল, 'এই সামান্য ফৌজ দ্বারা সুলতান আইউবি কীভাবে তিনটা বাহিনীর মোকাবেলা করবেন?'

'দুশমনের জন্য ফাঁদ বসানো আছে। যুদ্ধ সেই ময়দানে হবে না, যে-ময়দানে হবে বলে দুশমন মনে করছে। আমরা তাদের টেনে সেই জায়গায় নিয়ে যাব, যেখানে তাদের জন্য আমরা ফাঁদ তৈরি করে রেখেছি।'

কমান্ডার আযরের আবেগে প্রভাবিত হয়ে বলে দিল সুলতান আইউবি তাঁর ফৌজকে কোথায় কীভাবে বণ্টন করেছেন এবং তিনি কী করবেন। মিসরের রিজার্ভ বাহিনীর কথাও বলে ফেলল কমান্ডার।

সে-রাতের ঘটনা।

মধ্যরাতে মানসুরার চোখ খুলে গেল। আযর ইবনে আব্বাসের তাঁবু থেকে কথার শব্দ শুনতে পেল– 'তোমরা এখনই বেরিয়ে যাও। কিছু বিষয় তো নিজেরা জেনে নিয়েছ। বাকি তথ্য আমি তোমাদের বলে দিয়েছি। আমার পক্ষে এখান থেকে বের হওয়া সম্ভব ছিল না। ভালোই হলো যে, তোমরা এসে পড়েছ। এবার রাস্তা চিনে নাও।'

আযর পথের বিবরণ দিয়ে বলল– 'তুমি পায়ে হেঁটে যাচ্ছ। পায়ে হেঁটেই যেতে হবে। ফাঁদ প্রস্তুত। পাহাড়ের অভ্যন্তরে ঢোকা যাবে না। আল্লাহ হাফেজ।'

মানসুরা একজন মানুষের পায়ের শব্দ শুনতে পেল। লোকটা চলে গেছে। মেয়েটা তাঁবুর দরজা সামান্য ফাঁক করে বাইরের দিকে তাকাল। আযর তার তাঁবুর বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। সে একদিকে চলে গেল। মানসুরা তার তাঁবুর কাউকে না জাগিয়েই মালপত্রের মধ্য থেকে খঞ্জরটা বের করে বেরিয়ে পড়ল।

আকাশে হালকা মেঘ। ফলে জোৎস্না থাকা সত্ত্বেও কিছুটা অন্ধকার দেখাচ্ছে। আযরকে ছায়ার মতো দেখতে পাচ্ছে মানসুরা। খানিক দূরত্ব বজায় রেখে আড়ালে-আড়ালে আযরকে অনুসরণ করছে সে। আযর একটা টিলার কোল ধরে সম্মুখপানে হাঁটতে শুরু করেছে। মানসুরাও একই পথ ধরে এগুতে থাকল। পথে কোনো সান্ত্রী কিংবা অন্য কোনো সৈনিক চোখে পড়ছে না। তাতে

www.pathagar.com

মানসুরা বুঝে ফেলল, নারীসৈনিক ও স্বেচ্ছাসেবীদের তাঁবু সম্মুখের মোর্চাগুলো থেকে অনেক পেছনে স্থাপন করা হয়েছে এবং তার পিছনে আর কোনো ফৌজ নেই। কিন্তু সেখানে কয়েক জায়গায় যে ফৌজ বিদ্যমান, মানসুরার তা অজানা। কিন্তু আযর আগন্তুককে এমন পথ বলে দিয়েছে, যে-পথে কোনো ফৌজ তাকে দেখতে পাবে না। আযর দুটা টিলার মধ্যকার একটা সরু গলির মধ্যে ঢুকে পড়ল।

মানসুরা প্রথমে থমকে দাঁড়াল। তারপর সেও তাতে প্রবেশ করল।

সম্মুখে গাছ-গাছালিতে ঠাসা সমতল ভূমি। আযর কোনো একটা গাছের আড়ালে গিয়ে থেমে এদিক-ওদিক তাকিয়ে আবার হাঁটতে শুরু করল। মানসুরাও একই ধারায় অগ্রসর হচ্ছে।

বেশ কিছু পথ অতিক্রম করার পর এখন আবার পাহাড়ের পাদদেশ। আযর এগিয়ে চলছে। মানসুরাও তাকে অনুসরণ করছে। পাহাড়ের অভ্যন্তরে একটা গিরিপথ। আযর তাতে ঢুকে পড়েছে। ঢুকে পড়েছে মানসুরাও।

গিরিপথে ঢোকামাত্র হিমশীতল বাতাসের ঝাপটায় মানসুরার পা উপড়ে যাওয়ার উপক্রম হলো। তার দেহ নির্জীব হতে শুরু করেছে। আযরের মনে কী যেন সংশয় জাগল। সে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পিছন দিকে ফিরে তাকাল। তৎক্ষণাৎ মানসুরা বড় একটা পাথরের আড়ালে বসে পড়ল। কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে আযর আবার সম্মুখপানে এগোতে শুরু করল। মানসুরা উঠে দাঁড়াল এবং পাহাড়ের ছায়াটা যেদিকে গিয়ে পড়েছে, সেদিকে এগিয়ে গেল।

গিরিপথ থেকে বের হওয়ার পর এখন খোলা মাঠ। আযর দ্রুত হাঁটতে শুরু করেছে। মানসুরাও হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিল। কিন্তু সে তো মহিলা। তদুপরি এতক্ষণ বহু পথ অতিক্রম করেছে। একে তো প্রচণ্ড শীত, তদুপরি পায়ের তলে কংকর। মানসুরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছে।

এ এক আবেগ, যা মানসুরাকে আযরের পশ্চাতে হাঁকিয়ে নিয়ে এসেছে। এবার তার মনে ভাবনা জাগল, এই পশ্চাদ্ধাবনের ফল কী দাঁড়াবে। আযর যদি দৌড় দেয়, তা হলে মানসুরা তার সঙ্গে পেরে উঠবে না। কিন্তু আযরের প্রতি মানসুরার সন্দেহ বাস্তব। আযর দুশমনের দিকেই যাচ্ছে। মানসুরা তাকে ধাওয়া করছে ঠিক; কিন্তু তাকে কীভাবে ধরবে বা কীভাবে ধরিয়ে দেবে ভেবে দেখেনি।

এখন আযর হাঁটছে খুব দ্রুত। এই পরিস্থিতিতে তাকে ধরতে গেলে মুখোমুখি মোকাবেলা করতে হবে। মানসুরার কাছে খঞ্জর আছে। আছে খঞ্জর ব্যবহারের প্রশিক্ষণও। কিন্তু দুশমনের মোকাবেলা করার অভিজ্ঞতা তার নেই। এই দুশমন স্বাস্থ্যবান ও শক্তিশালী। মানসুরা কি পারবে পরাস্ত করে তাকে ধরে ফেলতে!

মানসুরা ভাবছে আর দ্রুত হাঁটছে। হঠাৎ আযর থেমে গেল। সে পিছনে ফিরে তাকাল। মানসুরার কাছাকাছি একটা গাছ আছে। সে দ্রুত গাছটার আড়ালে চলে গেল। গাছের স্থানটা সামান্য উঁচু। আশপাশ পাথরে পরিপূর্ণ।

www.pathagar.com

মানসুরা পাথরের পেছনে নেমে পড়ল। রাতের নীরবতায় পাথরের শব্দ কানে এল আযরের। আযর পিছন দিকে ফিরে এল। মানসুরা তার আগমন দেখে ফেলল। সে উঠে না দাঁড়িয়ে গাছটার পিছনে বসে খঞ্জরটা শক্ত করে ধরল।

আযর গাছটার একেবারে নিকটে চলে এল। মানসুরা দেখতে পেল, তার হাতে খাপখোলা তলোয়র। গাছটা অতিক্রম করে আযর সামান্য এগিয়ে গেলে মানসুরা পিছন দিক থেকে খপ করে তার দু-পায়ের গোড়ালি ধরে ফেলে পূর্ণ শক্তিতে পিছনের দিকে ঝটকা টান দিল। আযর সামনের দিকে উপুড় হয়ে পড়ে গেল। পরক্ষণেই মানসুরা তার পিঠের উপর কনুইচাপা দিয়ে ডান হাতে খঞ্জরের আগাটা তার ঘাড়ে স্থাপন করল। ঘটনাটা দুই থেকে তিন সেকেন্ডের মধ্যে সম্পন্ন হয়ে গেল।

কনুই আর দেহের সমস্ত ওজন দিয়েও তাগড়া একটা যুবককে কাবু করা একটা মেয়ের পক্ষে সম্ভব ছিল না। কিন্তু ঘাড়ের উপর খঞ্জরের আগা আযরকে নিষ্ক্রিয় করে ফেলেছে। তার তলোয়ারটা হাত থেকে ছুটে পড়ে গেল।

'তুমি কে?' উপুড় হয়ে পড়ে থাকা অসহায় অবস্থায় জিজ্ঞেস করল আযর।

'যার হাত থেকে বাঁচার সাধ্য তোমার নেই।' মানসুরা উত্তর দিল।

'তুমি কি নারী?'

'হ্যাঁ' – মানসুরা জবাব দিল – 'আমি নারী, তোমার পরিচিত এক নারী। আমার নাম মানসুরা।'

'উহ্! পাগলী মেয়ে!' – আযর হেসে বলল – 'তুমি ঠাট্টা করছ নাকি? আমি তো ভয় পেয়ে গেছি। ঘাড় থেকে খঞ্জর সরাও। ওটা আমার চামড়ায় ঢুকে যাচ্ছে।'

'এটা ঠাট্টা নয় আযর, তুমি কোথায় যাচ্ছিলে?'

'আল্লাহর কসম! আমি অন্য কোনো মেয়ের পেছনে যাচ্ছিলাম না' – আযর বন্ধুসুলভ কণ্ঠে জবাব দিল – 'তোমার চেয়ে ভালো মেয়ে আছে বলে আমি মনে করি না। আমি তোমাকে ধোঁকা দিচ্ছি না।'

'আমাকে নয় – তুমি আমার জাতিকে ধোঁকা দিচ্ছ' – মানসুরা বলল – 'তুমি আমাকে সবচেয়ে ভালো মেয়ে মনে করছ। আর আমি তোমাকে সবচেয়ে ভালো পুরুষ মনে করতাম। কিন্তু এখন না তুমি আমার কাছে ভালো, না আমি তোমার কাছে ভালো। কর্তব্যের কাছে আবেগ পরাজিত হয়েছে। তুমি তোমার দায়িত্ব পালনে যাচ্ছ আর আমি আমার কর্তব্য পালন করছি। তুমি যদি আমার স্বামী, আমার দেহ ও আত্মার মালিক কিংবা আমার সন্তানদের পিতা হতে, তবুও আমার খঞ্জর তোমার ঘাড় ছুঁয়ে যেত।'

'আচ্ছা, তুমি আমাকে কী মনে করে ফেলে দিয়েছ?' আযর জিজ্ঞেস করল।

'নামের মুসলমান আর খ্রিস্টানদের চর মনে করে' – মানসুরা জবাব দিল – 'তুমি খ্রিস্টান বন্ধুদের বলতে যাচ্ছ, সাবধানে আক্রমণ চালাবে এবং পর্বতমালার অভ্যন্তরে ঢুকবে না।'

www.pathagar.com

'তুমি আসলে জানই না চর কাকে বলে' – আযর বলল – 'আমি দুশমনের পর্যবেক্ষণে যাচ্ছিলাম।'

'আমি জানি গুপ্তচর কেমন হয়' – মানসুরা বলল – 'আমি অনেক বড় এক গোয়েন্দার কন্যা। ইবনুল মাখদুম কাকবুরির নাম কখনও শুনেছ? তিনি মসুলের খতীব ছিলেন। আমি তাঁরই দলের গোয়েন্দা। আমি আমার পিতাকে মসুলের কারাগারের পাতালকক্ষ থেকে বের করে এনেছি এবং নিজে তাঁর সঙ্গে মসুল থেকে পালিয়ে এসেছি। তুমি আনাড়ি গুপ্তচর। অভিজ্ঞ গুপ্তচররা দূরে গিয়ে কথা বলে। কারও তাঁবুর কাছে দাঁড়িয়ে গোপন কথা বলে না। তুমি স্বেচ্ছাসেবী হয়ে এসেছিলে। এখন এখানে কী করছ?'

'আমার উপর থেকে সরে যাও' – আযর বলল – 'খঞ্জর সরাও। আমি একটা জরুরি কথা বলতে চাই।'

'তোমার যবান মুক্ত আছে' – মানসুরা বলল – 'বলো। জরুরি কথাটা বলে ফেলো; আমি শুনছি।'

আযর চুপ হয়ে গেল। তার দেহটা নির্জীব হয়ে গেছে। মাথাটা মাটির সঙ্গে লাগিয়ে দিল। মানসুরার সম্মুখে এখন প্রশ্ন, তাকে বাঁধবে কীভাবে এবং কীভাবেইবা এখান থেকে নিয়ে যাবে। আযরকে হত্যা করার ইচ্ছা থাকলে তা কঠিন ছিল না। কিন্তু মানসুরা তাকে জীবিত সুলতান আইউবির সম্মুখে নিয়ে যেতে চায়। গুপ্তচরদের জীবিত গ্রেফতার করাই নিয়ম মানসুরার তা জানা আছে। হঠাৎ তার মাথায় ভাবনা এল, আশপাশে কোথাও তাদের সৈনিক থাকতে পারে। মানসুরা দেহের সবটুকু শক্তি ব্যয় করে উচ্চৈঃস্বরে একটা চিৎকার দিল– 'কেউ থাকলে এদিকে আসো। আসো – আসো – আসো।'

নির্জীব পড়ে থাকা আযর হঠাৎ এত জোরে নড়ে উঠল যে, তার পিঠের উপর কনুইচাপা দিয়ে বসে থাকা মানসুরা একদিকে পড়ে গেল। আযর তলোয়ারের প্রতি হাত বাড়াল। মানসুরা বিদ্যুদ্গতিতে উঠে পিছন দিক থেকে আযরকে এমনভাবে ধাক্কা দিল যে, সে সামনের দিকে পড়ে গেল। মানসুরা তলোয়ারটা তুলে নিল। আযর উঠে সামনের দিকে দৌড় দিল। তার পক্ষে এই পরিস্থিতিতে মোকাবেলা করার চেয়ে জীবন নিয়ে পালিয়ে যাওয়া বেশি আবশ্যক। মানসুরা চিৎকার করতে-করতে তার পিছনে-পিছনে দৌড়াতে শুরু করল। মেয়েটার পায়ে বিড়ালের শক্তি এসে পড়েছে।

দূরে কোথাও পেট্রোলসেনারা টহল দিচ্ছিল। তারা মানসুরার চিৎকার শুনতে পেয়ে ছুটে এল।

সামনে নদী। আযরকে থেমে যেতে হলো। মানসুরা নদীর কূলে পৌঁছে এল। দুজন সান্ত্রীও এসে পড়েছে। আযর নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ল। মানসুরা চিৎকার দিয়ে উঠল– 'ওকে যেতে দিও না – গুপ্তচর। ওকে জীবিত ধরে ফেলো।'

www.pathagar.com

সান্ত্রীরাও নদীতে ঝাঁপ দিল। তারা আযরকে ধরে ফেলল। কিন্তু একটা মেয়েকে দেখে তারা বিভ্রান্ত হয়ে পড়ল। তারা ভাবল, এটা অন্য কোনো ব্যাপার হবে। তাদের জিজ্ঞাসার জবাবে মানসুরা নিজের পরিচয় দিল এবং রণাঙ্গনে কীভাবে এসেছে তার বিবরণ দিল। মানসুরা জানাল, এই লোকটা স্বেচ্ছাসেবী হয়ে এসেছিল। কিন্তু লোকটা সন্দেহভাজন। একে সালাহুদ্দীন আইউবির নিকট নিয়ে চলো।

'শোনো বন্ধুগণ!' – আযর সান্ত্রীদের বলল – 'এখানে তোমরা কী পাও? কটা টাকা আর দু-বেলার রুটির জন্য এখানে তোমরা মরতে এসেছ। আমার সঙ্গে চলো, আমি তোমাদের রাজপুত্র বানিয়ে দেব। এর মতো মেয়েদের সঙ্গে বিয়ে দেব। সম্পদ দ্বারা লাল করে দেব।'

'যাব' – এক সান্ত্রী বলল– 'তবে তার আগে তুমি আমাদের সঙ্গে চলো। তুমিও চলো মেয়ে! ওখানে নিয়ে দেখব, এই লোক গোয়েন্দা, নাকি তুমি। নাকি দুজন এখানে অন্য উদ্দেশ্যে এসেছিলে।'

◆◆◆

সুলতান আইউবির তাঁবুর সামান্য দূরে হাসান ইবনে আবদুল্লাহর তাঁবু। সান্ত্রীরা আযর ও মানসুরাকে কমান্ডারের কাছে নিয়ে গেল। কমান্ডার তাদের হাসান ইবনে আবদুল্লাহর নিকট নিয়ে গেলেন। হাসান ইবনে আবদুল্লাহকে ঘুম থেকে তুলে আযরকে তাঁর হাতে তুলে দেওয়া হলো। মানসুরা হাসান ইবনে আবদুল্লাহকে সমস্ত কাহিনী শোনাল। পশ্চাদ্ধাবনের ঘটনাও সবিস্তারে বিবৃত করল। হাসান ইবনে আবদুল্লাহ মানসুরাকে নিরীক্ষার সঙ্গে দেখে বললেন– 'তোমার চেহারাটা আমার কাছে অপরিচিত নয়। তুমি সম্ভবত মসুল থেকে পালিয়ে এসেছিলে। তোমার সঙ্গে মসুলের খতীব ইবনুল মাখদুমও ছিলেন?'

'আমি তাঁর মেয়ে।' মানসুরা সংক্ষেপে উত্তর দিল।

'তুমি আমার বিস্ময় দূর করে দিয়েছ' – হাসান ইবনে আবদুল্লাহ বললেন– 'আমাদের মেয়েরা তোমার চেয়ে সাহসিনী হতে পারে; কিন্তু এ-রকম বুদ্ধিমত্তা কমই পাওয়া যায়, যার প্রমাণ তুমি দিয়েছ।'

'আমাকে আমার আব্বাজান প্রশিক্ষণ দিয়েছেন' – মানসুরা বলল – 'আমার কানে মাত্র দুটি বাক্য প্রবেশ করেছিল আর তাতেই আমি বুঝে ফেলেছি ব্যাপারটা কী ঘটছে।'

আযরের পোশাক অনুসন্ধান করা হলো। ভেতর থেকে একখণ্ড কাগজ বেরিয়ে এল, যাতে এই যুদ্ধে সুলতান আইউবির বাহিনীর বিন্যাস-পজিশনের নক্শা অঙ্কিত আছে। আঁকাবাঁকা দাগ টেনে হামাত শিং-এর চিত্র অঙ্কন করা আছে এই কাগজে। স্পষ্ট বোঝা গেল, সুলতান আইউবির প্রতিরক্ষা-পরিকল্পনা পুরোটাই দুশমনের কাছে যাচ্ছিল।

'আযর!' – হাসান ইবনে আবদুল্লাহ আযরকে কাগজগুলো দেখাতে-দেখাতে বললেন– 'এরপরও যদি সন্দেহের কোনো অবকাশ থাকে, তা হলে বলো, আমি

www.pathagar.com

তোমাকে মুক্ত করে দেব। তুমি যদি নির্দোষ হয়ে থাক, তা হলে বলো, আমাকে নিশ্চয়তা দাও। আচ্ছা, তুমি কি মুসলমান?

'মহান আল্লাহর কসম!'

হাসান ইবনে আবদুল্লাহ আযরের মুখের উপর সজোরে এক ঘুষি মারলেন। আযর কয়েক পা পেছনে গিয়ে চিত হয়ে পড়ে গেল। হাসান ইবনে আবদুল্লাহ ধীর অথচ রোষকষায়িত কণ্ঠে বললেন– 'চরবৃত্তি করছ কাফেরদের আর কসম করছ আমাদের মহান আল্লাহর নামে! আমি তোমাকে একথা জিজ্ঞেস করছি না, তুমি গুপ্তচর কি-না। আমি জানতে চাচ্ছি, এখানে তোমার সহকর্মী কারা। তাদের নাম বলো, আস্তানার ঠিকানা বলো।'

'আমি মুসলমান' – আযর অনুনয়ের স্বরে বলল – 'আমি আপনাকে সবকিছু বলে দেব। আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন। আমি প্রথম সারিতে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করব।'

'তুমি আমার প্রশ্নের উত্তর দাও' – হাসান ইবনে আবদুল্লাহ বললেন – 'এ-মুহূর্তে আমার উপর কোনো শর্ত আরোপ করার অধিকার তোমার নেই।'

'আমি একা; এখানে আমার কোনো সহকর্মী নেই।' আযর হঠকারী উত্তর দিল।

'এই মেয়ে তোমার তাঁবুতে যে-লোকটাকে তোমার সঙ্গে কথা বলতে শুনেছিল, সে কে?' হাসান ইবনে আব্দুল্লাহ জিজ্ঞেস করলেন।

'আমি তাকে চিনতে পারিনি' – আযর উত্তর দিল – 'সে অন্ধকারে এসে অন্ধকারেই ফিরে গেছে।'

হাসান ইবনে আবদুল্লাহ তাঁর দুজন লোককে ডেকে বললেন– 'একে নিয়ে যাও। এর সহকর্মী কারা, তারা কে কোথায় অবস্থান করছে তথ্য বের করো।' মানসুরাকে বললেন– 'তুমি গিয়ে শুয়ে পড়ো। ফজরের পর তোমাকে তলব করব।'

◆ ◆ ◆

ফজর নামাযের পর সুলতান আইউবি এসে উপস্থিত হলেন। হাসান ইবনে আবদুল্লাহ তাঁর সঙ্গে আছেন। হাসান সুলতানকে জানালেন, খতীব ইবনুল খামদুমের কন্যা রাতে একজন গুপ্তচর ধরে এনেছে। তিনি পুরো ঘটনা বিবৃত করলে সুলতান বললেন– 'ইসলামের কন্যাদের কাজ এমনই হয়ে থাকে। আমরা যদি আমাদের কালেমাপড়া দুশমনকে রক্তে-লেখা পাঠ না পড়াই, তা হলে তারা জাতির কন্যাদের প্রতিভা নিঃশেষ করে দেবে। আচ্ছা, গুপ্তচরটা কোথায়?'

'আপনি এখনই তাকে দেখতে পাবেন না' – হাসান ইবনে আবদুল্লাহ বললেন – 'তার বুকটা খালি করার পর আমি তাকে আপনার কাছে নিয়ে আসব। সুদর্শন এক যুবক। দামেশ্‌কের অধিবাসী বলে দাবি করছে। এখানে স্বেচ্ছাসেবী হয়ে এসেছিল।'

www.pathagar.com

আযর একটা গাছের সঙ্গে ঝুলে আছে। মাথাটা নিচের দিকে আর পাদুটো উপর দিকে। মাটি থেকে মাথা এক-দেড় গজ উপরে। নিচে অঙ্গার জ্বলছে। এক সৈনিক কিছুক্ষণ পরপর আগুনের মধ্যে কী যেন নিক্ষেপ করছে, যার ধোঁয়ায় আযর ছটফট করছে ও কাশছে।

অনেক পর হাসান ইবনে আবদুল্লাহ তাকে ঝুলন্ত অবস্থা থেকে নামিয়ে আনলেন। তার চোখদুটো ফুলে গেছে। শরীরের সমস্ত রক্ত মুখমণ্ডলে এসে জমা হয়েছে। বাঁধন খুলে দেওয়ার পর আযর দাঁড়াতে না পেরে কিছুক্ষণ অচেতন অবস্থায় মাটিতে পড়ে রইল। তার মুখে পানির ছিটা দেওয়া হলো। খানিক পর চোখ খুললে হাসান ইবনে আবদুল্লাহ বললেন– 'মাত্র শুরু। না যদি বল, তা হলে এক-এক করে দেহের প্রতিটা জোড়া আলাদা করে ফেলব।'

আযর পানি চাইল। হাসান ইবনে আবদুল্লাহ বললেন– 'পানি নয় – আমি তোমাকে দুধ পান করাব। তুমি আমার প্রশ্নের উত্তর দাও।' এক সৈনিককে বললেন– 'এক গ্লাস দুধ, একটা ঘোড়া আর একখানা রশি নিয়ে আস। রশির একটা মাথা তার পায়ের সঙ্গে আর অপর মাথা ঘোড়ার সঙ্গে বাঁধো।'

আযর দু-ব্যক্তির নাম বলল। দুজনই স্বেচ্ছাসেবী। এর মধ্যে রাতের ঘটনায় সংশ্লিষ্ট লোকটাও আছে। সে দামেশ্‌কের আস্তানার ঠিকানাও বলে দিল।

হাসান ইবনে আবদুল্লাহ তৎক্ষণাৎ উভয় স্বেচ্ছাসেবীকে ধরে আনার নির্দেশ দিলেন এবং আযরকে সুলতান আইউবির নিকট নিয়ে গেলেন।

'বাড়ি কোথায়?'

'দামেশ্‌কে।'

'কার ছেলে?'

আযর এক জায়গিরদারের নাম বলল।

'আমি বোধহয় তাকে চিনি?' – সুলতান আইউবি বললেন – 'সে কি দামেশ্‌কে আছে?'

'আল-মালিকুস সালিহ যখন দামেশ্‌ক থেকে পালিয়ে গেলেন, তখন তিনিও হাল্‌ব চলে গিয়েছিলেন।' আযর উত্তর দিল।

'আর তোমাকে চরবৃত্তির জন্য রেখে গেছে।' সুলতান আইউবি বললেন।

'না; আমি নিজেই দামেশ্‌কে রয়ে গেছি' – আযর বলল – 'পরে আব্বাজান হাল্‌ব থেকে একলোকের মাধ্যমে বার্তা পাঠালেন, আমি যেন গুপ্তচরবৃত্তি করি। আমি পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা এবং দিঙ্‌নির্দেশনাও পেয়েছিলাম।' তারপর হাতজোড় করে আযর সুলতান আইউবিকে অনুনয়ের সঙ্গে বলল– 'আমি মুসলমান। আমার পিতা আমাকে বিভ্রান্ত করেছেন। এখন আপনি আমাকে আপনার সঙ্গে রাখুন। আমি এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করব।'

'আল্লাহ তোমার অপরাধ ক্ষমা করুন' – সুলতান আইউবি বললেন – 'আমি আল্লাহর বিধানে হাত দিতে পারি না। আমি শুধু এটুকু দেখতে চেয়েছিলাম,

www.pathagar.com

সেই লোকটা কেমন মুসলমান, একজন নারী যার হাত থেকে তরবারি ছিনিয়ে নিয়ে তাকে ধরে ফেলল। আচ্ছা, তুমি এখানে কী-কী দেখেছ?'

'এখানে আমি বহু কিছু দেখেছি' – আযর উত্তর দিল – 'অবশিষ্ট তথ্য আমার সেই দুই সঙ্গী দিয়েছে, যারা পূর্ব থেকেই এখানে অবস্থান করছিল। আমাকে মিনজানিক ও তিরন্দাজদের অবস্থান জানতে বলা হয়েছিল। আমি তা দেখে নিয়েছি।'

'তোমার আগে তোমার কোনো সঙ্গী কি এখান থেকে তথ্য নিয়ে গেছে?' সুলতান আইউবি জিজ্ঞাসা করলেন।

'না' – আযর উত্তর দিল – 'আমরা তিনজন ছাড়া এখানে আমাদের আর কোনো সঙ্গী নেই।'

'তোমার কি জানা আছে, তুমি কীরূপ সুদর্শন ও সুঠাম দেহের অধিকারী পুরুষ?' – সুলতান আইউবি জিজ্ঞাসা করলেন – 'আর তুমি কি জান, মেয়ে হয়েও কী করে ও তোমাকে ফেলে দিয়েছিল?'

'সে যদি পেছন দিক থেকে আমার উভয় পায়ের গোড়ালি ধরে না ফেলত, তা হলে আমি পড়তাম না।' আযর উত্তর দিল।

'তারপরও তুমি পড়ে যেতে' – সুলতান আইউবি বললেন – 'যাদের ঈমান বিক্রি হয়ে যায়, তারা অনায়াসেই পড়ে যায়। আর তারা তোমার মতো উপুড় হয়েই পড়ে থাকে। তুমি যদি সত্যের অনুসারী ও ঈমানওয়ালাদের সঙ্গে থাকতে, তা হলে দশজন কাফের মিলেও তোমাকে ফেলতে পারত না। আসল শক্তি বাহু আর তলোয়ারের নয় – আসল শক্তি ঈমানের।'

'আপনি আমাকে একটিবার সুযোগ দিন।' আযর বলল।

'সেই সিদ্ধান্ত দামেশ্‌কের বিচারক নেবেন' – সুলতান আইউবি বললেন – 'আমি তোমার সঙ্গে এসব কথা এজন্য বলছি যে, তুমি মুসলমান। তোমাকে আমাদের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু তুমি ওদিকে চলে গেছ। আমি জানি, দামেশ্‌কের দু-চারটা মেয়ে তোমার ভালবাসায় বিভোর। চেহারা-শরীরে তুমি এর যোগ্যই বটে যে, মেয়েরা তোমাকে ভালবাসবে। কিন্তু এখন সেই মেয়েরা তোমার মুখে থুতু ছিটাবে। আল্লাহও তোমার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন। দামেশ্‌কের কাজী তোমাকে কী শাস্তি দেবেন, আমি তা বলতে পারব না। তিনি যদি তোমাকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করেন, তা হলে সে-পর্যন্ত যে কদিন বেঁচে থাকবে, আল্লাহর নিকট পাপের ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকো। অন্ততপক্ষে মৃত্যুর আগে মুসলমান হয়ে যাও।'

'আমার পিতাকে কী শাস্তি দেবেন?' – আযর ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলল – 'এই পাপের উৎসাহ তো আমাকে তিনিই জুগিয়েছেন। তিনিই তো আমার অন্তরে প্রলোভন ঢুকিয়েছেন। তিনিই আমার হৃদয় থেকে ঈমান বের করে ফেলেছেন।'

'আল্লাহর আইন তাকে ক্ষমা করবে না' – সুলতান আইউবি বললেন – 'বিত্তের নেশা অস্থায়ী হয়ে থাকে। ঈমানের শক্তি মৃত্যুর পরও নিঃশেষ হয় না।'

www.pathagar.com

'আমার পিতা বিত্তশালী লোক ছিলেন না' – আযর বলল – 'তিনি সম্পদের পূজারী ছিলেন। আমার দুটি বোন ছিল। যৌবনে উপনীত হওয়ার পর তিনি তাদের দুজন আমিরের হাতে তুলে দিয়ে দরবারে স্থান করে নিলেন। তিনি তার কন্যাদের বিনিময়ে বিপুল দাম উসুল করেছেন। তারপর চরবৃত্তি করতে শুরু করলেন। আমাকেও এ-কাজে লাগিয়ে দিলেন এবং আমার অন্তরে সম্পদের মোহ সৃষ্টি করে দিলেন। নুরুদ্দীন জঙ্গির ওফাতের পর তিনি দরবারে আরও উচ্চ মর্যাদা পেয়ে গেলেন। তারপর একজন বিজ্ঞ কুচক্রী ও ভাঙা-গড়ার সুদক্ষ একজন কারিগরে পরিণত হলেন। একপর্যায়ে তিনি বিপুল পরিমাণ জায়গিরের মালিক হয়ে গেলেন।

'আপনার বাহিনী এসে পড়ার পর যখন আল-মালিকুস সালিহ, তার দরবারি আমির ও জায়গিরদারগণ দামেশ্‌ক থেকে পালিয়ে গেল, তখন তাদের সঙ্গে আমার পিতাও ছিলেন। আমি কোনো উদ্দেশ্য ছাড়াই দামেশ্‌ক রয়ে যাই। কিছুদিন পর হাল্‌ব থেকে একব্যক্তি দামেশ্‌ক এল। সে আমার পিতার বার্তা নিয়ে এল, আমি যেন গুপ্তচরবৃত্তির কাজ শুরু করে দেই। ওই লোকটিই আমাকে সেই আস্তানায় নিয়ে গেল, যার ঠিকানা আমি আপনাদের দিয়েছি। সেখানে আমাকে প্রচুর অর্থ দেওয়া হলো এবং দু-তিন দিনের মধ্যেই জানিয়ে দেওয়া হলো আমাকে কী করতে হবে এবং কীভাবে করতে হবে। আমি তাদের দলে ঢুকে পড়ি।

'একদিন আমাদের দলনেতা বললেন, স্বেচ্ছাসেবীরা রণাঙ্গনে যাচ্ছে। তোমরা তিন থেকে চারজন লোক তাদের দলে ঢুকে পড়ো। আমরা তিনজন ঢুকে পড়লাম। দুজন আগেই এখানে এসে পৌঁছেছে। আমিও গেলাম। আমাকে দায়িত্ব দেওয়া হলো, যেন আমিও এখানে চলে আসি এবং আপনার বাহিনীর পূর্ণ অবস্থা জেনে সকল তথ্য যৌথবাহিনীর কর্মকর্তাদের কাছে পৌঁছিয়ে দিই। আমি এসে পড়লাম। আমার সঙ্গীরা এখানকার নক্‌শা প্রস্তুত করে রেখেছিল। তারা এও জেনে নিয়েছিল যে, আপনি শত্রুবাহিনীকে সেই স্থানটিতে নিয়ে এসে লড়াতে চাচ্ছেন, যা চারদিকের পর্বত ও টিলা দ্বারা বেষ্টিত। আমি টিলার আড়ালে লুকিয়ে-লুকিয়ে আপনার তিরন্দাজ বাহিনী ও মিনজানিকের অবস্থান দেখে নিয়েছিলাম।'

আযরের চোখ থেকে অশ্রু গড়াতে শুরু করল। বলল– 'ধরা পড়ার পর এখন আমি অনুভব করছি, আমি অপরাধ করছিলাম। আপনার বক্তব্য আমার ভেতরে ঈমানের উত্তাপ জাগিয়ে দিয়েছে। আমার পিতা যদি তার কন্যাদের বিক্রি করে সম্পদশালী না হতেন, তা হলে আমার ঈমান অটুটই থাকত। অপরাধ আমার পিতার। মহামান্য সুলতান, আপনার মর্যাদা বুলন্দ হোক। আপনি দয়া করে আমাকে এই পাপের কাফফারা আদায় করার সুযোগ দিন।'

সুলতান আইউবি হাসান ইবনে আবদুল্লাহকে ইঙ্গিত করলেন। হাসান আযরকে তাঁবুর বাইরে নিয়ে গেলেন।

www.pathagar.com

◆◆◆

সেদিনই দুজন দেহরক্ষীর সঙ্গে আযরকে দামেশ্‌ক পাঠিয়ে দেওয়া হলো। তিনজনই অশ্বারোহী। আযরের হাত রশি দ্বারা বাঁধা। সূর্যাস্তের খানিক আগে তারা অর্ধেক পথ অতিক্রম করে ফেলল। রাতে কোথাও যাত্রাবিরতি দিতে হবে। পথে রক্ষীরা আযরের অপরাধের বিবরণ শুনতে থাকল। আযর আবেগময় কথা বলে-বলে তাদের প্রভাবিত করে ফেলল। সন্ধ্যার সময় সে রক্ষীদের বলল, সামান্য সময়ের জন্য তোমরা আমার হাতের বাঁধন খুলে দাও। রক্ষীরা এই ভেবে তার হাত খুলে দিল যে, নিরস্ত্র পালিয়ে যাবে কোথায়। তারা তাকে ঘোড়ার পিঠ থেকে নামিয়ে দিল। বাঁধনমুক্ত হয়ে আযর মাটিতে বসে পড়ল। রক্ষীরা তাকে নিয়ে বসে খেতে শুরু করল।

আযর পূর্ব থেকেই ফন্দি এঁটে রেখেছিল। আহাররত অবস্থায় হঠাৎ উঠে দৌড়ে গিয়ে দ্রুত একটা ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসল। রক্ষীরা উঠে ঘোড়ার পিঠে চড়তে-চড়তে আযর অনেক দূরে চলে গেল। তারা পলায়নপর আযরকে ধাওয়া করল। কিন্তু তাদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলো।

সন্ধ্যা গাঢ় হতে শুরু করেছে। উঁচু-নিচু ভূমি। মাঝে-মধ্যে টিলা ও বড়-বড় পাথর আছে। রক্ষীরা তাকে বহুদূর পর্যন্ত ধাওয়া করল। কিন্তু আযর দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে গেল।

পরদিন ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত রক্ষীদ্বয় পরাজিত সৈনিকের মতো অবনত মস্তকে হাসান ইবনে আবদুল্লাহর সামনে এসে হাজির হলো। একজন বলল– 'আমাদের গ্রেফতার করুন; বন্দি পালিয়ে গেছে!' তারা জানাল, বন্দির দাবিতে তারা তার হাতের বন্ধন খুলে দিয়েছিল।

হাসান ইবনে আবদুল্লাহ তাদের হেফাজতে নিয়ে নিলেন। কিন্তু ভয়ে-শঙ্কায় তার ঘাম বেরিয়ে এল। কেননা, আযর সাধারণ কোনো বন্দি ছিল না। সে সুলতান আইউবির সমস্ত পরিকল্পনা সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিল। জয়-পরাজয় ওই পরিকল্পনার উপর নির্ভরশীল ছিল। হাসান ইবনে আবদুল্লাহ সুলতান আইউবিকে জানাতে চাচ্ছিলেন না, ধৃত গোয়েন্দা হাতছাড়া হয়ে গেছে এবং আপনার সব পরিকল্পনা নস্যাৎ হয়ে গেছে। তবে সুলতানকে বিষয়টা না জানিয়েও উপায় নেই।

সংবাদটা শোনার পর সুলতানের চেহারার রং বদলে গেল। অনেকক্ষণ পর্যন্ত তাঁর মুখ থেকে কোনো কথা-ই বের হলো না। তিনি বসা থেকে উঠে তাঁবুর ভিতরে পায়চারি শুরু করলেন। তৎকালের ঐতিহাসিক আসাদুল আসাদি লিখেছেন– 'সালাহুদ্দীন আইউবি চরম বিপদের সময়ও বিচলিত হতেন না। কিন্তু এই গুপ্তচরের পালিয়ে যাওয়ার সংবাদ শোনার পর তাঁর মুখের রক্ত পানি হয়ে গেল এবং চোখ জ্যোতিহীন হয়ে পড়ল। তিনি তাঁবুর মধ্যে পায়চারি করতে-করতে হঠাৎ থেমে গেলেন এবং আকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন– 'মহান আল্লাহ, এটা কি ইঙ্গিত যে, আমি এখান থেকে ফিরে যাব? আপনার মহান সত্তা

www.pathagar.com

কি আমার পাপ ক্ষমা করেননি? আমি তো কখনও অস্ত্রত্যাগ করিনি! আমি তো কখনও পিছপা হইনি!'

তারপর তাঁর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এল। সম্ভবত তিনি অদৃশ্যের কোনো ইশারা লাভ করতেন, যা সেদিন এই পরিস্থিতিতেও পেয়েছিলেন। তিনি হাসান ইবনে আবদুল্লাহকে বললেন– 'রক্ষীদুজনকে বেশি শাস্তি দিয়ো না। শাস্তি থেকে রক্ষা পেতে তারা পালাতে পারত। কিন্তু তারা আমাদের কাছে চলে এসেছে। তাদের শুধু ভুলের শাস্তি দেবে। সত্য বলা ও সরলতা প্রদর্শনের পুরস্কারও প্রদান করবে। সালারদের ডাকো।'

সুলতান আইউবির চেহারায় রওনক এবং চোখে ঔজ্জ্বল্য ফিরে এসেছে।

তিন সালার এসে হাজির হলেন। সুলতান আইউবি তাদের বললেন– 'সেই গুপ্তচর পালিয়ে গেছে, যার কাছে আমাদের প্রতিরক্ষা-পরিকল্পনা ছিল। সে যে-মানচিত্রটা প্রস্তুত করেছিল, সেটি আমাদের কাছে রয়ে গেছে বটে; কিন্তু সে বহু কিছু চোখে দেখে গেছে এবং আমরা দুশমনকে কোথায় নিয়ে লড়াতে চাই, সেই তথ্যও সে জেনে গেছে। ফলে দুশমনের জন্য আমরা যে-ফাঁদ তৈরি করেছিলাম, তা অকার্যকর হয়ে পড়েছে। তারা এখন পর্বতের অভ্যন্তরে ঢুকবে না। হয়ত তারা আমাদের অবরোধ করে ফেলবে এবং আমাদের রসদের পথ বন্ধ করে দেবে। আপনারা পরামর্শ দিন, এ-মুহূর্তে আমাদের করণীয় কী। আমরা কি পরিকল্পনা পরিবর্তন করে ফেলব, নাকি বহালই রাখব।'

তিন সালার ভিন্ন-ভিন্ন অভিমত ব্যক্ত করলেন। তারা সবাই একটি ব্যাপারে একমত পোষণ করলেন যে, পরিকল্পনা বদলে ফেলা দরকার। সুলতান আইউবি তাদের সঙ্গে একমত হলেন। তিনি বললেন– 'পরিকল্পনা পরিবর্তন করতে সময়ের প্রয়োজন। আমাদের হাতে সময় নেই। আশঙ্কা থাকে, এই রদবদলের মধ্যে যদি দুশমন হামলা করে বসে, তা হলে সমস্যা হয়ে যাবে। মুক্ত মাঠে মুখোমুখি লড়াই করার জন্য আমাদের সৈন্যও অপ্রতুল।'

সিদ্ধান্ত হলো, পরিকল্পনা অপরিবর্তিত থাকবে। গেরিলা বাহিনীকে নির্দেশ দেওয়া হলো, যেন তারা ব্যাপকহারে আকস্মিকভাবে হামলা চালায় এবং দুশমনের সম্মিলিত কমান্ড ও তিন বাহিনীর কেন্দ্রের উপর গেরিলা আক্রমণ পরিচালনা করে। রসদের পথকে আরও বেশি নিরাপদ করা হবে। তিনি গেরিলা বাহিনীর সালারকে বললেন, আপনি সেই দলটিকে ফিরিয়ে আনুন, যাদের মটকা ভাঙার দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছিল।

নতুন আদেশ নিয়ে সালার চলে গেলেন। সুলতান আইউবি এই সিদ্ধান্ত আত্মবিশ্বাসের ভিত্তিতে প্রদান করলেন বটে; কিন্তু মনটা তাঁর বেজায় অস্থির। তিনি সম্পূর্ণ নিশ্চিত, পালিয়ে-যাওয়া-গোয়েন্দা তাঁর সমস্ত পরিকল্পনা নস্যাৎ করে দিয়েছে। এখন জানা নেই, কী হবে?

কিছুক্ষণ পর বারোজন গেরিলার একটি বাহিনী সুলতানের সামনে হাজির হলো। খ্রিস্টানরা হাল্‌বের বাহিনীকে দাহ্যপদার্থ ভর্তি যে-মটকাগুলো প্রেরণ

www.pathagar.com

করেছিল, সেগুলো রণাঙ্গনে নিয়ে আসা হয়েছে। সুলতান আইউবির গুপ্তচররা সেগুলোর অবস্থান জেনে নিয়েছে। সুলতান আগে নির্দেশ দিয়েছিলেন, দুশমন যখন হামলা করবে, তখন মটকাগুলো ধ্বংস করে দেবে। তার জন্য বারোজন জানবাজ এবং উন্মাদ প্রকৃতির কমান্ডো নির্বাচন করা হয়েছিল। এখন তাদেরই সুলতান আইউবির সম্মুখে উপস্থিত করা হলো। সুলতান তাদের প্রতি তাকালেন। এক গেরিলাকে দেখে তিনি মুচকি হেসে বললেন– 'আনতানুন, তুমি এই বাহিনীতে এসে পড়েছ?'

'আমাকে এই বাহিনীতেই আসবার প্রয়োজন ছিল' – আনতানুন বলল – 'আপনাকে বলেছিলাম, আমি পাপের প্রায়শ্চিত্ত করব।'

'আমার প্রিয় বন্ধুগণ!' – সুলতান আইউবি গেরিলাদের উদ্দেশে বললেন – 'তোমরা এ-যাবত বহু কুরবানি দিয়েছ। কিন্তু এখন দীন ও জাতির ইজ্জত তোমাদের থেকে আরও বেশি ত্যাগ দাবি করছে। তোমরা যুদ্ধের গতি পালটে দিতে পার। তোমাদের টার্গেট বলে দেওয়া হয়েছে। তোমরা যদি এগুলো ধ্বংস করে দিতে পার, তা হলে অনাগত প্রজন্ম তোমাদের স্মরণ করবে। তোমরা জান, আমাদের সেনাসংখ্যা কম। দুশমনের বাহিনী তিনটা। তাদের থেকে নিজেদের বাহিনীকে তোমরা রক্ষা করতে পার।'

'আমরা দীন ও জাতিকে নিরাশ করব না।' গেরিলাদের কমান্ডার বলল।

সুলতান আইউবি আরও কিছু নির্দেশনা দিয়ে তাদের বিদায় করে দিলেন।

পরদিন ভোরবেলা।

একব্যক্তি ঘোড়া হাঁকিয়ে ছুটে এসে উপস্থিত হলো। সুলতান আইউবি এখনও তাঁবুতে অবস্থান করছেন। অশ্বারোহী সংবাদ দিল, শত্রুবাহিনী এগিয়ে আসছে। এখন তারা এখান থেকে মাত্র এক মাইল দূরে অবস্থান করছে। তাদের গতি হামাতের দিকে।

ইত্যবসরে আরও এক আরোহী এসে পৌঁছল। তার সংবাদ হলো, ডান দিক থেকেও দুশমন আসছে।

এই বাহিনীর গতি থেকে সুলতান আইউবি অনুমান করলেন, এরা ডানপার্শ্ব অভিমুখে অগ্রসর হচ্ছে। এই দিকটা নিয়ে সুলতানের পেরেশানি ছিল। এবার তিনি আরও বেশি অস্থির হয়ে উঠলেন। এই বাহিনীর সম্মুখভাগে অবস্থান করছে আযর, যে কিনা এখান থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য নিয়ে পালিয়েছিল। সুলতান আইউবি বললেন– 'আযর গত রাতেই পৌঁছে গিয়েছিল এবং তার তথ্য মোতাবেক দুশমন হামলা করে বসেছে।'

সুলতান আইউবি প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ দিলেন। তাঁর দূতরা চারদিকে ছুটে গেল। হামাতের মধ্যস্থলে তাঁবু খাটানো আছে। সৈন্যরা তাঁবুতে অবস্থান করছে কিংবা এদিক-ওদিক ঘোরাফেরা করছে, যেন দুশমন মনে করে, তারা প্রস্তুত নয়। তিরন্দাজ সৈনিকরা টিলার উপর প্রস্তুত হয়ে গেল।

www.pathagar.com

তীব্রগতিতে এগিয়ে আসছে শত্রুবাহিনী। তাদের অগ্রগামী বাহিনী দেখতে পেল, সুলতান আইউবির তাঁবুগুলো এখনও দাঁড়িয়ে আছে। তারা এই ভেবে দ্রুত এগিয়ে আসতে পিছনে সংবাদ পাঠাল যে, তারা সুলতান আইউবির বাহিনীকে অপ্রস্তুত অবস্থায় পেয়ে গেছে।

সুলতান আইউবি একটা উঁচু টিলার উপর উঠে গেলেন, যেখান থেকে চারদিকের সমস্ত দৃশ্য দেখা যায়। তিনি দেখলেন, গোমস্তগিনের বাহিনী সোজা শিং-এর দিকে এগিয়ে আসছে। সুলতান বিস্মিত হলেন। তিনি তাঁর সৈনিকদের সেই সময় ঘোড়ায় যিন বাঁধার নির্দেশ দিলেন, যখন দুশমন একেবারে নিকটে এসে পড়েছে। দুশমনের পদাতিক বাহিনী সম্মুখে অগ্রসর হয়ে কয়েকটা তির নিক্ষেপ করল। ওদিক থেকে ডাক-চিৎকার ভেসে এল– 'পিষে ফেলো; একজনকেও জীবিত ছেড়ে দিও না। শুধু সালাহুদ্দীন আইউবিকে জীবিত ধরে ফেলো কিংবা তার মাথাটা কেটে ফেলো।'

সুলতান আইউবির অশ্বারোহী বাহিনী কিছুটা সম্মুখে অগ্রসর হয়ে আবার পিছনে সরে এল। পদাতিক ও আরোহী বাহিনী শত্রুবাহিনীর সম্মুখভাগের আক্রমণের মোকাবেলা করতে-করতে পিছন দিকে সরে আসতে থাকল। এভাবে আক্রমণকারী প্রত্যেকে হামাতের সেই ফাঁদের ভিতরে এসে পড়ল, যেখানে সুলতান আইউবি তাদের নিয়ে আসবার পরিকল্পনা নিয়েছিলেন।

টিলা-পর্বতবেষ্টিত এই ময়দানটা দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে দেড় মাইলের মতো। দুমশন যেইমাত্র তার ভিতরে প্রবেশ করল, অমনি উভয় দিকের টিলার উপর থেকে তাদের উপর তির বর্ষিত হতে শুরু করল। দুশমনের ঘোড়াগুলো তিরবিদ্ধ হয়ে নিজেদেরই লোকদের পিষতে-পিষতে দিগ্বিদিক ছোটাছুটি শুরু করল। শত্রুবাহিনীর কমান্ডার বুঝতেই পারল না, এখানে তাঁবুগুলোর মধ্যে যে-সৈনিকরা ছিল, তারা কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেছে। সামনের টিলাগুলোর মধ্য দিয়ে একটা পথ, যেটি উপত্যকার দিকে বেরিয়ে গেছে এবং সুলতান আইউবির সৈন্যরা সেই পথেই লাপাত্তা হয়ে গেছে, তা তাদের জানা ছিল না। ময়দানে তাঁবু খাটানো ছিল, যার রশিগুলো শত্রুবাহিনীর জন্য প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছিল।

কিছুক্ষণ পর সলিতাওয়ালা অগ্নিতির আসতে লাগল। এই তির তাঁবুগুলোকে জ্বালিয়ে দিতে শুরু করল। তারা তাঁবুগুলোতে আগুন ধরিয়ে দিল। রণাঙ্গন থেকে অগ্নিশিখা উঠতে শুরু করল। দুশমনের কমান্ডারদের জন্য বিরাট সমস্যা সৃষ্টি হয়ে গেল। তাদের দলবদ্ধতা ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। সৈন্যরা বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ল। ঘোড়াগুলোর হ্রেষারব, আহতদের আর্ত-চিৎকার এবং কমান্ডারদের হাঁক-ডাক এমন এক পরিস্থিতির সৃষ্টি করল, যেন এখানে প্রলয় ঘটে গেছে।

প্রায় দু-ঘন্টা ধরে দুশমনের কমান্ডাররা বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির মধ্যে তাদের সৈনিকদের নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা চালাতে থাকল। কিন্তু তারা সুলতান আইউবির তিরন্দাজদের হাতে হতাহত হতেই থাকল। কিন্তু তারা তো মুসলমান সৈনিক। সামরিক চেতনা তাদের পিছপা হতে দিচ্ছে না। তাদের কয়েকজন সৈনিক যে-

www.pathagar.com

পাহাড়টার উপর থেকে তির আসছিল, তাতে আরোহণের চেষ্টা করল। কিন্তু এটা ছিল নিছক তাদের সাহসিকতার পরিচয়। কিন্তু উপর থেকে ধেয়ে-আসা-তির তাদের পাথরের মতো গড়িয়ে নিচে ফেলে দিল।

অবশেষে শত্রুবাহিনীর কমান্ডাররা তাদের সৈনিকদের পেছনে সরে যাওয়ার নির্দেশ দিল। কিন্তু খানিক পিছু হটার পর তারা টের পেল, পিছনে সুলতান আইউবির ফৌজ দাঁড়িয়ে আছে। তারা ঘোষণা করল– 'অস্ত্র ফেলে দাও। তোমরা আমাদের ভাই। আমরা তোমাদের হত্যা করব না।'

ঘোষণার তালে-তালে আইউবি-বাহিনীর সেনারা সম্মুখে অগ্রসর হতে এবং চারদিক ছড়িয়ে পড়তে শুরু করল। চারদিক থেকে অবরুদ্ধ গোমস্তগিন-বাহিনীর এখন আর লড়াই করার সাধ্য নেই। তাদের অর্ধেকই হতাহত হয়েছে। যারা জীবিত আছে, তারাও ভীষণ ভীত-সন্ত্রস্ত। তারা এসেছিল অন্য আশা নিয়ে। তাদের বলা হয়েছিল, এই জয় অতি সহজে অর্জিত হবে। কিন্তু রণাঙ্গন তাদের জন্য জাহান্নামে পরিণত হলো। তারা অস্ত্র সমর্পণ করতে শুরু করল।

◆ ◆ ◆

সুলতান আইউবির এ-কৌশল সফল হয়েছে বটে; কিন্তু অপরদিকে দুশমন তাকে বেকায়দায় ফেলে দিয়েছে। তা হলো ডান পার্শ্বের সেই ময়দান, যার ব্যাপারে পূর্ব থেকেই তিনি চিন্তিত ছিলেন। ওদিক থেকে শত্রুবাহিনী মরুঝড়ের মতো এগিয়ে আসছে। তার মোকাবেলায় সুলতান আইউবির ক্ষুদ্র দুটি ইউনিট। আক্রমণকারীদের পতাকা নজরে পড়তে শুরু করেছে। এটি হাল্‌বের ফৌজ। সুলতান আইউবি হাল্‌ব অবরোধ করে এই বাহিনীর পরাকাষ্ঠা দেখেছিলেন। তাঁর জানা আছে, এই বাহিনী গোমস্তগিন ও সাইফুদ্দীনের বাহিনী থেকে ভিন্ন প্রকৃতির। সামরিক যোগ্যতা ও বীরত্বের দিক থেকে এই ফৌজ সত্যিই প্রশংসার্হ।

সুলতান আইউবি কখনও আত্মপ্রবঞ্চনায় লিপ্ত হন না। তিনি তৎক্ষণাৎ বুঝে ফেললেন, তাঁর বাহিনী এই বাহিনীকে প্রতিহত করতে পারবে না। তিনি আবার রিজার্ভ বাহিনীকেও ব্যবহার করতে চাচ্ছেন না। তিনি ঠাণ্ডা মাথায় সিদ্ধান্ত নেওয়ার চেষ্টা করলেন। সঙ্গে-সঙ্গে কাছে দণ্ডায়মান সালারকে নির্দেশনা দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন।

সুলতান আইউবি রিজার্ভ বাহিনী ছাড়াও বাছাইকরা একটি বাহিনীকে নিজের কাছে রেখে দিয়েছিলেন। তিনি ওদিককার পাহাড়ের উপর মোতায়েন তিরন্দাজদের কমান্ডারকে নির্দেশ দিলেন, তোমরা শিং এলাকা থেকে সরে পিছন দিকে মুখ ফেরাও এবং ওই পজিশনেই নতুন আক্রমণকারীদের টার্গেট করো।

তিনি তাঁর বিশেষ অশ্বারোহী বাহিনীর কমান্ডারকে নির্দেশ দিলেন, তোমার বাহিনীকে ময়দানে নিয়ে আসো; আমি নিজে তাদের কমান্ড করব।

স্বল্প সময়ের মধ্যে সুলতান আইউবি পাহাড়ের উপর থেকে নিচে নেমে এলেন। তাঁর বাহিনী প্রস্তুত দণ্ডায়মান। তিনিও ময়দানে অবতীর্ণ হলেন।

www.pathagar.com

সুলতান আইউবি রণাঙ্গনে পতাকা উড়ালেন না, যেন দুশমন বুঝতে না পারে তিনি কোথায় আছেন। কিন্তু আজ তিনি সেই নিয়মে ব্যত্যয় ঘটালেন। তিনি উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা দিলেন– 'আমার পতাকা উঁচু করে রাখো।'

কাজী বাহাউদ্দীন শাদ্দাদ তাঁর রোজনামচায় লিখেছেন–

'এই যুদ্ধে পতাকা উড়িয়ে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবি তাঁর বাহিনীকে বোঝাতে চেয়েছেন, সুলতান স্বয়ং তাদের কমান্ড করছেন। পাশাপাশি হাল্‌বের আক্রমণকারী শত্রুসেনাদের জানান দিতে চেয়েছেন, তাদের মোকাবেলায় সুলতান আইউবি স্বয়ং ময়দানে উপস্থিত।'

সুলতান আইউবি অতিদ্রুত অশ্বারোহী সৈন্যদের এভাবে বিন্যস্ত করে ফেললেন যে, দুটা ঘোড়া সম্মুখে, চারটা পিছনে। তার পিছনে ছটা। তারপর আটটা। অবশিষ্ট সকল সৈন্য আট-আটজন করে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে চলন্ত অবস্থায় বিন্যাস সম্পন্ন করে ফেলেছে। সম্মুখ থেকে দুশমন সারিবদ্ধভাবে বিস্তৃত হয়ে এগিয়ে আসছে। কাছাকাছি গিয়ে সুলতান আইউবির অশ্বারোহী সেনারাও বিন্যস্ত হয়ে গেল। মোকাবেলাটা এরূপ হলো যে, সুলতান আইউবির অশ্বারোহী সৈনিকরা একটা পেরেকের মতো দুশমনের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়ল। সুলতান নিজে এই বিন্যাসের মধ্যখানে। দুশমনের অশ্বারোহীরা ডান-বাম থেকে সম্মুখ দিকে এগিয়ে গেল। পথে যাকেই পেল আঘাত করে আহত করতে থাকল।

শত্রুবাহিনীর আরোহী সেনাদের পিছনে পতাদিক বাহিনী। সুলতান আইউবি সম্মুখে বেশ দূরে এবং সঙ্গে-সঙ্গে সারির অভ্যন্তরে ঢুকে পদাতিক ইউনিটের উপর হামলা করে বসলেন। পদাতিক শত্রুসেনারা যথাসাধ্য মোকাবেলা করল। কিন্তু আইউবি-বাহিনীর ঘোড়া ও আরোহী সেনারা তাদের পিষে মারতে-মারতে এবং তরবারি দ্বারা আঘাত হানতে-হানতে সামনের দিকে এগিয়ে গেল।

সুলতান আইউবির পদাতিক বাহিনীটি ছিল সম্মুখে। তারাও দুশমনের অশ্বারোহী বাহিনীর মোকাবেলা করল। পেছন দিক থেকে সুলতান আইউবি হঠাৎ আক্রমণ করে বসলেন। নিকটস্থ পাহাড়গুলোর উপর থেকে তিরন্দাজরা তিরবর্ষণ শুরু করল। কিন্তু এত কিছুর পরও হাল্‌বের সৈন্যদের মনোবল অটুটই থাকল। সুলতান আইউবি তাঁর কমান্ড বিক্ষিপ্ত হতে দিলেন না। লড়াই অত্যন্ত রক্তক্ষয়ী ও তীব্র আকার ধারণ করল।

সকল ঐতিহাসিক লিখেছেন, 'সুলতান আইউবি যদি এই যুদ্ধের কমান্ড নিজে না করতেন, তা হলে প্রতিপক্ষের এই বাহিনী দ্বারাই তাঁর সমস্ত পরিকল্পনা ভণ্ডুল হয়ে যেত।'

কাজী বাহাউদ্দীন শাদ্দাদ ইতিহাসবিদদের সঙ্গে ভিন্নমত পোষণ করেছেন। তাঁর রোজনামচা থেকে প্রমাণিত হয়, এই আক্রমণকারী বাহিনীটি হাল্‌বের নয় – মসুলের ফৌজ ছিল এবং সালার মুজাফফর উদ্দীন ইবনে যাইনুদ্দীন তার সেনাপতিত্ব করছিলেন। তাঁর ভাষ্যমতে, এই কমান্ড এত নিপুণ ছিল যে, মুজাফফর উদ্দীন সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবির এই বাহিনীটিকে উপড়ে ফেলে

www.pathagar.com

দিয়েছিলেন। নেতৃত্বের বিচক্ষণতার কারণ এই বর্ণনা করেছেন যে, মুজাফফর উদ্দীন একসময় সুলতান সালাউদ্দীন আইউবির সালার ছিলেন এবং এই বিদ্যা তিনি সুলতান আইউবির নিকট থেকেই শিক্ষালাভ করেছিলেন। সেন্যসংখ্যার আধিক্যের পাশাপাশি তার অতিরিক্ত সুবিধা এই ছিল যে, সুলতান আইউবির কৌশল তার ভালোভাবেই রপ্ত ছিল।

সুলতান আইউবি দূতদের সঙ্গে রাখতেন এবং তাদের মাধ্যমে ক্ষুদ্র-থেকে-ক্ষুদ্রতর বাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতেন। তিনি এমন কৌশল প্রয়োগ করলেন যে, শত্রুবাহিনীকে সেই পর্বতের কাছে নিয়ে গেলেন, যার উপর তাঁর তিরন্দাজরা প্রস্তুত ছিল। তিরন্দাজরা সংখ্যায় কম হলেও কাজ অনেক আঞ্জাম দেয়। সুলতান আইউবির তাঁর সেনাস্বল্পতার এত অনুভূতি ছিল যে, তিনি নিজের প্রথম পরিকল্পনাটি পালটে ফেললেন। রিজার্ভ বাহিনীকে মাঠে নামানোর সিদ্ধান্ত নিতে তিনি বাধ্য হলেন।

কিন্তু ঠিক এমনি মুহূর্তে একদূত তাঁকে সংবাদ জানাল, একদিক থেকে আপনার চার-পাঁচশো অশ্বারোহী আসছে। সুলতান ক্ষুব্ধ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, তারা কোন বাহিনীর এবং কেন আসছে? তিনি যুদ্ধের ময়দানে শৃঙ্খলার অত্যন্ত পাবন্দ ছিলেন। অথচ এই ময়দানে তাঁর সাহায্যের তীব্র প্রয়োজন। কিন্তু তাঁর অনুমতি ও নির্দেশনাবিহীন একটি পদক্ষেপ তাঁর পছন্দ হয়নি। তিনি দূতকে বললেন– 'এক্ষুনি যাও। জিজ্ঞেস করে আসো, ওরা কারা?'

দূতের নিয়ে-আসা-তথ্য শুনে সুলতান আইউবি হতভম্ভ হয়ে গেলেন। এরা চারশো মেয়ে এবং একশো স্বেচ্ছাসেবীর বাহিনী। হাজ্জাজ আবু ওয়াক্কাস তাদের নেতৃত্ব দিচ্ছেন। তারা সালার শামসুদ্দীনের অনুমতিক্রমে এসেছে।

সুলতান আইউবি তাদের অগ্রযাত্রা থামিয়ে দিতে পারতেন। কিন্তু এই পাঁচশো অশ্বারোহী যে-ধারায় অগ্রসর হয়েছে, তাতে সুলতান বুঝে ফেললেন, কমান্ড সালার শামসুদ্দীন নিজেই করছেন। এই বাহিনীটি শত্রুকে পাহাড়ের দিকে ঠেলে নিয়ে আসছিল। তারা দুশমনের অগ্রযাত্রা ব্যহত করে দিয়েছে।

মুসলমান মুসলমানের হাতে মারা যাচ্ছে। 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনি 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনির সঙ্গে সংঘর্ষিত হচ্ছে। জমিন কাঁপছে। আকাশ নীরব দর্শকের মতো তাকিয়ে আছে। খ্রিস্টানরা তামাশা দেখছে। ইতিহাস নির্বিকার হয়ে আছে। মেয়েরা ভাইয়ের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ভাইয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে। রক্তের সয়লাব বয়ে যাচ্ছে। জাতির মর্যাদা অশ্বক্ষুরের তলে দলিত হচ্ছে। আল্লাহ তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখছেন।

সারা দিনকার যুদ্ধের পরিণতি এই দাঁড়াল যে, দুশমনের মনোবল নিঃশেষ হয়ে গেছে এবং তারা অস্ত্র ত্যাগ করতে শুরু করেছে। তারা এখন আধা অবরোধে অবরুদ্ধ। তাদের সেনাপতি বেরিয়ে গেছে। আহতদের আর্ত-চিৎকারে রাতের নীরব পরিবেশ প্রকম্পিত হয়ে উঠেছে। সারা দিনের যুদ্ধক্লান্ত

www.pathagar.com

নারীসৈনিকরা আহতদের তুলে আনছে। রাত পোহাবার পর ময়দানের এক ভয়াবহ দৃশ্য চোখে পড়ল। দূর-দূরান্ত পর্যন্ত লাশের-পর-লাশ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। অসংখ্য মৃত ঘোড়া এদিক-ওদিক পড়ে আছে। যুদ্ধবন্দিদের দূরে কোথাও নিয়ে যাওয়া হয়েছে। মৃতদের মধ্যে নারীসৈনিকদের লাশও আছে। তাদেরও তুলে আনা হলো।

'রাজত্বের নেশা মানুষকে এমন একটা স্তরে নামিয়ে দেয়, সেখানে একজন মানুষ তার জাতিকে দুটি দেহে বিভক্ত করে তাদের পরস্পরে যুদ্ধে জড়িয়ে দেয়' – সুলতান আইউবি মাঠের দৃশ্য দেখে বললেন – 'ভাই তার বোনের সম্ভ্রম হরণ করছে। আমরা যদি রাজত্বের মোহ ছাড়তে না পারি, তা হলে কাফেররা এই জাতিকে আপসে যুদ্ধ করিয়ে জাতিরই কর্ণধারদের হাতে নিশ্চিহ্ন করে দেবে।'

হামাত শিং ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকার যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে। অন্যত্র এখনও যুদ্ধ চলছে। যুদ্ধের রাতে বারোজন কমান্ডো হাল্‌ব বাহিনীর সেই স্থানটাতে পৌঁছে গেল, যেখানে দাহ্যপদার্থের মটকাগুলো রাখা আছে।

হাল্‌বের একটি বাহিনী এখনও রিজার্ভ অবস্থায় আছে। তারা সংবাদ পেয়ে গেছে, তাদের দুই বাহিনীর হামলা ব্যর্থ হয়েছে। আক্রমণে সাফল্য অর্জনে অগ্নিগোলা নিক্ষেপের সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো।

সুলতান আইউবির বারো কমান্ডো তাদের টার্গেট ঠিক করে নিয়েছে। তাদের চার-পাঁচজনের নিকট ধনুক ও সলিতাওয়ালা তির আছে। তারা ঘোড়া থেকে নেমে সামনের দিকে এগিয়ে গেল এবং সলিতায় আগুন ধরিয়ে তির নিক্ষেপ করল। আগুন-লাগানো-সলিতা গিয়ে মটকার ডিপোতে নিক্ষিপ্ত হলো। মটকাগুলোতে দাউ-দাউ করে আগুন ধরে গেল। আগুনের লেলিহান শিখায় আকাশ ছেয়ে গেল। শত্রুশিবিরে হুলস্থূল শুরু হয়ে গেল।

কমান্ডোদের জানানো হয়েছিল, মটকার সংখ্যা অনেক। সেখানে হুলস্থূল শুরু হয়ে গেলে কমান্ডোরা পুনরায় আঘাত হানল। আগুনের শিখায় জায়গাটা আলোকিত হয়ে গেল। কমান্ডোরা নিরাপদ মটকাগুলোর অবস্থান দেখতে পেল। তারা আগেই বর্শার সঙ্গে হাতুড়ির মতো লোহার টুকরো বেঁধে রেখেছিল। ছুটন্ত ঘোড়ার পিঠে বসেই তারা মটকাগুলো পিটিয়ে ভাঙতে শুরু করল। শত্রুসেনারা তাদের ঘিরে ফেলার চেষ্টা করল। এ এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ। বারোজন জানবাজ সেনা হাজার-হাজার শত্রুসেনার নাগালের মধ্যে যুদ্ধ করছে। আগুনের শিখা সবদিক ছড়িয়ে পড়েছে। উট-ঘোড়াগুলো রশি ছিঁড়ে-ছিঁড়ে পালাতে শুরু করেছে। শিবিরময় ত্রাস ছড়িয়ে পড়েছে।

সুলতান আইউবির ফৌজের অবস্থান এলাকায় পাহাড়ের উপর দাঁড়িয়ে এক ব্যক্তি চিৎকার করছে– 'আকাশ জ্বলছে। খোদার গজব নাযিল হচ্ছে।'

সংবাদ পেয়ে সুলতান আইউবি দৌড়ে একটা টিলার উপরে উঠে গেলেন। দুশমনের শিবিরের দিককার আকাশ লালে লাল দেখে তিনি নিজের অজ্ঞাতে বলে উঠলেন– 'শাবাশ! শাবাশ! আল্লাহ তোমাদের বিনিময় দান করুন।'

www.pathagar.com

এখনই পালটা হামলা চালাবে সেই শক্তি মসুল-বাহিনীর শেষ হয়ে গেছে। সুলতান আইউবির কমান্ডোসেনারা তৎপর হয়ে উঠেছে। তারা তিন রাত গোমস্তগিন, সাইফুদ্দীন ও আল-মালিকুস সালিহ'র শিবিরগুলোতে এমন ধ্বংসযজ্ঞ চালাল যে, তাদের কেন্দ্র পর্যন্ত হেলে উঠেছে। অবশেষে তারা অন্য কোনো দিক থেকে আক্রমণের নির্দেশ দিল। ঠিক সে-সময় তারা জানতে পারল, পিছনে সুলতান আইউবির ফৌজ এসে পড়েছে।

এদিকে সুলতান আইউবি তাঁর বিশেষ কৌশল প্রয়োগ করে দুশমনকে বেহাল করে তুললেন। তিনি হত্যাও করছেন না, ছেড়েও দিচ্ছেন না। এই যুদ্ধ 'আঘাত করো আর পালাও' নীতি অনুযায়ী লড়া হচ্ছিল। শত্রুবাহিনী বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ছে এবং অস্ত্র ত্যাগ করতে শুরু করেছে। সুলতান আইউবির লক্ষ্যও ছিল এই।

৫৭০ হিজরির রমযান মোতাবেক ১১৭৫ সালের ১৩ এপ্রিল। সাহরি খাওয়ার পর সুলতান আইউবি তাঁর পরিকল্পনার শেষ অংশটি কার্যকর করলেন, যার দিঙ্‌নির্দেশনা তিনি একদিন আগেই দিয়ে রেখেছেন। তিনি খোলাখুলি আক্রমণ করে বসলেন। উল্লেখযোগ্য সংঘাত হলো না। তিনি গোমস্তগিন ও সাইফুদ্দীনের ছাউনি পর্যন্ত পৌঁছে গেলেন। কিন্তু তারা দুজনই উধাও। তারা এমন কাপুরুষের মতো পালিয়ে গেছে যে, তাদের 'জঙ্গলের মঙ্গল' তাঁবুগুলো যেমনটা তেমনই পড়ে আছে। হেরেমের নারী, গায়ক-গায়িকা এবং তাদের বাদ্যযন্ত্রগুলো যথাস্থানে পড়ে রয়েছে। আইউবির ফৌজ দেখে তারা আতঙ্কিত মনে এদিক-ওদিক পালাতে শুরু করেছে।

তাদের ধরে সুলতান আইউবির কাছে নিয়ে যাওয়া হলো। সুলতান তাদের প্রত্যেককে মুক্তি দিয়ে দামেশ্‌ক পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করলেন। মসুলের গভর্নর সাইফুদ্দীনের তাঁবুটা সবচেয়ে আকর্ষণীয়। মেয়েদের ছাড়া সেখানে সুন্দর-সুন্দর পিঞ্জিরাও ছিল, যেগুলোতে রং-বেরঙের পাখি বাঁধা ছিল।

সেরাতে আরও একটা মেয়েকে সুলতান আইউবির সম্মুখে উপস্থিত করা হলো, যে কিনা শত্রুবাহিনীর সেই শিবিরটাতে লাশ শনাক্ত করে ফিরছিল, যার উপর সুলতান আইউবির কমান্ডোসেনারা রাতে আকস্মিক হামলা করে দাহ্য পদার্থের মটকা ধ্বংস করেছিল। সুলতান আইউবি মেয়েটাকে চিনে ফেললেন এবং বললেন– 'তুমি আমার গোয়েন্দা আনতানুনের সঙ্গে হাররান থেকে এসেছিলে, না?'

'জি' – মেয়েটা বলল – 'আমার নাম ফাতেমা। আমি নারীফৌজের সঙ্গে দামেশ্‌কে থেকে এসেছি।' মেয়েটা আহত। সে বলতে লাগল– 'আমি জানতে পেরেছি, আনতানুন এখানে গেরিলা হামলায় অংশ নিয়েছিল। আমি তাঁর লাশ খুঁজছিলাম।'

'লাভ নেই।' সুলতান আইউবি নির্লিপ্ত কণ্ঠে বললেন।

'সে-ও বলত, গেরিলা সৈন্যের লাশ পাওয়া যায় না' – ফাতেমা উদাস কণ্ঠে বলল – 'সে আমাকে বলেছিল, আস, আমরা নিজ-নিজ কর্তব্যে কুরবান হয়ে

www.pathagar.com

যাই। আমার খুশি লাগছে এই জন্য যে, আনতানুন তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত আদায় করেছে। কিন্তু আমার কর্তব্য এখনও অনাদায়ী রয়ে গেছে। আমি গোমস্তগিনকে হত্যা করতে এসেছিলাম।'

মেয়েটার আবেগময় অবস্থা দেখার পর কেউ অশ্রু সংবরণ করতে পারল না। সুলতান আইউবি বললেন– 'দামেশ্‌ক থেকে যে-মেয়েগুলো এসেছিল, তাদের পাঠিয়ে দাও। তারা দুশমনকে পরাজিত করার কাজে আমাকে সাহায্য করেছে। এ-সময় সাহায্যের কত প্রয়োজন ছিল, আমিই তা জানি। এই মেয়েগুলো যেন অদৃশ্য থেকে এসেছিল; কিন্তু আমি তাদের সঙ্গে রাখতে পারি না।'

◆◆◆

মেয়েদের প্রতিবাদ ও অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাদের দামেশ্‌কে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। সুলতান আইউবি এখন আর কোথাও থামতে চাচ্ছেন না। তিনি দুশমনকে যে-পরাজয় দান করেছেন, তা থেকে তিনি পুরোপুরি ফায়দা তুলতে চাচ্ছেন। তিনি নির্দেশ জারি করলেন, সমস্ত ফৌজকে হাল্‌ব অভিমুখে রওনার জন্য প্রস্তুত করো।

তিনি সালারদের পরবর্তী পরিকল্পনা সম্পর্কে অবহিত করছেন।

এমন সময় হঠাৎ দেখা গেল, এক অশ্বারোহী এদিকে ছুটে আসছে। তার হাতে বর্শা। বর্শার আগায় কী একটি বস্তু গাঁথা। লোকটা নিকটে চলে এলে সুলতান আইউবির দেহরক্ষীরা তাকে থামিয়ে দিল। সুলতান দেখলেন, তার বর্শার আগায় গেঁথে রাখা বস্তুটা মানুষের মাথা। তিনি তাকে সম্মুখে আসার অনুমতি দিলেন।

লোকটা আযর ইবনে আব্বাস। সেই গুপ্তচর, দামেশ্‌ক নিয়ে যাওয়ার পথে রক্ষীদের হেফাজত থেকে যে পালিয়ে গিয়েছিল। ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে বর্শা থেকে মাথাটা খুলে আইউবির পায়ে নিক্ষেপ করে বলল– 'আমি আপনার পলাতক কয়েদি আযর। আমি নিবেদন করেছিলাম, আমাকে ক্ষমা করে দিন; আমি আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত আদায় করব। কিন্তু আপনি আমার আবেদন মঞ্জুর করেননি। আমি পথে চিন্তা করলাম, আমাকে ইসলামের বিপক্ষে পথে নামিয়েছেন আমার পিতা। তিনিই আমার অন্তরে সম্পদের মোহ সৃষ্টি করেছেন। আমি শুধু একাজের জন্যই পালিয়েছিলাম। আমি হাল্‌ব গেলাম। পিতাকে হত্যা করলাম। তার মাথাটা কেটে এনে আপনার পায়ে অর্পণ করলাম। এবার বলুন, আমার পাপের কাফফারা আদায় হয়েছে কিনা। না হলে আপনি আমাকে আবারও বন্দি করুন এবং এভাবে আমার মাথাটাও কেটে ছুড়ে ফেলুন।'

সুলতান আইউবি আযরকে হাসান ইবনে আবদুল্লাহর হাতে তুলে দিয়ে বললেন– 'এর ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিন। এ আমার একটা প্রশ্নের উত্তর দিয়ে ফেলেছে। আমি ভেবে কূল পাচ্ছিলাম না, গুপ্তচর পূর্ণ তথ্য নিয়ে পালিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও দুশমন আমাদের ফাঁদে এসে পা দিল কেন! এবার বুঝলাম, আযর পালিয়ে তথ্য জানাতে যায়নি। গিয়েছিল গাদ্দার পিতাকে খুন করতে!'

পরদিন। সুলতান আইউবি তাঁবুতে ঘুমিয়ে আছেন। বাইরে অনেকগুলো লোকের কথোপকথনে তাঁর চোখ খুলে গেল। সুলতান দারোয়ানকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, 'বাইরে কী হচ্ছে?' দারোয়ান বলল, 'আপনার মোহাফেজদের উর্দি পরে এবং আপনার ঝাণ্ডা উঁচিয়ে নয়জন লোক এসেছে। বলছে, তারা দামেশ্‌ক থেকে এসেছে। তারা স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে আপনার রক্ষীবাহিনীতে কাজ করতে চায়। বাধা দেওয়া হলে তারা বলল, তারা বহুদূর থেকে পরম ভক্তি ও জযবা নিয়ে এসেছে। আপনার সঙ্গে তারা দেখা করতে চায়।'

এরা শেখ সান্নান ও গোমস্তগিনের পাঠানো ঘাতকচক্র। কৌশল তাদের সফল। আইউবি দারোয়ানকে বললেন– 'লোকগুলোকে ভেতরে পাঠিয়ে দাও।'

তাদের হাতের বর্শাগুলো বাইরে রেখে দেওয়া হলো। তারা সুলতান আইউবির তাঁবুতে প্রবেশ করে সঙ্গে-সঙ্গে যার-যার খঞ্জর ও তরবারি বের করে হাতে নিল। সুলতান আইউবির দুজন রক্ষীও তাদের সঙ্গে প্রবেশ করল। একঘাতক আইউবির উপর হামলা করে বসল। সুলতান দ্রুত অবস্থান পরিবর্তন করে আক্রমণ প্রতিহত করলেন। তিনি নিজের তলোয়ারটা হাতে তুলে নিলেন। প্রথম আঘাতেই আক্রমণকারী দুর্বৃত্তের পেটটা চিড়ে ফেললেন। তাঁবুর ভিতরের স্থানটা সংকীর্ণ। অন্যান্য ঘাতকরাও সুলতানের উপর আক্রমণ করল। রক্ষীদ্বয় শক্তহাতে তাদের মোকাবেলা করল। বাইরে থেকে অন্য রক্ষীরাও এসে পড়ল।

সুলতান আইউবির তাঁবুতে তরবারি ও খঞ্জরের সংঘর্ষ শুরু হয়ে গেল। দেহরক্ষীরা ঘাতকদের নিজেদের সঙ্গে ব্যস্ত করে ফেলল। লড়াই করতে-করতে তারা তাঁবুর বাইরে চলে এল। সুলতান আইউবির লম্বা তরবারি কাউকে কাছে আসতে দিচ্ছে না। পাঁচ-ছয়জন ঘাতক প্রাণ হারাল। অন্যরা টিকতে না পেরে পালাতে উদ্যত হলো। তাদের জীবিত ধরে ফেলা হলো।

ইত্যবসরে তাঁবুর ভিতর থেকে এক ঘাতকসদস্য বেরিয়ে এল। তার পোশাক রক্তরঞ্জিত। সুলতান আইউবির পিঠটা ছিল তার দিকে। সুযোগ বুঝে সে সুলতানের উপর পিছন থেকে আঘাত হানতে উদ্যত হলো। এক দেহরক্ষী যথাসময়ে ঘটনাটা দেখে ফেলল। সে চিৎকার করে উঠল– 'নিচে সুলতান!' বলেই সে আক্রমণকারীর দিকে ছুটে গেল। আইউবি সঙ্গে-সঙ্গে বসে পড়লেন। ঘাতকের তরবারি বাতাসে আঘাত হেনে সুলতানের উপর আক্রমণ করল। দেহরক্ষী ঘাতকসদস্যের পাঁজরে বর্শা সেঁধিয়ে দিল। লোকটা পূর্ব থেকেই আহত ছিল। এবার আঘাত খেয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল এবং মরে গেল।

সুলতান আইউবি এই আক্রমণ থেকেও প্রাণে রক্ষা পেয়ে পেলেন।

শেখ সান্নান ও গোমস্তগিন প্রেরিত এই নয় ঘাতক শপথ করে এসেছিল, হয়ত তারা সুলতান আইউবিকে হত্যা করবে, অন্যথায় জীবন নিয়ে ফিরবে না। তারা সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবিকে হত্যা করতে পারেনি। তবে জীবিতও ফেরত যেতে পারেনি। যারা আক্রমণ থেকে রক্ষা পেয়ে বেঁচে গিয়েছিল, সুলতান আইউবি তাদের মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করলেন।

www.pathagar.com

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবির এক সালার আহার-পরবর্তী আসরে কোনো এক যুদ্ধের আলোচনা করছিলেন। এক সৈনিকের বীরত্বের প্রসঙ্গ উঠল। সুলতান আইউবি বললেন–

'কিন্তু ইতিহাসে নাম আসবে আপনার আর আমার। এটা ইতিহাস রচয়িতাদের চরম অবিচার যে, তারা সুলতান আর সালারের নিচের আর কারও প্রতি চোখ তুলেও তাকায় না। জয়-পরাজয় আল্লাহর হাতে বটে; কিন্তু সাধারণ সৈনিকদের আত্মত্যাগ ছাড়া জয় সূচিত হয় না। আমাদের জানবাজ সৈনিকরা দুশমনের কাছে গিয়ে যদি তাদের আপন হয়ে যায়, তা হলে আমরা তাদের কী করতে পারব? যুদ্ধের সময় সৈনিকরা লড়াই করার পরিবর্তে যদি নিজের জীবনের চিন্তা বেশি করে, তা হলে আমরা কীভাবে বিজয় অর্জন করব? সুবিচারের দাবি হলো, ইতিহাসে আমাদের সেই সৈনিকদের কথাও উল্লেখ থাকতে হবে, যারা এক-একজন দশ-দশজন শত্রুসেনার মোকাবেলা করে বিজয় ছিনিয়ে আনছে এবং জাতীয় পতাকা অবনমিত হতে দিচ্ছে না। এই সৈনিকরা যদি কখনও পরাজিত হয়, হবে আপনার-আমার অযোগ্যতার কারণে। কিংবা সেই গাদ্দার ও ঈমান নিলামকারীরা তাদের পরাজয়ের মুখে ঠেলে দেবে, যারা আপন সেজে শত্রুর হয়ে কাজ করছে।'

'আচ্ছা, আল্লাহ আমাদের কোন পাপের শাস্তি দিচ্ছেন যে, তিনি আমাদের মাঝে গাদ্দার তৈরি করে দিচ্ছেন?' আসরের মধ্য থেকে একব্যক্তি উত্তেজিত কণ্ঠে বলে উঠল।

'আমি আলেম নই যে, তোমার এ-প্রশ্নের উত্তর দিতে পারব' – সুলতান আইউবি বললেন – 'তবে সম্ভবত আল্লাহ গাদ্দারের মাধ্যমে আমাদের সদা শঙ্কিত করে রাখতে চাচ্ছেন, যাতে আমরা প্রতিমুহূর্তে সতর্ক থাকি এবং একের-পর-এক বিজয় অর্জন করে প্রবঞ্চিত না হই। তবে আল্লাহর প্রকৃত ইচ্ছা কী, তা তিনিই জানেন। আমার ভয় হচ্ছে, ঈমান-বিক্রেতারা কোনো না-কোনো কালে ইসলামের মর্যাদাকে ডুবিয়ে ছাড়বে। খ্রিস্টানদের প্রত্যয় আপনার অজানা নয় যে, তাদের যুদ্ধ আপনার-আমার বিরুদ্ধে নয় – লড়াই তাদের ইসলামের বিরুদ্ধে। তাদের ঘোষণা হলো, যত দিন পর্যন্ত ক্রুশের অস্তিত্ব থাকবে, তত দিন তারা চাঁদ-তারার বিরুদ্ধে সক্রিয় থাকবে। এই প্রত্যয় তারা অনাগত প্রজন্মের জন্যও রেখে যাবে। আমি চাই, ইতিহাসে আমাদের সেই সাধারণ সৈনিকদের

www.pathagar.com

জীবনী লিপিবদ্ধ হয়ে থাকুক, যারা উত্তর মিসরের মরু প্রান্তরে, হামাতের বরফঢাকা উপত্যকায় লড়াই করে বিজয় ছিনিয়ে এনেছে। আমি চাই, সেই জানবাজ গেরিলাদের কথাও ইতিহাসে লিখে রাখা হোক, যারা দুঃসাহসিক অভিযান পরিচালনা করে বিজয় কেড়ে এনেছে, যা সমগ্র বাহিনীর পক্ষেও সম্ভব ছিল না। এদের কজন জীবন নিয়ে ফিরে আসে? দশজনের মধ্য থেকে একজন! তাও আসে আহত হয়ে।'

'হ্যাঁ; মুহতারাম সুলতান!' – সালার বললেন – 'এ এক মূল্যবান সম্পদ, যা আমরা ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য রেখে যাব। একটি জাতি বীরত্বের কাহিনী পাঠ করে বেঁচে থাকে।'

'তুমি সম্ভবত জান না, আমাদের সৈনিকরা দেশ থেকে অনেক দূরে জাতির দৃষ্টির আড়ালে এমন যুদ্ধ লড়ে যাচ্ছে, যার নির্দেশ আমরা তাদের দিইনি।' – সুলতান আইউবি বললেন – 'তাদের উপর তাদের ধর্মের মর্যাদাবোধ জাগ্রত থাকে। তাদের নিজেদের জীবন বলতে কিছু থাকে না। তাদের কোনো ব্যক্তিসত্তা নেই। তারা দুশমনের কব্জায় পড়েও স্বাধীন থাকে। জাতি যখন বিজয় অর্জন করে, তাদের সম্পর্কে অনবহিত থাকে। তারা পর্দার আড়ালে থেকে বিস্ময়কর ও অভিনব পদ্ধতিতে লড়াই করে জাতির নাম উজ্জ্বল করে।'

সে-যুগের অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপিতে এরূপ জনাকয়েক সৈনিকের উল্লেখ পাওয়া যায়, যাদের আলোচনা সুলতান আইউবি করেছিলেন। তাদের একজনের নাম আমর দরবেশ। লোকটি সুদানি মুসলমান। উপরে উল্লেখিত হয়েছে, সুলতান আইউবির ভাই তকিউদ্দীন সুদানে সেনা-অভিযান প্রেরণ করেছিলেন। কিন্তু তারা দুশমনের প্রতারণার শিকার হয়ে সুদানের মরু-অঞ্চলে এত দূরে চলে গিয়েছিল যে, সে-পর্যন্ত রসদ-সরবরাহ অব্যাহত রাখা সম্ভব ছিল না। দুশমন তাদের রসদের পথ বন্ধ করে এবং তকিউদ্দীনের বাহিনীকে বিক্ষিপ্ত করে তাদের কেন্দ্রীয় কমান্ড থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিল। তাতে ইসলামি বাহিনীর অনেক ক্ষতি সাধিত হয়েছিল। অগ্রযাত্রার আশা তো শেষ হয়েই গিয়েছিল। এমনকি পিছপা হওয়াও সম্ভব ছিল না। বহু সৈন্য বন্দিত্ব বরণ করেছিল। তাদের মধ্যে তকিউদ্দীনের দু-তিনজন নায়েব, সালার এবং কমান্ডারও ছিলেন।

এই বন্দিদের মধ্যে মিসরি ও বাগদাদিদের সংখ্যা ছিল বেশি। কয়েকজন সুদানি মুসলমানও ছিল। শেষে সুলতান আইউবি তাঁর সামরিক দক্ষতা এবং অস্বাভাবিক বিচক্ষণতার বলে তকিউদ্দীনের বিক্ষিপ্ত সৈন্যদের সুদান থেকে বের করে এনেছিলেন। তারপর তিনি এই বার্তাসহ সুদানিদের কাছে দূত পাঠিয়েছেন যে, আমার যুদ্ধবন্দিদের মুক্তি দিয়ে দাও।

সুদানিরা সুলতান আইউবির আবেদন প্রত্যাখ্যান করেছিল। কারণ, তার কাছে তাদের কোনো বন্দি ছিল না। তারা বন্দিদের বিনিময়ে মিসরের কিছু ভূখণ্ড দাবি করেছিল। সুলতান আইউবি জবাব দিলেন– 'তোমরা আমাকে ও আমার সন্তানদের ফাঁসি দিয়ে দাও। তবু আমি সালতানাতে ইসলামিয়ার এক ইঞ্চি

মাটিও তোমাদের দেব না। আমার সৈনিকরা আত্মমর্যাদাসম্পন্ন মুসলমান। তারা জাতির ইজ্জতের জন্য জীবন কুরবান করতে জানে।'

তারপর সুদান সরকার হাবশিদের দ্বারা মিসর আক্রমণ করাল। এই আক্রমণ-অভিযানে অংশগ্রহণকারী একজন হাবশিও সুদান ফিরে যেতে পারেনি। যারা জীবিত ছিল, তাদের কারাগারে নিক্ষেপ করা হলো। আশা ছিল, সুদানিরা বন্দিদের মুক্তির দাবি জানাবে। কিন্তু তারা কোনো দূত পাঠায়নি। তারা হাবশিদের ধোঁকা দিয়ে মিসর এনেছিল। এরা তাদের নিয়মিত সৈনিক ছিল না। সুলতান আইউবি এই হাবশি কয়েদিদের তার সেনাবাহিনীর শ্রমিক বানিয়ে নিলেন। তাদের দ্বারা মাটি খনন, বোঝা বহন এবং এ-জাতীয় অন্যান্য কাজ নেওয়া হতো।

সুদানিরা সুলতান আইউবির সৈন্যদের মুক্তি না দেওয়ার মূল কারণ ছিল, তারা তাদের সুদানি ফৌজে যোগ দিতে উদ্বুদ্ধ করছিল। সুদানিদের নিকট খ্রিস্টান উপদেষ্টা ছিল। তারাই সুলতান আইউবির বিরুদ্ধেতাদের ব্যবহার করছিল। মিসরি সৈন্যদের ফুঁসলিয়ে সুদানি বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়ার পরিকল্পনাও তাদেরই শেখানো ছিল। তারা কতজন মিসরি সৈনিককে এভাবে দলে ভেড়াতে সক্ষম হয়েছিল, ইতিহাস তার সংখ্যা জানাতে অপারগ। তবে সুদানিদের প্রতি ভালবাসার অস্ত্র যাকেই ঘায়েল করতে ব্যর্থ হয়েছিল, তাকেই অত্যন্ত নির্দয় ও নির্মম নির্যাতনের মাধ্যমে হত্যা করেছিল।

এই কয়েদিদের মধ্যে ইসহাক নামক এক সেনাকর্মকর্তা ছিলেন, যিনি সুলতান আইউবির কোনো এক সেনা-ইউনিটের কমান্ডার ছিলেন। তিনি ছিলেন সুদানের অধিবাসী। যৌবনেই মিসরি বাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন। সুদানের এক পাহাড়ি এলাকায় কিছু মুসলমানের বাস ছিল, যাদের সংখ্যা চার থেকে পাঁচ হাজারের মধ্যে ছিল। তাদের বিভিন্ন গোত্র ছিল। কিন্তু ইসলাম তাদের মাঝে ঐক্য সৃষ্টি করে রেখেছিল। সব কটি গোত্রের কমান্ডারদের একটি পঞ্চায়েত ছিল। সকল গোত্রের সব মানুষ এই পঞ্চায়েতের আইন ও সিদ্ধান্ত মেনে চলত। তারা মিসরি ফৌজে ভর্তি হতো এবং সুদানি ফৌজকে এড়িয়ে চলত। তারা ছিল যোদ্ধা ও সাহসী। তিরন্দাজিতে অভিজ্ঞ ছিল তারা। সুদানি ফৌজ ও সরকার প্রলোভন দেখিয়ে এবং আক্রমণ করে নিঃশেষ করে দেওয়ার হুমকি দিয়েও তাদের ঘায়েল করতে পারেনি। কিন্তু ঈমানি শক্তির পাশাপাশি তাদের একটি সহায়ক শক্তি ছিল পাহাড়। সুদানিরা তাদের উপর দুবার আক্রমণ করেছিল। কিন্তু তিরন্দাজরা পাহাড়ের চূড়া থেকে তির বর্ষণ করে তাদের প্রতিহত ও পরাজিত করেছিল।

তকিউদ্দীনের সামরিক পদস্খলনের কারণে সুদানিদের হাতে বহুসংখ্যক মিসরি সৈন্য বন্দি হয়েছিল। ইসহাক তাদের একজন। নিজ গোত্রসমূহের উপর তার ব্যাপক প্রভাব ছিল। বন্দি হওয়ার পর সুদানিরা তাকে প্রস্তাব করে, তুমি তোমার মুসলিম গোত্রগুলোকে সুদানি ফৌজে যোগ দিতে সম্মত কর; তা হলে

www.pathagar.com

তোমাকে শুধু মুক্তিই দেওয়া হবে না, বরং যে-পাহাড়ি অঞ্চলগুলোর অধিবাসীরা মুসলমান, সেই সবগুলো অঞ্চল নিয়ে একটি আলাদা রাজ্য গঠন করে তোমাকে তার গভর্নর বা রাজা নিযুক্ত করা হবে ।

'আমি আগে থেকেই সেই রাজ্যের রাজা' – ইসহাক উত্তর দিলেন – 'এটি আমাদের স্বাধীন রাজ্য ।'

'ওটা সুদানের ভূখণ্ড' – তাকে বলা হলো – 'একদিন আমরা সেখানকার লোকদের বন্দি করে ফেলব কিংবা ধ্বংস করে দেব ।'

'আগে তোমরা এলাকাটা দখল করো' – ইসহাক বললেন – 'সেখানকার মুসলমানদের আগে নিরস্ত্র করো। তাদের তোমরা তোমাদের ফৌজে শামিল করতে পারবে না। ওই এলাকায় তোমাদের পতাকা নিয়ে দেখাও। তারপর দেখো, তারা তোমাদের ফৌজে শামিল হয় কিনা ।'

ইসহাককে কারাগারে রাখার পরিবর্তে একটি সুরম্য কক্ষে রাখা হলো, যেটি কোনো এক রাজপুত্রের মহল বলে মনে হলো। এক সুদানি সালার তাকে উক্ত কক্ষে প্রবেশ করিয়ে নিজের তরবারিটা উভয় হাতে নিয়ে হাঁটু গেড়ে তাঁর সম্মুখে বসে তরবারিটা তার সমীপে পেশ করে বললেন– 'আপনি আমাদের বন্দি নন – অতিথি ।'

'আমি এই তলোয়ার গ্রহণ করব না' – ইসহাক বললেন – 'আমি অতিথি নই – বন্দি। আমি পরাজিত। আপনার থেকে আমি তরবারি সেভাবেই নেব, যেভাবে আপনি আমার থেকে নিয়েছেন। তরবারি তরবারির জোরে নেওয়া হয় ।'

'কিন্তু আপনি আমাদের শত্রু নন ।' সুদানি সালার বললেন ।

'আমি আপনার শত্রু' – ইসহাক মুচকি হেসে বললেন – 'তরবারির বিনিময় এমন সুরম্য কক্ষে হয় না – হয় যুদ্ধের ময়দানে। তবে আমি আপনার কৃতজ্ঞতা আদায় করছি যে, আপনি আমাকে এতটুকু সম্মান দেখালেন ।'

'আমরা আপনাকে আরও বেশি সম্মান করব' – সালার বললেন – 'আপনার সিংহাসন খার্তুমের সিংহাসনের অনুরূপ হবে ।'

'আর কেয়ামতের দিন আমার মসনদ থাকবে জাহান্নামের অতল তলে ।' ইসহাক বললেন ।

'আমি দুনিয়ার কথা বলছি ।'

'কিন্তু মুসলমান কথা বলে আখেরাতের' – ইসহাক বললেন – 'যাহোক, বলুন আপনার পর আর কে আসবেন এবং কী উপহার নিয়ে আসবেন?'

'যে আসে আসুক' – সালার মুচকি হেসে বললেন – 'আমিও সৈনিক, আপনিও সৈনিক। আমি আপনার সৈনিকসুলভ কীর্তির মূল্যায়ন করতে এসেছিলাম; কিন্তু আপনি আমার মনটা ভেঙে দিলেন ।'

'আপনি আমার সৈনিকসুলভ কীর্তি দেখলেন কখন?' – ইসহাক বললেন – 'আমি তো যুদ্ধ করার সুযোগই পেলাম না। আমার সেনাদল মরুভূমির এমন

www.pathagar.com

একস্থানে গিয়ে উপনীত হলো, যেখানে পানির কোনো চিহ্ন ছিল না। তিন-চার দিনেই মরুভূমি আমার পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈনিক এবং ঘোড়াগুলোকে কঙ্কালে পরিণত করে ফেলল। তারা জিহ্বা বের করে পানির অনুসন্ধান করতে শুরু করল। এই অবস্থায় আপনার একটা বাহিনী আমাদের উপর হামলা করে বসল এবং আমরা ধরা পড়ে গেলাম। মরুভূমি আমাদের পরাজিত করেছে। আপনি আমার তরবারির পরাকাষ্ঠা কোথায় দেখলেন যে, আমাকে কৃতিত্বের পুরস্কার দিতে এসেছেন?'

'আমাকে অবহিত করা হয়েছে, আপনি বীরযোদ্ধা।' সালার বললেন।

'শোনা কথায় বিশ্বাস করতে নেই' – ইসহাক বললেন – 'কাল সকালে আমাকে একটা তলোয়ার দেবেন। আপনিও একটা নেবেন। তারপর আপনার আর আমার মোকাবেলা হবে। তখন আশা করি, আমি আপনার তরবারি গ্রহণ করে নেব। কিন্তু সে-সময়ে আপনি জীবিত থাকবেন না।'

সালার আরও কী যেন বলতে ইচ্ছা করলেন। কিন্তু তাকে থামিয়ে দিয়ে ইসহাক বললেন– 'মন দিয়ে শোনো সম্মানিত সালার, কাল তোমরা আমাকে যে-কয়েদখানায় নিক্ষেপ করবে, আজই তা করে ফেলো। তোমার এই সুদর্শন কয়েদখানায় মাতাল হয়ে আমি ঈমান বিক্রি করব না।'

'কয়েদখানার নোংরা পরিবেশের পরিবর্তে আপনি এই হৃদয়কাড়া পরিবেশেই ভালোভাবে চিন্তা করতে পারবেন' – সালার বলল – 'আমি আশা করি, আপনার সম্মুখে যে-প্রস্তাব পেশ করা হয়েছে, আপনি তা ভেবে দেখবেন। একজন সৈনিক ভাই মনে করে আমার এই পরামর্শটা মেনে নিন যে, নিজের ভবিষ্যৎটা অন্ধকার করবেন না। খোদা আপনার ভাগ্যে রাজত্ব লিখে রেখেছেন। সুযোগটা নষ্ট করবেন না।'

'আমার আল্লাহ আমার ভাগ্যে যা-কিছু লিখে রেখেছেন, আমি তা ভালোভাবে জানি' – ইসহাক বললেন – 'আর তোমার খোদা কী লিখে রেখেছেন, তাও জানি। তুমি চলে যাও, আমাকে ভাবতে দাও।'

সালার চলে গেলেন। কিছুক্ষণ পর খাবার এসে হাজির হলো। খাবার নিয়ে এসেছে তিনটা মেয়ে – অর্ধনগ্না অতিশয় রূপসী যুবতী মেয়ে। নানা রকম উন্নতমানের খাবার, যা ইসহাক কখনও স্বপ্নেও দেখেননি। সঙ্গে সুদর্শন সোরাহিতে মদ। ইসহাক তাঁর প্রয়োজন অনুপাতে আহার করে পানি পান করলেন। দস্তরখান তুলে নেওয়া হলো। দুটা মেয়ে চলে গেল। একটা তার কাছে থেকে গেল। ইসহাক মেয়েটার প্রতি তাকাল। মেয়েটা অবজ্ঞামিশ্রিত মুচকি একটা হাসি দিল।

'আপনার কি আমাকে ভালো লাগছে না?' মেয়েটা জিজ্ঞেস করল।

'তোমার মতো কুৎসিত মেয়ে আমি াজীবনে এ-ই প্রথম দেখলাম।' ইসহাক বললেন।

www.pathagar.com

মেয়েটার চেহারার রং বদলে গেল। সে তো অত্যন্ত রূপসী মেয়ে।

ইসহাক তার বিস্ময় বুঝতে পেরে বললেন– 'রূপ থাকে লাজে। নারী যদি উলঙ্গ হয়ে যায়, তা হলে তার আকর্ষণ শেষ হয়ে যায়। উলঙ্গপনা তোমার জাদুময়তা নষ্ট করে দিয়েছে। আমি এখন আর তোমার মুঠোয় যাব না।'

'আমাকে দেখেও কি আপনি আমার প্রয়োজন অনুভব করছেন না।' মেয়েটা বলল।

'আমার দেহের তোমার কোনোই প্রয়োজন নেই' – ইসহাক বললেন – 'আমার আত্মার একটি প্রয়োজন আছে, যা তুমি পূরণ করতে পারবে না। তুমি চলে যাও।'

'আমার প্রতি নির্দেশ আছে, আমি আপনার কাছে থাকব' – যুবতী বলল – 'ব্যত্যয় করলে শাস্তিস্বরূপ আমাকে হাবশিদের হাতে তুলে দেওয়া হবে।'

'দেখো মেয়ে' – ইসহাক বললেন – 'আমি মুসলমান। আমার চিন্তাধারা ও চরিত্র তোমার চেয়ে ভিন্ন। আমার ধর্ম আমাকে বেগানা মেয়েকে সঙ্গে রাখার অনুমতি দেয় না। আমি তোমাকে আমার এই কক্ষে রাখতে পারি না। যদি তুমি এই কক্ষে রাত কাটানোর আদেশ নিয়ে এসে থাক, তা হলে তুমি থাকো, আমি বাইরে গিয়ে ঘুমাই।'

'আমার জন্য এটাও অপরাধ বলে বিবেচিত হবে' – মেয়েটা বলল – 'আপনি আমাকে এই কক্ষে থাকতে দিন। আমার প্রতি দয়া করুন।'

মেয়েটা বুঝে ফেলেছে, লোকটি পাথর। তাই সে ইসহাকের নিকট অনুনয়-বিনয় শুরু করল।

'তোমার কাজ কী?' – ইসহাক জিজ্ঞেস করলেন – 'তোমাকে আমার কাছে কী উদ্দেশ্যে পাঠানো হয়েছে? যদি বল, তা হলে থাকতে দেব।'

'আমার কাজ হলো আপনার মতো পুরষদের মোমের মতো গলিয়ে ফেলা' – মেয়েটা উত্তর দিল – 'আপনিই প্রথম পুরুষ, যিনি আমাকে প্রত্যাখ্যান করলেন। আমি বহু ধর্মীয় কর্ণধারকে আমার অনুরক্ত বানিয়েছি এবং তাদেরকে সুদানের ছাঁচে ঢেলে নিজেদের মতো করে প্রস্তুত করেছি।' মেয়েটা জিজ্ঞেস করল – 'আচ্ছা, সত্যিই কি আপনি আমাকে কুৎসিত ভেবেছেন, নাকি ঠাট্টা করলেন?'

'তোমরা যাকে সুগন্ধি বল, আমার কাছে তা দুর্গন্ধ' – ইসহাক বললেন – 'আমার দৃষ্টিতে তুমি বাস্তবিকই কুৎসিত। যাহোক, তুমি যেখানে ইচ্ছা শুয়ে পড়ো। আচ্ছা, তুমি খাটে শোও, আমি মেঝেতে শোব।

মেয়েটা মেঝেতে শুয়ে পড়ল।

'তোমার নাম কী?' ইসহাক জিজ্ঞেস করলেন।

'আশি।'

'আর ধর্ম?'

'আমার কোনো ধর্ম নেই।'

www.pathagar.com

'তোমার পিতামাতা কোথায় থাকেন?'

'জানি না।'

ঘুমে ইসহাকের দু-চোখের পাতা বুজে এল। অল্পক্ষণ পরই তিনি গড়গড় করে নাক ডাকতে শুরু করলেন।

◆◆◆

'আপনারা এমন এক ব্যক্তির পেছনে সময় নষ্ট করছেন' – আশি বলল। তার সম্মুখে সুদানি ফৌজের পদস্থ অফিসারগণ উপবিষ্ট – 'তার মধ্যে চেতনা বলতে কোনো বস্তু নেই। আমি কত কঠিন পাথরকে মোমের মতো গলিয়ে দিয়েছি, আপনারা তা জানেন। কিন্তু এর মতো মানুষ আমি আর দেখিনি।'

'বোধ হয় তুমি কোনো ক্রটি করেছ।' এক অফিসার বলল।

মেয়েটা ইসহাককে জালে আটকাতে যা-যা করেছে, যতসব ফাঁদ-ফন্দি অবলম্বন করেছে, তার সবিস্তার বিবরণ দিয়ে বলল– 'আমি যত যা কিছু করেছি, তিনি হেসে উড়িয়ে দিয়ে আমার প্রতি নিশ্চুপ তাকিয়ে থাকলেন আর কিছুক্ষণ পর ঘুমিয়ে পড়লেন।'

সুদানি কর্মকর্তাগণ চার-পাঁচদিন পর্যন্ত ইসহাককে তাদের মতে আনার চেষ্টা চালাতে থাকল। তাঁর মানসিকতা পরিবর্তনের কোনো পন্থাই তারা বাদ রাখল না। কিন্তু ইসহাকের একটা-ই কথা– আমি মিসরি ফৌজের একটি ইউনিটের কমান্ডার, আমি মুসলমান, আমি একজন বন্দি।

অবশেষে তাকে মহল থেকে বের করে কারাগারে নিয়ে একটা সংকীর্ণ প্রকোষ্ঠে আটকে রাখা হলো। কক্ষের ছিদ্রযুক্ত দরজা তালাবদ্ধ করে রাখা হলো। কক্ষটা এতই দুর্গন্ধময় যে, ইসহাকের মস্তিষ্ক বিগড়ে যাওয়ার উপক্রম হলো।

রাতের বেলা। কক্ষটা অন্ধকার। এক সৈনিক একটা বাতি নিয়ে এসে দরজার ছিদ্র দিয়ে ইসহাকের হাতে দিল। ইসহাক বাতিটা মেঝেতে রেখে দিলেন। বাতির আলোতে তিনি কক্ষে একটা পঁচা-গলা লাশ দেখতে পেলেন। লাশের মুখটা উন্মুক্ত। চোখও খোলা। ইসহাক সৈনিককে ডাক দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন– 'এটা কার লাশ?'

'তোমার কোনো এক বন্ধুর' – সৈনিক উত্তর দিল – 'কোনো এক মিসরির। যুদ্ধে ধরা পড়েছিল। লোকটাকে অনেক নির্যাতন করে খুন করা হয়েছে। পাঁচ-ছয় দিন আগে এই কক্ষে মারা গেছে।'

'তা লাশটা এখানে পড়ে আছে কেন?' ইসহাক জিজ্ঞেস করলেন।

'তোমার জন্য' – সৈনিক অবজ্ঞার সুরে বলল – 'তাকে তুলে নেওয়া হলে তুমি একা হয়ে যাবে তাই।'

সৈনিক হি-হি করে একটা অট্টহাসি হেসে চলে গেল।

ইসহাক বাতিটা উপরে তুলে ধরে লাশটা নিরীক্ষা করলেন। পোশাক দেখে বুঝে ফেললেন, লোকটা মিসরি ফৌজেরই সদস্য।

www.pathagar.com

ইসহাক কক্ষে প্রবেশ করার পর উৎকট যে-দুর্গন্ধ অনুভব করেছিলেন, তা উবে গেল। তিনি গলিত লাশের মুখমণ্ডলে হাত বুলিয়ে বললেন– 'তোমার দেহ নিঃশেষ হয়ে যাবে। কিন্তু তোমার আত্মা সতেজ থাকবে। তুমি আল্লাহর পথে জীবন দিয়েছ। তুমি আমার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তুমি জীবিত আছ এবং জীবিতই থাকবে। সৈনিক ঠিকই বলেছে যে, তুমি না থাকলে আমি নিঃসঙ্গ হতাম।'

ইসহাক দীর্ঘক্ষণ সঙ্গীর লাশের সঙ্গে কথা বললেন। তারপর তার পাশে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। ভোরে ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে তিনি দেখলেন, সেই সুদানি সালার দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি বললেন– 'কিছুর প্রয়োজন হলে বলুন; এনে দিই।'

'আমি তোমার উদ্দেশ্য বুঝি' – ইসহাক বললেন – 'আমি পরাজিত। তুমি আমাকে তিরস্কার করতে পার। তবে সত্যিই যদি তুমি আমার প্রয়োজন পূরণ করতে আগ্রহী হও, তা হলে নিশ্চয়ই রণাঙ্গন থেকে তোমরা মিসরের পতাকা কুড়িয়ে পেয়ে থাকবে। আমাকে একটা পতাকা এনে দাও; লাশটা একটু ঢেকে রাখি।'

সালার অট্টহাসি হেসে বললেন– 'আমরা তোমাদের পতাকা বুকে জড়িয়ে রেখেছি নাকি? মিসরের পতাকায় হাত লাগানোকেও আমরা অপমান জ্ঞান করি।' তিনি সিপাহীকে বললেন– 'একে এখান থেকে বের করে নিচে নিয়ে যাও; লাশটা এখানেই পড়ে থাকুক।'

ইসহাককে কয়েদখানার পাতালকক্ষে নিয়ে যাওয়া হলো। এখানে অসহনীয় উৎকট দুর্গন্ধ। ইসহাক বুঝে ফেললেন, এখানেও লাশ আছে – অনেকগুলো লাশ। সুদানি সালার আগে-আগে হাঁটছেন। একস্থানে ছয়-সাতজন মিসরি উলটোমুখো ঝুলে আছে। তাদের বাহুর সঙ্গে পাথর বাঁধা। একধারে এক ব্যক্তিকে বড় একটা ক্রুশের সঙ্গে এমনভাবে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে যে, তার দু-হাতের তালুতে একটা করে পেরেক গাঁথা। ফিনকি দিয়ে রক্ত ঝরছে।

এখানে আটক শত্রুসেনাদের কীরূপ নির্যাতন-নিপীড়ন করা হচ্ছে, এই পাতালকক্ষে ঘুরিয়ে ইসহাককে তার দৃশ্য দেখানো হলো। স্থানে-স্থানে ছোপ-ছোপ রক্ত। কোনো-কোনো বন্দি বমি করছে। কয়েকজন অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে আছে। নির্যাতনের সবগুলো ধরন প্রদর্শন করিয়ে সুদানি সালার ইসহাককে জিজ্ঞেস করেন– 'এবার বলো কোন পন্থাটা তোমার পছন্দ হয়। তবে নির্যাতন-নিপীড়ন ছাড়াই যদি তুমি আমাদের কথা মেনে নাও, তা হলে তোমারই জন্য তা কল্যাণকর হবে।'

'তোমাদের যেমন খুশি আমার উপর নিপীড়ন চালাও। আমাকে যেখানে খুশি নিয়ে যাও। আমি আমার দীন ও জাতির সঙ্গে বেঈমানি করতে পারব না।' ইসহাক বললেন।

'তোমাকে দিয়ে আমরা কী করাতে চাই, আমি পুনরায় তোমাকে বলে দিচ্ছি' – সালার বললেন – 'তোমাকে বলা হয়েছিল, সব কটি মুসলিম কবিলাকে সুদানি

www.pathagar.com

বাহিনীতে নিয়ে আসবে। বিনিময়ে তোমাকে মুক্তিও দেওয়া হবে এবং মুসলিম গোত্রসমূহের শাসকও বানানো হবে। কিন্তু সেই সুযোগ তুমি হারিয়ে ফেলেছ। এবার প্রস্তাব হলো, আমাদের মতে একমত হয়ে যাও, বিনিময়ে তোমাকে নিপীড়ন থেকে রেহাই দেওয়া হবে এবং সুদানি ফৌজের সম্মানজনক একটি পদ দেওয়া হবে।'

'আমার কোনো পদের প্রয়োজন নেই। তোমরা আমার সঙ্গে যেমন খুশি আচরণ করো।' ইসহাক বললেন।

ইসহাকের নিপীড়নের পালা শুরু হলো। পায়ে শিকল পরিয়ে পাদুটো ছাদের সঙ্গে বেঁধে উলটো করে ঝুলিয়ে রাখা হলো। তারপর সালার সিপাহীদের বললেন– 'একে সন্ধ্যা পর্যন্ত এভাবে থাকতে দাও। সন্ধ্যার সময় লাশের কক্ষে ফেলে এসো। আশা করি, এতটুকুতেই লোকটার মস্তিষ্ক পরিষ্কার হয়ে যাবে।'

♦ ♦ ♦

সন্ধ্যানাগাদ ইসহাক সংজ্ঞা হারিয়ে ফেললেন। পরে যখন জ্ঞান ফিরে পেলেন, তখন তিনি মিসরি সহকর্মীর লাশের নিকট পড়ে আছেন। কক্ষের এককোণে সামান্য পানি আর কিছু খাবার রাখা ছিল। ইসহাক পানিটুকু পান করলেন এবং খাবারটুকু খেলেন। তিনি লাশটাকে উদ্দেশ করে বললেন– 'আমি তোমার আত্মার সঙ্গে প্রতারণা করব না। শীঘ্রই আমি তোমার কাছে চলে আসছি।'

কথা বলতে-বলতে ইসহাকের দুচোখ বুজে এল। ইসহাক ঘুমিয়ে পড়লেন।

মধ্যরাতে তাকে ঘুম থেকে জাগিয়ে একটা চাক্কির সঙ্গে বাঁধা হলো। সুদানি সালার উপস্থিত আছেন। বললেন– 'হাজার-হাজার মুসলমান আমাদের সঙ্গে আছে। তুমি বোধহয় পাগল হয়ে গেছ। তুমি ইসলামের জন্য ত্যাগ দিচ্ছ; অথচ সালাহুদ্দীন আইউবি নিজের রাজত্ব বিস্তারের লক্ষ্যে তোমার মতো নির্বোধদের মৃত্যুর হাতে তুলে দিচ্ছে। লোকটা মদও পান করে, নারীও ভোগ করে। আর তোমরা কিনা তার নামে জীবন উৎসর্গ করছ।'

'সেনাপতি মহোদয়!' – ইসহাক বললেন – 'তোমাকে আমার ধর্ম ও সুলতানের বিরুদ্ধে মিথ্যা বলা থেকে বিরত রাখার সাধ্য আমার নেই। আর তুমিও আমাকে আমার ধর্ম ও রাজ্যের জন্য জান কুরবান দেওয়া থেকে ফিরিয়ে রাখতে পারবে না। আমার জাতির কোনো গোত্রের একজন মুসলমানও তোমার ফৌজে যোগ দেবে না। মুসলমান মুসলমানের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে না।'

'তুমি সম্ভবত জান না, আরবে মুসলমান মুসলমানের রক্ত ঝরাচ্ছে' – সালার বললেন – 'খ্রিস্টানরা ফিলিস্তিনে বসে-বসে তামাশা দেখছে। সকল মুসলিম আমির ও শাসকগণ সালাহুদ্দীন আইউবির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে।'

'তারা হয়ত করেছে' – ইসহাক বললেন – 'কিন্তু আমি করব না। যারা ইসলাম ও ইসলামি সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে, তারা এ-জগতেও

www.pathagar.com

ভুগবে, পরজগতেও ভুগবে। তুমি সময় নষ্ট করো না। আমার সঙ্গে যা-কিছু করতে চাও করে ফেলো। তারপর আরেকজন সুদানি মুসলমানকে ধরে আনো। তার দ্বারা তোমার কাজ হতে পারে।'

'আমরা জানতে পেরেছি, তুমি শুধু একটা ইশারা দিলেই সমস্ত মুসলমান আমাদের সঙ্গে চলে আসবে' – সালার বললেন – 'তোমার দ্বারা একাজ আমরা বিনামূল্যে করাতে চাই না। আমরা তোমার ভাগ্য বদলে দেব।'

'আমি শেষবারের মতো বলছি, আমি আমার জাতিকে বিক্রি করব না।' ইসহাক তাঁর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিলেন।

ইসহাক চাক্কির সঙ্গে বাঁধা। লম্বা যে-খুঁটিটা ধাক্কা দিলে চাক্কি নড়তে শুরু করে, তিন-চারজন হাবশি তার সন্নিকটে দণ্ডায়মান। সুদানি সালারের ইঙ্গিত পেয়ে তারা খুঁটিটা ধাক্কা দিয়ে একপা সম্মুখে সরিয়ে দিল। চাক্কি ধীরে-ধীরে চলতে শুরু করল। ইসহাকের দেহটা একবার উপরে একবার নিচে উঠানামা করতে থাকল। তাঁর বাহুদ্বয় কাঁধ থেকে আর পদদ্বয় হাঁটু থেকে ছিঁড়ে যাওয়ার উপক্রম হলো। শরীর থেকে তাঁর এমন ধারায় ঘাম ঝরতে শুরু করল, যেন কেউ উপর থেকে পানি ঢেলে দিয়েছে।

'এবার ভেবে-চিন্তে জবাব দাও।' ইসহাকের কানে সুদানি সালারের কণ্ঠ ভেসে এল।

'আমি ঈমান বিক্রি করব না।' ইসহাক ক্ষীণ কণ্ঠে জবাব দিলেন।

চাক্কিটা আরও সম্মুখে টেনে নেওয়া হলো। ইসহাকের গায়ের চামড়া ছিলে যেতে শুরু করেছে।

'এখনও সময় আছে; উত্তর দাও।'

'তোমরা আমাকে মেরে ফেলো। আমার নিষ্প্রাণ দেহটাও একই উত্তর দেবে – আমি ঈমান বিক্রি করব না।' ইসহাক অনেক কষ্টে উত্তর দিলেন।

'একে কিছুক্ষণ এভাবে থাকতে দাও' – সালার আদেশ করলেন – 'তারপর ঠিকই প্রস্তাব মেনে নেবে।'

ইসহাক কুরআন পড়তে শুরু করলেন। সালার চলে গেল। তাঁর দেহের জোড়াগুলো যেন খুলে যাচ্ছে। চামড়াগুলো ছিলে যাচ্ছে। মুখটা আকাশের দিকে। তিনি কল্পনায় মহান আল্লাহকে সম্মুখে দেখতে পাচ্ছেন। বললেন– 'ইয়া আল্লাহ, আমি গুনাহগার। তুমি আমাকে আরও শাস্তি দাও। আমি যদি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকি, তা হলে আমাকে তুমি সাজা দাও। তোমার সামনে আমি লজ্জিত হতে চাই না।'

তারপর চোখ বুজে পুনরায় কুরআন তিলাওয়াত আরম্ভ করলেন।

'তুমি চিৎকার করছ না কেন?' – ইসহাকের পার্শ্বে দণ্ডায়মান সিপাই বলল – 'তুমি উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করো; তাতে তোমার কষ্ট কিছুটা লাঘব হবে।'

'আমার কোনো কষ্ট হচ্ছে না' – ইসহাক বললেন – 'চাক্কিটা আরও সামনের দিকে ঠেলে দাও।'

www.pathagar.com

কয়েদখানার হিংস্র প্রকৃতির এই সিপাই হাবশিদের বলল – 'চাক্কি আরও চালাও।' হাবশিদের ধাক্কা খেয়ে চাক্কি আরও সম্মুখে চলে গেল। ইসহাকের শরীরটা মটমট করে শব্দ করে উঠল। শুনে অপর এক সিপাই ছুটে এল। এসে সঙ্গীকে বলল– 'তোমাকে কে চাক্কি চালাতে বলেছে? লোকটা তো মরে যাবে। একে আরও কিছু সময় বাঁচিয়ে রাখতে হবে তো!'

চাক্কি সামান্য নিচু করে দেওয়া হলো।

'লোকটা বলছে, তার নাকি কোনো কষ্ট হচ্ছে না।' সিপাই তার সঙ্গীকে বলল।

'তোমার বোধ-টোধ নেই নাকি?' – সিপাই বিস্মিত হয়ে ইসহাককে জিজ্ঞেস করল – 'এ তুমি কী বলছ?'

'অবচেতন মনে বলছে' – অপর সিপাই বলল – 'চাক্কিটা তুমি যে-পর্যন্ত ঠেলে নিয়ে গেছ, সে-পর্যন্ত গেলে মানুষ মরে যায়। লোকটার চেতন থাকতে পারে না।'

আমার হুঁশ-জ্ঞান সবই ঠিক আছে বন্ধুরা!' – ক্ষীণ কণ্ঠে ইসহাক বললেন – 'আমি আমার প্রভুর সঙ্গে কথা বলছি।'

সিপাহীদ্বয় বিস্ময়ের সঙ্গে পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল। একজন বলল– 'লোকটাকে তো অতটা শক্তিশালী মনে হচ্ছে না। এমন পরিস্থিতিতে তো মহিষের মতো হাবশিরাও জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। লোকটা বোধ হয় আলেম হবে। তার সঙ্গে আল্লাহর শক্তি আছে।'

'হ্যাঁ; তোমরা ঠিকই বলেছ' – ইসহাক বললেন – 'আমার কাছে আল্লাহর শক্তি আছে। আমি তাঁর কালাম পাঠ করছি। তোমরা চাক্কি পুরোপুরি চালিয়ে দেখো, আমার দেহটা দুই ভাগ হয়ে যাবে এবং উভয় অংশ থেকে এ-আওয়াজই শুনতে পাবে, যা এই মুহূর্তে শুনতে পাচ্ছ।'

সিপাই মুসলমান নয়। সুস্থ কোনো আদর্শ তার নেই। কুসংস্কারই তার ধর্ম। পীর-ফকির, পাগল-দেওয়ানারা তার খোদা। মূর্তিপূজাও করে সে। এই চাক্কির মর্ম ভালোভাবে বোঝে। ইতিপূর্বে সে দেখেছে, এই চাক্কির সঙ্গে বাঁধা মানুষটা তার সামান্য আন্দোলনেই চিৎকার করে উঠত এবং সবকিছু মেনে নিত। চাক্কির আন্দোলন একটু বাড়িয়ে দিলে অজ্ঞান হয়ে যেত এবং কিছুক্ষণ পর মরে যেত। কিন্তু ইসহাক চাক্কির সর্বশেষ কার্যকারিতা পর্যন্ত বেঁচে রইল এবং সচেতন রইল। তাতে সিপাই বুঝে ফেলল, এই লোকটি কোনো সাধারণ মানুষ নন।

'তুমি কি আকাশের অবস্থা জান?' এক সিপাই জিজ্ঞেস করল।

'আমার আল্লাহ জানেন।' ইসহাক জবাব দিলেন।

'তোমার আল্লাহ কোথায়?' সিপাই জিজ্ঞেস করল।

'আমার অন্তরে' – ইসহাক জবাব দিলেন – 'এত নির্যাতনের পরও তিনি আমাকে যন্ত্রণা থেকে রক্ষা করছেন। আমার কোনোই কষ্ট হচ্ছে না।'

www.pathagar.com

'আমি গরিব মানুষ' – এক সিপাই বলল – 'এখানে তোমার মতো মানুষদের হাড় ভেঙে স্ত্রী-সন্তানদের রুটি-রুজির ব্যবস্থা করি। তুমি আমার অবস্থার পরিবর্তন করে দিতে পার কি?'

'বাইরে গিয়ে' – ইসহাক বললেন – 'আমি যা-কিছু পাঠ করছি, তোমাকে শিখিয়ে দেব; তোমার কিসমত বদলে যাবে।'

'আমরা চাটি নিচু করে দিচ্ছি' – এক সিপাই বলল – 'সালারকে আসতে দেখলে আবার তুলে দেব।'

'না' – ইসহাক বলল – 'আমি তোমাকে এই খেয়ানত করতে দেব না। এটাই আমার শক্তি। একেই আমরা ঈমান বলি।'

'আমরা তোমাকে সাহায্য করব' – এক সিপাই বলল – 'তুমি যখন যা বলবে, তা-ই করে দেব। সম্ভব হলে তোমাকে কয়েদখানা থেকে বের হতে সাহায্য করব।'

◆◆◆

সালার এসে পড়েছেন।

'কী ব্যাপার, এখনও তোমার জ্ঞান ঠিক আছে?' বিস্ময়ের সুরে সালার জিজ্ঞেস করলেন।

'আমার আল্লাহ আমার হুঁশ-জ্ঞান ঠিক রেখেছেন।' ইসহাক জবাব দিলেন।

সালারের ইঙ্গিতে চাক্কিটা আরও সম্মুখে চালানো হলো। ইসহাক স্পষ্ট অনুভব করলেন, তাঁর দেহটা দুই টুকরা হয়ে আলাদা হয়ে গেছে এবং তাঁর জীবনের শেষ মুহূর্ত এসে পড়েছে। তিনি কোঁকাতে-কোঁকাতে আবারও উচ্চৈঃস্বরে কালামে পাক তিলাওয়াত শুরু করলেন। চাক্কি আরও সম্মুখে এগিয়ে নেওয়া হলো। ইসহাকের দেহ থেকে মটমট শব্দ শোনা গেল, যেন তার হাঁড়গুলো ভেঙে যাচ্ছে।

'এই ভেবে খুশি হয়ো না যে, আমরা তোমাকে জীবনে মেরে ফেলব' – সুদানি সালার বললেন – 'তুমি জীবিত থাকবে এবং তোমার সঙ্গে প্রতিদিন এরূপ আচরণ হতেই থাকবে। মেরে ফেলে আমরা তোমাকে নিপীড়ন থেকে মুক্তি দেব না।'

ইসহাক কোনো জবাব দিলেন না। তিনি তিলাওয়াত অব্যাহত রাখলেন।

সালারের ইঙ্গিতে চাক্কিটা খানিক নিচে নামিয়ে দেওয়া হলো। ফৌজের অপর এক অফিসার সালারের সঙ্গে ছিল। সালার তাকে একধারে সরিয়ে নিয়ে বললেন– 'লোকটাকে বড় কঠিনপ্রাণ মনে হচ্ছে। এত নিপীড়নের পরও অচেতন পর্যন্ত হলো না। শাস্তির মাত্রা আরও বাড়িয়ে দিলে মারা যাবে। কিন্তু লোকটাকে আরও কদিন বাঁচিয়ে রাখতে হবে। আমি অন্য একটা পন্থা ভাবছি। জানতে পেরেছি, তার চৌদ্দ-পনেরো বছর বয়সী একটা মেয়ে আছে। স্ত্রীও আছে। তাদের এই বলে এখানে নিয়ে আসব যে, ইসহাক কয়েদখানায় মৃত্যুশয্যায় শায়িত। ইচ্ছে হলে তাকে দেখে যেতে পার। আর যদি মারা যায়, তা হলে লাশটা নিয়ে যাবে।'

www.pathagar.com

'হ্যাঁ' – অফিসার বলল – 'এভাবে ধোঁকা দিয়েই আনতে হবে। অন্যথায় ওখানকার মুসলমানরা আমাদের কাউকে তাদের এলাকায় ঢুকতে দেবে না।'

'এনে তাদের উলঙ্গ করে এর সম্মুখে দাঁড় করিয়ে রাখব' – সালার বলল – 'তারপর তাকে বলব, আমাদের শর্ত মেনে নাও, অন্যথায় তোমার যুবতী মেয়ে ও স্ত্রীকে তোমার চোখের সামনে লাঞ্চিত করা হবে।'

সালারের অনুপস্থিতিতে যে-দুজন সিপাই ইসহাকের সঙ্গে কথা বলেছিল, তারা নিকটে দাঁড়িয়ে সালার ও অফিসারের কথোপকথন শুনছিল। সালার তাদের একজনকে পাঠিয়ে ফৌজের কমান্ডারকে ডেকে আনালেন। তাকে ইসহাকের গ্রামের ঠিকানা ও দিঙ্‌নির্দেশনা দিয়ে ওখানে যেতে বললেন এবং দায়িত্ব বুঝিয়ে দিলেন। তাকে বিশেষভাবে বলে দিলেন, মুসলমানদের সঙ্গে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে কথা বলবে এবং সালাহুদ্দীন আইউবির প্রশংসা করবে। অন্যথায় তারা তোমাকে জীবন নিয়ে ফিরে আসতে দেবে না।

কমান্ডার তৎক্ষণাৎ রওনা হয়ে গেল।

নিপীড়নযন্ত্র থেকে নামিয়ে ইসহাককে সেই কক্ষে নিক্ষেপ করা হলো, যেখানে একজন মিসরির গলিত লাশ পড়ে ছিল। ইসহাক মহান আল্লাহর ধ্যানে মগ্ন। এত তীব্র যন্ত্রণা সত্ত্বেও তিনি ভিতরে শান্তি অনুভব করছিলেন। তার আত্মায় কোনো ব্যথা নেই। শারীরিক ব্যথা-বেদনার প্রতি তার কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। কিন্তু তার জানা নেই, তাকে এমন এক লাঞ্ছনার মাঝে নিক্ষেপ করার আয়োজন চলছে, যা তার আত্মাকে রক্তাক্ত করে তুলবে। তিনি জানেন না, তার ষোড়শী কন্যা ও স্ত্রীকে কয়েদখানায় আনতে একব্যক্তি রওনা হয়ে গেছে।

ঘোড়ায় চড়ে ভ্রমণ করলে এখান থেকে ইসহাকের গ্রাম পুরো এক দিনের পথ। এখন ভোরবেলা। সুদানি সালার তার সঙ্গী অফিসারের সঙ্গে চলে গেছেন। কয়েদখানার দুই সিপাইর ডিউটি শেষ হওয়ার পথে। দিনের ডিউটির জন্য অন্য সিপাই আসছে। এই দুই সিপাই পরস্পর কথা বলে একটা সিদ্ধান্ত ঠিক করে নিয়েছে। তারা ইসহাককে একজন বুজুর্গ মানুষ বলে বিশ্বাস করে। তারা মনে করে, সরাসরি কোনো এক অদৃশ্য শক্তির সঙ্গে তার সম্পর্ক আছে। এমন একজন বুজুর্গ ব্যক্তির স্ত্রী-কন্যাকে কয়েদখানায় ডেকে এনে অপদস্থ করা হবে, তা তারা সহ্য করতে পারবে না। এক সিপাই এই আশঙ্কাও ব্যক্ত করল যে, এই লোকটির স্ত্রী-কন্যাকে অপমান করা হলে আমাদের প্রত্যেকের উপর গজব নেমে আসবে। ইসহাক বের হতে পারলে তাদের ভাগ্য বদলে দেবেন এমন আশাও তারা পোষণ করছে। এক সিপাই বলল, সে ইসহাকের স্ত্রী ও কন্যাকে এখান পর্যন্ত আসতে দেবে না।

◆◆◆

বার্তাবাহী সুদানি কমান্ডার যখন মুসলমানদের পার্বত্যাঞ্চলে প্রবেশ করল, তখন সন্ধ্যাবেলা। এলাকায় ঢুকে প্রথমে সে জিজ্ঞেস করল, মিসরি ফৌজের কর্মকর্তা, সুদানি মুসলমান, নাম ইসহাক; তার বাড়িটা কোন গ্রামে?

www.pathagar.com

এলাকায় ইসহাক একজন প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব। যে কেউ তাঁকে চেনে। কমান্ডার জানাল, লোকটা আহতাবস্থায় বন্দি হয়ে আছে। অন্যান্য কয়েদিদের সঙ্গে তাকেও কয়েদখানায় নিক্ষেপ করা হয়েছে। তার অবস্থা খুবই শোচনীয়। তার একান্ত কামনা, জীবনের শেষ মুহূর্তে স্ত্রী ও কন্যাদের একনজর দেখে যাবেন। আমি তাদের নিতে এসেছি।

একব্যক্তি কমান্ডারের সঙ্গ নিল। উপত্যকার-পর-উপত্যকা অতিক্রম করে দুজন ইসহাকের গ্রামে প্রবেশ করল। তারপর তার বাড়ি গিয়ে পৌঁছল।

ইসহাকের বৃদ্ধ পিতার সঙ্গে কমান্ডারের সাক্ষাৎ হলো। সুদানি কমান্ডার মাথানত করে তার সঙ্গে করমর্দন করল এবং অত্যন্ত আদবের সঙ্গে বলল– 'আপনার পুত্র এতই বীর পুরুষ যে, আমাদের সালারও তাকে সালাম করেন। তিনি বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করেছেন বটে; কিন্তু মরুভূমি তাকে পিপাসায় কাতর করে বেহাল করে তুলেছে। তিনি আহতাবস্থায় আমাদের হাতে গ্রেফতার হয়েছেন। আমরা সুদানি সালার ও শাসকদের যেভাবে চিকিৎসা-সেবা দিয়ে থাকি, তারও ঠিক তেমনি সেবা-চিকিৎসা চলছে। তথাপি তিনি সুস্থ হচ্ছেন না। তার অবস্থা উত্তরোত্তর খারাপই হচ্ছে। তারপরও তাকে বাঁচানোর সর্বাত্মক চেষ্টা চলছে। তিনি ইচ্ছা ব্যক্ত করেছেন, তার কন্যা ও স্ত্রীকে শেষবারের মতো একনজর দেখবেন।'

'তোমরা যদি তাকে এতই ইজ্জত করে থাক, তা হলে তাকে আমাদের হাতে তুলে দিচ্ছ না কেন?' – ইসহাকের পিতা বললেন – 'হয়তোবা সে আমাদের ডাক্তারদের চিকিৎসায় সুস্থ হয়ে যাবে!'

'সুদানের সেনাপ্রধান বলেছেন, তিনি আমাদের মেহমান' – কমান্ডার উত্তর দিল – 'মেহমানকে অসুস্থাবস্থায় বিদায় দেওয়া মেজবানের জন্য অপমান। সুস্থ হলেই তাকে সসম্মানে আপনাদের হাতে তুলে দেওয়া হবে।'

'আচ্ছা, এটা কি সম্ভব নয় যে, তার স্ত্রী ও কন্যা তার কাছে থেকে তার সেবা করবে?' বৃদ্ধ জিজ্ঞেস করলেন।

'এরা যদি ওখানে থাকতে চায়, তা হলে সম্মানের সঙ্গে রাখা হবে' – কমান্ডার বলল – 'আমাদের দেশে বীর-বাহাদুরের সম্মান করা হয়। আমাদের ধর্ম আপনাদের থেকে ভিন্ন। কিন্তু আমরাও সুদানি, আপনারাও সুদানি। দেশ আমাদের এক। আর আমরা দেশকে শ্রদ্ধা করি। ইসহাক যদিও সালাহুদ্দীন আইউবির সৈনিক, কিন্তু তাতে কিছুই যায় আসে না। আমরা ভাই-ভাই। সালাহুদ্দীন আইউবিকে আমরা বড় একজন যোদ্ধা বলে বিশ্বাস করি। তিনি খ্রিস্টানদের কোমর ভেঙে দিয়েছেন।'

'তা হলে তোমরা তাকে শত্রু ভাবছ কেন?' – বৃদ্ধ বললেন – 'তোমরা কেন খ্রিস্টানদের বন্ধু মনে করছ?'

'মুহ্তারাম!' – কমান্ডার বলল – 'আমরা যদি কথার পাঁকে জড়িয়ে পড়ি, তা হলে দায়িত্বপালনে ত্রুটি হয়ে যাবে। আপনার পুত্রবধূ ও নাতনিকে রাত

www.pathagar.com

পোহাবার আগেই আপনার পুত্রের নিকট পৌঁছাতে হবে। আপনার পুত্রের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করা আমাদের নৈতিক কর্তব্য। তারা এখনই আমার সঙ্গে রওনা হতে প্রস্তুত আছে কি?'

পর্দার আড়াল থেকে এক নারীকণ্ঠ ভেসে এল– 'হ্যা, আমরা প্রস্তুত।'

'সঙ্গে কোনো পুরুষ যেতে পারবে কি?' – বৃদ্ধ জিজ্ঞেস করলেন – 'আমিও আমার পুত্রকে দেখতে চাই।'

'সফর অনেক দীর্ঘ' – 'কমান্ডার বলল – ' ঘোড়ায় চড়ে এত দীর্ঘ পথ আপনি অতিক্রম করতে পারবেন না। আমি শুধু ইসহাকের স্ত্রী-কন্যাকেই নিয়ে যাওয়ার আদেশ পেয়েছি।

কয়েদখানার সিপাই ডিউটি শেষ করে বাড়ি চলে গেল। দ্রুত পোশাক পরিবর্তন করে মাথাটা এমনভাবে ঢেকে নিল যে, তার মুখমণ্ডলও আবৃত হয়ে গেছে। ঘোড়ার সঙ্গে খাদ্য-পানি বেঁধে নিয়ে কাউকে কিছু না-বলেই রওনা দিল। ইসহাকের বাড়ির পথ আগেই জেনে নিয়েছে সে। সালার যখন কমান্ডারকে ইসহাকের বাড়ির পথ নির্দেশ করেছিল, এই সিপাই তখন পার্শ্বে দণ্ডায়মান ছিল। ইসহাকের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধায় পরিপূর্ণ তার হৃদয়। লোকালয় থেকে বের হয়ে দ্রুত ঘোড়া হাঁকাল সিপাই। কমান্ডার তো চলে গেছে তারও বহু আগে। কাজেই তার আগে ইসহাকের বাড়ি পৌঁছা সিপাইর পক্ষে সম্ভব নয়।

◆◆◆

ইসহাকের পিতার দুটা ঘোড়া ছিল। তিনি ঘোড়াগুলোকে প্রস্তুত করে দিলেন। ইসহাকের কন্যা ও স্ত্রী ঝটপট তৈরি হয়ে ঘোড়ায় চড়ে বসল। ইতিমধ্যে এলাকারও কিছুলোক এসে জড়ো হলো। তারাও সুদানি কমান্ডারের বক্তব্যে বিশ্বাস স্থাপন করে ইসহাকের কন্যা ও স্ত্রীকে কমান্ডারের সঙ্গে বিদায় করে দিল।

রাতের সফর। পথে কোথাও বিরতি দেওয়া যাবে না। ইসহাকের চিন্তায় দুই মহিলার চোখের নিদ্রা উড়ে গেছে। তাদের পক্ষে ঘোড়সওয়ারি নতুন কিংবা কঠিন বিষয় নয়। এখানকার মুসলমানরা তাদের সন্তানদের অশ্বারোহণ ও তিরচালনা শৈশবেই শিক্ষা দেয়।

তিনটা ঘোড়া পাহাড়ি এলাকা থেকে বেরিয়ে গেছে। কমান্ডার আনন্দিত যে, সে সাফল্যের সঙ্গে ইসহাকের স্ত্রী-কন্যাকে জালে আটকাতে সক্ষম হয়েছে।

ইসহাক সেই প্রকোষ্ঠে বসে আছেন, যেখানে মিসরি সৈনিকের গলিত লাশ পড়ে ছিল। এই লাশ সেখানে তাকে অস্থির করে তোলার জন্য রাখা হয়েছিল। কিন্তু ইসহাক তো এখন দৈহিক অনুভূতি থেকে সম্পূর্ণ উদাসীন। তিনি লাশের সঙ্গে এমনভাবে কথা বলছেন, যেন লাশটা জীবিত। দুর্গন্ধের একতিল অনুভূতিও তার নেই। তিনি যেন এখন আর দেহ নন – একটি আত্মা। সারাটা দিন গেল তাকে কক্ষ থেকে বের করা হয়নি। সন্ধ্যার পরও কেউ তাকে বিরক্ত করেনি।

www.pathagar.com

তিনি এই ভেবে বিস্মিত যে, তাকে কেন শান্তিতে থাকতে দেওয়া হচ্ছে। সম্ভবত সুদানি সালার তার ব্যাপারে নিরাশ হয়ে পড়েছে।

পাহাড়ি এলাকা থেকে বের হয়ে দুই মহিলাকে নিয়ে কমান্ডার মরু-এলাকার দিকে যাচ্ছে। সে মহিলাদের ইসহাক সম্পর্কে ভালো-ভালো কথা শোনাচ্ছে। তারা মনোযোগসহকারে তার বক্তব্য শুনছে।

সুদানি সালার তার সঙ্গীকে বলছে– 'কেউ কি আপন স্ত্রী ও কন্যার অপমান সহ্য করতে পারে? আমি আশাবাদী, কমান্ডার ইসহাকের স্ত্রী ও কন্যাকে নিয়ে আসবে। আমি ইসহাককে বলব, যতক্ষণ-না তুমি মুসলিম গোত্রগুলোকে সুদানি ফৌজে শামিল করে সুদানের অফাদার না বানাবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তোমার স্ত্রী ও কন্যা আমাদের হাতে বন্দি থাকবে।'

'আমাদের কমান্ডারকে ভোরনাগাদ এসে পৌঁছানো উচিত।' সালারের সঙ্গী বলল।

'তার আগেও এসে পড়তে পারে' – সালার বললেন – 'লোকটা বড়ই চতুর ও দুর্দান্ত।'

কমান্ডারের পিছনে-পিছনে রওনা হওয়া সিপাই পার্বত্য এলাকার মধ্য দিয়ে পথ অতিক্রম করছে। অর্ধেকেরও বেশি পথ অতিক্রম করে ফেলেছে সে। আকাশে চাঁদ নেই। তবু মরু এলাকা বলে পরিচ্ছন্ন পরিবেশ। তারার আলোয় চলার মতো পথ দেখা যায়।

রাতের নীরবতার মধ্যে সিপাই কারও কথা বলার শব্দ শুনতে পেল। বক্তা তারই দিকে এগিয়ে আসছে। সিপাই একটা টিলার আড়ালে গিয়ে থেমে গেল। কথার শব্দ ধীরে-ধীরে স্পষ্ট হতে থাকল। এবার একাধিক ঘোড়ার পায়ের আওয়াজও শোনা যাচ্ছে। পরক্ষণেই সিপাই টিলার আড়াল থেকে তিনটা ঘোড়া অতিক্রম করতে দেখল। সে তরবারি হাতে নিল। কমান্ডার এখনও ইসহাকের কথা বলে যাচ্ছে। সিপাই নিশ্চিত হলো, লোকটা তাদেরই সেই কমান্ডার এবং তার সঙ্গে ইসহাকের স্ত্রী ও কন্যা আছে।

সিপাই ঘোড়া নিয়ে বেরিয়ে পড়ল এবং কমান্ডারের পিছু নিল। তার ঘোড়ার পদশব্দে কমান্ডার চমকে উঠল। সে তলোয়ার উঁচু করে পিছন দিকে ঘুরে গেল। কিন্তু সিপাই ধাবমান ঘোড়ার পিঠ থেকে কমান্ডারের উপর এমন একটা আঘাত হানল যে, কমান্ডারের একটা বাহু কেটে গেল। পালটা আঘাত হানার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে কমান্ডার। সিপাই তার ঘাড়ে আঘাত হেনে তাকে ঘোড়ার পিঠ থেকে ফেলে দিল।

ঘটনার আকস্মিকতায় মহিলাদ্বয় হতভম্ভ হয়ে গেল। ইসহাকের স্ত্রী মেয়েকে বলল– 'পালাও; দস্যু মনে হচ্ছে।' তারা ঘোড়ার মোড় ঘুরিয়ে দিল। সিপাই তাদের সম্মুখে গিয়ে দাঁড়িয়ে বলল– 'এখানে কোনো ডাকাত নেই। আমাকে ভয় করো না। আমি একজন দস্যুর হাত থেকে তোমাদের রক্ষা করেছি। আমার সঙ্গে নিজবাড়িতে চলো। আমার সাথে আর কোনো মানুষ নেই।'

www.pathagar.com

ইসহাকের স্ত্রী ও কন্যা অস্থির হয়ে উঠল যে, এসব কী ঘটছে। সিপাই কমান্ডারের ঘোড়ার লাগাম তার ঘোড়ার যিনের সঙ্গে বেঁধে রওনা হলো। পথে সে ইসহাকের স্ত্রী ও কন্যাকে জানাল, ইসহাক কয়েদখানায় বন্দি। মুসলমান গোত্রগুলোকে সুদানি ফৌজে শামিল করে দিতে তার উপর চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে। কিন্তু তিনি তা মেনে নিতে নারাজ। ইসহাকের সঙ্গে কীরূপ আচরণ চলছে, সিপাই তাদের তা জানতে দেয়নি। সে বলল, তোমাদের নিয়ে যাওয়ার নেপথ্যে পরিকল্পনা হলো, তোমাদেরকে ইসহাকের সামনে উলঙ্গ দাঁড় করিয়ে লাঞ্ছিত করে তাকে বাধ্য করা। এই যে-লোকটাকে আমি খুন করেছি, সে এ-লক্ষ্যেই তোমাদের নিতে এসেছিল। আমি এই ষড়যন্ত্রের হাত থেকে তোমাদের রক্ষা করতে তার পেছনে-পেছনে এসেছি। আমি আমার কর্তব্য পালন করেছি।'

'তুমি কে?' – ইসহাকের স্ত্রী জিজ্ঞেস করল – 'তুমি কি মুসলমান?'

'আমি কয়েদখানার সিপাই' – সিপাই জবাব দিল – 'আমি মুসলমান নই।'

'তা হলে আমাদের জন্য তোমার হৃদয়ে দয়া জাগল কেন?'

'আমি শুনেছি, মুসলমানদের একজন পয়গম্বর আছেন' – সিপাই বলল – 'তোমার স্বামীকে পয়গম্বর বলে মনে হচ্ছে।'

ইসহাকের স্ত্রী জানতে চাইল, তুমি কেন আমার স্বামীকে পয়গম্বর মনে করছ?

সিপাহী আসল ঘটনা এড়িয়ে গিয়ে বলল– 'আমি তাকে সত্য পয়গম্বর মনে করি। তিনি মুসলমান এবং কয়েদখানায় বন্দি। আমি মুসলমান নই। তার স্ত্রী ও কন্যাকে লাঞ্ছিত করার যে-আয়োজন চলছে, তা তিনি জানেন না। আমার অন্তরে ইচ্ছা জাগল, তোমাদের দুজনের ইজ্জত রক্ষা করব। আবেগের বশবর্তী হয়ে আমি এমন কাজ করে ফেলেছি, যা আমার সাধ্যের বাইরে ছিল। এ তারই অদৃশ্য শক্তি। আমি তাকে পয়গম্বর মনে করি।'

◆◆◆

রাতের শেষ প্রহরে চারটা ঘোড়া ইসহাকের ঘরের সম্মুখে গিয়ে দাঁড়িয়ে গেল। ঘরের দরজায় করাঘাত পড়ল। দরজা খুলে পুত্রবধূ ও নাতনির সঙ্গে ভিন্ন এক পুরুষকে দেখে ইসহাকের পিতা বিস্মিত হলেন। ভিতরে প্রবেশ করে সিপাই তাকে পুরো ঘটনা ও পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করল। কিন্তু কারাগারে ইসহাকের সঙ্গে কীরূপ আচরণ চলছে, সেই তথ্য এখানেও গোপন রাখল।

ইসহাকের পিতা বিষয়টি তৎক্ষণাৎ গোত্রের লোকদের অবহিত করলেন। মানুষ এসে ইসহাকের বাড়িতে ভিড় জমাল। সিপাই তাদের জানাল, ইসহাককে এই শর্তে মুক্তি দেওয়ার কথা বলা হচ্ছে যে, তিনি আমাদের সব মুসলমানকে সুদানি ফৌজে শামিল করিয়ে দেবেন এবং আপনারা সবাই সুদানের অনুগত হয়ে যাবেন। কিন্তু ইসহাক বলে যাচ্ছেন– 'আমাকে জীবনে মেরে ফেলো, তবু আমি আমার স্বজাতির সঙ্গে গাদ্দারি করতে পারব না।'

শুনে সবাই আঁৎকে উঠল এবং সুদানকে গালমন্দ করতে শুরু করল। একজন বলল– 'এখানে সালাহুদ্দীন আইউবির আগমন ঘটবে। এটা আল্লাহর জমিন।'

www.pathagar.com

'আমরা কয়েদখানা আক্রমণ করে আমাদের ইসহাককে উদ্ধার করব।' আরেকজন বলল।

'তোমাদের পক্ষে এ-কাজ সহজ নয়' – সিপাই বলল – 'পাতালকক্ষ থেকে কাউকে বের করে আনার সাধ্য তোমাদের নেই।'

'তুমি তো কয়েদখানার সিপাই' – ইসহাকের পিতা বললেন – 'তুমি সহযোগিতা করতে পার।'

'আমি গরিব মানুষ এবং একজন সাধারণ সৈনিক' – সিপাই বলল – 'আমি আপনার পুত্রকে পয়গম্বর মনে করি। আমি তাকে বলেছি, তুমি আমার ভাগ্য বদলে দাও। তিনি বলেছেন, এখান থেকে বের হয়ে আমি তোমার ভাগ্য বদলে দেব। সময় যত অতিক্রম করছে, তার প্রতি আমার ভক্তি-শ্রদ্ধা ততই বৃদ্ধি পাচ্ছে। আপনারা সবাই তার জন্য জীবন ত্যাগ করতে প্রস্তুত আছেন। আমার জীবনও কি তেমন হতে পারে না, যেমনটা আপনাদের?'

'তুমি মুসলমান হয়ে যাও এবং এখানেই থাকো' – ইসহাকের পিতা বললেন – 'আমরা সবাই জান্নাতে বাস করি। এখানকার মাটি এত অধিক ফসল ফলায় যে, যারা কৃষি কাজ করে না, তাদেরও না খেয়ে থাকতে হয় না। এটা আমাদের আল্লাহর অনুগ্রহ। তুমি আমাদের কাছে এসে পড়ো এবং ভাগ্যটা বদলে ফেলো। আমরা স্বাধীন। এখানকার পর্বতমালা আমাদের দুর্গ। এই দুর্গ আল্লাহ আমাদের জন্য বানিয়ে দিয়েছেন।'

সিপাই ইসহাকের এলাকায় থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল। ইসহাকের পিতার হাতে কালেমা পাঠ করে মুসলমান হয়ে সেখানেই বাস করতে শুরু করল।

এখন ভোরবেলা। সুদানি সালার অস্থির চিত্তে কমান্ডারের আগমনের অপেক্ষা করছে। কিন্তু তার কোনো খোঁজ নেই। সূর্য মাথার উপর ওঠে আসছে আর সালারের অস্থিরতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। তার ধারণা, কমান্ডার পথ ভুলে গেছে। অগত্যা সে অপর এক কমান্ডারকে ডেকে দায়িত্ব বুঝিয়ে পথের নির্দেশনা দিয়ে রওনা করিয়ে দিল।

ইসহাক কক্ষে আবদ্ধ। সারাটা দিন তার এই অবরুদ্ধ অবস্থায় কেটেছে। তার কক্ষে পড়ে-থাকা-লাশটা গলতে শুরু করেছে। কয়েদখানার যে-সান্ত্রী মানুষের হাড় ভাঙা এবং পাতাল প্রকোষ্ঠের দুর্গন্ধ সহ্য করতে অভ্যস্ত, সেও ইসহাকের কক্ষের কাছে ঘেঁষতে আপত্তি করছে। একসান্ত্রী নাকে হাত রেখে ইসহাককে জিজ্ঞেস করল– 'হতভাগা! এত দুর্গন্ধ তুমি কীভাবে সহ্য করছ? এরা তোমার কাছে যা-যা দাবি করছে, তুমি মেনে নাও এবং এখান থেকে মুক্তি গ্রহণ করো। এই মড়ার গন্ধে তুমি তো পাগল হয়ে যাবে দেখছি।'

'আমার নাকে কোনো দুর্গন্ধ অনুভব হচ্ছে না' – 'ইসহাক বললেন – 'এটা মুর্দা নয় – ইনি শহীদ। আমি রাতে এঁর গা ঘেঁষে ঘুমাই।'

'তুমি পাগল হয়ে গেছ' – সান্ত্রী বলল – 'পঁচা লাশের দুর্গন্ধের ক্রিয়া এমনই হয়।'

ইসহাকের মুখে মুচকি হাসির আভা ফুটে উঠল। তিনি লাশটার সন্নিকটে বসে কুরআন তিলাওয়াত শুরু করলেন।

কেটে গেছে এ-রাতটাও। ভোরের আলো ফুটতে-না-ফুটতে সালার পরবর্তী যে-কমান্ডারকে প্রেরণ করেছিলেন, সে ফিরে এল। লাগাতার দীর্ঘ সফরে ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত কমান্ডার যা-কিছু দেখে এসেছে, তার বিবরণ দিতে তার ঠোঁট কাঁপছে। সে সালারকে জানাল, পথে কিছু এলাকা বালির টিলা ও পর্বতময়। দেখলাম, একস্থানে অনেকগুলো শকুন একটা মড়া খাচ্ছে। পাশেই একজায়গায় একটা তরবারি, এক জোড়া জুতা ও কিছু কাপড়-চোপড় পড়ে আছে। শকুনগুলোকে তাড়িয়ে দেওয়ার পর বুঝতে পারলাম, ওরা যা খাচ্ছিল, ওটা একটা মানুষের মৃতদেহ। লাশের মুখমণ্ডল বিকৃত হয়ে গেছে। পাশে পরিত্যক্ত খঞ্জর ও চামড়ার বেল্ট ইত্যাদি দেখে আমি নিশ্চিত হলাম, এটা আমাদের সুদানি কমান্ডারের লাশ। আমি সম্মুখে কিছুদূর এগিয়ে মাটি পরখ করে ঘোড়ার পদচিহ্ন দেখতে পেলাম। তাতে বোঝা গেল, এই কমান্ডার পাহাড়ি এলাকায় প্রবেশ করেছিল। তবে সে মহিলা দুজনকে নিয়ে এসেছিল কিনা এবং তাকে কে খুন করল, তার কিছুই বোঝা গেল না।

শুনে সালার বললেন– 'সবই জানা যাবে।'

মুসলমানদের উক্ত অঞ্চলে সুদানিরা তাদের গুপ্তচর ছড়িয়ে রেখেছিল, যারা ওখানকারই মুসলমান নাগরিক। ওখানে তাদের একমাত্র কাজ চরবৃত্তি। তারাই ইসহাক সম্পর্কে তথ্য দিয়েছিল, ওই অঞ্চলে তিনি একজন প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব।

সালারের ধারণা সঠিক প্রমাণিত হয়েছে। সন্ধ্যার পর দুজন গুপ্তচর সেখান থেকে এসে পৌঁছল। তারা সালারকে জানাল, কমান্ডার ইসহাকের স্ত্রী ও কন্যাকে নিয়ে এসেছিল। কিন্তু আমাদের কয়েদখানার এক সিপাই পথে কমান্ডারকে হত্যা করে মহিলাদুজনকে ফেরত নিয়ে গেছে। গোয়েন্দারা সিপাইর নামও জানাল।

সালার বিষয়টি সুদানের সম্রাটকে অবহিত করলেন। সম্রাট জানালেন খ্রিস্টান উপদেষ্টাদের। খ্রিস্টান উপদেষ্টারা পরামর্শ দিল, তোমরা চুপ থাকো। মুসলমানদের উপর হামলা করার মতো বোকামি করো না। কৌশলে তাদের বন্ধু বানাবার চেষ্টা করো। বড়জোর এটুকু করতে পার যে, উক্ত সিপাইকে গোপনে হত্যা করাও, যাতে মুসলমানরা বুঝতে পারে, আমাদের হাত সর্বত্র পৌঁছতে সক্ষম। ইসহাক যদি তোমাদের শর্ত মেনে না নেয়, তা হলে অন্য কোনো সুদানি মুসলমানকে টার্গেট করো এবং ইসহাকের নির্যাতন অব্যাহত রাখো।

ইসহাককে পুনরায় নিপীড়নের যাঁতাকলে নিক্ষেপ করা হলো। এবার তাঁর থেকে কমান্ডারহত্যার প্রতিশোধও নিতে চাচ্ছে সালার। তাকে এমন পাশবিক নির্যাতনে নিষ্পিষ্ট করা হলো, যা মানুষ কল্পনাও করতে পারে না।

রাতে জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন ইসহাক। অচেতন অবস্থায়ই তাকে একটা কক্ষে নিক্ষেপ করা হলো। পরে যখন তাঁর সংজ্ঞা ফিরে এল, তখন কক্ষে ঘোর

www.pathagar.com

অন্ধকার। বাইরে একটা প্রদীপ জ্বলছে। ইসহাক অন্ধকারে একদিকে হাত বাড়ালে হাতটা কারও গায়ে লাগল। তার মনে পড়ে গেল, এ তো সেই লাশ, যেটি প্রথম দিন থেকে তাকে সঙ্গ দিচ্ছে। কিন্তু তার মনে হলো, লাশটা শ্বাস গ্রহণ করছে। তার শরীরের অবস্থা এতই শোচনীয় যে, উঠে বসবার শক্তি নেই।

হঠাৎ লাশটা নড়ে উঠল। ইসহাক চমকে উঠে তাকাল। লাশের চেহারায় দৃষ্টিপাত করল। এ্যাঁ; এ তো সেই লাশ নয়! এ তো অন্য কোনো জীবিত মানুষ এবং এটা অপর একটা কক্ষ। লোকটা সম্ভবত অচেতন। পরে ধীরে-ধীরে তার চৈতন্য ফিরে এল এবং চোখ খুলে গেল। ইসহাক অনেক কষ্টে উঠে বসে জিজ্ঞেস করলেন– 'তুমি কে?'

'আমর দরবেশ।' অত্যন্ত ক্ষীণ কণ্ঠে লোকটা উত্তর দিল।

'আহ! আমর দরবেশ' – ইসহাক চমকে উঠে বললেন – 'আমি ইসহাক।'

ইসহাক ও আমর দরবেশ পরস্পরকে ভালোভাবেই চেনেন। আমর দরবেশও সুলতান আইউবির ফৌজের একটা ইউনিটের কমান্ডার ছিলেন। তিনি সেই মুসলমান কবিলার লোক, যারা সুদানি হওয়া সত্ত্বেও সুদানি ফৌজে ভর্তি হওয়া থেকে বিরত থাকছে। আমর দরবেশও এখন যুদ্ধবন্দি।

ইসহাকের নাম শুনে তিনি উঠে বসলেন।

'তারা তোমাকে কী বলছে?' ইসহাক জিজ্ঞেস করলেন।

'তারা বলছে' – আমর দরবেশ উত্তর দিলেন – 'তুমি আলেমের বেশ ধারণ করে নিজ এলাকায় গিয়ে লোকদের অন্তরে সালাহুদ্দীন আইউবির বিরুদ্ধে শত্রুতা সৃষ্টি করো। আমরা তোমাকে কৌশল বলে দেব, তোমাকে রাজপুত্রের মতো রাখব এবং যে-মেয়েটা তোমার পছন্দ হয়, তোমার সঙ্গে দেব। আমি তাদের জিজ্ঞেস করেছি, তোমাদের উদ্দেশ কী? তারা বলেছে, তুমি তোমার সব কটা গোত্রকে সুদানের অনুগত বানিয়ে দাও। বিনিময়ে তারা আমাকে মুসলিম অঞ্চলের আমির নিযুক্ত করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে। এরা মুসলমানদের আলাদা বাহিনী গড়তে চায়।'

'আমি জানতে পেরেছি' – আমর দরবেশ বললেন – 'তারা তোমাকে অনেক কষ্ট দিচ্ছে। বুঝতে পারছি না, আমাদের দুজনকে কেন এক কক্ষে আবদ্ধ করল। এর মধ্যে কল্যাণ থাকতে পারে। আমি তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাচ্ছিলাম। আমি একটা পন্থা ভেবেছি। সেমতে কাজ করার আগে তোমার অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন ছিল। ভালোই হলো, দেখাটা হয়ে গেছে।'

'কী পন্থা ভেবেছ?' ইসহাক জিজ্ঞেস করলেন।

'তুমি তো বুঝতে পারছ, এরা আমাদের ছাড়বে না' – আমর দরবেশ বললেন – ' আমরা কত কাল নিপীড়ন সহ্য করব! আজ না হোক কাল তো আমাদের মরতেই হবে। এখানে আরও কয়েকজন সুদানি মুসলমান বন্দি আছে। কেউ-না-কেউ তাদের হাতে চলে যাবে। আমার আশঙ্কা, এরা আমাদের কোনো-না-কোনো সহকর্মীকে ফাঁদে ফেলে আমাদের সম্প্রদায়ের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি

www.pathagar.com

করবেই। একটা পন্থা এই হতে পারে যে, আমরা এদের শর্ত মেনে নিয়ে এখান থেকে মুক্তি নেব এবং এলাকায় গিয়ে কোনো কাজ করব না। আমরা রাতের আঁধারে গোপনে মিসর চলে যাব। আমাদের বেঁচে থাকা প্রয়োজন। দ্বিতীয় পন্থাটা হলো, আমি এদের সব প্রস্তাব মেনে নেব। এরা আমাকে যা-যা পাঠ শোনাবে, আমি সব পড়ে নেব। তাদের নির্দেশিত বেশ ধারণ করব এবং গোত্রের লোকদের সাবধান করে দেব, যেন তারা সুদানিদের কারও খপ্পরে না পড়ে। আমি বের হয়ে তোমাদের এখান থেকে মুক্ত করে নেওয়ার চেষ্টা করব।'

'এ-ও তো হতে পারে যে, তখন সুদানিরা আমাদের এলাকায় আক্রমণ করে বসবে' – ইসহাক বললেন – 'আমাদের জনগণ অত তাড়াতাড়ি অস্ত্রসমর্পণ করার মতো লোক নয় বটে; কিন্তু সেনাবাহিনীর শক্তিও অত দ্রুত নিঃশেষ হবে না। সেনাবাহিনীর সঙ্গে লড়ে সাধারণ জনতার পেরে ওঠা সহজ হবে না।'

'আমাদের ত্যাগ স্বীকার করতে হবে' – আমর দরবেশ বললেন – 'আমরা মিসর থেকে কমান্ডো বাহিনীর সাহায্য নিতে পারি। এক্ষুনি যা প্রয়োজন, তা হলো, আমাদের একজন বেরিয়ে যাব। আমরা দুজনই যদি একসঙ্গে তাদের শর্ত মেনে নিয়ে বেরিয়ে যেতে পারি, তা হলে আরও ভালো হবে।'

'আমি এখানেই থাকব' – ইসহাক বললেন – 'তুমি তাদের ধোঁকা দাও। আমরা দুজনই যদি একসঙ্গে তাদের দাবি মেনে নিই, তা হলে তারা বুঝে ফেলবে, এক কক্ষে অবস্থান করে আমরা পরামর্শের মাধ্যমে কোনো পরিকল্পনা ঠিক করেছি। আমি তাদের নিপীড়ন ভোগ করতে থাকব। তুমি বেরিয়ে যাও।'

◆◆◆

রাত পোহানোর সঙ্গে-সঙ্গে কক্ষের দরজা খুলে গেল। এক সিপাই ইসহাককে বর্শার আগা দ্বারা খোঁচা দিয়ে জাগিয়ে তুলে ধাক্কাতে-ধাক্কাতে সঙ্গে করে নিয়ে গেল। কক্ষের দরজা পুনরায় বন্ধ হয়ে গেল। কিছুক্ষণ পর সুদানি ফৌজের এক কর্মকর্তা এসে হাজির হলো। সে দেওয়ালের ফাঁক দিয়ে আমর দরবেশকে জিজ্ঞেস করল– 'আজও যদি তুমি অস্বীকার কর, তা হলে কল্পনাও করতে পারবে না দশাটা তোমার কী হবে। আমরা তোমাকে মরতে দেব না। দুনিয়াতেই নরক দেখতে পাবে। প্রতিদিনই মরবে, প্রতিদিনই জীবিত হবে।'

'আমাকে একটা ভালো জায়গায় নিয়ে যাও'– 'আমর দরবেশ বললেন – 'আমার দেহটাকে একটু শান্তি দাও। এখানে আমি কিছুই ভাবতে পারছি না।'

'আমি তোমাকে স্বর্গে নিয়ে বসাতে পারি' – সুদানি কর্মকর্তা বলল – 'আমি তোমাকে জান্নাতের হুরদের মাঝে বসাব। কিন্তু সেখানেও যদি আমাদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান কর, তা হলে যত দিন বেঁচে থাকবে, আক্ষেপ করে কাটাবে। কেঁদে-কেঁদে বলবে, আমি তোমাদের প্রস্তাব মেনে নিয়েছি; কিন্তু তখন আর আমরা তোমাকে বিশ্বাস করব না।'

আমর দরবেশ কোঁকাচ্ছেন। চোখদুটো পুরোপুরি খুলতে পারছেন না। তিনি কর্মকর্তার কানে ফিসফিসিয়ে অস্ফুট স্বরে বললেন– 'এমনটা হবে না। আমাকে কোথাও নিয়ে চলো এবং বলো কী করতে হবে।'

www.pathagar.com

আমর দরবেশকে তখনই সেখান থেকে সরিয়ে নেওয়া হলো এবং ইসহাককে যেরূপ বিলাসবহুল কক্ষে রাখা হয়েছিল, তেমনি একটা কক্ষে রাখা হলো। সামান্য পরে একজন ডাক্তার এসে উপস্থিত হলেন। তিনি তার দেহ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ওষুধ দিয়ে গেলেন। তাকে উন্নত মানের খাবার পরিবেশন করা হলো। এ-সময়ে ইসহাককে নিপীড়নকারী সেই সুদানি সালার আমর দরবেশকে জিজ্ঞেস করল– 'তুমি কি আমাদের সবগুলো প্রস্তাব মেনে নেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছ?' আমর দরবেশ মাথা নেড়ে সম্মতিসূচক জবাব দিলেন। তারপর আহার শেষ করেই শুয়ে পড়লেন। আমর দরবেশ গভীর নিদ্রায় তলিয়ে গেলেন।

গোটা রাত এবং পরবর্তী দিনের অর্ধেক অতিবাহিত হওয়ার পর আমর দরবেশের ঘুম ভাঙল। তিনি কয়েদখানায় বহুদিন যাবত নিপীড়ন ভোগ করে আসছেন। শরীরটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। হাড়-চামড়ার মাঝে গোশত নেই। শুলে হাড়ে ব্যথা পান। কিন্তু এখন সুদর্শন কক্ষে মনোরম গালিচায় কয়েক ঘণ্টা ঘুমোবার পর তার দেহে সুস্থতা ও সজীবতার ভাব ফুটে উঠেছে। তাকে ওষুধ সেবন করানো হয়েছে। খাওয়ানো হয়েছে রাজকীয় খাবার।

চোখ খুলে আমর দরবেশ দেখলেন, এক যুবতী তার সম্মুখে দাঁড়িয়ে হাসছে। অত্যন্ত রূপসী একটা মেয়ে। মাথাটা উন্মুক্ত। ঝলমলে রেশমি চুল। কাঁধ, বাহু ও বুকের অনেকখানি খোলা।

আমর দরবেশ সৈনিক মানুষ। জন্মেছেন জঙ্গলে আর যৌবন কেটেছে যুদ্ধের মাঠে। মেয়েটাকে তার কাছে স্বপ্ন মনে হলো। কিন্তু মেয়েটা এগিয়ে গিয়ে তার মাথায় হাত বোলালে তিনি নিশ্চিত হলেন, এটা স্বপ্ন নয় – বাস্তব।

মেয়েটা কক্ষ থেকে বের হয়ে ডাক্তারকে ডেকে আনল। ডাক্তার তার স্বাস্থ্যের খোঁজখবর নিয়ে ওষুধ খাইয়ে চলে গেলেন।

খানিক পর এসে হাজির হলো দুজন খ্রিস্টান। তারা অনর্গল সুদানি ভাষায় কথা বলছে। নাশকতার ওস্তাদ। তারা আমর দরবেশকে প্রশিক্ষণ দিতে শুরু করল যে, নিজ এলাকায় গিয়ে বলবে না, তুমি আমাদের হাতে বন্দি ছিলে। বরং বলবে, রণাঙ্গনে এক বুজুর্গের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল, যিনি বলেছেন মিসরি বাহিনীর সুদান আক্রমণ ভুল প্রমাণিত হবে। মুসলমানদের জন্য উত্তম হলো, তারা সুদানের সঙ্গে যোগ দেবে। অন্যথায় তারা ধ্বংস হয়ে যাবে। তুমি একজন দেওয়ানা আলেমের বেশে মুসলমানদের অন্তরে সালাহুদ্দীন আইউবি ও মিসর সরকারের বিরুদ্ধে ঘৃণা সৃষ্টি করবে।

আমর দরবেশ হাসিমুখে সম্মতি জ্ঞাপন করলেন। তখনই তার ট্রেনিং ও রিহার্সেল শুরু হয়ে গেল। সন্ধ্যার পর কয়েকটা মেয়ে তার জন্য খাবার নিয়ে এল। তারা মদও এনে হাজির করল। আমর দরবেশ মদ পান করতে অস্বীকৃতি জানালেন।

আহারাদি শেষ হলে এই মেয়েরা চলে গেল। রাতের পোশাকে এসে উপস্থিত হলো অপর একমেয়ে। তার দেহটা অর্ধনগ্ন। চাল-চলন, ভাবভঙ্গি উত্তেজনাকর।

www.pathagar.com

'তুমি কেন এসেছ?' আমর দরবেশ মেয়েটাকে জিজ্ঞেস করলেন।

'আপনার জন্য' – মেয়েটা উত্তর দিল – 'আমি আপনার কাছে থাকব।'

'তোমার নাম কী?'

'আশি।' নাম বলেই মেয়েটা আমর দরবেশের পালঙ্কের উপর বসে পড়ল। বলল– 'আমি আদেশ পেয়ে এসেছি, আমাকে আপনার সঙ্গে থাকতে হবে।'

'এরা আমার থেকে যা-যা আদায় করতে চাচ্ছে, আমি সব মেনে নিয়েছি' – আমর দরবেশ বললেন – 'তোমার মতো সুদর্শন কোনো ফাঁদের তো প্রয়োজন নেই!'

'আমি জানি' – আশি বলল – 'আমাকে আপনার সম্পর্কে সবকিছু বলা হয়েছে। আমি পুরস্কার হিসেবে এসেছি। আমি জানি, আমাকে আপনার প্রয়োজন রয়েছে। সৈনিক যখন রণাঙ্গন থেকে ফিরে আসে, তখন তার আত্মা নারীর প্রয়োজন অনুভব করে।'

'আমি পরাজিত সৈনিক' – 'আমর দরবেশ বললেন – 'আমার আত্মা মরে গেছে। আপন দেহের প্রতি আমার ঘৃণা জন্মে গেছে। কোনো প্রয়োজনের অনুভূতি আমার নেই। কয়েদখানায় সেদ্ধ পাতা খেয়েও আমি আনন্দ পেয়েছি। এখানে সুস্বাদু রাজকীয় খাবার খেয়েও আমি তৃপ্ত। কিন্তু সামগ্রিক বিচারে আমি আনন্দিত নই। আমি পরাজিত।

মেয়েটা খিলখিল করে হেসে উঠল, যেন কোনো রসিক বন্ধু তার গায়ে পানি ছিটিয়ে দিয়েছে।

'দু-চার ঢোক মদ আপনাকে আনন্দে উদ্বেলিত করে তুলবে' – মেয়েটা বলল – 'কয়েক ঢোক লাল পানি কণ্ঠনালি অতিক্রম করার পর আমার প্রতি তাকাবেন। তখন আমার মধ্যে ফুলের সৌন্দর্য দেখতে পাবেন।'

'আমার সমস্যাটা হলো, আমি মুসলমান' – আমর দরবেশ বললেন – 'আমরা সম্ভ্রম নিয়ে খেলা করি না; বরং আমরা সম্ভ্রমের সুরক্ষা করে থাকি।'

'সে তো মুসলমান নারীর সম্ভ্রম' – মেয়েটা বলল – 'আমি মুসলমান নই।'

'তুমি সম্ভ্রান্তও নও' – আমর দরবেশ বললেন – 'তারপরও আমার কর্তব্য, তোমার সম্ভ্রমের প্রতি আমার লক্ষ্য রাখতে হবে। নারী মুসলমান হোক কিংবা অমুসলিম; মুসলমান যদি পাক্কা ঈমানদার হয়, তার সম্ভ্রমের হেফাজত করবেই। তুমি সারা রাত আমার কাছে বসে থাকো। সকালে সবার নিকট বলে বেড়াবে, গত রাতটা আমি একটা পাথরের কাছে অতিবাহিত করেছি।'

'আমি কি রূপসী নই?' মেয়েটা জিজ্ঞেস করল।

'যেমনই হও তুমি আমার কোনো কাজের নও' – আমর দরবেশ বললেন – 'আমি বরং তোমার কাজে আসতে পারি। তুমি যদি এই লাঞ্ছনাময় জীবন থেকে মুক্তি পেতে চাও, তা হলে জীবন বাজি রেখে হলেও আমি তোমাকে এখান থেকে বের করে নিয়ে যাব এবং ভদ্র কোনো ঘরে পুনর্বাসন করে দেব।'

www.pathagar.com

'আপনার আগেও একব্যক্তি এখানে এসেছিলেন' – আশি বলল – 'তিনিও আপনার মতো কথা বলতেন। তিনিও সুদানি মুসলমান ছিলেন। মুসলমান বিধায় নারীর প্রতি আপনার কোনো আকর্ষণ নেই আপনার এ দাবি আমি মানতে পারছি না। আমি মিসরের এমন অনেক মুসলমানকে দেখেছি, যারা নারী পেলে ক্ষুধার্ত জন্তুতে পরিণত হয়ে যায়। আমি এমন তিনজন মিসরি মুসলমানের নাম বলতে পারব, আমি আর সোরাহি যাদের বিশ্বাসঘাতকে পরিণত করেছে। তারা কীরূপ মুসলমান?'

'তারা ঈমান বিক্রেতা' – আমর দরবেশ বললেন – 'তুমি যখন কথা বল, তখন আমি তোমার চেহারা ও চোখে তোমার মাতাপিতার ঝলক দেখার চেষ্টা করছি। তারা কোথায়? বেঁচে আছেন কি?'

'জানি না' – আশি বলল – 'আপনার পূর্বে যিনি এখানে এসেছিলেন, তিনিও জিজ্ঞেস করেছেন, আমার বাবা-মা বেঁচে আছেন, না মারা গেছেন।'

আশি ইসহাকের প্রসঙ্গ টেনে আনল। ইসহাককে যখন এই কক্ষে রাখা হয়েছিল, তখনও ফাঁদ হিসেবে এই মেয়েটাকেই তার কাছে এখানে পাঠানো হয়েছিল। মেয়েটা আমর দরবেশকে বলল– 'ওই সুদানি মুসলমান আমার পিতামাতা সম্পর্কে প্রশ্ন করে আমাকে অস্থির করে তুলেছিল। ইতিপূর্বে তিনি ব্যতীত আর কেউ আমাকে আমার পিতামাতা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেনি। তার এই অপ্রীতিকর প্রশ্নের ফলে আমি রাতভর ভাবতে থাকি, আমার পিতামাতা কারা ছিলেন এবং কীরূপ ছিলেন। ছিলেন তো অবশ্যই। কিছু-কিছু স্মৃতি মনে পড়ে আবার অন্ধকারে হারিয়ে যায়। এখন আমি নিজেকে তাদের স্মরণ থেকে দূরে রাখার চেষ্টা করি। কিন্তু সফল হইনি। আজ আপনি পুনরায় নতুন করে তাদের কথা মনে করিয়ে দিলেন। আমার পিতামাতা থাকতে পারে এমন ভাবনা যখন আমার থাকে না, তখন আমি ভালো থাকি।

'তোমার কোনো ভাই ছিল?'

'মনে নেই' – আশি বলল – 'রক্ত সম্পর্ক কী জিনিস, আমি জানি না।'

'তোমার ঘুম আসছে, শুয়ে পড়ো।' আমর দরবেশ বললেন।

'আমার মন চায় বসে-বসে আপনার কথা শুনি' – আশি বলল – 'আপনার মতো মানুষগুলোকে আমার খুব ভালো লাগে। আমি যারই সঙ্গে কিছু সময় অতিবাহিত করি, তার প্রতি আমার ঘৃণা জন্মে যায়। আপনার পূর্বে যে-সুদানি মুসলমান এখানে এসেছিল, তাকে আমার সারা জীবন স্মরণ থাকবে। আর আপনি দ্বিতীয় ব্যক্তি, যাকে আমি আজীবন শ্রদ্ধা করব। আপনি আমার মাঝে আত্মা ও চেতনাকে জাগ্রত করে দিয়েছেন। আপনি সম্ভবত আমাকে হৃদয়ের চোখে দেখছেন। অন্যরা আমাকে দেখে ক্ষুধার দৃষ্টিতে।'

'আমি তোমাকে সম্ভ্রমহারা নারী মনে করতাম' – আমর দরবেশ বললেন – 'কিন্তু এখন দেখছি তুমি বুদ্ধির কথা বলছ।'

www.pathagar.com

'আমি প্রিয়দর্শিনী ও মধুর বিষ' – আশি বলল – 'আমি পাথরকে মোমে পরিণত করার প্রশিক্ষণ পেয়েছি। আমি কোনো সহজ-সরল মেয়ে নই। আমি প্রতাপান্বিত শাসকের তরবারি আমার পায়ের উপর রাখাতে জানি। আমি আলেমদের আদর্শ পরিবর্তন করে দিতে পারি। কিন্তু এখন নিজেকে এমন একটা মোম বলে মনে হচ্ছে, যা সামান্য তাপেই গলে যাবে, যেটি এখন কোনো পাথরকে গলাতে সক্ষম নয়।'

'এটা আমার বক্তব্যের ক্রিয়া নয়' – আমর দরবেশ বললেন – 'এটা আমার ঈমানের উত্তাপ, যা তোমাকে বিগলিত করে ফেলেছে। আমি তোমার মাঝে রক্তসম্পর্ক জাগিয়ে দিয়েছি। তুমি মানুষ। তুমি কারও কন্যা, কারও বোন। তুমি কোনো একটি জাতির সম্ভ্রম।'

রাত কেটে যাচ্ছে। একদিকে ঘুমের আবেশ, অপরদিকে আমর দরবেশের বক্তব্য আশির উপর প্রভাব বিস্তার করে চলেছে। ঘুমে তার চোখ বন্ধ হয়ে আসছে। মেয়েটা পালঙ্কের এককোণে বসা ছিল। ওখানেই সে এলিয়ে পড়ল।

ঘুম ভাঙার পর আশি দেখতে পেল, সে পালঙ্কে শয়িত আর আমর দরবেশ মেঝেতে। ঘুমন্ত আমরের প্রতি একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল আশি। বুকের মধ্যে একটা চাঞ্চল্য জেগে উঠল তার। আপর গণ্ডদেশে অশ্রুর উপস্থিতি অনুভব করল। বিস্ময়ের সঙ্গে ভাবল, আরে, আমার দেহে অশ্রুও তো আছে তা হলে! ইতিপূর্বে আশির চোখ থেকে কখনও অশ্রু বেরোয়নি। ধীরে-ধীরে আমর দরবেশের কাছে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে তার ডান হাতটা উপরে তুলে এনে নিজের চোখের সঙ্গে লাগাল।

আমর দরবেশের ঘুম ভেঙে গেছে। তাকিয়ে দেখল, আশি তার পাশে বসা। মুখে কথা নেই, হাসিও নেই। একথাও বলল না, মেঝেতে ঘুমানো তোমার পক্ষে ঠিক হয়নি। সে উঠে চুপচাপ বেরিয়ে গেল এবং কিছুক্ষণ পানি নিয়ে ফিরে এল। আমর দরবেশ এই পানি দ্বারা ওজু করে নামাযে দাঁড়িয়ে গেলেন।

আশি কক্ষ থেকে বেরিয়ে গেল।

◆◆◆

নাস্তার পর দুজন খ্রিস্টান ও সুদানি সালার এসে উপস্থিত হলো।

'আমার একটি কথা মনোযোগসহকারে শুনে নিন' – আমর দরবেশ সালারকে বললেন – ' ইসহাককে যেকোনো সময় আমার প্রয়োজন হতে পারে। তাকে কষ্ট না দিয়ে খোলামেলা আরামদায়ক কক্ষে থাকতে দিন। পাতালকক্ষ থেকে সরিয়ে তাকে উপরে নিয়ে আসুন। তিনি আমার বন্ধু। আমি যখন তার প্রয়োজন অনুভব করব, তখন আমিই তাকে বুঝিয়ে নেব। প্রয়োজন হলে ধোঁকা দিয়ে হলেও তার থেকে কাজ নেব। তখন যদি তিনি মতে না আসেন, তখন তার সঙ্গে যা-খুশি আচরণ করুন।'

'তা-ই হবে।' সুদানি সালার বলল।

www.pathagar.com

খ্রিস্টান উপদেষ্টাগণ আমর দরবেশকে প্রশিক্ষণ দিতে শুরু করেছে। তিনিও ভালোভাবেই প্রশিক্ষণ রপ্ত করছেন। তারা তাকে যা-যা বলছে, তাও তিনি মুখে আওড়াতে থাকেন। চার-পাঁচ দিন পর্যন্ত তার প্রশিক্ষণ চলতে থাকে। তার সঙ্গে থাকে দিনে খ্রিস্টান উপদেষ্টারা আর রাতে আশি। এই মেয়েটা তার ভক্ত হয়ে গেছে। দু-একদিন আমর দরবেশের সাহচর্যে থাকার পর এখন নিজেকে পবিত্র বলে মনে হচ্ছে।

একটানা ছদিন প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর আমর দরবেশ সপ্তম দিন একজন দরবেশের বেশে নিজ এলাকায় যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলেন। তাকে দরবেশ ও দেওয়ানা আলেমের পোশাক পরিধান করানো হলো। আশি তাকে বলেছিল, আপনি যখন মিশন নিয়ে রওনা হবেন, আমাকেও সঙ্গে নিয়ে যাবেন। তার আবদার রক্ষার্থে আমর দরবেশ সুদানি সালারকে বললেন, পুরস্কারস্বরূপ মেয়েটাকে আমার সঙ্গে নিয়ে যেতে চাই। আমি তাকে সঙ্গে রাখতে চাই। সালার তার আবেদন মেনে নিলেন। আশিকে তার সঙ্গে দিয়ে দিলেন এবং তিনটা উটও দিলেন। একটাতে আমর দরবেশ আরোহণ করলেন। একটাতে আশি। আর অপরটাতে বোঝাই করা হলো তাঁবু ও রসদ-সামান।

রওনা হওয়ার প্রাক্কালে সুদানি সালার আমর দরবেশকে অবহিত করলেন, ইসহাককে পাতালকক্ষ থেকে বের করে উপরে আরামদায়ক উন্মুক্ত কক্ষে নিয়ে আসা হয়েছে। তাকে আরও জানানো হলো, মুসলমানদের এলাকায় আমাদের লোক আছে। তারা নিজ থেকে আপনার সঙ্গে মিলিত হবে এবং আপনাকে সাহায্য করবে।

আমর দরবেশ আশিকে সঙ্গে নিয়ে ঝুঁকিপূর্ণ এক মিশনে রওনা হয়ে গেলেন।

আমর দরবেশকে রওনা করিয়েই সুদানি সালার নিজকক্ষে চলে গেলেন। সেখানে ছজন লোক উপবিষ্ট। তারা সবাই সুদানি মুসলমান এবং পার্বত্য এলাকার বাসিন্দা। লোকগুলো দালালির বিনিময়ে সুদান সরকার থেকে অনেক সুযোগ-সুবিধা ও মান-সম্মান লাভ করছে আর নিজ এলাকায় খাঁটি মুসলমানরূপে জীবন যাপন করছে।

'সে রওনা হয়ে গেছে' – সালার বললেন – 'তোমরা অন্য পথে রওনা হও। একজন-একজন করে যাবে। নিজ এলাকায় চলে যাও এবং তার উপর দৃষ্টি রাখো। যদি কখনও সন্দেহ জাগে, সে ধোঁকা দিচ্ছে, তা হলে তাকে এমনভাবে খুন করে ফেলবে, যেন কেউ টের না পায়। আমি আরও লোক পাঠাচ্ছি। তাদেরকে তোমাদের ঘরে থাকতে দেবে।'

এরা একজন-একজন করে রওনা হয়ে গেল। সুদানি সালার আরও দুজন লোক ডেকে আনালেন। তারা সুদানি হলেও মুসলমান নয়। সালার তাদের বললেন – 'এই মুসলমানগুলোর উপর আস্থা রাখা যায় না। নিজ এলাকায় গিয়ে কী করে বলা কঠিন। এই যে-ছজন লোক রওনা হয়ে গেল, ওরা আমাদেরই মানুষ। কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না, ওরা মুসলমান। ওখানে যাওয়ার পর ওদের

www.pathagar.com

নিয়ত পালটে যেতে পারে। আমর দরবেশ যদি ঠিক থাকে, তা হলে তোমাদের দাহ্যপদার্থের প্রয়োজন হতে পারে। সেগুলো এদের ঘরে লুকিয়ে রাখা আছে। এগুলো কখন কোথায় ব্যবহার করতে হবে, তা তোমাদের জানা আছে।'

এই দুজনও রওনা হয়ে গেল।

যে-সিপাই সুদানি কমান্ডারকে হত্যা করে ইসহাকের স্ত্রী ও কন্যাকে রক্ষা করেছিল, এখন সে ইসহাকের ঘরে অবস্থান করছে। আমর দরবেশ যেদিন রওনা হলেন, সেদিন সে বাইরে একস্থানে ঘোরাফেরা করছিল। হঠাৎ একদিক থেকে একটা তির এসে তার গা ঘেঁষে একটা গাছে গিয়ে বিদ্ধ হলো। সিপাই দৌড়ে ইসহাকের ঘরে গিয়ে আশ্রয় নিল এবং ইসহাকের পিতাকে ঘটনাটা অবহিত করল। কিন্তু তির কে ছুড়তে পারে, কেউই বুঝে উঠতে পারল না। এটা যে তাকে হত্যা করার সুদানিদের প্রথম প্রচেষ্টা, তা কেউ জানে না।

◆◆◆

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবির গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান আলী বিন সুফিয়ান কায়রোতে অবস্থান করছেন। অপরদিকে সুলতান আইউবি ক্রুসেডারদের মিত্র মুসলিম শাসক সাইফুদ্দীন, গোমস্তগিন ও আল-মালিকুস সালিহ'র বাহিনীকে পরাজিত করে তাদের কেন্দ্রীয় শহর হালবের দিকে অগ্রসর হচ্ছেন। সুলতান আইউবির এই মুসলিম বিরুদ্ধবাদীরা এমন বিশৃঙ্খল অবস্থায় পলায়ন করেছিল যে, পথে কোথাও দাঁড়াতে পারেনি। পথে এমন তিন-চারটা গুরুত্বপূর্ণ জায়গা ছিল, যেখানে তারা যাত্রাবিরতি দিয়ে বিক্ষিপ্ত সৈনিকদের গুছিয়ে নিয়ে সুলতান আইউবির মোকাবেলা করতে পারত। কিন্তু সেসব পথে না গিয়ে তারা পিছু হটার জন্য এমন পথ অবলম্বন করল, যেটা সামরিক দিক থেকে তাদের জন্য ব্যাপক ক্ষতিকর প্রমাণিত হলো। সুলতান আইউবি অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখলেন এবং ওই গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলো দখল করে নিলেন। গন্তব্য তাঁর হাল্ব।

গোয়েন্দামারফত প্রাপ্ত তথ্যাবলিতে সুলতান আইউবি জানতে পারছেন মিসরে কখন কী ষড়যন্ত্র মাথা তুলছে। কিন্তু যুদ্ধের ময়দানে কখনও তিনি পেরেশান হতেন না। কিন্তু ইসলাম ও ইসলামি সাম্রাজ্যবিরোধী ষড়যন্ত্র তাকে বেচইন করে তুলল। আর এই বাস্তবতা ছিল তাঁর জন্যে বিষের মতো তিক্ত যে, এসব ষড়যন্ত্রের হোতা হলো খ্রিস্টানরা আর এর ক্রীড়নক মুসলমান। আলী বিন সুফিয়ান তাঁর ডান হাত। বরং বলা যায় আলী তাঁর চোখ-কান। নিজের অনুপস্থিতিতে সুলতান তাঁকে মিসর রেখে তাঁর সহকারী হাসান ইবনে আবদুল্লাহকে সঙ্গে নিয়ে এসেছেন। মিসরের শাসনক্ষমতা আইউবির ভাই আল-আদিলের হাতে। নিজ ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে আল-আদিল রাতে ঘুমান সামান্য। আলী বিন সুফিয়ানকে সব সময় সঙ্গে রাখেন। এভাবেই বর্তমানে মিসরের শান্তি, নিরাপত্তা ও এই ভূখণ্ডে ইসলামের মান-অস্তিত্ব সুরক্ষার দায়িত্ব এই দুই ব্যক্তির হাতে ন্যস্ত।

www.pathagar.com

আল-আদিল ও আলী বিন সুফিয়ানের ভালোভাবেই জানা আছে, সুলতান আইউবির অনুপস্থিতিতে মিসরে নাশকতা বেড়ে চলেছে। তা ছাড়া সুদানের দিক থেকেও আশঙ্কা বিদ্যমান। মাসচারেক আগে আল-আদিল সুদানিদের ভয়ংকর একটা ষড়যন্ত্র অবিশ্বাস্য সাফল্যের সঙ্গে নস্যাৎ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু তাতে সুদানিদের ষড়যন্ত্র বন্ধ হয়নি। কারণ, তাদের যে-হামলাটা ব্যর্থ হয়েছিল, সেটা তাদের নিয়মিত ফৌজের হামলা ছিল না। সেই হামলা ব্যর্থ হওয়ার পরও সুদানের নিয়মিত সেনাবাহিনী কোনো প্রকার ক্ষয়ক্ষতি ছাড়াই প্রস্তুত ছিল। এই বাহিনীকে প্রশিক্ষণ দিচ্ছিল খ্রিস্টানরা। এমনকি কোনো-কোনো ইউনিটের কমান্ডও ছিল খ্রিস্টানদের হাতে।

তার প্রমাণ, সুদানের হামলার মোকাবেলায় সীমান্তগুলোতে বাহিনীর সেনাসংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়েছে। তা ছাড়া আলী বিন সুফিয়ান বিপুলসংখ্যক গোয়েন্দাসদস্যকে সীমান্ত এলাকায় ছড়িয়ে দিয়েছেন। তারা মরু মুসাফির ও যাযাবরের বেশে সীমান্ত এলাকায় ঘোরাফেরা করছে। সীমান্ত চৌকিগুলোর সঙ্গে তাদের যোগাযোগ হয়েছে। এসব চৌকিতে তাদের জন্য ঘোড়া প্রস্তুত থাকছে। সীমান্ত বাহিনীগুলোর টহলসেনারাও তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে। পাশাপাশি আছে আরও একটি আয়োজন। আলী বিন সুফিয়ানের কয়েকজন অভিজ্ঞ গোয়েন্দা বণিকের বেশে সুদানের সঙ্গে অবৈধ ব্যবসা করছে, যাকে চোরাচালানি বলা হয়। পণ্য দিয়ে তাদের সীমান্ত পার করিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এরা সুদান গিয়ে বলছে, আমরা মিসরের সীমান্তবাহিনীর চোখে ধুলো দিয়ে এসেছি। সুদানে কিছু-কিছু পণ্যের অভাব ছিল। তার মধ্যে সবজি উল্লেখযোগ্য। সুলতান আইউবির পরামর্শে মিসরে অধিকহারে সবজি উৎপাদন করা হতো, যার একাংশ সুদান পাচারের মাধ্যমে সুদানের গোপন তথ্য সংগ্রহ করা হতো।

সুদানের যেসব ব্যবসায়ী মিসরি বণিকদের সঙ্গে কারবার করত, তাদেরও অধিকাংশ গুপ্তচর, যারা মিসরের পক্ষে কাজ করত। মিসরি গোয়েন্দারাই তাদেরকে তৈরি করে নিয়েছে। গুপ্তচরবৃত্তির এই পদ্ধতি সফল হলে সুলতান আইউবি নির্দেশ দিলেন, সুদানের জন্য পণ্যের দাম সস্তা করে দাও, যাতে আমাদের এই কর্মপদ্ধতি সমগ্র সুদানে জালের মতো ছড়িয়ে পড়ে। সুলতানের নির্দেশ অনুসারে জাল ছড়িয়ে দেওয়া হলো এবং সুদানি ফৌজ ও সরকারের প্রতিটি গতিবিধির তথ্য কায়রোতে আসতে লাগল। আলী বিন সুফিয়ান সীমান্তের কাছাকাছি দু-তিনটা জরুরি ক্যাম্প স্থাপন করে দিলেন। যখনই ওদিক থেকে কোনো সংবাদ আসত, সঙ্গে-সঙ্গে সীমান্তের কোনো-না-কোনো ক্যাম্প হয়ে সেই সংবাদ বিদ্যুদ্গতিসম্পন্ন ঘোড়ায় চড়ে কায়রো পৌঁছে যেত। এ-কাজের জন্য যে-বাহনগুলো রাখা হয়েছিল, তারা দিন-রাত অবিরাম ছুটে চলার ক্ষমতাসম্পন্ন ছিল।

সুদানে একটা বিস্তৃত পাহাড়ি এলাকা আছে। সেখানকার অধিবাসীরা সবাই মুসলমান। তাদের অধিকাংশ লোক মিসরি ফৌজের সৈনিক। বিষয়টি সুলতান

www.pathagar.com

আইউবি জানেন। তাঁর এ-ও জানা আছে, এই লোকগুলো সুদানি ফৌজে ভর্তি হতে চায় না। সুলতান আইউবির শাসনক্ষমতায় আসীন হওয়ার আগে মিসরি ফৌজে সুদানি হাবশি ও সুদানি মুসলমান সবাই ভর্তি হতো। তাদের কমান্ডারও ছিল এক সুদানি। প্রিয় পাঠকদের হয়ত মনে আছে, সেই কমান্ডারের নাম নাজি। সুলতান আইউবির আগে নাজিই ছিল মিসরের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। অথচ দেশে খেলাফতের মসনদও ছিল নিয়মতান্ত্রিক। এমারতও ছিল। খলীফা বলুন কিংবা আমির, তারা প্রকৃত অর্থে রাজা ছিলেন। খ্রিস্টানরা মিশরকে সালতানাতে ইসলামিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন করার পক্ষে এখানে নাশকতা ও ষড়যন্ত্রের আখড়া প্রতিষ্ঠিত করে। নাজি তাদের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। সে মিসরের সুদানি ফৌজকে নিজের মুঠোয় নিয়ে নিয়েছিল। এই বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা ছিল পঞ্চাশ হাজার।

সুদান সরকার তথাকার মুসলমানদের নানাভাবে বাধ্য করার চেষ্টা করছে, তোমরা মিসরি ফৌজে ভর্তি হওয়ার পরিবর্তে সুদানি ফৌজে ভর্তি হও। কায়রোর গোয়েন্দা বিভাগ এ-বিষয়ে অবগত। সুদানিরা মুসলমানদের উপর নিপীড়ন চালিয়েও দেখেছে। এর ফলে সুদানের উর্ধ্বতন এক সামরিক অফিসার গুপ্তভাবে খুনও হয়েছে। সুদান সেই এলাকায় যথারীতি সামরিক অভিযানও পরিচালনা করেছিল। মুসলমানরা সুদানি বাহিনীকে পাহাড়-উপত্যকায় ছত্রভঙ্গ করে তাদের কিছুসংখ্যককে হত্যা করেছিল এবং বাকিদের তাড়িয়ে দিয়েছিল। সেখানকার ভৌগোলিক কাঠামো মুসলমানদের পক্ষে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে রেখেছে। পাহাড়-টিলা তাদের নিরাপত্তা বিধান করত। এই মুসলমানরা যোদ্ধাও ছিল বটে।

সুলতান আইউবি আলী বিন সুফিয়ানের গোয়েন্দা বিভাগের মাধ্যমে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে রেখেছিলেন। মিসরি 'বণিক কাফেলা'র মাধ্যমে তাদের এত অস্ত্র দিয়ে রেখেছিলেন, যা দ্বারা তারা সারা বছর অবরোধের মধ্যেও লড়াই করতে সক্ষম ছিল। তাদেরকে ক্ষুদ্র মিনজানিক ও দাহ্যপদার্থও সরবরাহ করা হয়েছিল। সুদানি মুসলমানরা সেগুলো ঘরে-ঘরে লুকিয়ে রেখেছিল। সুলতান আইউবির পরিকল্পনা ছিল, সামরিক অভিযান কিংবা অন্য কোনো উপায়ে উক্ত অঞ্চলকে মিসরের অন্তর্ভুক্ত করে' নেবেন, যাতে সেখানকার মুসলমানরা সত্যিকার অর্থে স্বাধীনতা অর্জন করতে পারে। এই অবস্থান সীমান্ত থেকে আধা দিনের পথ। আলী বিন সুফিয়ান সেখানে তার গোয়েন্দা পাঠিয়ে রেখেছিলেন, যারা শুধু সংবাদদাতা-ই নয় – অভিজ্ঞ কমান্ডো যোদ্ধাও ছিল।

এই মুসলমানদের সংখ্যা ছিল পাঁচ হাজার। সংখ্যায় কম হলেও তারা বিরাট এক সামরিক শক্তি। এদের বাদ দিলে সুদানের হাতে থাকে শুধু কতিপয় হাবশি, যাদের কোনো সামরিক ঐতিহ্য নেই। তারা লড়াই করত বেতনভোগী কর্মচারী হিসেবে। যুদ্ধের ময়দানে তাদের অবস্থা এই দাঁড়াত যে, যদি তাতে দুশমনের

www.pathagar.com

পা উপড়ে যাওয়ার উপক্রম হতো, তা হলে তারা সিংহের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতো। পক্ষান্তরে সামান্য বেকায়দায় পড়ে গেলে তারা বেড়ালের মতো পিছু হটতে শুরু করত।

ইতিমধ্যে তাদের প্রশিক্ষণের জন্য খ্রিস্টান বিশেষজ্ঞরা এসে পড়েছে এবং মিসরি ফৌজের দু-তিনজন গাদ্দার সালার সোনা-দানার লোভে সুদান চলে এসেছে। খ্রিস্টান বিশেষজ্ঞদল ও মিসরি সালারদের বদৌলতে সুদানি ফৌজে কিছুটা যোগ্যতা সৃষ্টি হয়েছে। এ-কারণেই সুদান সরকার মিসরের উপর প্রকাশ্য হামলা করতে ভয় পেত এবং সুদানি মুসলমানদের তাদের ফৌজে যুক্ত করে নেওয়ার চেষ্টা করছিল। খ্রিস্টান উপদেষ্টারা জানত, পঞ্চাশ হাজার হাবশির মোকাবেলায় মুসলমান পাঁচ হাজারই যথেষ্ট।

◆◆◆

আলী বিন সুফিয়ান সংবাদ পেয়ে গেছেন, সুদানের মুসলিম-অধ্যুষিত এলাকায় সে-দেশেরই কয়েদখানার এক সিপাই সুদানি ফৌজের এক কমান্ডারকে হত্যা করে মুসলমানদের কাছে আশ্রয় গ্রহণ করেছে। সংবাদদাতা গুপ্তচর আলী বিন সুফিয়ানকে ঘটনাটা আদ্যোপান্ত শোনাল। এই গুপ্তচর ঘটনাটা সরাসরি সিপাইর মুখ থেকে শুনে এসেছে এবং এ-তথ্যও জেনে এসেছে যে, ইসহাক নামক এক মিসরি কমান্ডার সুদানের কয়েদখানায় বন্দি আছেন এবং এ-উদ্দেশ্যে তার উপর নিপীড়ন চালানো হচ্ছে, যেন তিনি তার এলাকার মুসলমানদের সুদানের অনুগত বানিয়ে দেন। গোয়েন্দা আলী বিন সুফিয়ানকে এ-তথ্যও প্রদান করল যে, উক্ত কমান্ডারের নিজ এলাকায় অনেক প্রভাব-প্রতিপত্তি রয়েছে।

'ইসহাককে কয়েদখানা থেকে মুক্ত করা জরুরি বলে মনে হচ্ছে' – রিপোর্টটা মিসরের ভারপ্রাপ্ত গভর্নর আল-আদিলকে অবহিত করে আলী বিন সুফিয়ান বললেন – 'আপনি তো জানেন কয়েদখানায় কীরূপ নিপীড়ন চলে। সেখানে পাথরও কথা বলতে বাধ্য হয়। নির্যাতনে বাধ্য হয়ে ইসহাক সুদানিদের অনুগত হয়ে যেতে পারে। আমি এ-তথ্যও পেয়েছি, আমাদের আরও দু-তিনজন মুসলমান কমান্ডার সুদানের কয়েদখানায় বন্দি আছে। তাদের প্রত্যেকেরই উপর নিপীড়ন চলছে। আমি তো আপনাকে এই পরামর্শ দিতেও কুণ্ঠাবোধ করব না যে, আমাদের কয়েকজন কমান্ডোসেনাকে সুদানের মুসলিম এলাকায় প্রেরণ করুন। আমার আশঙ্কা হচ্ছে, কমান্ডার হত্যার প্রতিশোধস্বরূপ সুদানি বাহিনী মুসলমানদের উপর আক্রমণ করে বসবে।'

'অন্য দেশে কমান্ডো প্রেরণ করার আগে আমাদেরকে সবদিক ভালোভাবে বিবেচনা করে দেখতে হবে' – আল-আদিল বললেন – 'এর পরিণতিতে প্রকাশ্য যুদ্ধও বেঁধে যেতে পারে।'

'আমাদের হাতে ভাববার মতো সময় নেই' – আলী বিন সুফিয়ান বললেন – 'এক্ষুনি আমাদের দুটি অভিযান পরিচালনা করা আবশ্যক। প্রথমত, একজন

www.pathagar.com

বিচক্ষণ দূতকে পয়গাম দিয়ে মুহতারাম সুলতানের নিকট প্রেরণ করতে হবে এবং তাঁর সিদ্ধান্ত জানতে হবে। দ্বিতীয়ত, আমি স্বয়ং সুদান প্রবেশ করে মুসলমানদের এলাকায় চলে যাব। ওখানকার পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করা প্রয়োজন। পরিস্থিতির সঠিক চিত্র শুধু আমার চোখই দেখতে পারে। হতে পারে, ওখানে ফৌজ হামলা করবে না। ওখানে খ্রিস্টানও আছে। তারা মুসলমানদের কুসংস্কারে লিপ্ত করে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও বিশ্বাসের ভিত টলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করতে পারে। মসজিদে-মসজিদে তাদের প্রশিক্ষিত 'মাওলানা' প্রেরণ করে মুসলমানদের বিভ্রান্ত করতে পারে। তারা মিসরে অনুপ্রবেশ করেও এমন চাল চেলেছে। আমার প্রবল আশঙ্কা, তারা মুসলমানদের বিশ্বাস ও জাতীয় চেতনার উপর হামলা চালাবে। আপনার তো জানা আছে, আমাদের মুসলিম সম্প্রদায় দুশমনের আবেগময় ও উত্তেজনাকর বক্তব্যে দ্রুত বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। আমাদের শত্রুরা বুঝে ফেলেছে, মুসলমানকে যুদ্ধের ময়দানে পরাজিত করা সহজ নয়। বিকল্প হিসেবে তারা বিশ্বাস ও চিন্তা-চেতনার যুদ্ধে এমন অস্ত্র ব্যবহার করে, মুসলমান তাতে কাবু হয়ে যায়। আপনার অনুমতি পেলে আমি ওখানে চলে যাচ্ছি। আপনি সুলতান আইউবির নিকট একজন দূত পাঠিয়ে দিন।'

'আপনার অনুপস্থিতিতে আপনার দায়িত্ব কে পালন করবে?' আল-আদিল জিজ্ঞেস করলেন।

'গিয়াস বিলবিস' – আলী বিন সুফিয়ান জিজ্ঞাসার উত্তর দিলেন – 'তার সঙ্গে আমার এক সহকারী যাহেদীনও থাকবে। আপনি আমার অনুপস্থিতি টেরই পাবেন না।'

'ভালোভাবেই টের পাব' – আল-আদিল বললেন – 'আপনি শত্রুর দেশে যাচ্ছেন। যদি ফিরে আসতে না পারেন, তা হলে মিসর অন্ধ ও বোবা হয়ে যাবে।'

'আমি না থাকলে জাতি মরে যাবে না' – আলী বিন সুফিয়ান মুচকি হেসে বললেন – 'ব্যক্তি যখন জাতির জন্য প্রাণ দেয়, তখন জাতি জীবিত থাকে। সুলতান আইউবি যদি মনে করতেন, তিনি মৃত্যুবরণ করলে জাতি ধ্বংস হয়ে যাবে, তা হলে তিনি ঘরেই বসে থাকতেন আর সালতানাতে ইসলামিয়া খ্রিস্টানদের হাতে চলে যেত। সুলতানের এই নীতিটা আমার খুবই ভালো লাগে যে, তিনি বলে থাকেন, দুশমনের অপেক্ষায় ঘরে বসে থেকো না। বরং তার উপর দৃষ্টি রাখো। যদি তাকে প্রস্তুত অবস্থায় দেখতে পাও, তা হলে তার পার্শ্বে কিংবা পেছনে চলে যাও। আমি সেই নীতির ভিত্তিতেই সুদান যাচ্ছি। দুশমন যদি মুসলমানদের এলাকায় সাফল্য অর্জন করেই ফেলে, তা হলে আমরা আমাদের কোন কীর্তির জন্য গর্ব করব?'

'ঠিক আছে; আপনি যান' – আল-আদিল বললেন – 'আমি সুলতানের নামে পয়গাম লিখিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

www.pathagar.com

আলী বিন সুফিয়ান সুদান সফরের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে চলে গেলেন। আল-আদিল কেরানীকে ডেকে পয়গাম লেখাতে শুরু করলেন। তিনি সুদানের মুসলমানদের খবরাখবর বিস্তারিত লিপিবদ্ধ করালেন। এ-ও লেখালেন যে, এই বার্তা আপনার হাতে পৌঁছার আগেই আলী বিন সুফিয়ান সুদান পৌঁছে যাবেন। তিনি বার্তায় আলী বিন সুফিয়ানের পরামর্শের কথাও উল্লেখ করলেন। অবশেষে সুলতানের কাছে সিদ্ধান্তের আবেদন জানালেন।

পত্রখানা দূতের হাতে দিয়ে আল-আদিল বললেন, প্রতিটা চৌকি থেকে ঘোড়া বদল করে নেবে এবং কোনো অবস্থাতেই ঘোড়ার গতি মন্থর হতে দেবে না। পানাহার ছুটন্ত ঘোড়ার পিঠেই সমাধা করবে। পথে যদি দুশমনের হাতে পড়ে যাও, তা হলে যে-কোনোভাবে হোক পত্রখানা নষ্ট করে ফেলবে।

দূত রওনা হয়ে গেল।

আমর দরবেশ শহর ছেড়ে বহুদূর চলে গেছেন। এখন তার আশপাশে কোনো বসতি নেই। সূর্য অস্ত যাচ্ছে। তিনি রাতযাপনের জন্য উপযুক্ত একটা জায়গার সন্ধান করছেন। দূরে একস্থানে কিছু গাছ-গাছালি চোখে পড়ল। সেখানে পানিও থাকতে পারে। কিন্তু তার কাছে পানির মজুদ আছে। উটগুলোকেও পানি পান করানোর প্রয়োজন নেই। তিনি মরুদস্যুদের আক্রমণ থেকে নিরাপদ থাকার জন্য বৃক্ষময় এলাকা থেকে দূরে অবস্থান করতে চান। তার সঙ্গে কালো বোরকায় আবৃতা আশি। অত্যন্ত মূল্যবান মেয়ে। ডাকাতদলের চোখে পড়ে গেলে তার রক্ষা পাওয়া অসম্ভব। ভেবে-চিন্তে আমর দরবেশ পাশেই একস্থানে নেমে পড়লেন এবং সেখানেই তাঁবু স্থাপন করলেন।

হঠাৎ আমর দরবেশ দেখলেন, দুজন উষ্ট্রারোহী তাদেরই দিকে এগিয়ে আসছে। তিনি আশিকে তাঁবুর ভিতরে পাঠিয়ে দিয়ে পর্দা ফেলে দিলেন এবং নিজে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকলেন। তাঁর চোগার ভিতরে তরবারি লুকায়িত আছে। আছে খঞ্জরও। তাঁবুতে দুটা ধনুক ও অনেকগুলো তির আছে।

উষ্ট্রারোহীদের নিজের দিকে আসতে দেখে আমর দরবেশ ভাবতে শুরু করলেন, ওরা যদি ডাকাত হয়, তা হলে কি আমি তাদের মোকাবেলা করতে পারব? তবে মোকাবেলা করতে হলে আশিকে তিনি সঙ্গে পাবেন বলে নিশ্চিত। তিনি জানেন, আশি শুধু হৃদয়কাড়া মেয়েই নয় – লড়াকুও বটে। তার তিরচালনার প্রশিক্ষণ আছে। সে খ্রিস্টানদের গড়া এক নাশকতাকারী নারী।

উষ্ট্রারোহীরা এগিয়ে আসছে। আমর দরবেশ তাদের প্রতি মুখ রেখে আশিকে বললেন– 'ধনুকে তির সংযোজন করো। ওরা যদি ডাকাত প্রমাণিত হয়, তা হলে তুমি পেছন থেকে তির ছুড়বে।'

উষ্ট্রারোহীরা তাঁবুর কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়ে গেল। একজন উটের পিঠ থেকেই জিজ্ঞেস করল– 'তোমরা কারা? কোথায় যাচ্ছ?'

আমর দরবেশ আকাশপানে হাত তুলে চোখদুটো বন্ধ করে বললেন– 'যার বুকে আসমানের পয়গাম থাকে, তার কোনো গন্তব্য থাকে না। আমি কে আমিও

www.pathagar.com

তো জানি না। আসমান থেকে একটি পয়গাম এল। সেটি আমার বুকে গেঁথে গেল। তারপর ভুলে গেলাম, আমি কে, আমি কোথায় যাচ্ছি। যে-সত্তা আমার বুকে আলো প্রজ্বালিত করেছেন, তিনিই বলতে পারেন, আমি কে, কোথায় যাচ্ছি। এখানে আমার ইচ্ছার কোনো দখল নেই। আমি এখন সম্মুখে অগ্রসর হচ্ছি। সকালবেলা হয়ত আবার পেছন দিকে হাঁটা দেব।'

আগন্তুক দুজন উটের পিঠ থেকে নেমে এল। একজন বলল– 'আপনাকে তো একজন পীর-পয়গম্বর বলে মনে হচ্ছে। আমরা দুজনই মুসলমান। আপনি কি গায়েবের খবর বলতে পারেন? আমাদের মতো গুনাহগারদের সোজাপথ দেখাতে পারেন?'

'আমিও মুসলমান' – আমর দরবেশ আপ্লুত কণ্ঠে বললেন – 'তোমরাও মুসলমান। আমি তোমাদের ধ্বংস দেখতে পাচ্ছি। আমিও তোমাদের মতো ঘুরে-ফিরে জিজ্ঞেস করতাম, সোজাপথ কোনটি? কিন্তু কেউ বলতে পারেনি। একদিন রক্তরঞ্জিত কতগুলো লাশের মধ্যে আমি সবুজ বর্ণের চোগা পরিহিত শাদা দাড়িওয়ালা এক ব্যক্তিকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। তিনি আমাকে লাশের মধ্য থেকে তুলে এনে সোজাপথের সন্ধান দিলেন। পরক্ষণেই তিনি লাশগুলোর রক্তের মাঝে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। তো পাহাড়ে-জঙ্গলে বসবাস না করে তোমরা মরু-এলাকায় চলে যাও। মিসরের নাম ভুলে যাও। ওটা ফেরাউনদের দেশ। ওখানে যখন যিনি রাজার আসনে আসীন হন, মিসরের মাটি ও বাতাস তাকেই ফেরাউন বানিয়ে দেয়।'

'এখন তো সেখানকার রাজা সালাহুদ্দীন আইউবি' – এক উষ্ট্রারোহী বলল – 'তিনি তো খাঁটি মুসলমান!'

'সালাহুদ্দীন আইউবি নামের মুসলমান' – আমর দরবেশ এমন ভঙ্গিতে বললেন, যেন তিনি স্বপ্ন দেখছেন – 'সে-ই তো তোমাদের ধ্বংস ডেকে আনছে। তোমরা যে-মাটির তৈরী, সেই মাটির মর্যাদার জন্য রক্ত ঝরাও। তোমরা সুদানের সন্তান।'

'কিন্তু সুদানের রাজা তো কাফের।' উষ্ট্রারোহী বলল।

'তিনি মুসলমান হয়ে যাবেন' – আমর দরবেশ বললেন – 'তিনি মুসলমানদের পথে অগ্রসর হচ্ছেন। তার ফৌজ কাফেরদের ফৌজ। তাই তিনি ইসলামের নাম মুখে উচ্চারণ করেন না। তোমরা চলে যাও। তরবারি, বর্শা, তির-ধনুক নিয়ে যাও। উট-ঘোড়ার উপর সওয়ার হয়ে যাও। তাকে বলো, তোমরা তার মোহাফেজ। তোমরা সুদানের মোহাফেজ।'

তারপর আমর দরবেশ হঠাৎ উচ্চ কণ্ঠে বলে উঠলেন– 'যাও, ওঠো, এখান থেকে চলে যাও।'

আগন্তুক দুজন উটের পিঠে চড়ে চলে গেল। কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর একজন অপরজনকে বলল– 'আশা করি, ধোঁকা দেবে না।'

www.pathagar.com

'আমার ধারণাও তা-ই' – অপরজন বলল – 'পাক্কা মনে হচ্ছে; পাঠ ভোলেনি।'

'আশির মতো একটা রূপসী মেয়ে যদি উপহার হিসেবে পেয়ে যাই, তা হলে পিতামাতার বিরুদ্ধে অবস্থান নিতেও কুণ্ঠিত হব না।' উষ্ট্রারোহী বলল।

'চলো, আমরা ফিরে যাই' – অপরজন বলল – 'গিয়ে বলব, সব ঠিক আছে...। আচ্ছা, মেয়েটা বোধ হয় তাঁবুতে আছে।'

'লোকটা সতর্ক মনে হচ্ছে। মেয়েটাকে লুকিয়ে রেখেছে' – একজন বলল – 'তাদের নিরাপত্তায় আমাদের দরকার হবে না।'

'প্রয়োজন নেই' – অপরজন বলল – 'সৈনিক মানুষ। সঙ্গে অস্ত্র আছে। তির-ধনুকও আছে। আশিও সতর্ক মেয়ে।'

এরা সুদানি গুপ্তচর। আমর দরবেশ পরিকল্পনা অনুসারে কাজ করছে কিনা জানবার জন্য তাদের পিছনে পাঠানো হয়েছে। আমর দরবেশও বিচক্ষণতার পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে দিয়েছেন, যার ফলে তারা নিশ্চিত হয়ে ফিরে গেছে।

'ওরা ডাকাত নয়' – তাঁবুতে প্রবেশ করে আমর দরবেশ আশিকে আশ্বস্ত করলেন – 'চলে গেছে।'

'ওরা দস্যুর চেয়েও ভয়ংকর' – আশি বলল – 'তুমি তাদের যথার্থই উত্তর দিয়েছ। যারা তোমাকে এদিকে প্রেরণ করেছে, এরা তাদের গুপ্তচর। এরা খোঁজ নিতে এসেছে, তুমি তাদের ধোঁকা দিচ্ছ কিনা।'

'তুমি কি এদেরকে চেন?'

'আমি এদের গাছের ডাল' – আশি বলল – 'যদি এদের থেকে কেটে পড়ে যাই, তা হলে শুকিয়ে যাব।'

'তা হলে তো আমাকে তোমার থেকেও সতর্ক থাকা প্রয়োজন।'

মেয়েটা হেসে ওঠল এবং বলল– 'তুমি তো নিজেই আমাকে পুরস্কার হিসেবে চেয়ে এনেছ।'

◆◆◆

তাঁবুতে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন আমর দরবেশ। আশিও নিদ্রাচ্ছন্ন। হঠাৎ আশির চোখ খুলে গেল। বাইরে কতগুলো বাঘ হুংকার দিয়ে বেড়াচ্ছে। উটগুলো ভয়ে দাঁড়িয়ে গেছে এবং আর্ত-চিৎকার করছে। আশি আমর দরবেশকে জাগিয়ে তুলে বলল– 'আমি ভয়ে মরে যাচ্ছি।' আমর দরবেশ বাইরের হুংকার-চিৎকার শুনতে পেলেন। আশি বলল– 'এগুলো বাঘ; কাছে আসবে না। উটগুলো দাঁড়িয়ে গেছে। কোনো ভয় নেই। উটের ভয়ে বাঘরা পালিয়ে যাবে।'

হঠাৎ বাঘগুলো পরস্পর হামলে পড়ল। সবগুলো বাঘ একসঙ্গে হুংকার ছাড়ল। আশি চিৎকার করে উঠে আমর দরবেশের গায়ের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল। আমর বসা ছিলেন। তিনি মেয়েটাকে এমনভাবে কোলে তুলে বাহুবন্ধনে নিয়ে নিলেন, যেমনিভাবে মা তার ভয়-পাওয়া-শিশুকে লুকিয়ে ফেলেন। মেয়েটা থরথর করে কাঁপছে। তার মুখ থেকে কথা বেরুচ্ছে না।

www.pathagar.com

বাঘগুলো পরস্পর লড়াই করতে-করতে দূরে চলে গেল।

আমর দরবেশ মেয়েটাকে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে বললেন– 'ওরা চলে গেছে; তুমি শুয়ে পড়ো।'

'না' – আশি তার কোল থেকে মাথা সরাল না। গোঁজানো মুখে ক্ষীণ কণ্ঠে বলল– 'তুমি আমাকে কিছুক্ষণ এভাবে থাকতে দাও।'

এ-দৃশ্য আমর দরবেশের পছন্দ নয়। তাঁর মনে ধারণা জন্মাল, মেয়েটা তাঁকে ফাঁদে ফেলার চেষ্টা করছে। তিনি আরও শক্ত পাথর হয়ে গেলেন। এমন রূপসী মেয়ে ইতিপূর্বে তিনি কখনও ছুঁয়ে দেখেননি। এখন তার মনে হতে লাগল, মেয়েটা এভাবে পড়ে থাকলে তিনি আত্মনিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলবেন। যত পাথরই হোন; মানুষ তো বটে। তদুপরি সুদেহী সুপুরুষ। আমর দরবেশ প্রবৃত্তির মোকাবেলা শুরু করলেন।

কিছুক্ষণ পর মেয়েটা মাথা জাগাল। অন্ধকারে তার চেহারার প্রতিক্রিয়া দেখা যাচ্ছে না। সে আমর দরবেশের মুখমণ্ডলে হাত বুলিয়ে বলল– 'তুমি একরাতে আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলে, আমার পিতামাতা কারা এবং কোথায়? তোমার যে-সঙ্গী তোমার আগে উক্ত কক্ষে এসেছিল, সেও আমাকে একই প্রশ্ন করেছিল। তখন আমার এর উত্তর জানা ছিল না। কিন্তু প্রশ্নটা আমাকে অস্থির করে তুলেছিল এবং বহু অতীতের স্মৃতিমালা জাগিয়ে তুলেছিল। কিছু স্মৃতি আমার স্মরণে আসছিলও। কিন্তু পরক্ষণেই তা বিস্মৃতির অন্ধকারে হারিয়ে যাচ্ছিল। আজ তা স্মরণে এসে গেছে। তুমি যখন বাহুবন্ধনে আবদ্ধ করে আমাকে কোলে তুলে লুকিয়ে ফেলেছিলে, তখন আমার স্মৃতিতে আলোর মতো একটা ঝিলিক উঠেছিল। তার রশ্মিতে আমি আমার বহু পুরনো স্মৃতি দেখতে পেয়েছি। আমি তখন বেশ ছোট ছিলাম। বাবা আমাকে ঠিক এভাবে তার বুকে জড়িয়ে নিয়ে আপন বাহুতে লুকিয়ে ফেলেছিলেন।'

মেয়েটা নীরব হয়ে গেল। চুপচাপ স্মৃতির পাতা উলটাতে থাকল। হঠাৎ শিশুর মতো লাফিয়ে উঠে বলল– 'হ্যাঁ, আমার পিতা ছিলেন। এমনই মরু-এলাকা ছিল। রাত ছিল, না দিন ছিল মনে পড়ছে না। আমরা একটা কাফেলার সঙ্গে যাচ্ছিলাম। অনেকগুলো অশ্বারোহী ধেয়ে এসে কাফেলার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তাদের কাছে তলোয়ার ছিল, বর্শা ছিল। ভয়ানক এক দৃশ্য ছিল, যা আজ তোমার কোল ও বাহুর উত্তাপে আমার স্মৃতিতে জেগে উঠছে। আব্বাজান আমাকে তোমারই মতো আশ্রয়ে নিয়ে নিয়েছিলেন।

'হ্যাঁ, আমার মায়ের কথাও মনে পড়ছে। মা আমার গায়ের উপর পড়ে গিয়েছিলেন। সম্ভবত, তিনি আমাকে বাঁচাতে চেয়েছিলেন। তারপর মনে পড়ছে, তিনি একদিকে পড়ে গিয়েছিলেন। আমার রক্তের কথাও মনে পড়ছে। এক ব্যক্তি আমাকে আমার বাহুতে ধরে তুলে নিয়েছিল। একজন বলেছিল, খাঁটি হিরা। জওয়ান হলে দেখবে। আমার সে-সময়কার চিৎকারের কথাও মনে পড়ছে। সেদিন আমি আজ রাতের মতো চিৎকার করেছিলাম।'

www.pathagar.com

'মস্তিষ্কের উপর বেশি চাপ সৃষ্টি করো না' – আমর দরবেশ মেয়েটার মাথায় হাত বোলাতে-বোলাতে বললেন – 'আমি তোমার পুরো কাহিনী বুঝে ফেলেছি। তুমি মুসলমানের সন্তান। তুমি আরব কিংবা ফিলিস্তিনের মেয়ে। খ্রিস্টানরা মুসলমানদের কাফেলা লুণ্ঠন করত। এখনও যেসব অঞ্চল খ্রিস্টানদের দখলে, সেখানে তারা মুসলমানদের কাফেলা লুট করে। তারা সোনা-চাঁদি আর তোমার মতো সুন্দরী মেয়েদের নিয়ে যায়। আমি বুঝে ফেলেছি, তুমি এ-পর্যন্ত কীভাবে পৌঁছেছ।'

'যখন সবকিছু বুঝতে শুরু করেছি, তখন আমি এমন বহু মেয়েকে দেখেছি' – আশি বলল – 'আমাদের উন্নতমানের খাবার ও দামি-দামি পোশাক দেওয়া হতো। গৌরবর্ণের পুরুষ-মহিলারা আমাদের আদর করত। তারা আমার মস্তিষ্ক থেকে সব স্মৃতি মুছে দিয়েছে। আমি ওখানেই বড় হয়েছি। জায়গাটা ছিল জেরুজালেম। শৈশব থেকেই আমাদের অশ্লীলতা ও নির্লজ্জতার প্রশিক্ষণ শুরু হয়। মদও পান করানো হতো। আমাকে প্রথমে আরবি এবং পরে সুদানি ভাষা শিক্ষা দেওয়া হয়। তারপর যখন আমি যৌবনে পা রাখি, তখন আমাকে এই কাজে ব্যবহার শুরু হয়, যে-কাজে তুমি আমাকে দেখেছ। তির-তরবারি চালনার তো আমাদের বহু অনুশীলন করা হয়। আজ যখন তুমি আমাকে ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় তোমার আশ্রয়ে নিয়ে নিয়েছ, তখন হঠাৎ আমার পিতার কথা মনে পড়ে গেল। আমার ব্যাপারে তাঁর আবেগ ছিল পবিত্র। আর তোমারও আবেগ অমলিন। এ-কারণেই আমি তোমাকে বলেছিলাম, আরও কিছু সময় আমাকে তোমার কোলে পড়ে থাকতে দাও। তোমার কোলে মাথা রেখে আমি পিতার মমতা অনুভব করছিলাম। আজ আমি শপথ নিলাম, যত দিন বেঁচে থাকব, আমি তোমার দাসি হয়ে থাকব। এখন আমি সুদানিদের কোনো কাজে আসব না। এটা তোমারই স্বচ্চরিত্রতা ও সৎ নিয়তের সুফল। আমি মুসলমান। তুমি আমার শিরায় মুসলমান পিতার রক্ত ছড়িয়ে দিয়েছ। এখন আর আমি তোমাকে সেই কাজ করতে দেব না, যে-কাজের জন্য তুমি এসেছ। তুমি আমার ভেতরটায় ঈমানের প্রদীপ জ্বালিয়ে দিয়েছ।'

'কয়েকটা দিন তোমাকে এ-কাজ করতে হবে' – আমর দরবেশ বললেন – 'আমি অন্য কোনো উদ্দেশ্যে যাচ্ছি।'

'আমি তোমাকে সাহায্য করব।'

www.pathagar.com

তাঁবু গুটিয়ে সুদানি মুসলমানদের পার্বত্য এলাকার উদ্দেশ্যে রওনা দেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন আমর দরবেশ। কিন্তু সাথের রূপসী মেয়েটাকে নিয়ে তার অন্তহীন ভাবনা। মেয়েটা মুসলমান। তাই আমর দরবেশ তাকে খ্রিস্টানদের কব্জা থেকে রক্ষা করতে চাচ্ছেন। চার-পাঁচ বছর বয়সে মেয়েটা ক্রুসেডারদের হাতে চলে গিয়েছিল। তারপর বিশ-বিশটা বছর ব্যয় করে তারা তার গায়ে যে-রঙের প্রলেপ মাখিয়েছে, তা অপসারণ করা সহজ নয়। ভালোই হলো, মেয়েটা নিজেই বুঝে ফেলেছে, সে মুসলমান ঘরের সন্তান। এখন তার হৃদয়ে ক্রুসেডারদের প্রতি প্রবল ঘৃণার সৃষ্টি হয়েছে। সে আমর দরবেশকে বলে দিয়েছে, আমি তোমাকে সাহায্য করব। কিন্তু আমর দরবেশ ভাবছেন মেয়েটাকে বিশ্বাস করা যায় কিনা।

একই তাঁবুতে রাতযাপন করে সকালে ঘুম থেকে উঠে মেয়েটা আমর দরবেশকে বলল– ' মনে হচ্ছে, এখনও তুমি আমাকে শত্রুই মনে করছ।'

'নারীর ফাঁদে পড়ে মুসলিম জাতি বহু ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে আশি' – আমর দরবেশ উত্তর দিলেন – 'তুমি অত্যন্ত রূপসী মেয়ে। তোমার চলন-বলন ও ভাব-ভঙ্গি মানুষের মাঝে পশুত্বকে জাগিয়ে তোলে। আমি যুবক। আমি কয়েক বছর যাবত যুদ্ধের মাঠে আছি। কিছুদিন সুদানের কয়েদখানায় যুদ্ধবন্দি হিসেবে সময় কাটিয়েছি। এই দীর্ঘ সময়টায় আমি আপনজনদের মুখ দেখিনি। রাতে তাঁবুতে তুমি আমার সঙ্গে একাকি ছিলে। আমি রাতভর মহান আল্লাহর সমীপে সাহায্য প্রার্থনা করেছি, যেন আমি পশুত্বের মোকাবেলায় জয়ী হতে পারি। আমি সফল হয়েছি। আল্লাহ আমাকে অনেক সাহায্য করেছেন। তারপর ভাবতে শুরু করেছি, তোমাকে আমি শত্রু ভাবব, না বন্ধু। সেই ভাবনা এখনও ভাবছি। আমি এখনও তোমার এই সংশয় দূর করতে পারছি না যে, আমি তোমাকে শত্রু ভাবছি। তবে শেষ পর্যন্ত তোমাকেই প্রমাণ করতে হবে, তুমি বিশ্বাসযোগ্য।'

'আমি আবারও বলছি, তুমি আমার বুকে ঈমানের বাতি জ্বালিয়ে দিয়েছ' – আশি বলল – 'আর তোমাকে আমি একথাও বলে রাখছি, সুদানিরা তোমাকে যে-মিশন নিয়ে প্রেরণ করেছে, তাতে যদি তুমি তাদের ধোঁকা দিতে চাও, আমি তোমাকে সঙ্গ দেব। জীবন বিপন্ন হলেও আমি পিছপা হব না। আমি-ই তো তোমাকে বলেছিলাম, যে-দুজন লোক এসে তোমার ভক্ত হয়ে চলে গেল, তারা মূলত সুদানিদের গুপ্তচর।'

www.pathagar.com

'আমাকে ভাবতে দাও আশি' – আমর দরবেশ বললেন – 'আমি বুঝে ফেলেছি, আমার চারপাশে গোয়েন্দাজাল বিছিয়ে রাখা হয়েছে। তোমাকে আমি সেই জালের একটা অংশ মনে করি। এখনও তুমি তা-ই করো, যা তোমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আমিও সেই পাঠ ও নির্দেশনা মোতাবেক কাজ করব, যা আমাকে শেখানো হয়েছে। আমি তোমাকে বলেছিলাম, আমি অন্য কোনো উদ্দেশ্যে যাচ্ছি। কিন্তু এই মিশন থেকে মুখ ফেরানো সম্ভব নয়। আমি এর পরিণাম জানি। দু-তিনটা তির সব সময় আমাকে তাক থাকে। আমি তাদের তখনই দেখতে পাব, যখন তির আমার বুকে এসে বিদ্ধ হবে।'

'আমি সর্বাবস্থায় তোমাকে সঙ্গ দেব' – আশি বলল – 'আমি প্রমাণ করব, আমার শিরায় মুসলমানের রক্ত প্রবহমান।'

আমর দরবেশ ও আশি দুজন দুটা উটে চড়ে মুসলিম ভূখণ্ডের দিকে এগিয়ে চলছেন। তৃতীয় উটে তাদের তাঁবু ও অন্যান্য মালপত্র বোঝাইকরা। যে-আশি একসময় অর্ধনগ্না অবস্থায় চলাফেরা করত, এখন সে আপাদমস্তক কালো বোরকায় আবৃতা। মুখমণ্ডলও নেকাবে ঢাকা। দেখে বুঝবার উপায় নেই, মেয়েটা ক্রুসেডারদের একটা সুদর্শন তির, যা পাথরসম শক্ত একজন মানুষের অন্তরে ঢুকে গেলে মানুষটা মোম হয়ে খ্রিস্টানদের ধাঁচে তৈরি হয়ে যায়।

আমর দরবেশ ও আশি যেদিকে যাচ্ছেন, দূরে এক অশ্বারোহীকে সেদিকেই যেতে দেখা গেল। আমর দরবেশ ভাবলেন, এই লোকটাও সম্ভবত সেই সুদানি গুপ্তচরদের একজন, যারা তার সঙ্গে ছায়ার মতো লেপ্টে আছে। তার এই ধারণা যদি ভুল হয়, তা হলে নিশ্চয়ই সে মরুদস্যু। আশপাশে কোথাও তার সাঙ্গরা লুকিয়ে আছে। তা-ই যদি প্রমাণিত হয়, তা হলে আমর কী করবেন?'

'আশি!' – সফরসঙ্গীকে উদ্দেশ করে আমর দরবেশ বললেন – 'তুমি কি ওই অশ্বারোহীকে দেখতে পাচ্ছ?'

'অনেকক্ষণ ধরেই দেখছি।'

'যদি দস্যু হয়ে থাকে, তা হলে কি আমরা তাদের মোকাবেলা করতে পারব?'

'আমাদের সঙ্গে অস্ত্র আছে' – 'আশি সাহসী জবাব দিল – 'যদি রাতে ঘুমন্ত অবস্থায় এসে আমাদের উপর আক্রমণ চালায়, তা হলে কী হবে বলতে পারব না। দিনের বেলায় হলে মোকাবেলা করব। তোমার সঙ্গে স্বয়ং আমি একটি সম্পদ। তারা আমাকে তোমার হাত থেকে কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করবে। কিন্তু আমি তোমাকে নিশ্চয়তা দিচ্ছি, আমাকে তারা জীবিত নিতে পারবে না।'

নানাবিধ শঙ্কার মাঝে দোল খেতে-খেতে এগিয়ে চলল আমর দরবেশ ও আশি। সূর্যটা পশ্চিম আকাশে অস্ত যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। ধীরে-ধীরে পর্বতমালা চোখে পড়তে শুরু করেছে। উঁচু পর্বতমালা এখনও বহুদূর হলেও অঞ্চলটা যেখান থেকে শুরু হয়েছে, সেই স্থান আর বেশি দূরে নয়। উটগুলো এগিয়ে চলছে।

www.pathagar.com

যে-অঞ্চল থেকে মিশন শুরু করবেন বলে কথা, সেখানে পৌঁছে গেছেন আমর দরবেশ। মুসলমানদের প্রথম গ্রামটায় পৌঁছতে আর সামান্য পথ বাকি। আমর দরবেশ সেই গ্রামেরই অধিবাসী। যে-অশ্বারোহী লোকটা দূরপথে অগ্রসর হচ্ছিল, গতি পরিবর্তন করে সে এদিকে এগিয়ে এল এবং আমর দরবেশের সঙ্গে মিলিত হলো।

'তোমাদের আস্তানা ওইখানে' – অশ্বারোহী আমর দরবেশকে উদ্দেশ করে বলল – 'তোমরা আমাকে না চিনলেও আমি তোমাদের জানি।'

লোকটাকে দেখে আশি মুখের নেকাব সরিয়ে হাসতে শুরু করল। অশ্বারোহী তাকে জিজ্ঞেস করল– 'সফরটা কেমন কাটল?'

'খুব ভালো' – আশি হাসিমুখে উত্তর দিল।

'তোমরা ভয় পাওনি তো' – আরোহী জিজ্ঞেস করল – 'সফরকালে তোমাদের নিরাপত্তার এমন ব্যবস্থা ছিল, যা তোমরা কল্পনাও করতে পারবে না। অন্যথায় এমন একটা রূপসী মেয়ে নিয়ে এ পর্যন্ত পৌঁছতে পারতে না।'

'তুমি কে?' আমর দরবেশ জিজ্ঞেস করলেন।

'সুদানি মুসলমান' – আরোহী উত্তর দিল – 'এখন এই ভাবনা ভেবো না, তুমি কে আর আমি কে। তোমরাও আমার মতো এ-অঞ্চলেরই বাসিন্দা। তুমি ভালোভাবেই জান, আমরা যদি সামান্যতম ভুলও করি, তা হলে এখানকার মুসলমানরা আমাদের গায়ের চামড়া তুলে ফেলবে।'

আরোহী আমর দরবেশের আরও কাছে এসে কানে-কানে বলল– 'একথাও মনে রেখো, তুমি যদি কর্তব্যে বিন্দুপরিমাণ হেরফের কর, তা হলে বিনা নোটিশে খুন হয়ে যাবে। এখানে তোমার কাজ কী তা তোমার জানা আছে। এই রাতটা বিশ্রাম নাও। আগামী কাল থেকে এখানে তোমার কাছে লোকজন আসতে শুরু করবে। আশির জানা আছে তাকে কী করতে হবে।'

আমর দরবেশের সবই জানা আছে। তার দায়িত্ব এই এলাকার মুসলমানদের বিভ্রান্ত করা, সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবির বিরুদ্ধে ঘৃণা সৃষ্টি করা এবং সুদানের অনুগত বানিয়ে মুসলমানদের সুদানি বাহিনীতে ভর্তি হতে প্রস্তুত করা।

সুলতান আইউবি মিসরে অনুপস্থিত। এই মুহূর্তে তিনি আরব ভূখণ্ডে শত্রুর মোকাবেলায় যুদ্ধরত। ক্রুসেডারদের পরিকল্পনা হলো, সুদানি ফৌজকে প্রস্তুত করে মিসরের উপর আক্রমণ করাবে। কিন্তু সুদানি মুসলমানদের যুদ্ধবাজ গোত্রগুলো সুদানের নাগরিক হওয়া সত্ত্বেও সুলতান আইউবির ভক্ত ও অনুসারী। আমর দরবেশ তাদের ভক্তি-বিশ্বাসকে গুড়িয়ে তছনছ করে দিতে এসেছেন।

সূর্য ডুবে গেছে। আমর দরবেশ আগন্তুক অশ্বারোহীর সহায়তায় তাঁবু স্থাপন করলেন। আরোহী বিদায় নেওয়ার আগে বলল– 'আগামী কাল সম্ভবত তোমাদের সঙ্গে নিভৃতে কথা বলার সুযোগ হবে না। সকাল-সকালই লোকজন এখানে আসতে শুরু করবে।' সে একটা পাহাড়ের দিকে ইঙ্গিত করে বলল–

'সাঁঝের আলো-আঁধারিতেও পাহাড়টা তোমাদের চোখে ছাতার মতো একটা গাছ মনে হবে। আগামী রাত ওখানে একটা প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখবে। কাল যে-পোশাকটা পরিধান করবে, ভোরেই সেটা প্রস্তুত করে রাখবে। আমি যাচ্ছি। এখন থেকে প্রতিটি পদক্ষেপে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।'

আরোহী মেয়েটাকে ইঙ্গিতে বাইরে নিয়ে বলল– 'তোমাকে বেশি সতর্ক থাকা প্রয়োজন। এখানকার মুসলমানরা জংলি। তোমার নিরাপত্তার জন্য আমরা প্রস্তুত আছি। কিন্তু নিজের নিরাপত্তা নিজেকেই বেশি করতে হবে। এই লোকটাকে বশে রাখবে।' মেয়েটার দু-কাঁধের উপর ছড়িয়ে থাকা চুলে বিলি কেটে ঠোঁটে শয়তানি হাসি হেসে বলল– 'এই সুদর্শন শিকলগুলোয় তো তুমি সিংহকেও আটকে ফেলতে পার।'

'তুমিও তো এখানকার মুসলমান' – আশি বলল – 'তুমি হিংস্র নও কি?'

'তোমার দর্শনে কে হিংস্র হয়ে ওঠে না বলো?' বলেই আরোহী ঘোড়ার পিঠে চড়ে সন্ধ্যার ঘনায়মান আঁধারে হারিয়ে গেল।

◆◆◆

এই অশ্বারোহী ঈমান নিলামকারী মুসলমানদের একজন। সুদানের সহজ-সরল মুসলমানদের বিশ্বাসের উপর পরিচালিত যুদ্ধের সেনাপতি। লোকটা এই এলাকারই বাসিন্দা। কিন্তু কেউ জানে না, লোকটা জাতির আস্তিনের তলে লুকায়িত বিষাক্ত একটা সাপ। এই মিশনে সে একা নয়। তারা আট-দশজন মুসলমানের একটা গ্যাং।

ঘোড়ায় চড়ে লোকটা একটা গ্রামের দিকে ছুটে চলল। পথে একব্যক্তির সঙ্গে তার সাক্ষাৎ ঘটল। তারই পথপানে তাকিয়ে ছিল সে।

'সব ঠিক তো?' লোকটা আরোহীকে জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ; সবই ঠিক আছে' – আরোহী জবাব দিল – 'তবে যেকোনো সময় পরিস্থিতি ওলট-পালট হয়ে যেতে পারে। ক্রুসেডাররা যদি আমাকে সঠিক বিদ্যা শিখিয়ে থাকে, তা হলে আমি বলব, মেয়েটার চিন্তাধারা পালটে গেছে। তাকে কেমন যেন আনমনা ও চুপচাপ মনে হলো।'

'তা হয় না। আশি অনেক সতর্ক ও বিচক্ষণ মেয়ে।'

'তা হলে বোধহয় দীর্ঘ সফরের ক্লান্তিতে অবসন্ন হয়ে পড়েছে' – আরোহী বলল – 'তা ছাড়া আমর দরবেশও তো কম হিংস্র নয়!'

তারা কথা বলতে-বলতে গ্রামে ঢুকে পড়েছে। একস্থানে দুজন লোক দাঁড়িয়ে কথা বলছে। অশ্বারোহী ও তার সঙ্গী তাদের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে বলল, আমরা ভ্রমণে বের হয়েছিলাম। এখন গ্রামে ফিরছি। তারপর বিস্ময়মাখা কণ্ঠে বলল, এখান থেকে সামান্য দূরে এক বুজুর্গের আবির্ভাব ঘটেছে। তিনি শুধু আল্লাহর সঙ্গে কথা বলেন। দিনের বেলায়ও ডানে-বাঁয়ে দুটি বাতি জ্বালিয়ে রাখেন। তাকে দেখে আমরা তার কাছে বসে পড়েছিলাম। তিনি কুরআন তিলাওয়াত

www.pathagar.com

করছিলেন। কুরআন মুখস্থ পড়েন। আমাদের প্রতি ভ্রূক্ষেপও করলেন না। আমরা তাকে ডাকলাম। তিনি সাড়া দিলেন না। তার তাঁবুর নিকট হতে একটি ধোঁয়ার কুণ্ডলি উত্থিত হয়ে উপরে গিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল এবং তার মধ্য থেকে একটি মেয়ে বেরিয়ে এল। মেয়েটির রূপ আমরা তোমাকে বলে বোঝাতে পারব না। আমরা ভয় পেয়ে গেলাম। কেননা, মেয়েটিকে আমাদের কাছে পরী বলে মনে হলো। মেয়েটি বুজুর্গের সামনে গিয়ে সেজদায় লুটিয়ে পড়ল। পরে সেজদা থেকে উঠে বুজুর্গের মুখের সঙ্গে কান লাগাল। বুজুর্গের ওষ্ঠাধর নড়ে উঠল। পরে মেয়েটি আমাদের সামনে এসে দাঁড়িয়ে গেল।

'আমরা ভয়ে পালাতে উদ্যত হলাম। কিন্তু মাটি আমাদের ধরে রাখল। সম্ভবত মেয়েটির চোখ আমাদের আটকে রেখেছিল। সে আমাদের বলল, ইনি খোদার দূত। তোমাদের সকলের জন্য পয়গাম নিয়ে এসেছেন। তাকে বিরক্ত করো না। এই মুহূর্তে তিনি খোদার সঙ্গে কথা বলছেন। তোমরা আগামী দিন এসো। যদি তোমাদের প্রতি তার দয়া হয়, তা হলে তিনি তোমাদের প্রত্যেককে তূর পর্বতের দীপ্তি দেখাবেন। আমি এইমাত্র তূর পর্বত থেকে এসেছি। তিনি আমাকে তলব করেছিলেন। আমার কানে-কানে তোমাদের বলতে বলেছেন যে, তিনি তোমাদের ভাগ্য বদলে দেবেন। যদি তোমরা অধৈর্য হও, তা হলে তিনি অন্যত্র চলে যাবেন। আমরা মেয়েটির সঙ্গে কথা বলতে পারিনি। আমরা সম্পূর্ণরূপে তার নিয়ন্ত্রণে চলে গিয়েছিলাম। আমরা কিছুই বলতে পারিনি। বুজুর্গের প্রতি তাকালাম। দেখলাম, তার মাথার উপর নূর চমকাচ্ছে। আমরা সেখান থেকে চলে এলাম।

লোকগুলোর কণ্ঠস্বর স্পর্শকাতর। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল, তারা বিস্মিত ও ভীত-সন্ত্রস্ত। মানবীয় স্বভাবের একটা দুর্বলতা হলো, বিস্ময়কর বক্তব্য চেতনাকে নাড়িয়ে তোলে। স্পর্শকাতরতা আনন্দ দান করে। কাহিনী শুনে দুই এলাকাবাসীর সেই অবস্থা-ই সৃষ্টি হলো। তারা দুটা ঘরের দরজায় করাঘাত করে দু-তিনজন লোককে ডেকে আনল এবং নিজেরা যা শুনেছে, সব তাদেরও শোনাল। অশ্বারোহী ও তার সঙ্গী কাহিনী বর্ণনায় একটি বিশেষ আকর্ষণ যুক্ত করে দিল। তারা মেয়েটির রূপের বিবরণ এমন ভাষায় ও এমন শব্দে প্রদান করল যে, শ্রোতারা খোদা, কুরআন ও উক্ত বুজুর্গের পরিবর্তে মন-মস্তিষ্কে মেয়েটাকেই স্থান দিতে শুরু করল। তারা অশ্বারোহী ও তার সঙ্গীকে সম্মানিত মেহমান হিসেবে বরণ করে নিল । অন্যান্য ঘরের লোকজনও এসে তাদের চারপাশে ভিড় জমাল।

◆ ◆ ◆

ভোরবেলা। সূর্য এখনও উদিত হয়নি। গ্রামের সব মানুষ অশ্বারোহী ও তার সঙ্গীর নেতৃত্বে আমর দরবেশের আস্তানা-অভিমুখে ছুটে চলল। আমর দরবেশ তাঁবুর সম্মুখে ছোট্ট একটা জাজিমের উপর এলোপাতাড়ি বসে চোখদুটো বন্ধ

www.pathagar.com

করে বিড়বিড় করছেন। একটা লাঠি তার ডানে, একটা বাঁয়ে মাটিতে পুঁতে দাঁড় করিয়ে রাখা আছে। লাঠিদুটোর মাথায় তেলভেজা কাপড় জ্বলছে। এগুলো প্রদীপ। আমর দরবেশের আট-দশ পা দূরে তিনজন লোক দাঁড়িয়ে আছে। গ্রামবাসীরা তাদের পর্যন্ত এসে দাঁড়িয়ে গেল।

তাদের একজন 'আমি গিয়ে বুজুর্গের সঙ্গে কথা বলি' বলেই এগুতে শুরু করল। কিন্তু তিন-চার পা অগ্রসর হওয়ার পর লোকটা পেছন দিকে এমনভাবে চিত হয়ে পড়ে গেল, যেন কেউ তাকে সামনের দিক থেকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছে। উঠে সে জনতার মাঝে গিয়ে দাঁড়াল। ভয়ে থরথর করে কাঁপছে লোকটা। সে ভয়ার্তকণ্ঠে বলল– 'কেউ সম্মুখে যেও না। কে যেন আমাকে সামনে থেকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছে। আমি কাউকে দেখতে পাইনি। বোধহয় জিন হবে।'

তার অপর দুই সঙ্গী বলল– 'আমরা যাব; তুমি ভয় পেয়ে গেছ।'

দুজন একসঙ্গে এগিয়ে গেল। তিন-চার পা অগ্রসর হওয়ার পর তারাও প্রথমজনের মতো পিছন দিকে চিত হয়ে পড়ে গেল এবং সঙ্গে-সঙ্গে উঠে দাঁড়াল। দেখে জনতা ভয় পেয়ে গেল। সকলের মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে গেল, বুজুর্গ তার পাহারায় জিন দাঁড় করিয়ে রেখেছেন। তারা-ই যে কাউকে সম্মুখে অগ্রসর হতে দিচ্ছে না।

তাঁবু থেকে একটা মেয়ে বেরিয়ে এল। মেয়েটা আশি। তার পরনে কালো রেশমি পোশাক। চিবুক ও মুখমণ্ডল হালকা নেকাবে আবৃত। চোখদুটো খোলা। মাথাটা কালো কাপড়ে ঢাকা। মাথার রেশমকোমল চুলগুলো দু-কাঁধের উপর দিয়ে ভাগ হয়ে বুকের উপর এসে ঝুলছে। মেয়েটা পোশাকে আবৃতা বটে; কিন্তু পোশাকটা এমন যে, তাকে অর্ধনগ্না বলেই মনে হচ্ছে। এই পার্বত্য অঞ্চলের মানুষ এমন রূপসী মেয়ে আর কখনও দেখেনি। তারা মেয়েটাকে পরী মনে করছে। তার চাল-চলন একদম ব্যতিক্রম। চেহারাটা যেমন চিত্তাকর্ষক, তেমনি মায়াবী।

আশি আমর দরবেশের সামনে এসে সেজদায় লুটিয়ে পড়ল। কিছুক্ষণ পর সেজদা থেকে উঠে নিজের একটা কান তার মুখের সঙ্গে লাগাল। আমর দরবেশের ওষ্ঠাধর নড়ে উঠল। আশি উঠে দাঁড়িয়ে গেল।

'তোমরা ওখানেই দাঁড়িয়ে থাকো' – আশি জনতাকে উদ্দেশ করে বলল – 'কেউ সামনে এগোবার দুঃসাহস দেখাবে না। খোদার দূত জিজ্ঞেস করেছেন, তোমরা এখানে কেন এসেছ? তোমরা ওখানেই দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে কথা বলতে পার।'

যে-তিন ব্যক্তি সামনের দিকে অগ্রসর হতে গিয়ে চিত হয়ে পড়ে গিয়েছিল, তাদের একজন উচ্চকণ্ঠে বলল– 'হে আল্লাহর দূত, তুমি কি অনাগত ভবিষ্যতের খবর বলতে পার?'

www.pathagar.com

'জিজ্ঞেস করো কী জানতে চাও' – আমর দরবেশ গুরুগম্ভীর মুখে ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন।

'সুদানের অনুগত না হয়ে কি আমরা এই ভূখণ্ডকে ইসলামি রাজ্যে পরিণত করতে পারব?' লোকটা জিজ্ঞেস করল।

আমর দরবেশ হঠাৎ ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলেন। হাতদুটো মাটিতে ছুড়ে মারলেন। আশি দৌড়ে এসে তার সম্মুখে বসে পড়ল এবং তার মুখের সঙ্গে কান লাগিয়ে রাখল। আমর দরবেশের ঠোঁট নড়ে উঠল। আশি উঠে দাঁড়িয়ে জনতার উদ্দেশে বলল– 'খোদার দূত বলেছেন, পানিতে যদি আগুন ধরে যায়, তা হলে এই ভূখণ্ডকে তোমরা ইসলামি রাজ্যে পরিণত করতে পারবে।' কারও কাছে পানি থাকলে এই কাপড়টার উপর ঢেলে দাও।'

আমর দরবেশের সামান্য দূরে একটা কাপড় এমনভাবে পড়ে আছে, যেন কেউ দেহ থেকে খুলে দলা করে রেখে দিয়েছে। যে-তিন ব্যক্তি সম্মুখে অগ্রসর হতে গিয়ে পড়ে গিয়েছিল, তাদের একজন এগিয়ে এল। তার হাতে চামড়ার ছোট্ট একটা মশক। সে বলল– 'আমার কাছে পানি আছে। আমি সফরে আছি বিধায় সঙ্গে পানি রেখেছি।' সে এগিয়ে গিয়ে মশকটির মুখটা খুলে কাপড়ের উপর পানি ঢেলে দিল।

আশি মাটি থেকে প্রদীপটা তুলে আমর দরবেশের হাতে দিল। আমর দরবেশ আকাশের দিকে মুখ করে ঠোঁট নাড়ালেন, যেন তিনি কারও সঙ্গে কানে-কানে কথা বলছেন। তারপর কাপড়টা প্রদীপের আলোতে ধরলেন। কারও কল্পনায় ছিল না, পানিভেজা কাপড়ে আগুন ধরে যাবে। কিন্তু তা-ই হলো। আমর দরবেশ যেইমাত্র বাতিটা কাপড়ের কাছে নিয়ে গেলেন, অমনি কাপড়টা জ্বলে উঠল এবং পুরোটা বস্ত্র একটা অগ্নিশিখায় পরিণত হয়ে গেল। জনতার ভিড়ের মধ্য থেকে কয়েক ব্যক্তি বিস্মিত কণ্ঠে আল্লাহু আকবার ধ্বনি তুলল। তারা চাক্ষুষ দেখতে পাচ্ছে, তাদের সম্মুখে পানি জ্বলছে।

'খোদার ইশারা বুঝে নাও' – আমর দরবেশ বললেন – 'আর ভালোভাবে চিনে নাও আমি কে। আমি তোমাদেরই একজন।'

তিনি নিজগ্রামের নাম উল্লেখ করে বললেন– 'আমি ওই এলাকার বাসিন্দা। আমি হাশেম দরবেশের পুত্র আমর দরবেশ। আমি নবী-রাসূল নই। খোদা তাঁর শেষ নবীকে পাঠিয়ে দিয়েছেন।'

তিনি নিজের আঙুলে চুমো খেয়ে চোখে লাগিয়ে বললেন– 'আমিও তোমাদেরই মতো আখেরি নবীর একজন উম্মত। খোদা আমাকে আলো দেখিয়েছেন এবং আদেশ করেছেন, যেন এই আলোকে আমি সেই লোকদের কাছে পৌঁছিয়ে দিই, যারা অন্ধকারে নিমজ্জিত।'

আমর দরবেশ এমন ভঙ্গিতে কথা বলছেন, যেন তার উপর উন্মত্ততা চেপে আছে।

www.pathagar.com

তিনি বললেন–

'আমার গ্রামে গিয়ে জিজ্ঞেস করো, আমি সালাহউদ্দীন আইউবির কমান্ডার। আমি সেই বাহিনীর সঙ্গে ছিলাম, যারা সুদান আক্রমণ করেছিল, যাদের আক্রমণ ব্যর্থ হয়েছে। আমরা সবাই অনুতপ্ত হলাম। কিন্তু মহান আল্লাহ আমাকে মিসরি ফৌজের লাশের মধ্য থেকে তুলে এনেছেন এবং ইঙ্গিত দিয়েছেন সালাহুদ্দীন আইউবির ফৌজ কেন পরাজিত হলো। আমার অনুতাপ আনন্দে রূপান্তরিত হলো। আমি একটা গাছের ডালে খোদার নূর দেখতে পেলাম। এমন এক আলো, যেন একটা তারকা আকাশ থেকে নেমে এসে গাছের ডালে আটকে গেছে। সেই তারকার মধ্য থেকে আওয়াজ এল– "সামনে দেখো, পেছনে দেখো, ডানে দেখো, বাঁয়ে দেখো... ।"

'আমি সব দিকে তাকালাম। আওয়াজ এল– "তুমি কি কোনো জীবিত মানুষ দেখতে পাচ্ছ?" আমি চতুর্দিকে শুধু লাশ আর লাশ দেখতে পেলাম। সকলেরই শোচনীয় অবস্থা। আহতদের সংখ্যা খুবই কম। অধিকাংশ সৈনিক পিপাসায় মারা গেছে। এরা সকলে লড়াই করছিল। তারকার আলোর মধ্য হতে আওয়াজ এল– তুমি কি দেখনি, তোমাদের তরবারি ভোতা হয়ে গিয়েছিল? তুমি কি দেখনি, তোমাদের তিরগুলোর কোনো গতি ছিল না? তুমি কি দেখনি, তোমাদের ঘোড়াগুলোর পা মাটিতে বসে গিয়েছিল?

'তখন আমার মনে পড়ল, আলোর মধ্যকার আওয়াজ আমাকে যা-যা বলেছে, আমি সবই দেখেছি। আমার তরবারি কর্তনক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছিল। আমি দেখেছি, আমার ছোড়া তিরটা বাতাসের মধ্য দিয়ে এমনভাবে যাচ্ছিল, যেন শুকনো খড় উড়ছে। আমার ঘোড়া গতি হারিয়ে ফেলেছিল। বালুকাময় প্রান্তর যেন সূর্যের সমস্ত উত্তাপ ধারণ করে আমাকে ও আমার সঙ্গীদের পুড়িয়ে দিয়েছিল। আমি ঝলসে-যাওয়া একটা লাশে পরিণত হয়ে গেলাম।

'তারপর তারকার মধ্য হতে একটা স্ফূলিঙ্গ ছুটে এসে আমার উভয় চোখে ঢুকে পড়ল। পরে সেটা আমার অস্তিত্বের সঙ্গে মিশে গেল। আওয়াজ এল, আমি তোমাকে পুনর্জীবন দান করলাম। জিজ্ঞেস করো, আমি তোমাকে এই অনুগ্রহ কেন করলাম। আমি জিজ্ঞেস করলাম। আওয়াজ উত্তর দিল, "আমি মুসলমানদের ভালবাসি। মুসলমান আমার রাসূলের কালেমা পাঠ করে। এই লাশগুলো যাদের, সেই লোকগুলোকে আমি তাদের শিক্ষার উপকরণে পরিণত করেছি যে, এরা পথ হারিয়ে ফেলেছিল। আর যারা এখনও হারায়নি, হারাবার উপক্রম হয়েছে, আমি তাদের সোজা পথ দেখাতে চাই। এর জন্য আমি তোমাকে বেছে নিয়েছি। কারণ, তুমি প্রতি সকালে কুরআন পাঠ কর। যাও, আমি তোমাকে আলো দিলাম। এই আলো আমার বান্দাদের দেখাও।"

'কথাগুলো আমি ভালোভাবে বুঝতে পারিনি। জিজ্ঞেস করলাম, হে আমার প্রভুর আলো, বিষয়টি আমাকে বুঝিয়ে বলুন। বলে দিন, আমার কথা কে গ্রহণ করবে? কীভাবে করবে? বলুন, আমাদের তলোয়ারগুলো কেন ভোতা হয়ে

www.pathagar.com

গিয়েছিল? তিরগুলোর গতি কোথায় হারিয়ে গিয়েছিল? আলোর আওয়াজ বলল, সেই তরবারি ভোতা হয়ে যায়, যার আঘাত আপন মায়ের উপর করা হয়। সেই তির খেজুরের শুকনো ডালের মতো অকেজো হয়ে যায়, যাকে আপন মায়ের বুকের উপর ছোড়া হয়। মা কে? মা সেই ভূখণ্ড, যে তোমাকে জন্ম দিয়েছে, যার মাটিতে হেসে-খেলে তুমি যৌবন লাভ করেছ। তুমি সুদানের মুসলমানদেরও জানিয়ে দাও, সুদানের পবিত্র ভূখণ্ড তোমাদের মা। তাকে তোমরা ভালবাসো। এরই মাটির ভেতর তোমাদের জান্নাত। বাইরে থেকে কোনো মুসলমান যদি এই জান্নাতকে জয় করতে আসে, তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম। তুমি তো জাহান্নাম দেখে নিয়েছ। যাও; তোমার কালেমাগো সুদানি ভাইদের বলো, তোমাদের মা, তোমাদের জান্নাত, তোমাদের কাবা হলো সুদান।'

'হযরত!' – একব্যক্তি বলল – 'তা হলে কি আপনি বলছেন, আমরা সুদানের রাজার অনুগত হয়ে যাব, যিনি আমাদের রাসূলকে অমান্য করেন?'

এই লোকটাও সেই তিন ব্যক্তির একজন, যারা সম্মুখে অগ্রসর হতে গিয়ে পড়ে গিয়েছিল।

'খোদার আওয়াজ বলেছেন, সুদানের এই কাফের বাদশাহ মুসলমান হয়ে যাবেন' – আমর দরবেশ পরম গাম্ভীর্যের সঙ্গে বললেন – 'তিনি মুসলমানদের পথপানে তাকিয়ে আছেন। তার ফৌজ কাফেরদের ফৌজ। সে-কারণে তিনি আল্লাহ ও রাসূলের নাম উচ্চারণ করেন না। তোমরা চলে যাও। তরবারি, বর্শা ও তির-ধনুক নিয়ে যাও। উট-ঘোড়ায় সাওয়ার হয়ে যাও। তাকে গিয়ে বলো, আমরা আপনার মোহাফেজ। আমরা সুদানের সন্তান।'

'বললাম, আমি বললে এসব কথা কেউ গ্রহণ করবে না। আমার মুসলমান ভাইয়েরা আমাকে হত্যা করে ফেলবে। উত্তরে খোদার আওয়াজ বলল– "আমি ব্যতীত আর কে পানিতে আগুন লাগাতে পারে? তুমি যাও; আমি তোমাকে শক্তি দিয়ে দিলাম,. যাতে মানুষ তোমাকে বিশ্বাস করতে পারে। তোমার কণ্ঠকে আমার কণ্ঠ মনে করো। কোনো মানুষ তো আর পানিতে আগুন ধরাতে পারে না। তারপর আলোর মধ্য হতে আওয়াজ এল– "তারপরও যদি মানুষ তোমাকে বিশ্বাস না করে, তা হলে তাদের তুমি রাতে আসতে বোলো। আমি তাদের সেই ঔজ্জ্বল্য দেখিয়ে দেব, যা মূসাকে তূর পর্বতে দেখিয়েছিলাম।'

'আচ্ছা তূর পর্বতের জ্যোতি দেখে কি তোমরা সত্যের আওয়াজকে মেনে নেবে না?' আমর দরবেশ জিজ্ঞেস করলেন।

'নেব হে খোদার দূত!' – সেই তিন ব্যক্তির একজন বলল – 'আপনি যদি আমাদের তূর পর্বতের জ্যোতি দেখাতে পারেন, তা হলে আপনার কণ্ঠকে আমরা খোদার কণ্ঠ বলে স্বীকার করে নেব।'

'যাও' – আমর দরবেশ ক্ষোভের সঙ্গে মাটিতে হাত ছুড়ে বললেন – 'এখন চলে যাও। যখন সূর্যের কিরণমালা পাহাড়ের পেছনে আত্মগোপন করবে এবং আকাশে তারকারাজির প্রদীপমালা জ্বলে উঠবে, তখন আবার এসো।'

www.pathagar.com

জনতা আমর দরবেশের আস্তানা ত্যাগ করে ফিরে গেল। তাদের অন্তরে কোনো সন্দেহ নেই। তারা চার-পাঁচজন করে দল বেঁধে হাঁটছে আর মন্তব্য-মূল্যায়ন করছে। মানবীয় স্বভাবের দুর্বলতাগুলো ভেসে উঠেছে। ঈমানের আলো কুসংস্কারের ছাইয়ের তলে চাপা পড়ে গেছে। ঈমানি জযবা শীতল হয়ে গেছে।

সহজ-সরল পশ্চাৎপদ মানুষ এরা। স্পর্শকাতর একটা নাটক লোকগুলোর বিবেকের গতি ঘুরিয়ে দিয়েছে। আমর দরবেশের কণ্ঠ ও বাচনভঙ্গি তাদের হৃদয়ে প্রভাব বিস্তার করে ফেলেছে। কেউ সন্দেহ প্রকাশ করলে অপর কেউ-না-কেউ বলছে– 'তুমি কি পানিতে আগুন ধরাতে পার?'

রাতে তূর পর্বতের জ্যোতি দেখার কাজ এখনও বাকি আছে। এরা আশিকে জিন মনে করছে। সে-কথাটা স্পষ্ট ভাষায় অনেকে ব্যক্তও করছে।

এরা সেসব মুসলমান, যারা সুদানের অমুসলিম রাজার মনে কাঁপন ধরিয়ে রেখেছিল। সুদানি বাহিনীকে এরা এই পার্বত্যাঞ্চলে পরাস্ত করে পিছু হটিয়ে দিয়েছিল। এরা ছিল আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুসারী এবং সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবির ভক্ত-সমর্থক। সুদানের নাগরিক হওয়া সত্ত্বেও এই পার্বত্যাঞ্চলকে এরা স্বাধীন ইসলামি রাজ্য মনে করত। কিন্তু আমর দরবেশের স্পর্শকাতর ও জাদুময় বক্তব্য এদের চিন্তাধারা বদলে দিল। লোকগুলো বিপথগামী হয়ে উঠল। একটি দেশের সেনাবাহিনী যাদের কাছে হার মানতে বাধ্য হয়েছিল, একজন মানুষের একটা চিত্তাকর্ষী আক্রমণে তাদের সবগুলো অস্ত্র হাত থেকে খসে পড়ল। এখন এরা যেখানেই যাকে পাচ্ছে, গুজব ছড়াচ্ছে। নিজেরা যা দেখেছে, যা শুনেছে, তাকে আরও আকর্ষণীয় রূপ দিয়ে তার প্রচার শুরু করে দিয়েছে।

◆ ◆ ◆

'একটা শঙ্কা আমাকে অস্থির করে রেখেছে। আমার ভয় হচ্ছে, সুদানি মুসলমানরা কোনো স্পর্শকাতর কুসংস্কারের সামনে অস্ত্র ত্যাগ করে বসবে।' সুলতান আইউবি বললেন।

সুলতান এখন সুদান থেকে বহু দূরে ফিলিস্তিনের দোরগোড়ায় একটা পাহাড়ের পাদদেশে তাঁর উপদেষ্টামণ্ডলি ও সালারদের মাঝে বসে আছেন। তিনি আল-আদিলের পত্রখানা পাঠ করছেন। মিসরের ইন্টেলিজেন্স সুদানি মুসলমানদের সম্পর্কে পুরো তথ্য মিসরের ভারপ্রাপ্ত গভর্নর আল-আদিলকে অবহিত করেছে। আল-আদিল পত্রে সেসব তথ্য সুলতান আইউবির কাছে লিখে পাঠিয়েছেন। পত্রে তিনি একথাও লিখেছেন যে, আলী বিন সুফিয়ান বণিকের বেশে সুদান রওনা হয়ে গেছেন। পত্রে আল-আদিল জানতে চেয়েছেন, সুদানি মুসলমানদের পাহাড়ি এলাকায় কমান্ডো পাঠাবেন কিনা। তিনি এই আশঙ্কাও ব্যক্ত করেছেন যে, আমরা যদিওবা গোপনে কমান্ডোদল প্রেরণ করি, তবু সুদান সরকার যদি জেনে ফেলে, তা হলে অভিযানটা প্রকাশ্য যুদ্ধের রূপ লাভ করতে পারে। অথচ এখন আমাদের অধিকাংশ ফৌজ আরবে যুদ্ধরত। বার্তায় উল্লেখ

www.pathagar.com

করা হলো, সুদান সরকার মুসলমানদের অনুগত বানাবার লক্ষ্যে আমাদের যুদ্ধবন্দিদের ব্যবহার করার চেষ্টা করছে।

সুলতান আইউবি তাঁর সালার ও উপদেষ্টামণ্ডলিকে পত্রখানা পাঠ করে শুনিয়ে বললেন– 'সুদানের এই মুসলমানগুলো সুদান সেনাবাহিনীর জন্য সাক্ষাৎ যম। তোমরা দেখে থাকবে, তাদের যে-কজন লোক আমাদের বাহিনীতে আছে, তারা কীরূপ জযবা ও বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করছে। কিন্তু দুশমন যখন তেলেসমাতি ভাষায় তাদের উস্‌কে দেয় এবং চেতনাকে কল্পনাবিলাসের প্রতি আকৃষ্ট করে, তখন তারা বালির মূর্তিতে পরিণত হয়। আল-আদিল একথা লেখেনি যে, খ্রিস্টানরা সুদানের মুসলিম অঞ্চলগুলোতে চরিত্রবিধ্বংসী ও নাশকতামূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছে। কিন্তু তোমরা তো খ্রিস্টানদের জান। তারা এই বিদ্যায় পারদর্শী। আমি জানি, সুদানিদের কাছে খ্রিস্টান উপদেষ্টা রয়েছে। তারা মুসলমানদের চিন্তা-চেতনা ধ্বংস করার তৎপরতা চালাবে, তাতে কোনোই সন্দেহ নেই।'

সুলতান আইউবি আল-আদিলের দূতকে আহার ও বিশ্রামের জন্য পাঠিয়ে দিলেন এবং কেরানীকে ডেকে চিঠির উত্তর লেখাতে শুরু করলেন–

'প্রিয় ভাই আল-আদিল! আল্লাহ তোমাকে সাহায্য করুন। তোমার পত্র আমার সম্মুখে সুদানি মুসলমানদের বাস্তব চিত্র ফুটিয়ে তুলেছে। তুমি বিচলিত হয়ো না। তুমি তো জান, কাফেররা ইসলামের ধ্বংস কামনা করছে। লক্ষ্য অর্জনে কোনো সুযোগই তারা হাতছাড়া করছে না। আলী বিন সুফিয়ানের সুদান যাওয়াকে আমি স্বাগত জানাচ্ছি। তাকে অনুমতি দিয়ে তুমি ভালোই করেছ। আল্লাহ তাকে সাহায্য করুন। লোকটা অত্যন্ত সতর্ক ও যোগ্য গোয়েন্দা। পাথরের পেট থেকেও কথা বের করতে জানে। সে ফিরে এসে তোমাকে জানাবে সেখানকার আসল পরিস্থিতি কী। তুমি তার দেওয়া তথ্য অনুসারে পদক্ষেপ নিয়ো।

'তুমি জানতে চেয়েছ, সুদানি মুসলমানদের সাহায্যে কমান্ডো পাঠাবে কিনা? এই আশঙ্কাও ব্যক্ত করেছ, কমান্ডো পাঠালে সুদানিরা পালটা ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে, যা প্রকাশ্য যুদ্ধের রূপ নিতে পারে। তুমি ভালোই করেছ যে, আমার অনুমতি নেওয়া আবশ্যক মনে করেছ। কিন্তু সাবধান! কখনও যদি পরিস্থিতি গুরুতর রূপ ধারণ করে, তা হলে আমার অনুমতির অপেক্ষায় সময় নষ্ট করবে না। তুমি নিশ্চয়ই জেনেছ, সুদান কারাগারের এক সিপাই সুদানি ফৌজের একজন কমান্ডারকে হত্যা করে মুসলমানদের কাছে আশ্রয় নিয়েছে এবং ইসলাম গ্রহণ করেছে। তুমি এ-ও জান, সুদানিরা আমাদের কয়েদিদের আমাদেরই বিরুদ্ধে প্রস্তুত করার চেষ্টা চালাচ্ছে এবং আমাদের ইসহাক নামক এক কমান্ডারের স্ত্রী ও কন্যাকে পর্যন্ত প্রতারণার মাধ্যমে অপহরণ করার চেষ্টা করেছে। তাতেই প্রমাণিত হচ্ছে, সুদানি মুসলমানদের মাঝে কিছু গাদ্দারও

www.pathagar.com

আছে। এমতাবস্থায় তুমি যত দ্রুত সম্ভব কিছু কমান্ডোসেনা ব্যবসায়ী ও পর্যটকের বেশে সুদান সীমান্তে পাঠিয়ে দাও।

'আমার প্রিয় ভাই, একথা সত্য যে, আমাদের সেনাসংখ্যা কম এবং আমরা আরেকটি রণাঙ্গন চালু করতে অক্ষম। কিন্তু আমরা কুরআনের সেই নির্দেশনা কীভাবে উপেক্ষা করতে পারি যে, পৃথিবীর কোনো একটি ভূখণ্ডে যদি কাফেররা মুসলমানদের উপর জুলুম করে কিংবা প্রলোভন বা প্রতারণার মাধ্যমে তাদের বিভ্রান্ত করার চেষ্টা চালায়, তাদের জাতীয় মর্যাদা ও দীন-ঈমানকে সংকটাপন্ন করে তোলে; তা হলে পৃথিবীর সকল মুসলমানের উপর জিহাদ ফরজ হয়ে যায়। আমি বহুবার বলেছি, সালতানাতে ইসলামিয়ার কোনো সীমানা নেই। ইসলামের সুরক্ষার জন্য আমরা যেকোনো দেশের সীমান্ত অতিক্রম করতে পারি। তুমি জান, আমরা সুদানি মুসলমানদের কমান্ডো দিয়ে রেখেছি, যারা কৃষকের বেশে তাদের সঙ্গে অবস্থান করছে। সুদানি মুসলমানদের আমরা সামরিক সরঞ্জামও দিয়েছি। তুমি যদি প্রয়োজন মনে কর, তা হলে তাদের আরও সাহায্য দাও।

'সুদানিরা যদি তাদের সীমান্ত নিরাপদ করার লক্ষ্যে মিসরে সেনা-অভিযান পরিচালনা করে, তা হলে ভয় পেয়ো না। তোমরা স্বল্পসংখ্যক ফৌজ দ্বারা কয়েকগুণ বেশি ফৌজের মোকাবেলা করতে পারবে। তোমরা তাদের একটা আক্রমণ নস্যাৎ করেছ, দ্বিতীয়টাও প্রতিহত করতে সক্ষম হবে ইনশাআল্লাহ। তবে মুখোমুখি সংঘর্ষের ঝুঁকি নেবে না। দুশমনকে এমন জায়গায় টেনে নিয়ে আসবে, যেখানে তোমরা অল্পকিছু লোক দ্বারা অধিক ধ্বংসসাধন করতে সক্ষম হবে। কমান্ডোদের বেশি-বেশি ব্যবহার করবে এবং দুশমনের রসদ-সরবরাহ বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা করবে। তোমাদের অর্ধেক যুদ্ধ আলী বিন সুফিয়ানের গোয়েন্দারা জয় করে ফেলবে। তবে আমার মনে আশা জাগছে না, সুদানিরা আক্রমণ করার মতো বোকামিটা করবে। তাদের খ্রিস্টান উপদেষ্টারা যদি বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়ে থাকে, তা হলে আক্রমণের পরিবর্তে তারা মুসলমানদের তাদের পাহাড়ি এলাকায় দলে ভেড়াবারই চেষ্টা করবে। মুসলমানরা যদি তাদের অনুগত হয়ে যায় এবং তাদের ফৌজে শামিল হয়ে যায়, তা হলে তারা যেকোনো ঝুঁকি বরণ করে নিতে পারবে। তাই তোমাকে চেষ্টা করতে হবে, যেন মুসলমানরা তাদের বিভ্রান্তির শিকারে পরিণত না হয়। আমি শতবার যে-কথাটা বলেছি, এখনও তারই পুনারাবৃত্তি করব।

'যুদ্ধের ময়দানে মুসলমান পরাজিত করে – পরাজিত হয় না। কিন্তু যখন তাদের মধ্যে পাশবিকতা জাগিয়ে দেওয়া হয়, তখন তারা তরবারি ছুড়ে ফেলে। মুসলিম জাতির যখনই পতন এসেছে, এ-পথেই এসেছে। আমাদের শত্রুরা আমাদের জাতির মাঝে এই আগুনই প্রজ্বালিত করছে। এইভাবে আমরা একসঙ্গে দুটি রণাঙ্গনে লড়াই করছি। একটি মাটির উপরে, অপরটি নিচে। আমাদের শত্রুরা আমাদেরকে বিষমাখা তির দ্বারা হত্যা করতে পারেনি। এখন

www.pathagar.com

মিষ্টিমধুর ভাষার জাদুতে আমাদের অকর্মা ও পঙ্গু বানাবার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এটা অত্যন্ত ভয়াবহ যুদ্ধ। এ-ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

'এখানকার পরিস্থিতি আমাদের অনুকূলে আছে। দুশমনরা পরাজিত হয়ে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছে। আমি তাদের সংগঠিত হওয়ার সুযোগই দেব না। আল্লাহর সাহায্য অব্যাহত থাকলে আমি হাল্‌ব দখল করে ফেলব। মোকাবেলা সম্ভবত এখনও কঠিন হবে। কিন্তু আমি ব্যবস্থা করে রেখেছি। খ্রিস্টানরা এখনও মুখোমুখি আসেনি। বোধ হয় আসবেও না। তারা ভাইয়ে-ভাইয়ে সংঘাত বাঁধিয়ে তামাশা দেখছে। তাদের শত্রুরা যদি আপসে লড়াই করেই যদি নিঃশেষ হয়ে যায়, তা হলে তাদের সামনে আসবার প্রয়োজন কী। আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করুন। তুমি ভীত হয়ো না। আল্লাহ হাফেজ।'

◆◆◆

আমর দরবেশের আস্তানায় যে-তিন ব্যক্তি জনতার ভিড়ের মধ্য থেকে বেরিয়ে সম্মুখে অগ্রসর হতে গিয়ে চিত হয়ে পিছন দিকে পড়ে গিয়েছিল, তারা এখন আমর দরবেশের তাঁবুতে উপবিষ্ট। জনতা চলে যাওয়ার সময় তারা কিছুদূর তাদের সঙ্গে গিয়ে মানুষের দৃষ্টি এড়িয়ে এক-একজন করে আস্তানায় ফিরে এসে আমর দরবেশের তাঁবুতে ঢুকে পড়েছে। এরা আমরেরই দলের লোক এবং এই অঞ্চলের বাসিন্দা। সুদান সরকার থেকে তারা অনেক স্বার্থ লাভ করছে।

'আমার ধারণা ছিল, কাপড়ে আগুন ধরবে না' – আমর দরবেশ বললেন – 'কাপড়টার নিচে দাহ্যপদার্থ কম রাখা হয়েছিল এবং পানি বেশি ঢালা হয়েছিল।'

'আপনি জানেন না, এই তেল যদি পানিতেও ঢেলে দেওয়া হয়, তাতেও আগুন ধরে যায়' – যে-লোকটা কাপড়ের উপর মশক থেকে পানি ঢেলে দিয়েছিল, সে বলল – 'আমরা আগেই পরীক্ষা করে দেখেছি।'

'মানুষের উপর এর কীরূপ প্রভাব পড়ল?' আমর দরবেশ জিজ্ঞেস করলেন।

'আমরা কিছুদূর পর্যন্ত তাদের সঙ্গে গিয়েছিলাম' – একজন উত্তর দিল – 'তারা পানিতে আগুন ধরে যাওয়াকে আপনার কারামত মনে করছে। তারা একজনও বিশ্বাস করছে না, দুনিয়ার কোনো মানুষ পানিতে আগুন ধরাতে পারে। আপনি যে-ভঙ্গিমায় কথা বলেছেন, খোদার কসম, তাতে আপনার প্রতিটি কথা তাদের হৃদয়ে গেঁথে গেছে।'

'না দোস্ত' – আমর দরবেশ তাকে বাধা দিয়ে গম্ভীর কণ্ঠে বললেন – 'খোদার নামে কসম করো না। আমরা যে-খোদার বিরুদ্ধাচরণে নেমেছি, তার কসম খাওয়ার অধিকার আমাদের নেই।'

'মনে হচ্ছে, আপনার অন্তরে এখনও আসল খোদাই বিদ্যমান আছে' – একজন বলল – 'আমর দরবেশ, আপনি কিন্তু আপনার আসল খোদা ও ঈমান বিক্রি করে এসেছেন।'

www.pathagar.com

অপর একজন পার্শ্বে উপবিষ্ট আশির উরুতে হাত বুলিয়ে বলল – 'আর এই মূল্যবান সম্পদটা কীভাবে পেয়েছেন, তাও স্মরণ করুন। মেয়েটা খ্রিস্টান রাজাদের মাণিক্য, যাকে সুদানের শাসকমণ্ডলি আপনাকে দান করেছেন।'

আমর দরবেশ আশির প্রতি তাকালেন। আশিও তাঁর পানে একবার গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে চোখ ফিরিয়ে নিল। মেয়েটাকে বিচলিত মনে হলো আমর দরবেশের কাছে। আমর দরবেশ তার ইঙ্গিতটা বুঝে ফেললেন। বললেন– 'নতুন বিদ্যা কিনা; তাই ভুলে গেছি। আসলেই আমি এত মূল্যবান সম্পদের উপযুক্ত ছিলাম না। যাক গে এসব। আগামী রাতের কথা বলো।'

'সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন' – একজন বলল – 'আপনি তো আমাদের যোগ্যতা দেখেছেন। দেখলেন না, আমরা কীভাবে পেছনের দিকে পড়ে গেলাম?

'রাতে আপনি তূর পর্বতের জালওয়া দেখাবেন' – অন্য একজন বলল – 'কী করতে হবে বুঝে নিন। আমাদের লোকজন সবাই প্রস্তুত।'

'আমাদের চলে যাওয়া উচিত' – তৃতীয় ব্যক্তি বলল – 'এখন আর আপনি তাঁবু থেকে বের হবেন না।'

তারা চলে গেল।

◆◆◆

সূর্য অস্ত যাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে জনতা আসতে শুরু করল। দিনের বেলা যেসব লোক আমর দরবেশের বক্তব্য শুনে গেছে এবং পানিতে আগুন লাগানোর কারামত দেখেছে, তারা সর্বত্র প্রচার করে দিয়েছে যে, আমর দরবেশ নামক খোদার এক দূত আজ রাতে তূর পর্বতের সেই জালওয়া দেখাবেন, যা আল্লাহ হযরত মূসাকে (আ.) দেখিয়েছিলেন।

আমর দরবেশের আস্তানায় সুদানের গোয়েন্দারাও উপস্থিত। তারা অত্যন্ত দক্ষতা ও গুরুত্বের সঙ্গে গুজব ছড়ানোর দায়িত্ব পালন করেছে। তারই ফলে সন্ধ্যার পর এখন আমর দরবেশের তাঁবুর সামনে জনতার ভিড় দিনের তুলনায় বেশি। তাঁবুর পিছনে ও ডানে-বাঁয়ে কারও দাঁড়াবার অনুমতি নেই।

আমর দরবেশ এখনও তাঁবুতে অবস্থান করছেন। বাইরে দুটা প্রদীপ জ্বলছে। প্রদীপগুলো মাটিতে পুঁতে রাখা লাঠির মাথায় বাঁধা। জনতা 'খোদার দূত'কে একনজর দেখার জন্য উদগ্রীব।

তাঁবুর পর্দা নড়ে উঠল। আশি সম্মুখে এগিয়ে এল। এবার তার পোশাকের রং কালো। কাঁধ থেকে পা পর্যন্ত লম্বিত ফ্রক। ফ্রকটা অভ্রখচিত, যা প্রদীপের আলোতে তারকার মতো মিটমিট করে জ্বলছে। আশির মাথার উপর রেশমের পাতলা রুমাল। মাথার চুলগুলোও রেশমেরই মতো সরু ও কোমল, যেগুলো তার উভয় কাঁধের উপর এমনভাবে পড়ে আছে যে, তার মাঝে তার উদোম কাঁধের শুভ্রতা তারকার মতো জ্বলজ্বল করছে। মেয়েটা এমনিতেই রূপসী, তদুপরি তার এই সাজ-সজ্জা, রং-ঢং তাকে এমন মোহময়ী করে তুলেছে যে, একজন পুরুষের পশুবৃত্তি নিয়ন্ত্রণ হারাতে বাধ্য।

www.pathagar.com

পাহাড়-জঙ্গলে বসবাসকারী এই লোকগুলোর কাছে এই মেয়েটা, তার চালচলন ও পোশাক একটি বিরল দৃশ্য। তাদের চক্ষু আটকে গেছে। মেয়েটার রূপের জাদুক্রিয়ায় তারা মোহাচ্ছন্ন।

আশির হাতে এক-দেড় গজ লম্বা এবং আধা গজের মতো চওড়া একখানা গালিচা। গালিচাটা সে দুই প্রদীপের মধ্যখানে বিছিয়ে দিল। মেয়েটা তার বাহুদুটো বিস্তার করে আকাশের দিকে তাকাল। তাঁবুর পর্দা সরে গেল এবং আমর দরবেশ মাদকাসক্তের মতো হেলে-দুলে হেঁটে এসে গালিচার উপর দাঁড়ালেন। তিনিও আশির মতো ডানে-বাঁয়ে বাহু ছড়িয়ে দিয়ে আকাশপানে দৃষ্টিপাত করে বিড়বিড় করতে শুরু করলেন।

'হে খোদার প্রিয়পাত্র, যাকে শ্রদ্ধা করা আমাদের সকলের উপর ফরজ, আমরা আপনার সমীপে উপস্থিত হয়েছি' – সেই তিন ব্যক্তির একজন বলল – 'আপনার দিনের বক্তব্য আমাদের হৃদয়ে গেঁথে গেছে। এবার আমাদের তূর পর্বতের জ্যোতি দেখান, আপনি যার ওয়াদা দিয়েছেন।'

'মিসর ফেরাউনদের রাষ্ট্র' – আমর দরবেশ উচ্চৈঃস্বরে বললেন – 'ফেরাউনরা মারা গেছে। কিন্তু খোদা মিসরের রাজত্ব যাকেই দান করেছেন, সে-ই ফেরাউন হয়ে গেছে। এটা মিসরের মাটি, পানি ও বাতাসের ক্রিয়া। যে-লোকটা একসময় রাসূলের বন্দনা করত, ক্ষমতার মসনদে আসীন হওয়ায় সেও ফেরাউন হয়ে গেছে। হযরত মূসা (আ.) ফেরাউনের মোকাবেলা করেছেন এবং নীলনদে রাস্তা তৈরি করে দেখিয়েছেন। বর্তমানে মিসর পুনরায় ফেরাউনের দখলে চলে গেছে। সেখানে এখন মদের নদী প্রবাহিত হচ্ছে এবং পর্দানশীল ও সম্ভ্রান্ত মহিলাদের ইজ্জত নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হচ্ছে। তোমরা মিসরকে ফেরাউনের কবল থেকে মুক্ত করার সৌভাগ্য অর্জন করো। মহান আল্লাহ তোমাদের তূর পর্বতের জ্যোতি দেখার সৌভাগ্য দান করেছেন।'

আমর দরবেশ দু-বাহু সম্প্রসারণ করে আকাশের দিকে তাকিয়ে জ্বালাময়ী কণ্ঠে বললেন– 'হে আল্লাহ, তুমি তোমার পথহারা বান্দাদের সেই নূর দেখাও, যে-নূর তুমি মূসাকে দেখিয়েছিলে।'

হঠাৎ লাফিয়ে উঠে আমর দরবেশ হাতের আঘাতে একটা প্রদীপ মাটিতে ফেলে দিলেন। ঘোর অন্ধকার রাত। পাহাড়-টিলা-বৃক্ষরাজি কিছুই দেখা যাচ্ছে না। আলো বলতে আছে শুধু সেই প্রদীপ দুটার কিরণমালা, যাতে শুধু আমর দরবেশ আর আশিকে দেখা যাচ্ছে। আমর দরবেশ প্রদীপটা উপরে তুলে ধরে একদিকে ইশারা করে বললেন– 'ওদিকে তাকাও। ওদিকে একটা পাহাড় আছে। তোমরা পাহাড়টাকে দেখতে পাচ্ছ না। তার জ্যোতি দেখো।'

আমর প্রদীপটা আরও ঊর্ধ্বে তুলে ধরে ডানে-বাঁয়ে নাড়ালেন। সঙ্গে-সঙ্গে সম্মুখের পাহাড় থেকে একটা শিখা ভেসে উঠল এবং অল্পক্ষণ পরেই তা নিঃশেষ হয়ে গেল। জনতা সেই যে বিস্ময়ে হা করে তাকিয়েছিল, এখনও হা করেই আছে। বিস্ময় তাদের বাক্‌শক্তি কেড়ে নিয়ে গেছে।

www.pathagar.com

'তোমরা যদি খোদার এই জ্যোতিকে হৃদয়ে প্রোথিত করে না নাও, তা হলে এই শিখা তোমাদের এই সবুজ-শ্যামল ভূখণ্ডকে মরুভূমিতে পরিণত করে দেবে' – আমর দরবেশ বললেন – 'আমি তাকে প্রতিহত করতে পারব না। সেই জ্যোতিকে তোমরাই তো ডেকে এনেছ।'

আমর দরবেশ তাঁর তাঁবুতে চলে গেলেন। আশি জনতাকে ইঙ্গিত করল, এবার তোমরা চলে যাও। জনতা স্থান ত্যাগ করে ফিরে যেতে শুরু করল। এখন তারা পরস্পর কথা বলতেও ভয় পাচ্ছে। এখন আর তাদের অন্তরে কোনো সংশয় নেই।

তারা যখন তাঁবু থেকে অনেক দূরে চলে গেল, তখন তাদের মধ্যে থেকে এক যুবক দ্রুত হেঁটে সম্মুখে এগিয়ে গিয়ে সকলের প্রতি মুখ করে দাঁড়িয়ে গেল। যুবক পার্শ্ববর্তী মহল্লার মসজিদের ইমাম।

'একটু দাঁড়ান' – ইমাম হাতদুটো উঁচু করে বললেন – 'আপনারা যার-যার ঈমানকে সংযত রাখুন। দরবেশ আপনাদের যা দেখিয়েছে, সবই ভেল্‌কি। হযরত মোহাম্মদ (সা.)-এর পর না আর কোনো নবী এসেছেন, না আসবেন। আল্লাহ সেই পাপিষ্ঠকে তার জ্যোতি দেখান না, যে একটা বেহায়া মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে ঘুরে বেড়ায়।'

'এটা মেয়ে নয় – এটা পরী।' একব্যক্তি বলল।

'জিন-পরী মানুষের আকৃতিতে আসতে পারে না' – ইমাম বললেন – 'জিনরা মানুষের আনুগত্য করে না। মুসলমানগণ, আপনারা আপনাদের বিশ্বাসকে হেফাজত করুন। সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবি ফেরাউন নন। তিনি আল্লাহর সাচ্চা বান্দা। তিনি নবী হওয়ার দাবি করেননি। তিনি ধর্মের প্রহরী এবং খ্রিস্টানদের দুশমন।'

'ইমাম সাহেব!' – একব্যক্তি বলল – 'আপনি কি পানিতে আগুন ধরাতে পারবেন?'

'আরে বাদ দাও ওর কথা' – অপর একজন বলল – 'ইমামতি ঠিক রাখার জন্য এসব বলছে।'

'আমরা যা-যা দেখেছি, পারলে আপনি সেসব দেখান' – আরেকজন বলল – 'তবেই আমরা আপনার কথা মেনে নেব।'

'আপনারা আমার সঙ্গে সেই পাহাড়ে চলুন, যেখান থেকে শিখাটা জ্বলে উঠেছিল' – ইমাম বললেন – 'আমি আপনাদের প্রমাণ করে দেব, এসবই ভেল্‌কিবাজি। আপনারা চলুন। যদি আমার দাবি ভুল প্রমাণিত হয়, তা হলে আমাকে সেখানেই খুন করে ফেলুন।'

'আমরা খোদার কাজে হস্তক্ষেপ করার দুঃসাহস দেখাব না।' একজন বলল।

দু-তিনজন লোক একসঙ্গে কথা বলতে শুরু করল। তারাও ইমামের মতের বিপক্ষে। তারা জনতাকে এমনভাবে উত্তেজিত করে তুলল যে, সব মানুষ হাঁটতে শুরু করল এবং ইমামকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে গেল।

www.pathagar.com

ইমাম একা দাঁড়িয়ে রইলেন।

কিছুক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে থেকে যুবক ইমাম সেই পাহাড়টার দিকে হাঁটা দিলেন, যার উপর শিখা জ্বলে উঠেছিল। খুব দ্রুতপদে হাঁটছেন তিনি। একটা পাথুরে বিরান ভূমি অতিক্রম করে পাহাড়ের পাদদেশে পৌঁছলে তিনি টের পেলেন, দুজন লোক তার থেকে খানিক দূরে তার পিছন দিয়ে একদিকে চলে গেছে। ইমাম পাহাড়ের কোল ঘেঁষে হাঁটছেন। পিছন দিয়ে চলে যাওয়া ব্যক্তিদ্বয় হাঁটার গতি আরও বাড়িয়ে দিল। তাদের পায়ের শব্দ শুনে ইমাম দাঁড়িয়ে গেলেন। লোকদুজন আচম্বিৎ তার সম্মুখে এসে দাঁড়িয়ে গেল। তাদের মুখমণ্ডল কাপড়ে আবৃত। ইমাম তাদের জিজ্ঞেস করেন, 'আপনারা কারা?' কিন্তু তারা কোনো উত্তর দিল না। একজন ইমামের পিছনে চলে গেল। ইমাম তার দিকে মোড় ঘুরে দাঁড়ালে অপরজন তাকে ঝাঁপটে ধরল। ইমাম কোমরবন্ধ থেকে খঞ্জর বের করলেন। কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে খঞ্জরধারী হাতটা অপর ব্যক্তির মুঠোয় চলে গেল। গলায় ঝাঁপটে ধরার কারণে ইমামের শ্বাস বন্ধ হওয়ার উপক্রম হলো।

ইমাম আক্রমণকারীদের কবল থেকে মুক্ত হওয়ার শেষ চেষ্টা চালালেন। তিনি শরীরের পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করলেন। সামনেরজন ইমামের লাথি খেয়ে পিছনে গিয়ে ছিটকে পড়ল এবং ইমামের গলায় তার বাহুর বন্ধন শ্লথ হয়ে এল। ইমাম আরেকটা ঝটকা মেরে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়ে গেলেন। এবার তিনি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে আক্রমণকারী লোকদুজন পালিয়ে গেছে। ইমাম তাদের হাঁক দিলেন। কিন্তু তারা দৃষ্টির আড়ালে চলে গেছে। ইমাম আর সম্মুখে অগ্রসর হওয়া সমীচীন মনে করলেন না এবং সেখান থেকেই ফিরে এলেন।

আমর দরবেশের তাঁবুতে সেই তিন ব্যক্তি উপবিষ্ট, যারা দিনের বেলায়ও এসেছিল। তারা আমর দরবেশকে বলল– 'আমাদের প্রচেষ্টা সফল হয়েছে। আমরা যে-প্রতিক্রিয়া তৈরির চেষ্টা করেছিলাম, মানুষ সেই প্রতিক্রিয়া নিয়েই ফিরে গেছে।' তারা আমর দরবেশকে এ-ও বলল, আগামী রাত আপনাকে সম্মুখে অপর একটা গ্রামের কাছে যেতে হবে এবং অন্য এক পাহাড়ের উপর তূর পর্বতের জালওয়া দেখাতে হবে।

লোক তিনজন চলে গেছে। এখন তাঁবুতে আছে আশি আর আমর।

'আপনি কি আপনার সাফল্যে আনন্দিত?' আশি জিজ্ঞেস করল।

'আশি!' আমর দরবেশ দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন – 'আমি তোমাকে এ-জাতীয় প্রশ্নের উত্তর দিতে ভয় পাচ্ছি।'

'আচ্ছা, আপনি কী চাচ্ছেন? আমি খ্রিস্টান ও সুদানিদের হাতে খেলনা হয়েই থাকব কি?' আশি বলল – 'আপনি আমার ভেতরে ঈমান জাগিয়ে দিয়েছেন। আর এখন কিনা আমাকে বিশ্বাস করছেন না।'

'আমি তোমাকে বিশ্বাস করব তোমার কাজের উপর ভিত্তি করে' – আমর দরবেশ বললেন – 'তোমার কথার উপর ভিত্তি করে নয়।'

www.pathagar.com

'বলুন, আমি কী করব?' – আশি জিজ্ঞেস করল – 'আপনি যা বলবেন, তা-ই আমি করব।'

'এখনও সে-কাজই করতে থাকো, যা করে আসছ' – আমর দরবেশ বললেন – 'সময় এলেই বলব তোমাকে কী করতে হবে।'

'হতে পারে সে-সময়টা আপনি পাবেন না' – আশি বলল – 'আপনি তো দেখেছেন, আপনার চারপাশে কীভাবে গোয়েন্দাজাল ছড়িয়ে আছে। যখনই আপনার থেকে সামান্যতম সন্দেহজনক আচরণ প্রকাশ পাবে, অমনি এই গোয়েন্দারা আপনাকে গুম কিংবা খুন করে ফেলবে আর আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবে। আপনি যদি আগেই বলে রাখেন আপনার উদ্দেশ্যে কী, তা হলে আমি যথাসময়ে সাবধান হতে পারব। তারা তো আমাকে সন্দেহাতীতরূপে তাদেরই লোক মনে করে।'

আশি এমন সহজ-সরল ও নিষ্ঠাপূর্ণ ভাষায় কথাটা বলল যে, আমর দরবেশ নিশ্চিত হয়ে গেলেন, মেয়েটি তাকে ধোঁকা দেবে না। তিনি বললেন– 'তোমার যোগ্যতা দেখলে মনে হয়, তুমি আমাকে ধোঁকা দেবে।'

'দক্ষতায় আপনিও কম নন' – আশি বলল – 'তাই তো আমার মনে হচ্ছে, আপনি স্বজাতিকে ধোঁকা দেওয়ার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন।'

'আচ্ছা শোনো, আমি তোমাকে আমার পরিকল্পনা বলে দিচ্ছি' – আমর দরবেশ বললেন – 'আর এ-কথাও বলে রাখছি, তুমি যদি তোমার প্রতিশ্রুতি পূরণ না কর এবং আমার সঙ্গে প্রতারণা কর, তা হলে তুমি জীবিত থাকতে পারবে না। আমি জীবন হারানোকে যেমন ভয় করি না, তেমনি হরণ করাকেও না। আসবার পথে তোমাকে বলেছিলাম, আমি অন্য কোনো উদ্দেশ্যে যাচ্ছি। আমার আশা ছিল, এখানে নিজ এলাকায় এসে নিজের গোপন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সহজে কামিয়াব হব। কিন্তু এখানে এসে দেখলাম, সুদানিরা আমাকে গুপ্তচরদের বেষ্টনিতে আবদ্ধ করে রেখেছে। আমার আরেকটা উৎকণ্ঠা হলো, আমি আমার জাতির পিঠে খঞ্জর বিদ্ধ করে ফেলেছি। মূল লক্ষ্য অর্জনের খাতিরে আমি নিজেকে গোপন রাখছি বটে; কিন্তু আমার যে-কর্মকাণ্ডকে তুমি আমার দক্ষতা বলছ, তা আমার জাতির ধর্মীয় বোধ-বিশ্বাসকে বিষের মতো খুন করে ফেলছে। আমি যদি আমার এই মিশন অব্যাহত রাখি, তা হলে তা সুদানি মুসলমানদের আজীবনের জন্য গোলামির শিকলে আটকে ফেলবে এবং তাদের জাতীয় মর্যাদা চিরদিনের জন্য নিঃশেষ হয়ে যাবে।'

'তা হলে তুমি কী করতে চাও?' আশি জিজ্ঞেস করল।

'আমি ইসহাকের গ্রাম পর্যন্ত পৌঁছতে চাই' – আমর দরবেশ বললেন – 'চেন তো? সেই কমান্ডার, যে যুদ্ধবন্দি হিসেবে সুদানের কয়েদখানায় পড়ে আছে। তাকে কাবু করতে তোমাকেও এক রাতের জন্য তার কাছে রাখা হয়েছিল।'

'উহ! ওই লোকটিকে আমি জীবনেও ভুলব না' – আশি বলল– 'আমি তারও ততটুকু ভক্ত, যতটুকু ভক্ত তোমার।'

www.pathagar.com

'আমি তার বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছতে চাই' – আমর দরবেশ বললেন – 'তারপর নিজগ্রামে যাওয়ার ইচ্ছা রাখি। আমি ভেবে এসেছিলাম, এখানে এসে অদৃশ্য হয়ে যাব এবং এখানকার লোকদের বলব, তারা যেন সুদানিদের পক্ষে না যায়। নির্মম কারানির্যাতনের পর আমি বের হয়েছি। জ্ঞান বলতে এতটুকুই ছিল যে, কয়েদখানা থেকে বের হওয়ার এই পন্থাটা ভাবতে পেরেছি। কিন্তু এখানে এসে এখন মনে হচ্ছে, সফল হওয়া সুদূর পরাহত।'

'আপনি আমাকেও ভাবতে দিন' – আশি বলল – 'আমরা যদি আল্লাহর পথে দৃঢ় থাকি, তা হলে লক্ষ্য অর্জনে সফল হবে। আগামী কাল আমরা সম্মুখে যাব। পন্থা একটা বেরিয়ে আসবে। আপাতত এখানকার কোনো একজন বিজ্ঞ লোকের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ হওয়া দরকার।'

♦♦♦

এ-অঞ্চলেই আমর দরবেশের তাঁবু থেকে দু-আড়াই মাইল দূরে মিসরি ব্যবসায়ীদের একটা কাফেলা এসে অবস্থান নিয়েছে। কাফেলায় চারজন পুরুষ ও ছয়টা উট। দলনেতা লম্বা শশ্রুমণ্ডিত বুজুর্গ ধরনের মানুষ। তার একটা চোখের উপর সবুজ রঙের একখণ্ড কাপড় ঝুলানো আছে, যেন চোখটা নষ্ট। কাফেলা দু-রাত আগে সুদানের সীমান্তে প্রবেশ করেছে। সীমান্ত অতিক্রম করতে তাদের কোনো বাধার সম্মুখীন হতে হয়নি। রাতের অন্ধকারে সুদানের সীমান্তরক্ষীরা টের পায়নি। চার ব্যবসায়ী ও ছয় উটের এই কাফেলা কোনো শহরের দিকে না গিয়ে সেই পার্বত্যাঞ্চলের একটা এলাকার দিকে চলে গেল, যেখানকার বাসিন্দারা মুসলিম। অথচ ওদিকে কোনো বণিক-কাফেলার যাওয়ার অনুমতি ছিল না। কারণ, সুদান সরকার মুসলমানদের তরিতরকারি ও অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি এবং ব্যবসা-বাণিজ্য থেকে বঞ্চিত রাখতে চাইত।

কাফেলা রাতভর চলতে থাকল। রাত পোহালে তারা উটগুলোকে পার্বত্য এলাকায় লুকিয়ে ফেলল। সীমান্ত এখন তাদের থেকে অনেক দূরে – পিছনে। সারাটা দিন তারা সেখানে লুকিয়ে অতিবাহিত করল।

রাতের অন্ধকার নেমে এলে কাফেলা পুনরায় চলতে শুরু করল এবং মধ্যরাতনাগাদ পার্বত্য এলাকায় ঢুকে পড়ল। এই এলাকা-ই কাফেলার গন্তব্য।

রাতের শেষ প্রহরে কাফেলা একটা গ্রামে প্রবেশ করল। দলনেতা একটা ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে দরজায় করাঘাত করলেন। কিছুক্ষণ পর দরজা খুলে গেল। একব্যক্তি প্রদীপহাতে বেরিয়ে এল। দলনেতা তাকে কানে-কানে কিছু বললেন। গৃহকর্তা 'খোশ আমদেদ' জ্ঞাপন করে বললেন– 'আপনারা সবাই ভেতরে আসুন। উটগুলোকে আমরা সামলাব।'

চার ব্যবসায়ী ভিতরে ঢুকে পড়ল। মেজবান তার ঘরের লোকদের এবং আরও দু-তিনজন প্রতিবেশীকে জাগিয়ে তুললেন। তারা ব্যবসায়ীদের উটগুলোকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে নিজেদের উটপালের সঙ্গে বেঁধে রাখল। উটের পিঠ

www.pathagar.com

থেকে মালামাল নামিয়ে মেজবানের ঘরে রাখা হলো। কাফেলাপ্রধান বললেন– 'মালগুলো লুকিয়ে ফেলো।'

সবাই ধরাধরি করে মালগুলো খুলল। তার মধ্যে তরিতরকারির স্থলে বেরিয়ে এল তির-তলোয়ার, খঞ্জর আর তিন-চারটা চাটাইয়ে মোড়ানো দাহ্যপদার্থভর্তি অনেকগুলো পাতিল। মালগুলো লুকিয়ে ফেলা হলো।

'এবার কি আসল রূপে আত্মপ্রকাশ করতে পারি?' – দলনেতা বললেন – 'খুব অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছি।'

'কোনো সমস্যা নেই' – মেজবান বললেন – 'সবাই নিজস্ব লোক।'

দলনেতা মুখের লম্বা দাড়িগুচ্ছ টান দিয়ে খুলে ফেললেন এবং চোখের সবুজ কাপড়ও সরিয়ে ফেললেন। তার আসল দাড়ি ছোট এবং পরিপাটি করে ছাটা। তার দৃশ্যমান দাড়ি কৃত্রিম ছিল। মালগুলো এখানে-সেখানে লুকিয়ে রেখে লোকজন মেহমানদের কাছে এলে একব্যক্তি কাফেলার নেতাকে দেখে চমকে উঠল। দলনেতা মুচকি হেসে জিজ্ঞেস করলেন– 'আমাকে চেনেননি বুঝি?'

'ও, আলী ভাই' – লোকটি বলল – 'আল্লাহর শপথ! আমি তোমাকে প্রথমে চিনতে পারিনি।' তিনি দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন– 'আমাদের সৌভাগ্য যে, আপনি নিজে এসেছেন। এখানকার পরিস্থিতি ভালো নয়।'

'আমি সংবাদ পেয়েছি, সুদানের কয়েদখানার এক সিপাই সুদানি ফৌজের দুজন কমান্ডারকে হত্যা করে ফেলেছে' – আলী বিন সুফিয়ান বললেন – 'আর আমি এও জানতে পেরেছি, সুদানিরা আমাদের যুদ্ধবন্দিদের আমাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করার চেষ্টা করছে।'

লম্বা দাড়িওয়ালা, চোখে পট্টিবাঁধা, চোগাপরিহিত লোকটি সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবির অভিজ্ঞ গোয়েন্দাপ্রধান আলী বিন সুফিয়ান। পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করতে এখানে এসেছেন। কায়রোতে বসে গোয়েন্দা-মারফত যেসব তথ্য পেয়েছিলেন, তারই আলোকে এখন কথা বলছেন। যে-ঘরটাতে এখন তিনি বসা আছেন, সেটিই তাঁর প্রেরিত গোয়েন্দাদের কেন্দ্র। গৃহকর্তা সুদানি নাগরিক। এরা সবাই সুলতান আইউবির অনুগত। তারা আলী বিন সুফিয়ানকে একটি নতুন সংবাদ শোনাল–

'গুজব প্রচারিত হচ্ছে, আল্লাহর একদূত এসেছেন, যিনি পানিতে আগুন ধরাতে পারেন' – মেজবান আলী বিন সুফিয়ানকে বললেন – 'তিনি বলছেন, আল্লাহ আমাকে মৃতদের মধ্য থেকে তুলে এনে বলেছেন, তুমি মুসলমানদের বলো, তোমরা সুদানের অনুগত হয়ে যাও। কারণ, এই মাটি তোমাদের মা।'

মেজবান আলী বিন সুফিয়ানকে আমর দরবেশ সম্পর্কিত সমস্ত কাহিনী শোনালেন। কিন্তু তার জানা ছিল না, রাতে আমর দরবেশ তূর পর্বতের জালওয়া দেখিয়ে মানুষের অন্তরে অত্যন্ত ভয়ানক সন্দেহ সৃষ্টি করে দিয়েছেন।

'আমি এ-আশঙ্কাই করছিলাম যে, দুশমন আমাদের বোধ-বিশ্বাসের উপর আক্রমণ চালাবে' – আলী বিন সুফিয়ান বললেন – 'সেজন্য আমি নিজেই

www.pathagar.com

এসেছি। খ্রিস্টানরা নাশকতা ওস্তাদ। আর আমাদের জনগণ হলো আবেগপ্রবণ। খ্রিস্টানরা হৃদয়গ্রাহী ভাষার ধূম্রজাল ছড়িয়ে দেয় আর আমাদের আবেগপ্রবণ আনাড়ি ভাইয়েরা তার সূক্ষ্ম সুতোয় আটকে পড়ে। যা হোক, কালবিলম্ব না করে এক্ষুনি আমাকে এই ফেতনা সম্পর্কে পর্যাপ্ত তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। আমার মনে হয়, আমর দরবেশ লোকটাকে আমি চিনি। আমাদের ফৌজের এক ইউনিটের কমান্ডার ছিল। অত্র এলাকায় মিসরি গোয়েন্দা-কমান্ডোও ছিল।'

আলী বিন সুফিয়ান মেজবানকে বললেন– 'আপনি আমাদের কয়েকজন গোয়েন্দাকে ডেকে আনার ব্যবস্থা করুন। এর বিরুদ্ধে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।'

◆◆◆

সকালবেলা। এখনও সূর্য উদিত হয়নি। গোয়েন্দাদের ডেকে আনতে লোক পাঠানো হয়েছে। তাদের রওনা হওয়ার পরক্ষণেই একটা ঘোড়া দ্রুতবেগে ছুটে এসে ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে গেল। আরোহী ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে এলে সকলে তার সম্মানার্থে উঠে দাঁড়ালেন।

ইনি সেই ইমাম, যিনি আমর দরবেশের বিরুদ্ধে কথা বলেছিলেন; কিন্তু জনতা তার কথা না শুনে তাকে ধাক্কা মেরে চলে গিয়েছিল। পরে রাতে দুজন অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তি হত্যার উদ্দেশ্যে তাঁর উপর আক্রমণ করেছিল। তিনি সেখান থেকেই ফিরে এসেছিলেন। তিনি জানতেন, এই ঘরটা মুসলমানদের গুপ্তচরবৃত্তি ও অন্যান্য তৎপরতার কেন্দ্র। পাবর্ত্য এলাকা থেকে ফিরে এসে ঘরে গিয়ে ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে তিনি এই গৃহের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। যুবক ইমাম নিশ্চিত, আমর দরবেশ একজন জাদুকর ও ভেল্‌কিবাজ। তিনি এখানে রিপোর্ট প্রদান ও ভণ্ডামির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণে সহযোগিতা নিতে এসেছেন।

যুবক ইমাম আলী বিন সুফিয়ানকে চেনেন না। পরিচয় লাভ করার পর আমর দরবেশ কী-কী ভেল্‌কি প্রদর্শন করেছেন এবং মুসলমান দর্শনার্থীরা কীভাবে প্রভাবিত হয়েছে, তিনি তার বিবরণ দিলেন।

'আমরা যদি এই ধারা বন্ধ না করি, তা হলে মুসলমান তাদের বোধ-বিশ্বাস থেকে সরে যাবে' – ইমাম বললেন – 'তাদের আকীদা নষ্ট হয়ে যাবে। আমর দরবেশ নামক এই লোকটা আজ রাত সামনের গ্রামে গিয়ে ভেল্‌কি দেখাবে।'

তারা বিষয়টি নিয়ে কিছুক্ষণ চিন্তা করলেন। একজন আমর দরবেশকে হত্যা করার প্রস্তাব দিলেন। আলী বিন সুফিয়ান তাতে দ্বিমত পোষণ করলেন। তিনি আস্থা জ্ঞাপন করলেন– 'আমর দরবেশকে হত্যা না করেই সঠিক পথে ফিরিয়ে আনা যাবে এবং তারই মুখে বলানো যাবে, সে যে-কারামত দেখিয়েছে, তা ছিল ভেল্‌কি।' যুক্তি উপস্থাপন করে তিনি বললেন– 'হত্যা করা হলে মানুষ তাকে আরও বেশি সত্যাশ্রয়ী ভাবতে শুরু করবে।'

আলী বিন সুফিয়ানের সঙ্গে বণিকবেশে আরও যে-তিন ব্যক্তি এসেছিলেন, তারা মিসরি ফৌজের অতিশয় বিচক্ষণ ও অভিজ্ঞ লড়াকু গুপ্তচর। আলী বিন

www.pathagar.com

সুফিয়ান বণিকের বেশে তাদের সঙ্গে নিলেন এবং নিজে মুখে লম্বা দাড়ি স্থাপন করলেন ও একটি চোখের উপর পট্টি বেঁধে নিলেন। নিজেরা ঘোড়ায় চড়ে আরও কয়েক ব্যক্তিকে উট-ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে পিছনে-পিছনে আসতে বললেন। সকলকে জরুরি নির্দেশনা দিয়ে তিনি ইমামের সঙ্গে আমর দরবেশের আস্তানা-অভিমুখে রওনা হলেন।

আমর দরবেশ ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে সকাল-সকাল পরবর্তী আস্তানা-অভিমুখে রওনা হয়ে গেছেন। তার সঙ্গীরা স্থানীয় লোকদের পোশাকে নিরাপত্তার কাজে নিয়োজিত। দূর-দূরান্ত পর্যন্ত তার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে।

তিনি অপর এক গ্রামের সামান্য দূরে একস্থানে যাত্রাবিরতি দিয়ে তাঁবু স্থাপন করলেন। অল্পক্ষণের মধ্যে তিনি ও আশি প্রস্তুত হয়ে গেলেন। তাঁবুর সম্মুখে দুটা প্রদীপ জ্বালিয়ে গেড়ে দেওয়া হলো। তার সঙ্গীরা গিয়ে এলাকাবাসীকে জানাল, তোমরা খোদার যে-দূতের মোজেযার কথা শুনেছিলে, তিনি এখন তোমাদের মহল্লার অদূরে অবস্থান করছেন।

সঙ্গে-সঙ্গে জনতা ছুটতে শুরু করল। একদিন আগে যারা আমর দরবেশকে দেখেছিল, তারাও দূর-দূরান্ত থেকে এসে উপস্থিত হলো।

আমর দরবেশ বাতিদুটোর মধ্যখানে ছোট্ট গালিচাটার উপর বসে পড়লেন। আশি আগের দিনকার মতো আকর্ষণীয় পোশাকে সজ্জিতা। আমর দরবেশের সম্মুখে একটা কাপড় ছড়িয়ে পড়ে আছে। তিনি সেসব ভাবভঙ্গি ও আচার-আচরণ দেখাতে শুরু করলেন, যা বিগত দিন দেখিয়েছিলেন। গত কাল তাকে যে-প্রশ্নগুলো করা হয়েছিল, একব্যক্তি এবারও সেই প্রশ্নগুলো উত্থাপন করল। আমর দরবেশ একই ভঙ্গিতে একই জবাব দিলেন। বললেন– 'কারও কাছে পানি থাকলে এই কাপড়টার উপর ঢেলে দাও।'

আলী বিন সুফিয়ান তাঁর দলবলসহ পৌঁছে গেছেন। তিনি আমর দরবেশকে চিনে ফেলেছেন। তাঁর ভালোভাবেই জানা আছে, এই লোকটি মিসরি ফৌজের এক ইউনিটের কমান্ডার ছিলেন।

আলী বিন সুফিয়ানকে অবহিত করা হয়েছিল, আমর দরবেশ পানিতে আগুন লাগাতে পারেন। কিন্তু পানিতে আগুন জ্বলে কীভাবে! বিষয়আর রহস্য উদ্‌ঘাটনের জন্য তিনি ক্ষুদ্র একটা মশকে করে কতটুকু পানি সঙ্গে করে নিয়ে আসেন। আমর দরবেশ যেইমাত্র বললেন, কারও নিকট পানি থাকলে এনে এই কাপড়টার উপর ঢেলে দাও, অমনি একব্যক্তি দ্রুতবেগে সামনের দিকে এগিয়ে গেল। তার কাছে মশক ছিল। সে কিছু পানি কাপড়টার উপর ঢেলে দিল।

আলী বিন সুফিয়ান সামনে এগিয়ে গেলেন। তিনি বাতিটা মাটি থেকে তুলে হাতে নিয়ে জনতাকে উদ্দেশ করে বললেন– 'তোমাদের মধ্য থেকে একজন এগিয়ে আসো।' আলীর সঙ্গে আসা এক ব্যক্তি এগিয়ে গেল। আলী প্রদীপটা তার হাতে দিয়ে বললেন– 'এই কাপড়টায় আগুন ধরাও।' লোকটা ইতস্তত

www.pathagar.com

করল। আলী বিন সুফিয়ান জনতার উদ্দেশে বললেন– 'তোমাদের যে-কেউ পানিতে আগুন ধরাতে পারবে।'

এগিয়ে আসা লোকটি প্রদীপটা কাপড়ের কাছে ধরামাত্রই কাপড়ে দাউ-দাউ করে আগুন জ্বলে উঠল। এক ব্যক্তি – যে মূলত আমর দরবেশের সঙ্গী – বলে উঠল – 'নিশ্চয় তুমি জাদু জান। সরে যাও এখান থেকে। অন্যথায় এই বুজুর্গের অভিশাপে শেষ হয়ে যাবে।'

আমর দরবেশ বিস্মিত নয়নে চুপচাপ আলী বিন সুফিয়ানের প্রতি তাকিয়ে আছেন। আলী বিন সুফিয়ান নিজের কোমরবন্ধটা খুলে আমর দরবেশের সামনে রেখে তার উপর পানি ঢেলে দিয়ে বললেন– 'তুমি যদি খোদার দূতই হয়ে থাক, এতে আগুন লাগাও দেখি।' বলেই তিনি প্রদীপটা আমর দরবেশের দিকে এগিয়ে ধরলেন। কিন্তু আমর দরবেশ তার মুখপানে তাকিয়েই আছেন।

জনতার মাঝে কানা-ঘুষা শুরু হয়ে গেছে। তারা আমর দরবেশের বিরুদ্ধে কথা বলতে শুরু করেছে। সবচেয়ে উঁচু ইমামের কণ্ঠ। আমর দরবেশের লোকেরা তার পক্ষে সাফাই গাইতে শুরু করল। উভয় পক্ষেরই বক্তারা গোয়েন্দা। সাধারণ মানুষ নির্বাক, কিংবর্তব্যবিমূঢ়। এটিও একটি যুদ্ধ। এটি হক-বাতিলের লড়াই। আলী বিন সুফিয়ান জনতাকে ওদিকে ব্যস্ত রেখে আমর দরবেশের সম্মুখে বসে পড়লেন।

'আমর দরবেশ!' – আলী ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন – 'ঈমান বিক্রি করে মূল্য কত পেয়েছ?'

'তুমি কে?' আমর দরবেশ জিজ্ঞেস করলেন।

'অনেক দূর থেকে এসেছি' – আলী বিন সুফিয়ান বললেন – 'তোমার সুখ্যাতি শুনে সীমান্তের ওপার থেকে এসেছি।'

আমর অস্থির চিত্তে এদিক-ওদিক তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন– 'আমি তোমাকে কীভাবে বিশ্বাস করব?'

'আমার দাড়িতে হাত বোলাও' – আলী বিন সুফিয়ান বললেন – 'কৃত্রিম। ঈমান বিক্রি করে যে-মূল্য আদায় করেছ, তার চেয়ে দ্বিগুণ দেব। এই ভেল্‌কিবাজি বন্ধ করো। আমি তোমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাব।'

'আমি ঘাতকদের দ্বারা অবরুদ্ধ।' আমর দরবেশ বললেন।

'আমাকে অমান্য করলেও খুন হয়ে যাবে' – আলী বিন সুফিয়ান বললেন – 'এখানে আমাদের বহু মানুষ আছে। তোমার সঙ্গে কজন আছে?'

'আমি জানি না' – আমর দরবেশ বললেন – 'আপনার নাম কী?'

'বলা যাবে না' – আলী বিন সুফিয়ান বললেন – 'যা-যা জিজ্ঞেস করছি, উত্তর দাও। তূরের জাল্‌ওয়া কী? সত্য-সত্য বলো। তোমার নিরাপত্তার দায়িত্ব আমার।'

'উঠবার সময় ডানে-বাঁয়ে দেখে নেবেন' – আমর দরবেশ বললেন – 'উঁচু পাহাড়টার সামনে একটা টিলা আছে। বিশাল একটা গাছ আছে। সন্ধ্যার

www.pathagar.com

সামান্য পরে ওখানে দু-চারজন লোক লুকিয়ে রাখুন। যেভাবে পানিতে আগুন লাগানোর রহস্য জেনেছেন, তেমনি তূরের জাল্‌ওয়ার ভেদও জেনে যাবেন। আমাকে এই তামাশাটা দেখানোর সুযোগ দিন। আপনি সেখান থেকে শিখা উঠতে দেবেন না। আমার পলায়ন ও নিরাপত্তার দায়িত্ব আপনার। ইসহাককে কয়েদখানা থেকে মুক্ত করে আনতে হবে। উঠুন; ঘোষণা করে দিন, রাতে তূর পর্বতের জাল্‌ওয়া দেখানো হবে।'

আলীর স্থলে অন্য কেউ হলে আমর দরবেশের এই অসম্পূর্ণ বক্তব্য বুঝতেন না। তিনি তো এই মাঠের একজন দক্ষ খেলোয়াড়। ইঙ্গিতেই অনেক কিছু বুঝবার যোগ্যতা তাঁর আছে। তিনি উঠে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করলেন– 'খোদার এই দূত আজ রাতে তূর পর্বতের জাল্‌ওয়া দেখাবেন। আমি তার বুজুর্গির প্রমাণ পেয়েছি। আপনারা এখন চলে যান; সন্ধ্যার পর আবার আসবেন।'

আলী বিন সুফিয়ান উঠে চলে গেলেন। জনতা তাকে ঘিরে ধরল। জিজ্ঞেস করল, হযরতের সঙ্গে আপনার কী কথা হয়েছে? তিনি উচ্চৈঃস্বরে বললেন– 'মহান মানুষটির বুকে একটি পয়গাম ও একটি ভেদ আছে। তার সঙ্গে কথা বলে আমি আমার সন্দেহ দূর করেছি। রাতে এসে আপনারা অবশ্যই তাঁর মোজেযা দেখবেন।'

একব্যক্তি আমর দরবেশের কাছে গিয়ে বসে জিজ্ঞেস করল– 'লোকটার সঙ্গে আপনার কী কথা হয়েছে?'

'আমি তাকে ভক্ত বানিয়ে ছেড়েছি' – 'আমর দরবেশ মুচকি হেসে বললেন – 'আজ রাতেই আমি তার বাকি সমস্ত সন্দেহ দূর করে দেব।'

'লোকটা যদি রাতে আবার আসে, আমি তাকে খুন করে ফেলব।' অপর একজন বলল।

'এখনই নয়' – আমর দরবেশ বললেন – 'ফল উলটোও হতে পারে। যদি রাতে সে আমার কাছে আসে, তা হলে তাঁবুতে এনে কাছে বসাব আর তোমরা বেঁধে তাকে তুলে নিয়ে যাবে।'

'আমরা তার পিছু নিচ্ছি' – তৃতীয় একজন বলল – 'একে চোখে-চোখে রাখতে হবে।'

দুজন উঠে বিদায়ী জনতার সঙ্গে মিশে গেল। তারা আলী বিন সুফিয়ানকে খুঁজতে শুরু করল। কিন্তু তিনি জনতার মাঝে নেই। অনেককে জিজ্ঞেস করেও সন্ধান পেল না লম্বা দাড়িওয়ালা ও চোখে পট্টিবাঁধা লোকটা কোথায়।

আলী বিন সুফিয়ান ঘোড়ায় চড়ে ততক্ষণে বহু দূর চলে গেছেন।

◆ ◆ ◆

তাঁবুতে এখন আমর দরবেশের সঙ্গে আশি ছাড়া আর কেউ নেই। আশি জিজ্ঞেস করল– 'লোকটা আসলে কে ছিল? তোমার সঙ্গে এমনভাবে কথা বলল, যেন সে তোমার ও তোমার ছদ্মরূপ সম্পর্কে অবগত।'

www.pathagar.com

'শোনো আশি!' – আমর দরবেশ বললেন – 'আজ রাত কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে। আমি বলতে পারছি না, ঘটনাটা কী ঘটবে? লোকটাকে আমি চিনতে পারিনি। সে নিজের পরিচয় দেয়নি। কিন্তু সে অসাধারণ কোনো মানুষ নয়। আজ রাতে পালাবার সুযোগও পেয়ে যেতে পারি, আবার খুনও হতে পারি। আজ রাতেই তোমাকে প্রমাণ করতে হবে, তোমার শিরায় মুসলিম পিতার খুন বিদ্যমান। তুমি যদি ধোঁকা দেওয়ার চেষ্টা কর, তা হলে আমার হাতেই তোমার জীবনের অবসান ঘটবে।'

'তুমি যদি আমাকে আরও খুলে বল কী ঘটবে এবং আমাকে কী করতে হবে, তা হলে আমি ভালোভাবে তোমার সাহায্য করতে পারব' – আশি বলল – 'তোমার জন্য জীবন দিতে আমি প্রস্তুত আছি। কিন্তু তাতে যদি তোমার লক্ষ্য অর্জিত না হয়, তা হলে আমার জীবনটাও বৃথা যাবে।'

'আচ্ছা, শোনো' – আমর দরবেশ বললেন – 'তুমি আমাদের লোকদের কোনো কথা শুনবে না। তারা কখন কী পদক্ষেপ নিচ্ছে, জেনে আমাকে অবহিত করার চেষ্টা করবে। রাতটায় কী যে ঘটবে, আমি ঠিক বলতে পারছি না। তুমি প্রস্তুত থাকো।'

'তুমি একাধিকবার বলেছ, আমাকে তুমি বিশ্বাস কর না' – আশি বলল – 'কিন্তু আমি এমন কথা একবারও বলিনি। যাহোক, তুমি যদি এখান থেকে মুক্তি লাভ কর, তা হলে আমাকে সঙ্গে করে নেবে তো?'

'যাবে তুমি?'

'না' – আশি ব্যথিত, অথচ প্রত্যয়দীপ্ত কণ্ঠে বলল – 'আমি মরে যাব।'

'তুমি রাজকন্যা আশি' – আমর দরবেশ বললেন – 'আমার সঙ্গে গেলে তোমার ভবিষ্যৎ কী হবে, তা তো আমি ভেবেই দেখিনি। নিশ্চয় বন-জঙ্গলে ঘুরে বেড়ানোকে তুমি পছন্দ করবে না। আমি তোমাকে কায়রো নিয়ে যাব। তোমার ব্যাপারে ভাববার মতো ওখানে ভালো-ভালো মাথা আছে।'

'আমাকে সঙ্গে রাখবে না কেন?' – হঠাৎ চমকে উঠে আশি জিজ্ঞেস করল – 'আমাকে তোমার বউ বানাবে না?'

'তোমার এই শর্ত আমি মেনে নেব না' – আমর দরবেশ বললেন – 'মানুষ বলবে, আমি যা করেছি, তোমাকে পাওয়ার জন্য করেছি। আমার গৃহ – যেখানে আমার স্ত্রী থাকে – তোমার যোগ্য নয় আশি। আমি সৈনিক। আমার ঘর হলো যুদ্ধের ময়দান। স্ত্রীর চেহারা দেখেছি তিন বছর হয়ে গেছে। তুমি যদি এজন্য আমার স্ত্রী হতে চাও যে, আমি তোমার পছন্দের পুরুষ, তা হলে তুমি নিরাশ হবে। তোমার ভালবাসা আর দু'আ সেই তিরকে প্রতিহত করতে পারবে না, যেটি আমার বুকে বিদ্ধ হবে। তুমি তোমার মনোবাঞ্ছা আমাকে বলে দাও।'

'আমি এই লাঞ্ছনাময় জীবন হতে মুক্ত হতে চাই' – আশি বলল – 'আমাকে তোমার সহযোগিতা ও আশ্রয় প্রয়োজন। পরে যা হবে, সময়মতো দেখা যাবে। আমি তোমার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করব না।'

www.pathagar.com

'যদি বেঁচে থাকি, তোমাকে আমি সর্বাত্মক সহযোগিতা ও আশ্রয় দেব।'

'আচ্ছা, লোকটা গেল কোথায়?' – আমর দরবেশের এক গোয়েন্দার কণ্ঠ। আমর দরবেশের তাঁবু থেকে খানিক দূরে দাঁড়িয়ে আলী বিন সুফিয়ান সম্পর্কে ভাবছে সে – হতে পারে, আমর দরবেশ তার হৃদয়টা কব্জা করার পরিবর্তে নিজের হৃদয়টাই তার কব্জায় তুলে দিয়েছে। এখন আমাকে অনেক বেশি সতর্ক হতে হবে। আমাকে তো আমরের উপর ভরসা রাখতে নিষেধ করা হয়েছিল!

'লম্বা দাড়িওয়ালা লোকটা আগুনের ভেদ জেনে গেছে' – অপর একজন বলল – 'এখন দেখতে হবে, আমর দরবেশ তার কাছে হার মেনেছে, নাকি সে আমরের কাছে পরাজিত হয়েছে।'

'যদি কোনো ষড়যন্ত্র থাকে আর আশিও তাতে জড়িত থাকে, তা হলে সিদ্ধান্ত স্পষ্ট, তাকে হত্যা করে ফেলতে হবে।' একজন বলল।

'এমন মূল্যবান সম্পদটা এভাবে বিনষ্ট করে ফেলবে?' – অন্য একজন বলল – 'ওকে তুলে নিয়ে যেতে হবে এবং উচ্চমূল্যের বিনিময়ে কোনো বিত্তশালী লোকের কাছে বিক্রি করে ফেলতে হবে। ওখানে গিয়ে বলব, আশিকে খুন করে মাটিতে পুতে রেখেছি।'

তিন গোয়েন্দা পরস্পর এমনভাবে চোখাচোখি করল, যেন এ-প্রস্তাবে তারা সবাই একমত। একজন বলল– 'আজ রাতে আমাদেরকে তূর পর্বতের জাল্‌ওয়া দেখাতে হবে। তখন দেখব, আমর দরবেশ কিংবা ওই লোকটার মতলব কী? রাতে আমাদের একজনকে আশির সঙ্গে-সঙ্গে থাকতে হবে। মেয়েটা যাতে হাতছাড়া হয়ে না যায়, সেদিকে কড়া দৃষ্টি রাখতে হবে।

আমর দরবেশ ও আশিকে রাতে কে-কে পাহারা দেবে তারা ঠিক করে নিল।

♦ ♦ ♦

'চারজনই যথেষ্ট' – আলী বিন সুফিয়ান বললেন – 'আমি আমর দরবেশের সঙ্গে থাকব। যে-কজন লোক আমর দরবেশের পক্ষে কথা বলছিল, তাদের তো তোমরা চিনে রেখেছ। তারা তোমাদেরই এলাকার সেইসব মুসলমান, যারা সুদানিদের জন্য কাজ করছে। আমর দরবেশ তাদের সম্পর্কেই বলেছে, সে খুনী চক্রের বেষ্টনিতে অবরুদ্ধ; তাদের প্রতি নজর রাখবে। প্রয়োজন হলে খতম করে ফেলবে। তবে জীবিত ধরে ফেলতে পারলে ভালো হবে।

আলী বিন সুফিয়ান একটি মসজিদে উপবিষ্ট। যুবক ইমাম এ-মসজিদেই ইমামত করেন। আলী বিন সুফিয়ান মুখোশটা খুলে রেখে দিলেন। তিনি নিজের লোকদেরকে রাতযাপনের জন্য মসজিদের বিভিন্ন কাজে জুড়ে দিয়ে বলছিলেন– 'আমার সন্দেহ ছিল। কিন্তু লোকটা সঠিক প্রমাণিত হয়েছে। আমি আশা করি, রাতের মিশনেও আমরা সফল হব।'

সূর্য অস্ত্র যাওয়ার পূর্ব মুহূর্ত। আমর দরবেশ আলী বিন সুফিয়ানকে যে-পাহাড়টা দেখিয়েছিলেন, একব্যক্তি তাতে আরোহণ করছে। এমন সতর্কতার সঙ্গে চড়ছে, যেন কেউ দেখতে না পায়। তার ঠিক বিপরীত দিক দিয়ে নুয়ে-

www.pathagar.com

নুয়ে তারই মতো সন্তর্পণে চড়ছে অপর দুই ব্যক্তি। আরেক দিক থেকে উঠছে অন্য একজন। প্রথম ব্যক্তি চূড়ায় উঠে হামাগুড়ি দিয়ে বড় একটা গাছের নিকট পৌঁছে গেল এবং এদিক-ওদিক তাকিয়ে গাছটাতে চড়তে শুরু করল। দুজন বড় একটা পাথরের আড়ালে বসে পড়ল। এই জায়গাটা বৃক্ষ থেকে বেশি দূরে নয়। চতুর্থ ব্যক্তিও উপরে উঠে গেল এবং একটা উপযুক্ত জায়গায় লুকিয়ে গেল। প্রথম ব্যক্তি গাছে চড়ে মোটা একটা ডালের উপর যুৎসইভাবে বসে থাকল। গাছের ডাল ও পাতা এত ঘন যে, নিচ থেকে লোকটাকে দেখা যাচ্ছে না। খানিক পর সে অনুচ্চকণ্ঠে পাখির মতো ডেকে উঠল। জবাবে তার তিন সঙ্গী সাড়া দিল।

সূর্যটা ধীরে-ধীরে পাহাড়ের অন্তরালে ডুবে যাচ্ছে। আরও তিনজন লোক একসঙ্গে পাহাড়ে আরোহণ করছে। তাদের সঙ্গে আগুন জ্বালাবার উপকরণ ও একটা মাটির পাত্রে দাহ্যপদার্থ। প্রত্যেকের সাথে একটা করে লম্বা খঞ্জর।

সাঁঝের আলো-আঁধারি গাঢ় হতে চলেছে। এই তিন ব্যক্তির ভাবভঙ্গি এমন, যেন কোনো দিক থেকে তাদের কোনো শঙ্কা নেই। তারা কথা বলতে-বলতে যাচ্ছে। আগে থেকে লুকিয়ে থাকা চার ব্যক্তি তাদের কথাবার্তা শুনতে পাচ্ছে। তারা সম্পূর্ণরূপে লুকিয়ে আছে। সেখান থেকে বেশ দূরে নিচে আমর দরবেশের আস্তানা। অন্ধকারে আস্তানাটা দেখা যাচ্ছে না। শুধু তাঁবুর বাইরে পুঁতেরাখা দুটা প্রদীপের আলো দেখা যাচ্ছে।

'খোদার দূত তৈরি হয়ে গেছেন' – তিন ব্যক্তির একজন হেসে বলল – 'মাল-মসলা বের করে প্রস্তুত রাখো।'

'আজ আমার কেন যেন ভয়-ভয় লাগছে' – অন্য একজন বলল – 'কোনো দুর্ঘটনা ঘটে যায় কিনা বলা যাচ্ছে না।'

'যে-লোকটা চোখে সবুজ পট্টি বেঁধে এসেছিল, তার জন্য আমার কেমন-কেমন লাগছে' – তৃতীয়জন বলল – 'কিন্তু যাক গে; ভয় পেয়ে লাভ নেই। আমরা তূর পর্বতের জাল্‌ওয়া দেখিয়ে সকলের সংশয়-সন্দেহ মুছে ফেলব। সবাই মেনে নিলে একজনের বিরোধিতায় কিছু আসে-যায় না। তোমরা যার-যার দায়িত্ব পালন করো। সময় বেশি নেই। অন্ধকার গাঢ় হয়ে আসছে।'

একজন পাত্রের মুখ খুলে তেলের মতো একটা তরল পদার্থ মাটিতে ঢেলে দিল। জায়গাটা পাথুরে বিধায় পদার্থটা চুষে খায়নি। সেখান থেকে সামান্য দূরে সরে গিয়ে একজন ক্ষুদ্র একটা বাতি জ্বালিয়ে বড়-বড় কতগুলো পাথরের মাঝে রেখে দিল, যাতে দূর থেকে সেটা দেখা না যায়। তার আলোতে এই তিনজনকেও দেখা যাচ্ছে।

'এবার ওদিকে প্রদীপের প্রতি দৃষ্টি রাখো' – একজন বলল – 'যখন প্রদীপটা উপর-নিচ নড়তে শুরু করবে, তখন বাতিটা তেলের উপর ছুড়ে মারবে। জনতা তূর পর্বতের জাল্‌ওয়া দেখতে পাবে।'

www.pathagar.com

এই আয়োজনটা চলছে সেই গাছটার নিচে, যার ডালে এক ব্যক্তি বসে আছে। নিচে লোক তিনজন দাঁড়িয়ে আছে। গাছের লোকটা ঝিঁঝির মতো শব্দ করে উঠল। বড় একটা পাথরের পিছন থেকেও ঝিঁঝির ডাক শোনা গেল। নিচের তিন ব্যক্তি নিঃশঙ্ক মনে দাঁড়িয়ে আছে। হঠাৎ গাছের উপর থেকে একজন ধপাস করে নিচে দাঁড়ানো লোকগুলোর একজনের উপর পড়ে গেল। প্রচণ্ড চাপ খেয়ে লোকটা প্রায় চেপ্টা হয়ে গেল। অপর দুজন ঘটনার আকস্মিকতায় বিহ্বল হয়ে এদিক-ওদিক সরে গেল। পরক্ষণেই পাশে লুকিয়ে থাকা আরও তিন ব্যক্তি বেরিয়ে এসে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তারা খঞ্জর বের করার সুযোগ পেল না। লোকটা গাছের উপর থেকে যার উপর পড়েছিল, সে খুব শক্তিশালী। ফলে উপর থেকে পড়া লোকটাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে নিজেকে রক্ষা করল। আলী বিন সুফিয়ান বলেছিলেন, ওদের জীবিত ধরে আনতে পারলে ভালো হবে। কিন্তু এখন এই লোকটাকে হত্যা না করে উপায় নেই। যে-লোকটা তার উপরে পড়েছিল, সে তার খঞ্জর বের করে শক্তিশালী লোকটার বুকে আঘাত হানল। অপর দুজনকে হ্যান্ডকাপ পরিয়ে নিয়ে আসা হলো।

◆◆◆

আমর দরবেশের তাঁবুর বাইরে জনতার ভিড়। আলী বিন সুফিয়ানও আছেন তাদের মাঝে। আছে তার মিসরি ফৌজের বেশ কজন কমান্ডোসেনা, যারা এই অঞ্চলে নানা বেশ ধারণ করে বিভিন্ন পরিচয়ে অবস্থান করছিল। দিনের বেলা একত্রিত করে তাদের মিশন বুঝিয়ে দেওয়া হলো। তাদের কয়েকজন ঘোড়ার পিঠে বসা। তাদের কাছে অস্ত্র আছে।

জনতার মাঝে আমর দরবেশের গতিবিধি পর্যবেক্ষণকারী ও তাকে সহায়তাকারী সুদানি গোয়েন্দাও রয়েছে। তারা পাঁচ-ছয়জনের বেশি হবে না। আলী বিন সুফিয়ান তাদের চিনে রেখেছেন। তারাও মারা ও মরার প্রস্তুতি নিয়েই এসেছে। কিন্তু তারা জানে না, তাদের প্রতিপক্ষের সংখ্যা কত।

আশি তার বিশেষ তেলেসমাতি পোশাক পরিধান করে ও অপরূপ সাজে সজ্জিতা হয়ে বাইরে বেরিয়ে এল। উভয় প্রদীপের মধ্যখানে ছোট গালিচাটা বিছানো। আমর দরবেশ তাঁবু থেকে বেরিয়ে এলেন এবং মদ-মাতালের মতো হেঁটে-হেঁটে গালিচার উপর এসে উপবেশন করলেন। তারপর উভয় বাহু প্রসারিত করে ঊর্ধ্বে তুলে ধরে আকাশপানে তাকিয়ে বিড়বিড় শুরু করলেন। আশি তার সম্মুখে সেজদায় লুটিয়ে পড়ল এবং পরক্ষণে উঠে তার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল।

'হে খোদার মহান দূত, যাকে সম্মান করা আমাদের প্রত্যেকের জন্য ফরজ' – আশি বলল – 'এই বিপুলসংখ্যক মানুষ তূর পর্বতের সেই জাল্‌ওয়া দেখতে এসেছে, যা মহান আল্লাহ মূসাকে দেখিয়েছিলেন। আর জিনরাও এসেছে, আমিও যাদের একজন।'

'তাদের কি সন্দেহ আছে, আমি খোদার যে-পয়গাম নিয়ে এসেছি, তা সত্য?' আমর দরবেশ জিজ্ঞেস করলেন।

'গোস্তাখি মাফ করবেন হে খোদার দূত!' – এক ব্যক্তি বলল – 'তূর পর্বতের জাল্‌ওয়া দেখিয়ে আমাদের সংশয় দূর করে দিন।'

আলী বিন সুফিয়ান সেই লোকটার প্রতি তাকালেন এবং তাকে চিনে রাখলেন। আমর দরবেশের দলের লোক।

'হ্যাঁ, পবিত্র সত্তা!' – আলী বিন সুফিয়ান এগিয়ে এসে বললেন – 'আমরা সংশয়ে নিপতিত। আমাদের তূর পর্বতের জাল্‌ওয়া দেখান। আর এই মেয়েটা যদি জিন হয়ে থাকে, তা হলে সে কিছুক্ষণের জন্য অদৃশ্য হয়ে যাক। তাতে আমাদের সব সন্দেহ দূর হয়ে যাবে।'

আমর দরবেশ পাহাড়ের প্রতি ইঙ্গিত করে বললেন– 'এদিকে তাকাও। অন্ধকারে তোমরা কিছুই দেখতে পাচ্ছ না।' তিনি মাটি থেকে একটা প্রদীপ হাতে নিয়ে ঊর্ধ্বে তুলে ধরে উচ্চ কণ্ঠে বললেন– 'মহান খোদা! তোমার সরল ও অজ্ঞ বান্দারা সংশয়ের আঁধারে হাতড়ে ফিরছে। তুমি তাদের সেই জাল্‌ওয়া দেখাও, যা মূসাকে দেখিয়েছিলে এবং যা দ্বারা ফেরাউনের সিংহাসনকে ভস্ম করে দিয়েছিলে।'

আমর দরবেশ প্রদীপটা ডানে-বাঁয়ে নাড়ালেন। তারপর উপরে তুলে নিচে নামালেন। কিন্তু পাহাড়ে কোনো জ্যোতি-জাল্‌ওয়া আত্মপ্রকাশ করল না। তিনি পুনরায় বাতিটা উপর-নিচ করে নাড়ালেন। কিন্তু পাহাড়ে ক্ষুদ্র একটা স্ফূলিঙ্গও চমকাল না।

আমর দরবেশের তিন ব্যক্তির একজন পাহাড়ে মৃত পড়ে আছে। অপর দুজন হ্যান্ডকাপপরা। তারা এখন আলী বিন সুফিয়ানের লোকদের হাতে বন্দি। ওখানে তারা আমর দরবেশের প্রদীপের নাড়াচাড়া দেখতে পাচ্ছে। একজন বলল– 'আজ কেউ তূর পর্বতের জাল্‌ওয়া দেখতে পাবে না।' অন্যরা অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল।

'আজ তূরের জাল্‌ওয়া দেখা যাবে না' – আলী বিন সুফিয়ান উচ্চ কণ্ঠে বললেন। তিনি আমর দরবেশকে উদ্দেশ করে বললেন – 'আমর দরবেশ! আজ যদি তুমি পাহাড়ের চূড়ায় অগ্নিশিখা জ্বালিয়ে দেখাতে পার, তা হলে আমি খোদার বদলে তোমার উপাসনা করব।'

একব্যক্তি খঞ্জর বের করে আলী বিন সুফিয়ানের পিছন দিয়ে সম্মুখপানে এগিয়ে গেল। কেউ-ই দেখতে পেল না, একজন মানুষ পিছন দিক দিয়ে তাঁবুতে ঢুকে পড়েছে। সে তাঁবুর ভিতর থেকে আশিকে ডাক দিল।

আশি ভিতরে ঢুকে পড়ল।

'এক্ষুনি পালাও'– লোকটা আশিকে বলল – 'আমাদের রহস্য ফাঁস হয়ে গেছে। যে-লোকটা বলেছে, আজ তূর পর্বতের জাল্‌ওয়া দেখা যাবে না, সে এই অঞ্চলের মানুষ নয়। লোকটা মিসর থেকে এসেছে। আমাদের একসঙ্গী ধরা

www.pathagar.com

পড়েছে। এখানকার মুসলমানরা হিংস্র। তারা হয়ত আমর দরবেশকে খুন করে ফেলবে। আমরা পালিয়ে যাচ্ছি। তুমি ধরা পড়ে গেলে এরা তোমার সঙ্গে পশুর মতো আচরণ করবে।'

'আমি যাব না' – আশি মুচকি হেসে বলল – 'এই হিংস্র ও জংলিদের ব্যাপারে আমার কোনো ভয় নেই।'

'তুমি পাগল হয়ে গেছ নাকি?'

'আমি পাগল ছিলাম' – আশি বলল – 'এখন আমার মাথা ঠিক হয়েছে। আমি এখন সেখানে যাব, যেখানে আমর দরবেশ আমাকে যেতে বলে।'

বাইরে আলী বিন সুফিয়ান ও যুবক ইমাম জনতাকে বলছেন– 'আসো, তোমাদের সেই জায়গায় নিয়ে যাব, যেখান থেকে তূর পর্বতের জাল্‌ওয়া দেখা যাওয়ার কথা ছিল। গত রাতে তোমাদের যে-জাল্‌ওয়া দেখানো হয়েছিল,এসো; আমি তার রহস্য দেখাব।'

আলী বিন সুফিয়ানের কমান্ডোসেনারা তিন ব্যক্তিকে এমনভাবে ধরে ফেলল যে, কেউ টেরই পেল না। পাঁজরে খঞ্জরের আগা ঠেকিয়ে তাদের অন্ধকারে নিয়ে আটকে রাখল। আমর এখনও ওখানেই কিংকর্তব্যবিমূঢ় দাঁড়িয়ে আছেন।'

◆◆◆

তাঁবুর ভিতরে এক সুদানি গুপ্তচর আশিকে বাঁচানোর লক্ষ্যে তাকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। লোকটা এই ভেবে বিস্মিত যে, মেয়েটা যেতে চাচ্ছে না কেন! সে বারবার বলছে, মুসলমান জংলি ও হায়েনা চরিত্রের মানুষ।

আশি বলল– 'তুমি মুসলমান, আমিও মুসলমান। আমি আমার স্বজাতিকে ছেড়ে যাব না।'

বাইরে হট্টগোল বেড়ে চলছে। তাঁবুর ভিতরের লোকটা লম্বা একটা খঞ্জর বের করে আশিকে হত্যার হুমকি দিয়ে সঙ্গে যেতে চাপ দিল। আশিরও তরবারি আছে। অস্ত্রটা রাখা আছে এমন জায়গায়, যেখান থেকে ঝটপট নিয়ে নেওয়া যায়। আমর দরবেশ তাকে প্রতি মুহূর্তে অস্ত্র প্রস্তুত রাখতে বলে রেখেছেন। আশি মুহূর্তমধ্যে তলোয়ারটা হাতে নিয়ে বলল– 'আমরা দুজনের একজনও তোমাদের সঙ্গে যাব না।'

একজন পুরুষের জন্য এ এক বিরাট চ্যালেঞ্জ যে, একটা নারী তাকে হুমকি দিচ্ছে। সে বুঝে ফেলেছে, সমস্যা একটা আছে এবং এই মূল্যবান মেয়েটা তাদের হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে। এমতাবস্থায় মেয়েটাকে হত্যা করা কিংবা তুলে নিয়ে যাওয়া আবশ্যক। আশি যে তরবারি চালাতে জানে, সুদানি গুপ্তচরের জানা ছিল না। অগত্যা সে মেয়েটার উপর খঞ্জরের আঘাত হানল। আশি তরবারি দ্বারা আঘাত প্রতিহত করল। সুদানি গোয়েন্দার হাত থেকে খঞ্জরটা ছুটে পড়ে গেল। কিন্তু তাঁবুর সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে অস্ত্রটা তার নিকটেই এসে পড়ল। সে খঞ্জরটা হাতে তুলে নিয়ে আক্রমণ চালাল। গোয়েন্দা অভিজ্ঞ

www.pathagar.com

তরবারিচালক। সে আশির আক্রমণ প্রতিহত করতে সক্ষম হলো। আশি বলল– 'তরবারিচালনা তুমি যার কাছে শিখেছ, এ-বিদ্যায় তিনি আমারও ওস্তাদ।'

একদিকে সরে গিয়ে সে আশির আরও একটা আক্রমণ প্রতিহত করল এবং আশির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তার একটা কব্জি চেপে ধরে বলল– 'আমি তোমাকে হত্যা করব না আশি! তুমি আত্মসংবরণ করো।'

আশি ঝট করে তার নাকে সজোরে একটা ঘুষি মারল। লোকটা পিছনে ছিটকে পড়লে তরবারির আঘাতে তার হাতের খঞ্জরটা পুনরায় পড়ে গেল। আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে সে পিছন দিকে সরে যাওয়ার চেষ্টা করল। কিন্তু তাঁবু তাকে ঠেকিয়ে দিল। এখন আশির তরবারির আগা সুদানি গোয়েন্দার ধমনির উপর।

'আমি মুসলিম পিতার কন্যা' – তরবারির আগাটা ধমনির উপর চেপে ধরে আশি বলল– 'বসে পড়ো। হাত পেছনে নিয়ে যাও। আমার শক্তি হলো আমার ঈমান। আমি এখন আর কারও ক্রীড়নক নই।'

বাইরের চিত্র নিম্নরূপ–

আলী বিন সুফিয়ান একটা প্রদীপ হাতে তুলে নিলেন। অপরটা নিলেন যুবক ইমাম। চার-পাঁচজন কমান্ডোসেনা আমর দরবেশকে ঘিরে রেখেছে। আসামী হিসেবে বন্দি করা নয় – এটা তার নিরাপত্তার আয়োজন। আশঙ্কা হলো, যেসব সুদানি গুপ্তচর তাকে চোখে-চোখে রেখেছিল, তারা তাকে হত্যা করে ফেলতে পারে। তবে যতটুকু মনে হচ্ছে, তাদের একজনও মুক্ত নেই। কাজটা আলী বিন সুফিয়ানের পরিকল্পনা অনুসারে সম্পাদিত হয়েছে।

আমর দরবেশ এক কমান্ডোকে বললেন– 'তাঁবুতে একটা মেয়ে আছে। ওকেও সঙ্গে করে নিয়ে যেতে হবে। মেয়েটা মুসলমান।'

তাঁবুতে গিয়ে দেখা গেল, ওখানে অন্যরকম একটা দৃশ্য বিরাজ করছে। আশি তরবারির আগায় এক ব্যক্তিকে বসিয়ে রেখেছে। লোকটাকে গ্রেফতার করা হলো। আলী বিন সুফিয়ান আমর দরবেশকে বললেন– 'আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমার লোকেরা ওই পাহাড়ের চূড়ায় পৌঁছতে সক্ষম হয়েছে এবং তারাই সেখান থেকে আগুন জ্বালাবার চেষ্টা প্রতিহত করেছে। জনতাকে যদি এখনই সেখানে নিয়ে দেখানো হয় তূর পর্বতের জাল্‌ওয়া কীভাবে সৃষ্টি করা হয়, তা হলে তারা বুঝতে পারবে, তাদের যা দেখানো হয়েছে, তার পুরোটাই ভেল্‌কি।'

'আরও একটা বিষয় আছে, যেদিকে এখনই দৃষ্টি দেওয়া আবশ্যক' – আমর দরবেশ বললেন – 'ইসহাককে কয়েদখানা থেকে মুক্ত করতে হবে। এই অঞ্চলে সুদানিদের অনেক গুপ্তচর আছে। তাদের কেউ-না-কেউ এখানকার পরিস্থিতির আকস্মিক ও অনাকাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন সম্পর্কে সরকার ও সেনাবাহিনীকে তথ্য দেবে। তার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ তারা ইসহাককে কয়েদখানার পাতালকক্ষে নিক্ষেপ করে নিপীড়ন চালিয়ে মেরে ফেলবে। আমি সুদানি সালারকে ধোঁকা দিয়ে এসেছি যে, আমি এখানকার মুসলমানদের চিন্তাধারা বদলে দেব। কয়েদখানায়

www.pathagar.com

আমি ইসহাকের সঙ্গে কথা বলেছি এবং তাকে বলে এসেছি, আমি সুদানিদের প্রস্তাব মেনে নিয়ে নিজ এলাকায় গিয়ে দিনকয়েক তাদের মর্জিমাফিক কাজ করব। আমার ইচ্ছা ছিল, এখানে এসে আমি লোকদেরকে আমার আসল উদ্দেশ্য বলে দেব এবং কায়রোর সঙ্গে যোগাযোগ করে ইসহাককে মুক্ত করে আনার ব্যবস্থা করব। কিন্তু এখানে এসে আমি বুঝতে পারলাম, বহু সুদানি গুপ্তচর – যারা আমারই অঞ্চলের মানুষ – আমার চারদিকে ঘোরাফেরা করছে এবং আমি স্বাধীন নই। তবে ভাগ্য ভালো যে, শেষ পর্যন্ত প্রমাণিত হয়েছে, আমার সঙ্গে দেওয়া এই মেয়েটা মুসলমান।'

আমর দরবেশ আশির ইতিবৃত্ত শুনিয়ে বললেন– 'আমার আশা ছিল না, আমি লক্ষ্য অর্জনে সফল হব। আমি খুব অস্থির হয়ে পড়েছিলাম। আমাদের মুসলমান ভাইয়েরা এতই সরলমনা ও আবেগপ্রবণ যে, তারা আমার বক্তব্য ও ভেল্‌কিবাজিতে প্রভাবিত হতে শুরু করল। আমি কী করব ভেবে পাচ্ছিলাম না। আমি প্রতিটা মুহূর্ত সুদানি গুপ্তচরদের চোখে-চোখে অতিবাহিত করেছি। আল্লাহ আমার নিয়তের কদর করেছেন। আপনাকে পাঠিয়ে তিনি আমাকে ধ্বংসের হাত থেকে উদ্ধার করেছেন। বাকি কথা পরে হবে। আমি ইসহাককে মুক্ত করতে চাই। আপনি আমাকে দুজন সাহসী ও বিচক্ষণ কমান্ডোসেনা দিন।'

আমর দরবেশ আলী বিন সুফিয়ানকে তার পরিকল্পনা সম্পর্কে অবহিত করলেন। আলী বিন সুফিয়ান ভেবে-চিন্তে পরিকল্পনায় কিছু রদবদল করে তাকে বললেন– 'তুমি দুজন কমান্ডো ও আশিকে নিয়ে এখনই রওনা হয়ে যাও এবং ইসহাককে মুক্ত করে আনো। আমি লোকগুলোকে পাহাড়ে নিয়ে দেখিয়ে আনি, তূর পর্বতের জাল্‌ওয়ার স্বরূপ কী ছিল।'

আমর ঘোড়ায় চড়ে দুজন কমান্ডো ও আশিকে নিয়ে রওনা হয়ে গেলেন।

◆◆◆

তারা তাঁবুর পিছন দিক দিয়ে চুপিসারে বেরিয়ে গেল। আলী বিন সুফিয়ানও তাঁবু থেকে বেরিয়ে এলেন। জনতা চরম বিস্ময় ও হতাশার মধ্যে দলবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে কানাঘুষা করছে। আলী বিন সুফিয়ান উচ্চ কণ্ঠে বললেন– 'আপনারা যদি তূর পর্বতের জাল্‌ওয়ার স্বরূপ দেখতে চান, তা হলে আমার সঙ্গে আসুন। আপনারা জানেন, রাসূলে আকরাম (সা.)-এর পর নবুওতের ধারা শেষ হয়ে গেছে। তাঁর পরে আল্লাহ না কাউকে কখনও জাল্‌ওয়া কিংবা মোজেযা দেখিয়েছেন, না দেখাবেন। ওই লোকটাকে আপনাদের বিশ্বাস নষ্ট করার জন্য প্রেরণ করা হয়েছিল। আপনারা ভেবে দেখেননি, লোকটা কেবল একটাই কথা বলত যে, তোমরা সুদানের ফৌজকে সব সময় এই এলাকা থেকে দূরে রেখেছ। এবার তারা আপনাদের হৃদয় জয় করার জন্য এই অস্ত্রটা ব্যবহার করেছে।

'আত্মমর্যাদাসম্পন্ন মুসলমানগণ, দুশমন যখন এ-জাতীয় হীন অস্ত্র হাতে তুলে নেয়, তখন বুঝতে হবে, তারা ময়দানে আপনাদের মুখোমুখি হতে ভয় পায়। আপনারা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই ভূখণ্ড আপনাদের। এখানে

www.pathagar.com

ইসলামের শাসন চলছে। কাফেররা আপনাদের অন্তর থেকে জাতীয় ও ধর্মীয় চেতনা নিঃশেষ করার লক্ষ্যে মাঠে নেমেছে। আজ আপনাদের তূর পর্বতের জাল্‌ওয়া দেখানো হচ্ছে। কাল খ্রিস্টান মেয়েদের রূপ দেখিয়ে আপনাদের মাঝে নির্লজ্জতা ও অশ্লীলতার জন্ম দেবে। আপনাদেরকে মানুষ থেকে পশুতে পরিণত করবে। তারপর টেরও পাবেন না, আপনারা ইজ্জত, আত্মমর্যাদাবোধ ও জাতীয় চেতনা থেকে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত হয়ে গেছেন। আপনারা কাফেরদের গোলামে পরিণত হয়ে যাবেন। সুদানের রাজা মুসলমান নন – তিনি ইসলামের শত্রু ও খ্রিস্টানদের বন্ধু। আচ্ছা, আপনাদের মেয়েরা খ্রিস্টান পুরষদের সঙ্গে মদপান করুক, যৌনাচারে লিপ্ত হোক তা কি আপনারা মেনে নেবেন? আপনারা কি মেনে নেবেন যে, আপনাদের মসজিদগুলো বিরান হয়ে যাক এবং পবিত্র কুরআনের অবমাননা করা হোক?'

'কাবার প্রভুর শপথ! আমরা এমনটা চাই না' – 'একব্যক্তি বলল – 'ওই লোকটাকে আমাদের সামনে নিয়ে আসুন, যে নিজেকে খোদার দূত বলে দাবি করছে। বেটা গেল কোথায়?'

'না; তার কোনো দোষ নেই'– আলী বিন সুফিয়ান বললেন– 'সে আপনাদেরই একজন। এখন সে তার আসল রূপে আপনাদের সম্মুখে আসবে এবং আপনাদের অবহিত করবে, কাফেররা কীভাবে আপনাদের শিকড় কাটছে। এখন আপনারা আমার কথা শুনুন। আপনারা মুসলমান। আল্লাহ্ আপনাদের সুউচ্চ মর্যাদা দান করেছেন। আর কাফেররা আপনা আল্লাহ্প্রদত্ত মর্যাদা থেকে আপনাদের বিচ্ছিন্ন করতে চায়।'

'আপনি কে?' – এক ব্যক্তি উচ্চৈঃস্বরে জিজ্ঞেস করল – 'আপনার বক্তব্যে পাণ্ডিত্য আছে। আপনি কি বলতে পারেন, আমাদের যা কিছু দেখানো হয়েছিল, সেগুলো আসলে কী?'

'সেই রহস্যই দেখাচ্ছি' বলেই আলী বিন সুফিয়ান তাঁবুর ভিতর থেকে একটা থালা নিয়ে এলেন, যার মধ্যে তেলের মতো তরল দাহ্যপদার্থ আছে। তিনি তেলগুলো একটা কাপড়ের উপর ঢেলে কাপড়টা মাটিতে রেখে দিলেন। পরে তাতে পানি ঢেলে দিয়ে প্রদীপটা কাপড়ের সঙ্গে লাগালেন। সঙ্গে-সঙ্গে দাউ-দাউ করে আগুন জ্বলে উঠল। তিনি জনতাকে অবহিত করলেন, আমর দরবেশ যে-কাপড়টাতে পানি ঢেলে আগুন ধরাত, সেটায় এই তেল মাখানো থাকত।

'এবার আপনারা সেই লোকগুলোকে দেখুন, যারা তার সঙ্গী ছিল' – আলী বিন সুফিয়ান বললেন। তিনি কাউকে আওয়াজ দিয়ে বললেন – 'ওদের জনতার সামনে নিয়ে আসো।'

আমর দরবেশের দলের লোকগুলোকে ধরে জনতার ভিড় থেকে কিছু দূরে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছিল। আলী বিন সুফিয়ানের কমান্ডোরা তাদের ঘিরে রেখেছে। হঠাৎ হইচই শুরু হয়ে গেল। ঘোড়ার দৌড়ের আওয়াজ পাওয়া গেল। একব্যক্তি চিৎকার করে বলে উঠল– 'একটা পালিয়ে গেছে।'

www.pathagar.com

এক গোয়েন্দা পালিয়ে গেছে। অন্যদের জনতার আদালতে হাজির করা হলো। প্রদীপ উঁচু করে সকলকে তাদের চেহারা দেখানো হলো।

'এরা মুসলমান' – আলী বিন সুফিয়ান বললেন – 'এই অঞ্চলেরই বাসিন্দা। এরা ঈমান-বিক্রেতা।'

আলী বিন সুফিয়ান এদের কর্মকাণ্ডের বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিলেন।

'এদের মেরে ফেলা হোক' – জনতার মধ্য থেকে কয়েকজন সমস্বরে বলে উঠল – 'পাথর ছুড়ে এদের হত্যা করা হোক।'

উপস্থিত লোকগুলো তাদের দিকে তেড়ে আসার চেষ্টা করল। মশালের আলোতে কতগুলো তরবারির চমক দেখা গেল।

'থামো' – আলী বিন সুফিয়ান মধ্যখানে এসে দাঁড়িয়ে বললেন – 'আল্লাহর আইন নিজেদের হাতে তুলে নিও না। যথাযথ কর্তৃপক্ষ এদের শাস্তির ব্যবস্থা করবে। এদেরকে হেফাজতে নিয়ে যাও। আর আপনারা আমার সঙ্গে আসুন।'

জনতা আলী বিন সুফিয়ানের পিছনে-পিছনে হাঁটতে শুরু করল। তাদের নিয়ে তিনি পাহাড়ের দিকে রওনা দিলেন, যেখানে তার লোকেরা এক ব্যক্তিকে খুন করেছে এবং দুজনকে রশি দ্বারা বেঁধে রেখেছে।

◆◆◆

আমর দরবেশ, আশি ও দুই কমান্ডো বহু পথ এগিয়ে গেছেন। তারা সুদানের রাজধানী-অভিমুখে এগিয়ে চলছেন।

'বন্ধুগণ!' – আমর দরবেশ চলন্ত ঘোড়ার উপর থেকে বললেন – 'আমাদের খুব দ্রুত পৌঁছতে হবে। আশি, তুমি যদি ক্লান্ত হয়ে পড়, তা হলে আমার পেছনে এসে বসবে। সফর বেশ দীর্ঘ এবং সময় খুবই অল্প। আমার ভয় হচ্ছে কোনো শত্রুগোয়েন্দা আমাদের আগে পৌঁছে যায় কিনা।'

একজন সুদানি গোয়েন্দাও রাজধানীর উদ্দেশে রওনা হয়ে গেছে। সেই গোয়েন্দা, যে আলী বিন সুফিয়ানের হেফাজত থেকে পালিয়ে গিয়েছিল। পিছন থেকে ধাওয়া হতে পারে এই ভয়ে সে একটা উপত্যকার পথ ধরে ছুটছে। একসময় উপত্যকা থেকে বেরিয়ে বহু পথ ঘুরে রাজধানীর পথ ধরেছে।

এদিকে আমর দরবেশও বহুদূর চলে গেছেন।

সুদানি গোয়েন্দা কেন্দ্রকে সংবাদ পৌঁছাবে, আমর দরবেশের ভেদ ফাঁস হয়ে গেছে। রিপোর্টে আমর দরবেশের উপর সন্দেহও ব্যক্ত করবে বলে সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছে। তার উদ্দেশ্য আমর দরবেশকে পুনরায় কয়েদখানায় আবদ্ধ করানো।

অপরদিকে আমর দরবেশের পরিকল্পনা হচ্ছে তার আগে পৌঁছে গিয়ে সুদানি সালারকে ধোঁকা দেওয়া এবং ইসহাককে মুক্ত করে আনা। আশি এই পরিকল্পনা সম্পর্কে অবহিত এবং সে সাক্ষী হিসেবে সঙ্গে যাচ্ছে।

প্রদীপের আলোতে জনতা পাহাড়ের উপর আরোহণ করছে। আলী বিন সুফিয়ান সকলের সামনে হাঁটছেন। তার লোকেরা পাহাড়ের চূড়ায় দুজন গুপ্তচরকে বেঁধে রেখেছে। তারা দেখতে পাচ্ছে, কয়েকটা প্রদীপ ও কতগুলো

www.pathagar.com

লোক পাহাড়ে আরোহণ করছে। তারা বাতি উপরে তুলে ধরে দেখার চেষ্টা করল, লোকগুলো কারা এবং তাদের গন্তব্য কোথায়।

'আমাদের সঙ্গে চলো' – হাতকড়াপরিহিত একব্যক্তি বলল – 'যা চাইবে তা-ই দেব, আমাদের ছেড়ে দাও।'

'তোমরা সব মুসলমানকে ঈমানের বেপারি মনে করছ নাকি?' – আলী বিন সুফিয়ান এক কমান্ডোকে বললেন – 'দুনিয়ার সম্পদ আর জাহান্নামের আগুনের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। তোমরা স্বজাতিকে ধোঁকা দিয়েছ।'

'তিনি আসছেন' – অপর কয়েদি বলল – 'তিনি আমাদের পাথর ছুড়ে মেরে ফেলবেন। অতি নির্মমভাবে আমাদের মৃত্যুবরণ করতে হবে। বলো, কী দেব। ছেড়ে দাও, আমরা পাহাড়ের অপরদিক দিয়ে পালিয়ে যাই। হিরা-জহরত দেব, যত চাও তত দেব।'

প্রদীপগুলো যতখানি উপরে উঠছে, কয়েদিদের অস্থিরতা ততই বৃদ্ধি পাচ্ছে। একজন বলল– 'তোমার সঙ্গে তো তরবারি আছে। তা দ্বারা এক আঘাতে আমাদের ঘাড়গুলো উড়িয়ে দাও। ওই লোকগুলো থেকে আমাদের রক্ষা করো।'

'আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাও।'

প্রদীপগুলো তাদের মাথার উপর এসে দাঁড়িয়ে গেল। আলী বিন সুফিয়ান জনতাকে দূরে দাঁড় করিয়ে রাখলেন। দুজন মানুষ রশিতে বাঁধা দেখে লোকগুলো বিস্মিত হয়ে গেল।

'এরাই হলো তূর পর্বতের জাল্‌ওয়া প্রদর্শনকারী' বলে আলী বিন সুফিয়ান মাটিতে চোখ বোলালেন। একদিকে বাতিটার প্রতি ইঙ্গিত করে বললেন– 'এই দেখো, এখানে দাহ্যপদার্থ পড়ে আছে। তার পাশেই পড়ে আছে একটা থালা। আলী বিন সুফিয়ান বললেন– 'এই থালায় সেই তেল ছিল, যা দ্বারা কাপড়ে আগুন ধরানো হতো। এই তেল এখানে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। আমি চার ব্যক্তিকে সন্ধ্যায় এখানে লুকিয়ে রেখেছিলাম। আমর দরবেশের প্রদীপের সঙ্কেতে এই বাতি থেকে তেলে আগুন ধরিয়ে দেওয়ার কথা ছিল। এটিই সেই তূরের জাল্‌ওয়া, যা তোমরা দেখতে পাওনি। কারণ, আমার লোকেরা আগুন জ্বালানোর আগেই এদের পাকড়াও করে ফেলেছিল।'

'এরা তিনজন ছিল' – একব্যক্তি বলল – 'তৃতীয়জন আমাদের মোকাবেলা করেছিল। তার লাশ ওই গাছটার গোড়ায় পড়ে আছে।'

আলী বিন সুফিয়ান প্রদীপের আগুন তেলের কাছে নিয়ে বললেন– 'এই দেখুন'। অমনি তেলে আগুন জ্বলে উঠল। আগুনের শিখা উপরে উঠে পরক্ষণেই ধীরে-ধীরে মিলিয়ে যেতে শুরু করল। আলী বললেন– 'এরপর কি সন্দেহের কোনো অবকাশ আছে যে, আপনাদেরকে আল্লাহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে অগ্নিপূজারী বানানোর চেষ্টা চলছিল?'

www.pathagar.com

'আমাদের ক্ষমা করে দিন' – একবন্দি বলল – 'আপনি ঠিকই বলেছেন।'

'তোমরা কি এই অঞ্চলের মুসলমান?' আলী বিন সুফিয়ান জিজ্ঞেস করলেন।

দুজনই হ্যাঁসূচক মাথা নাড়াল।

'খ্রিস্টান ও সুদানি কাফেররা কি তোমাদের এ-কাজের প্রশিক্ষণ দেয়নি?'

'হ্যাঁ, তারাই দিয়েছে। আমরা কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত। আপনি আমাদের ক্ষমা করে দিন।'

'তোমরা কি স্বজাতিকে ধোঁকা দেওয়া এবং নিজধর্মকে ধ্বংস করার জন্য পুরস্কার পেতে না?'

'হ্যাঁ' – একজন উত্তর দিল – 'এর বিনিময়ে আমরা মোটা অঙ্কের পুরস্কার পেতাম।'

'আমাদের ক্ষমা করে দিন' – একজন বলল – 'আমরা আমাদের জাতি ও ধর্মের জন্য জীবন বিলিয়ে দেব।

হঠাৎ পিছন থেকে এক তোজোদীপ্ত মুসলমান তরবারি দ্বারা এত তীব্রবেগে আঘাত হানল যে, একসঙ্গে দুজনের মাথা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

'আমি যদি খুনের অপরাধে অপরাধী হয়ে থাকি, তা হলে আমাকে হত্যা করে ফেলো।' আক্রমণকারী লোকটা তরবারিটা জনতার সম্মুখে ছুড়ে ফেলে বলল।

'আল্লাহর কসম! এই লোকটা খুনী হতে পারে না।' যুবক ইমাম বললেন।

'এ হত্যা বৈধ।' জনতার মধ্য থেকে সমস্বরে রব উঠল। এটা উপযুক্ত বিচার

◆ ◆ ◆

রাতের শেষ প্রহরে আমর দরবেশ ঘোড়া থামালেন। আশি ও কমান্ডোদের বললেন– 'কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে নিই।'

ঘোড়াগুলোকেও বিশ্রামের সুযোগ দেওয়ার প্রয়োজন ছিল।

রাজধানীগামী গোয়েন্দা আধা রাত চলার পর বিশ্রামের জন্য একস্থানে থেমে গেল। তার জানা নেই, আমর দরবেশ আগে-আগে যাচ্ছেন। মাটিতে মাথাটা এলিয়ে দিয়েই লোকটা ঘুমিয়ে পড়ল।

রাত পোহাবার পরপরই আমর দরবেশ প্রস্তুত হয়ে পুনরায় রওনা হলেন। তিনি সৈনিক। কষ্ট সহ্য করতে অভ্যস্ত। আশি প্রাসাদের মেয়ে। তাকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে বটে; কিন্তু তার জীবন কাটছিল বিলাসিতার মধ্য দিয়ে।

'আশি!' – আমর দরবেশ ছুটন্ত ঘোড়ার পিঠ থেকে বললেন– 'তোমার মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। বোধহয় তোমার রাত জাগার অভ্যাস নেই। আমার ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসো।'

আশি মুখ টিপে হাসল। কিন্তু চোখদুটো তার বন্ধ। আমর দরবেশ তাকে পুনরায় বললেন– 'তোমার ঘোড়াটা ছেড়ে দাও।'

আশি মাথা নেড়ে অস্বীকৃতি জানাল। ঘোড়া ছুটে চলছে। আরও কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর এক কমান্ডো আমর দরবেশকে বলল– 'মেয়েটা ঝিমোচ্ছে; ঘোড়া থেকে পড়ে যাবে।'

www.pathagar.com

আমর দরবেশ নিজের ঘোড়াটা আশির কাছে নিয়ে তার ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরলেন। আশি সজাগ হয়ে গেল। আমর দরবেশ বললেন– 'নিজের ঘোড়াটা ছেড়ে দিয়ে আমার ঘোড়ায় চলে এস।'

'অন্যের সহায়তা নিতে চাই না' – আশি বলল – 'আমি অপরকে সহায়তা দিতে চাই। আমাকে আমার প্রতিজ্ঞা পূরণ করতে হবে। পিতামাতার রক্ত আর নিজের সম্ভ্রমের প্রতিশোধ নিতে হবে। আমি জেগে থাকবার চেষ্টা করছি।'

ঘোড়া এগিয়ে চলছে। অনেক পথ অগ্রসর হওয়ার পরও আশির ঘুমের আবেশ কাটছে না। আমর দরবেশ তার পাশেপাশেই ঘোড়া ছুটিয়ে চলছেন। তিনি দেখে না ফেললে আশি ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়েই যেত। তিনি ঘোড়া থামিয়ে কিছু না বলে আশিকে নিজের ঘোড়ায় তুলে নিলেন এবং সামনে বসিয়ে নিলেন। এক কমান্ডো আশির ঘোড়ার লাগাম নিজের যিনের সঙ্গে বেঁধে নিল। সবগুলো ঘোড়া একসাথে ছুটে চলছে।

আশি নিজের মাথাটা আমর দরবেশের বুকের উপর ছেড়ে দিয়ে গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল। মেয়েটার খোলা চুলগুলো আমার দরবেশের মুখের উপর উড়তে থাকল। এমন সুকোমল আর রেশম-সুন্দর চুলের পরশের সঙ্গে আমর দরবেশ পরিচিত নন। কিন্তু মেয়েটার কোনো কিছুই তার উপর সেই প্রভাব বিস্তার করতে পারছে না, যা একজন সুপুরুষ যুবকের উপর করার কথা। আশির পূর্বেকার বলা কথাগুলো তার মনে পড়তে শুরু করল।

'তোমার কোলে আমার পিতামাতার কোলের আনন্দ অনুভূত হয়েছিল' – আশি কয়েকদিন আগে সেই মরু এলাকায় বসে বলেছিল – 'আমার তো এ-ও স্মরণ নেই যে, আমারও বাবা-মা ছিলেন। আপনি আমার অতীত আমার চোখের সামনে এনে দিয়েছেন।'

আমর দরবেশের মনে হতে লাগল, যেন আশি ফিসফিস কণ্ঠে বাতাসের সঙ্গে কথা বলছে আর তিনি শুনছেন– 'আমাকে তোমার বক্ষ ও বাহুর আশ্রয়ে নিয়ে রাখো। আমি মুসলমানের কন্যা। আমাকে খ্রিস্টানদের হাতে তুলে দিয়ো না। রক্ত... রক্ত...। আমি রক্ত দেখতে পাচ্ছি। এগুলো আমার পিতার রক্ত। এগুলো মায়ের। দুজনের রক্ত একত্র হয়ে বাইতুল মুকাদ্দাসের বালিতে শুকিয়ে যাচ্ছে...। আমর দরবেশ, আপনার শিরায় হাশেমের খুন প্রবাহিত হচ্ছে। আপনি সেই খুনের প্রতিশোধ না নিয়ে ক্ষান্ত হবেন না, যা বাইতুল মুকাদ্দাসের বালি চুষে নিয়েছে। ফিলিস্তিনের সম্ভ্রম আপনাকে ডাকছে। প্রথম কেবলাকে হৃদয় থেকে ছুড়ে ফেলবেন না হাশেমের পুত্র!

আমর দরবেশ ঘোড়ার গতি বাড়িয়ে দিলেন। তাতে কমান্ডোদেরও নিজ-নিজ ঘোড়ার গতি বাড়াতে হলো। আশির এলো চুলগুলো আরও বিক্ষিপ্ত হয়ে বাতাসের তালে-তালে আমর দরবেশের মুখের উপর উড়ছে।

www.pathagar.com

'আমর দরবেশ!' – এক কমান্ডো তার ঘোড়াটা আমর দরবেশের পাশে এনে বলল – 'সামনে কোনো চৌকি থেকে ঘোড়া বদল করে নেওয়ার আশা নেই। ঘোড়াগুলোকে এভাবে মেরে ফেলো না; আরও ধীরে চলো।'

আমর দরবেশ আড়চোখে কমান্ডোর প্রতি দৃষ্টিপাত করে মুচকি হাসলেন। তিনি ঘোড়ার গতি একটুখানি কমিয়ে দিয়ে বললেন– 'মহান আল্লাহ আমাদের সঙ্গে আছেন। ঘোড়া ক্লান্ত হবে না ইনশাআল্লাহ।'

আমর দরবেশের কথার শব্দে আশির ঘুম ভেঙে গেল। হঠাৎ চমকে উঠে খানিক ভয়জড়িত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল– 'আমি কতক্ষণ যাবত ঘুমিয়ে ছিলাম? আমার ঘোড়া কোথায়?'

'তুমি তো ঘোড়ার পিঠেই ঘুমিয়ে পড়েছিলে' – আমর দরবেশ বললেন – 'কিন্তু আমার ঘুমন্ত ঈমানের শিরা জেগে উঠেছিল। ওঠো, নিজের ঘোড়ায় গিয়ে চড়ে বসো। সন্ধ্যানাগাদ গন্তব্যে পৌঁছে যেতে হবে।'

◆◆◆

আলী বিন সুফিয়ান সেই গ্রামটাতে চলে গেলেন, যাকে মুসলমানরা তাদের আন্ডারগ্রাউন্ড কর্মকাণ্ডের কেন্দ্র বানিয়ে রেখেছে। তিনি তার কমান্ডোসেনা ও গুপ্তচরদের দায়িত্ব দিলেন, তোমরা অঞ্চলময় ছড়িয়ে পড়ে আমর দরবেশের ভেল্‌কিবাজির রহস্য ফাঁস হওয়ার কথা প্রচার করে দাও। তিনি সেখানকার নেতৃবর্গকে বললেন, আপনারা লোকদের প্রস্তুত করুন।

যা-ই বলি না কেন, এলাকাটা সুদানের, যেখানে মুসলমানদের স্বাধীনতা বলতে কিছুই নেই। সুদানি ফৌজ প্রয়োজন বোধ করলে হামলা করার অধিকার রাখে। কিন্তু তারপরও মুসলমানরা উক্ত এলাকায় তাদের বিধিবিধান চালু রেখেছে। তারা যে-কজন শত্রুগোয়েন্দাকে গ্রেফতার করেছিল, তাদের নিজেদের তৈরি কয়েদখানায় ফেলে রেখেছে। তাদের শাস্তি দিতে হবে। কিন্তু এই শাস্তি সুদানি আইনে অপরাধ। এই আসামীরা যা কিছু করেছে, সবই সুদানের স্বার্থে করেছে। কিন্তু আলী বিন সুফিয়ান মাথায় ঝুঁকি তুলে নিলেন। তিনি তাঁর কমান্ডোদের ভাগ করে দুটি দল গঠন করে নিলেন।

কয়েদখানায় ইসহাককে একটি উন্নত কক্ষে রাখা হয়েছে। তাকে অত্যন্ত সম্মানজনকভাবে উন্নত খাবার পরিবেশন করা হচ্ছে। তিনি ভালোভাবেই বোঝেন তাঁর সঙ্গে এই সদাচরণ কেন করা হচ্ছে। আমর দরবেশ তাকে তার পরিকল্পনা পুরোপুরি বলে গিয়েছিলেন। ইসহাক একাকি বসে সে নিয়েই ভাবছেন। দুটা শঙ্কা তাকে ভাবিয়ে তুলেছে। প্রথমত, আমর দরবেশ কয়েদখানার নিপীড়নে অতিষ্ঠ হয়ে সুদানিদের হাতে খেলতে শুরু করল কিনা। দ্বিতীয়ত, নাকি নিজের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে গিয়ে ধরা পড়ে গেলেন।

ইসহাক নিজের পলায়ন সম্পর্কেও ভাবছেন। কিন্তু কোনো পন্থা-ই তাঁর চোখে পড়ছে না। সুদানিদের জন্য তিনি একজন মূল্যবান কয়েদি, যার ফলে তাঁর জন্য অতিরিক্ত পাহারার ব্যবস্থা করে রাখা হয়েছে। আমর দরবেশের চলে

www.pathagar.com

যাওয়ার পর থেকে কেউ তাকে বলেনি, তোমার সম্প্রদায়কে সুদানের অফাদার বানিয়ে দাও। যে-সুদানি সালার তাঁর পিছনে ছায়ার মতো লাগা ছিল, সেও এ-যাবত একটিবারের জন্যও তার সামনে আসেনি।

সূর্য ডুবে গেছে। চারটা ঘোড়া সুদানের রাজধানীতে প্রবেশ করে সোজা সেনাহেডকোয়ার্টারের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে গেল। আমর দরবেশের জানা আছে তাকে কোথায় যেতে হবে এবং কার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে হবে। চেতনাবিধ্বংসী তৎপরতার প্রশিক্ষণ তিনি এখান থেকেই গ্রহণ করেছিলেন। তিনি রক্ষীবাহিনীর কমান্ডারকে সেই সুদানি সালারের নাম বললেন, যে তাকে এ-কাজের জন্য প্রস্তুত করেছিল। সঙ্গে-সঙ্গে তাকে সালারের বাসভবনে পৌঁছিয়ে দেওয়া হলো।

'ব্যর্থ হয়ে ফিরে এসেছ, নাকি ভালো কোনো সংবাদ নিয়ে এসেছ?' আমর দরবেশকে দেখেই সুদানি সালার জিজ্ঞেস করলেন।

'ভালো সংবাদ ওর মুখে শুনুন' – আমর দরবেশ আশির প্রতি ইঙ্গিত করে বললেন – 'আমার বিবৃতি আপনার বিশ্বাস না-ও হতে পারে।'

ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত আশি পালঙ্কের উপর ধপাস্ করে বসে পড়ল। তার দু-ঠোঁটের ফাঁকে মিষ্টি হাসির আভা। সে আমর দরবেশকে উদ্দেশ করে বলল– 'বিস্তারিত ঘটনা আপনিই বিবৃত করুন এবং তাড়াতাড়ি করুন। হাতে সময় বেশি নেই।'

'আমাদের মিশন এত দ্রুত সফল হয়ে গেল যে, আমি তার কল্পনাও করিনি।' আমর দরবেশ বললেন। তিনি কীভাবে পানিতে আগুন লাগালেন এবং কীভাবে তূর পর্বতের জাল্ওয়া দেখালেন, তার বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরলেন।

'আর তার বলার ভঙ্গি এত আকর্ষণীয় ছিল যে, আমি বিস্মিত হয়ে পড়ি' – আমর দরবেশ সম্পর্কে আশি বলল – 'মানুষ তার ভেল্কিবাজিতে সেইরূপ প্রভাবিত হয়ে গেছে, যেমনটি হয় তার ভাষায়।'

'আচ্ছা, আমাদের ওখানকার সাফল্যের সংবাদ নিয়ে কি এখনও কেউ আসেনি?' আমর দরবেশ জিজ্ঞেস করলেন।

'না; কেউ আসেনি' – সালার বলল – 'আমি তো তোমাদের চিন্তায় অস্থির ছিলাম।'

শুনে আমর দরবেশ নিশ্চিত হলেন, এখনও কোনো গুপ্তচর এসে পৌঁছেনি। যে-সুদানি গোয়েন্দা মুসলমানদের বন্দিদশা থেকে পালিয়ে এসেছিল, তার এসে পৌঁছা এখনও সম্ভব হয়নি। তার গতি আমর দরবেশের গতি অপেক্ষা শ্লথ। তার এসে পৌঁছতে রাত পার হয়ে যাবে। আমর দরবেশের যা করবার উক্ত গোয়েন্দা পৌঁছানোর আগেই সমাধা করতে হবে। সে এসে পড়লেই ঘটনা ফাঁস হয়ে যাবে। আমর দরবেশ তাড়াতাড়ি কার্যসিদ্ধি করে বের হতে না পারলে তাকে আবারও ভয়ংকর পরিণতি বরণ করতে হবে।

'এবার কাজের কথা বলি' – আমর দরবেশ বললেন – 'ইসহাককে আমাদের খুবই প্রয়োজন। আমি অর্ধেকেরও বেশি মুসলমানের চিন্তা-চেতনাকে ধোলাই করে ফেলেছি। তাদের আমি সুদানের অনুগত বানাতে সক্ষম হয়েছি। তাদের

www.pathagar.com

অন্তরে আমি সালাহুদ্দীন আইউবির বিরুদ্ধে ঘৃণা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করে দিয়েছি। আমি প্রমাণ করে দিয়েছি, সালাহুদ্দীন আইউবি ফেরাউনদের উত্তরসূরী। এখন যদি তাদের কোনো নেতা বলে দেন, তোমাদেরকে সুদানের আনুগত্য করতে হবে, তা হলে উক্ত অঞ্চলের সব মানুষই আপনাদের হয়ে যাবে। আমি তথ্য পেয়েছি এবং আগে থেকে নিজেও জানি, এই জননেতা ইসহাক ছাড়া আর কেউ নয়। সেখানকার মুসলমানরা তাকে পয়গম্বরের মতো মান্য করে।'

'কিন্তু ইসহাককে রাজি করাবে কে' – সুদানি সালার বললেন – 'আমি তাকে এই ভূখণ্ডের ক্ষমতার লোভ দেখিয়েছি। এমন-এমন নিপীড়ন চালিয়েছি, যা একটা ঘোড়াও সহ্য করতে ব্যর্থ হয়। আশি পর্যন্ত বিফল হয়েছে।'

'এবার আমাকে চেষ্টা করে দেখার সুযোগ করে দিন' – আমর দরবেশ বললেন – 'কয়েদখানা থেকে বের করে তাকে সেই কক্ষে পাঠিয়ে দিন, যেখানে তাকে একবার রেখেছিলেন এবং আমাকেও রেখেছিলেন। আপনি তার দুশমন, আমি বন্ধু ও হকর্মী। আমার কথা তাকে ভাবিয়ে তুলবে পারে।'

'আচ্ছা, তা না করে আশিকে দিয়ে আরেকবার চেষ্টা করে দেখব নাকি?' সুদানি সালার জিজ্ঞেস করল।

'না' – আমর দরবেশ বললেন – 'আমি তার উপর ভাষার জাদু প্রয়োগ করব। এখনই যদি আপনি তাকে উক্ত কক্ষে পাঠিয়ে দেন, তা হলে আশা করি, ভোর পর্যন্ত আমি তাকে জালে আটকে ফেলতে পারব। আমার হাতে সময় বেশি নেই। উক্ত এলাকা থেকে আমার অনুপস্থিতি দীর্ঘ না হওয়া উচিত। আপনি তো জানেন, সেখানে মিসরি গোয়েন্দাও আছে। আমি যে-জাদু প্রয়োগ করে এসেছি, আমার অনুপস্থিতিতে মিসরি গোয়েন্দারা তা ব্যর্থ করে দিতে পারে।'

সুদানি সালার আমর দরবেশকে তার সঙ্গের দুই কমান্ডো সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। আমর বললেন, এরা আমার রক্ষী ও ভক্ত। স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে আমার সঙ্গে এসেছে।

◆◆◆

ইসহাককে একটি মনোরম ও সুরম্য কক্ষে নিয়ে আসা হলো। তাকে আনতে সালার নিজে কয়েদখানায় গিয়ে তাকে বললেন– 'তোমার জাতীয় চেতনা ও ঈমানি শক্তিতে আমি মুগ্ধ হয়ে পড়েছি। তোমার এক বন্ধু আমর দরবেশ তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাচ্ছে। আমি চাই, একটি ভালো পরিবেশে তোমাদের সাক্ষাৎপর্ব অনুষ্ঠিত হোক।'

'কয়েদখানা অপেক্ষা অধিক নোংরা ও কষ্টদায়ক কিংবা তোমার প্রাসাদ অপেক্ষা হৃদয়গ্রাহী ও মনোরম পরিবেশ কোনোটিই আমাকে আমার আদর্শ থেকে বিচ্যুত করতে পারবে না' – ইসহাক বললেন – 'আমাকে অন্ধকার পাতাল কক্ষে নিক্ষেপ করো কিংবা বালাখানায় নিয়ে যাও, কোনো অবস্থাতেই আমি আমার ঈমান বিক্রি করব না।'

সুদানি সালার হেসে উঠলেন এবং ইসহাককে সেই কক্ষে নিয়ে গেলেন, যেখানে আমর দরবেশ তার অপেক্ষায় বসে আছেন। সালার নিজেও কক্ষে অবস্থান নিলেন।

'তোমার চেহারা বলছে, এই কাফেরদের কাছে তুমি নিজের ঈমানটা বিক্রি করে ফেলেছ' – ইসহাক আমর দরবেশকে উদ্দেশ করে বললেন – 'তোমার চেহারার রওনক আর চোখের চমক বলছে, তুমি দীর্ঘদিন যাবত কয়েদখানার বাইরে ঘুরে বেড়িয়েছ। আমার সঙ্গে সাক্ষাতে তোমার মতলবটা কী?'

'আমি তোমার চেহারায়ও সেই রওনক আর চোখে সেই চমক দেখতে চাই, যা তুমি আমার চোখে-মুখে দেখতে পাচ্ছ' – আমর দরবেশ বললেন – 'আমাকে একটু সময় দাও। ক্ষণিকের জন্য তোমার হৃদয় ও মস্তিষ্কটা আমাকে দিয়ে দাও। ধৈর্যের সাথে ও শান্ত মনে আমার কথা শোনো।'

সুদানি সালার পাশে দণ্ডায়মান। সে ঝুঁকি মাথায় নিতে চাচ্ছে না। ইসহাক তার অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ কয়েদি। আমর দরবেশও তার কয়েদি ছিল। এটা আমর দরবেশের প্রতারণাও হতে পারে। এই দুজন লোককে সে এমন একটি কক্ষে একাকি ছেড়ে যেতে চাচ্ছে না, যেটি কয়েদখানার নিরাপদ কক্ষ নয়। পাহারার জন্য চারজন প্রহরী নিযুক্ত করে দিয়েছে। দুজন কক্ষের সামনে আর দুজন পিছনের দরজায়। বর্শা ও তরবারি ছাড়া তাদের কাছে তির-ধনুকও আছে, যাতে কেউ পালাবার চেষ্টা করলেও সফল হতে না পারে। আমর দরবেশ চাচ্ছেন, সালার এখান থেকে চলে যাক। কিন্তু লোকটা নড়ছেই না। তার উপস্থিতিতে আমর দরবেশ ইসহাককে তার পরিকল্পনার কথা বলতে পারেন না।

সুদানি সালার আশিকে আহারের জন্য এ-ভবনেরই অন্য একটা কক্ষে পাঠিয়ে দিয়েছেন। সালারকে এই কক্ষ থেকে সরিয়ে নেওয়া তার পক্ষে সম্ভব ছিল। কিন্তু আপাতত তার এদিকে আসবার সম্ভাবনা নেই।

যে-সুদানি গুপ্তচর পরিস্থিতি জানাতে ছুটে আসছে, এখন আর সে শহর থেকে বেশি দূরে নয়। সময় দ্রুত ফুরিয়ে যাচ্ছে। আমর দরবেশের দুই কমান্ডো সঙ্গী এই ভবনেরই বারান্দায় তার সঙ্কেতের অপেক্ষা করছে। কিছুক্ষণ পর আশি বেরিয়ে এল। মেয়েটা পোশাক বদল করে এসেছে। যৌবনদীপ্ত দেহলতা থেকে রূপ যেন ঠিক্‌রে পড়ছে তার। সফরের ক্লান্তিও মুখ থেকে ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার হয়ে গেছে। সে কমান্ডোদের কাছে এসে দাঁড়িয়ে গেল।

'সালার কি চলে গেছেন?' আশি কমান্ডোদের জিজ্ঞেস করল।

'না' – এক কমান্ডো উত্তর দিল – 'তিনি ভেতরে আছেন।'

'তার চলে যাওয়া দরকার।' বলেই আশি কক্ষের দিকে এগিয়ে গেল।

আশিকে কক্ষে প্রবেশ করতে দেখে আমর দরবশের মনে আশার সঞ্চার হলো। সুদানি সালার তার প্রতি তাকিয়ে মুচকি একটা হাসি দিল – সেই হাসি, যা আশির মতো মেয়েদের প্রতি চোখ পড়লে তার মতো পুরুষদের ওষ্ঠাধর গলে বেরিয়ে আসে।

www.pathagar.com

আশি দুলতে-দুলতে বিশেষ এক ভঙ্গিমায় সালারের পিছনে চলে গেল এবং আমর দরবেশের প্রতি গভীর দৃষ্টিতে তাকাল। আমর দরবেশ সুযোগ পেয়ে গেলেন। তিনি আশিকে ইশারা করলেন, সালারকে এখান থেকে সরিয়ে ফেলো।

'ইসহাক ভাই!' – আমর দরবেশ জিজ্ঞেস করলেন – 'আমরা কি সুদানের সন্তান নই?'

'আমরা সবার আগে ইসলামের সৈনিক' – ইসহাক উত্তর দিলেন – 'আর আমি এখনও মিসরি কমান্ডার এবং সুলতান আইউবির অফাদার। মিসরের ভূখণ্ড যদি আমার মা হয়ে থাকে, তা হলে আমি আমার জননীকে ইসলামের শত্রুর হাতে তুলে দিতে পারি না। আমর দরবেশ, আমি তোমার মতো ইসলামের মর্যাদা ও নিজের ঈমান বিক্রি করতে পারব না।'

আশি পিছন থেকে সুদানি সালারের কাঁধে নিজের বাহুদ্বয় রেখে মুখটা তার কানের সঙ্গে লাগিয়ে বলল– 'কটা দিনেই আপনার হৃদয়টা মরে গেছে।'

সুদানি সালার মোড় ঘুরিয়ে তাকালে আশির গাল ও বিক্ষিপ্ত চুলগুলো তার গণ্ডদেশ ছুঁয়ে গেল। আশির মুখে মুচকি হাসি। বলল– 'আমি এত ঝুঁকিপূর্ণ ও ভয়ংকর মিশন থেকে ফিরে এলাম; আগামী কাল আবার পাহাড়-জঙ্গলে চলে যেতে হবে, যেখানে পানি ছাড়া কিছুই পাওয়া যায় না। মদের ঘ্রাণটাও কি আমি ভুলে যাব?'

'উহ!' – সুদানি সালার চমকে উঠে বললেন – 'আমি তো গল্প শোনায় ব্যস্ত হয়ে তোমার কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। আচ্ছা, আমি ব্যবস্থা করছি। তুমি ওই কক্ষে চলে যাও।'

'নাহ্' – আশি বলল – 'একা-একা মজা হবে না। আপনিও চলুন। এখানে কোনো সমস্যা নেই। দুদিকে সান্ত্রীরা দাঁড়িয়ে আছে। প্রয়োজন হলে পরে আবার আসবেন।'

আশি এই বিদ্যায় ওস্তাদ। শৈশব থেকে অদ্যাবধি এরই প্রশিক্ষণ পেয়ে আসছে। এবার সেই বিদ্যা নিজের বস ও গুরুদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করতে শুরু করেছে। সুদানি সালার তার হাসির ফাঁদে আটকা পড়ে গেছে। লোকটা সবকিছু ভুলে গিয়ে আশির সঙ্গে কক্ষপানে পা বাড়াল। বাইরে বের হয়ে এক কর্মচারীকে মদ আনতে বলে নিজে আশির সঙ্গে কক্ষের দিকে চলে গেল। আশি তাকে তার বাহুবেষ্টনিতে নিয়ে নিল। অল্পক্ষণের মধ্যেই বৃদ্ধ সালারের উপর যুবতী মেয়েটার জাদু ক্রিয়াশীল হয়ে উঠল।

ইতিমধ্যে মদ এসে পড়ল। আশি সালারকে পেয়ালার-পর-পেয়ালা গেলাতে শুরু করল।

◆◆◆

'নিয়ত স্বচ্ছ হলে আল্লাহও সাহায্য করেন' – আমর দরবেশ ইসহাককে বললেন – 'আমার পরিকল্পনা পরিপূর্ণরূপে বাস্তবায়িত হয়েছে। বিস্তারিত কথা শহর থেকে বের হয়ে শোনাব। দুজন কমান্ডো সঙ্গে এনেছি। দুজন সান্ত্রী

www.pathagar.com

এদিকে দাঁড়িয়ে আছে আর দুজন ওদিকে। আমরা যেদিক দিয়ে বের হব, সেদিককার সান্ত্রীদের খতম করলেই চলবে। আমাদের চারটা ঘোড়া প্রস্তুত আছে। চারটা প্রস্তুতি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সান্ত্রীদের, যাতে আমরা পালিয়ে গেলে ধাওয়া করতে পারে। আমাদের ওখানে মিসর থেকে কিছু লোক এসেছেন। একজনকে খুবই বিচক্ষণ মনে হচ্ছে। তিনি নিজের নাম বলেননি। কায়রোতে ওখানকার খবরাখবর পৌঁছে গেছে। মেয়েটা সালারকে নিয়ে গেছে। আমি একটু বাইরের অবস্থাটা দেখে আসি। মেয়েটাকেও সঙ্গে নিতে হবে।'

'কেন নিতে হবে?' – ইসহাক জিজ্ঞেস করলেন – 'এই বেশ্যাটার সঙ্গে তোমার সম্পর্ক কী?'

'এখান থেকে বের হয়ে বলব' – আমর দরবেশ বললেন – 'মেয়েটা মুসলমান।'

আমর দরবেশ কক্ষ থেকে বের হলেন। সান্ত্রীরা তাকে সুদানি সালারের সঙ্গে এ-কক্ষে আসতে দেখেছিল। সে-কারণে তারা তাকে শ্রদ্ধার চোখে দেখল। তিনি তার কমান্ডোদের নিকট গিয়ে বললেন, সান্ত্রীদের সামলানোর সময় এসে গেছে। তারপর সালারের কক্ষের দরজাটা খানিক ফাঁক করে তাকালেন। সালার মদের নেশায় বুঁদ হয়ে আছে। দরজা খোলার শব্দ পেয়ে মুদিত চোখে মাতাল কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল– 'কে?' আশি 'আমি দেখছি।' বলেই উঁকি দিয়ে মুখ ফিরিয়ে বলল– 'বাতাস'। মেয়েটা সালারকে ঠেস দিয়ে পালঙ্কের উপর শুইয়ে দিল। সালার বাহু এগিয়ে দিয়ে কাঁপা-কাঁপা কণ্ঠে বলল– 'তুমিও আসো। নেশা আরও বাড়িয়ে দাও।'

আশি কিছুই না বলে বিড়ালের মতো পা টিপে-টিপে শব্দ ছাড়া দরজা খুলে কক্ষ থেকে বেরিয়ে বাইরে থেকে আলতোভাবে দরজাটা বন্ধ করে দিল। আমর দরবেশ ও আশি কমান্ডো দুজনকে সঙ্গে নিয়ে ইসহাকের কক্ষের দিকে এগিয়ে গেলেন।

ইতিমধ্যে সুদানি গোয়েন্দা শহরে ঢুকে পড়েছে। তার গন্তব্য গোয়েন্দা হেডকোয়ার্টার।

আমর দরবেশ দরজার বাইরে দাঁড়ানো সান্ত্রীদের বললেন– 'ভেতরে চলো, কয়েদিকে কারাগারে নিয়ে যাও। সালার নির্দেশ দিয়েছেন, ওকে হাত বেঁধে নিতে হবে।'

উভয় সান্ত্রী একসঙ্গে কক্ষে প্রবেশ করল। সঙ্গে-সঙ্গে কক্ষের দরজা বন্ধ হয়ে গেল। দুই কমান্ডো একযোগে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। মুহূর্তের মধ্যে দুই সান্ত্রীর ঘাড় দুই কমান্ডোর বাহুতে আটকে গেল। কমান্ডোদের খঞ্জর আগে থেকেই বের করা আছে। তারা সান্ত্রীদের হৃদপিণ্ডে আঘাত হানল। সান্ত্রীদ্বয় নিস্তব্ধ হয়ে গেল।

সুদানি গোয়েন্দা গন্তব্যে পৌঁছে এক নায়েব সালারকে রিপোর্ট দিচ্ছে।

আমর দরবেশ ইসহাককে বললেন– 'বেরিয়ে পড়ুন।'

www.pathagar.com

বাইরে আটটা ঘোড়া দণ্ডায়মান। চারটা আমর দরবেশের, চারটা সুদানি সান্ত্রীদের। অপর দিকের সান্ত্রীরা টেরই পেল না, ভেতরে কী ঘটছে।

আমর দরবেশ ইসহাককে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

তারা সুদানি সালারের ভবন ত্যাগ করে ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসলেন। গোটা শহর গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন। পলায়নকারীরা তৎক্ষণাৎ ঘোড়া হাঁকাল না। আশিও আছে তাদের সঙ্গে। সুদানি সালারের রিপোর্ট শুনে নায়েব সালার তাকে সালারের নিকট নিয়ে গেল। এদিকে আসতে তারা পথে পাঁচটা ঘোড়া যেতে দেখেছে। পরস্পর কাছাকাছি দিয়েই অতিক্রম করেছে। কিন্তু অন্ধকারে কেউ কাউকে চিনতে পারেনি।

নায়েব সালার সালারের বাসভবনের সেই বারান্দায় এসে এদিক-ওদিক তাকাল, যেখানে একটু আগে দুজন সান্ত্রী দাঁড়িয়ে ছিল। কক্ষের দরজা খুলে উক্ত সান্ত্রীদের লাশ পড়ে থাকতে দেখল। ভেতরে গিয়ে পিছনের দরজাটাও খুলল। ওদিকে দুজন সান্ত্রী দাঁড়িয়ে আছে। দৌড়-ঝাঁপ শুরু হয়ে গেল। একটা কক্ষে সালার মাতাল অবস্থায় পড়ে থেকে আশিকে ডাকছে। নায়েব সালার তাকে ডেকে তুলল। আশি তাকে পেটপুরে খাইয়ে গেছে। তাকে জানানো হলো, দুজন সান্ত্রী কক্ষে মৃত পড়ে আছে। এবার তার সম্বিৎ ফিরে এল। যখন তার কথা বলবার ও কথা বুঝবার মতো অবস্থা ফিরে এল, ততক্ষণে আমর দরবেশ, ইসহাক, দুই মিসরি কমান্ডো ও আশি চলে গেছে বহুদূর। এখন ওদের ধাওয়া করা বৃথা।

পরদিন মধ্যরাতে আমর দরবেশ কাফেলাসহ পার্বত্যাঞ্চলে গিয়ে পৌঁছলেন। আলী বিন সুফিয়ান তাঁর অপেক্ষায় অস্থির চিত্তে প্রহর গুণছিলেন। এ-মুহূর্তে ইসহাক ও আমর দরবেশকে মিসর পাঠিয়ে দেওয়া আবশ্যক। কিন্তু তার আগে এ-ও প্রয়োজন যে, তারা অত্র এলাকায় ঘুরে-ফিরে মানুষের সঙ্গে কথা বলবেন, যাতে মানুষ সুদানিদের যে-ভেল্‌কিবাজি দেখেছিল, তার রহস্য পুরোপুরি জানতে পারে। তবে তৎক্ষণাৎ কিছু লোককে নিযুক্ত করা হলো, যাতে সুদানিরা হামলা করলে যথাসময়ে সংবাদ পাওয়া যায়।

দ্বিতীয় প্রয়োজনটি হলো মিসরি ফৌজের আরও কিছু কমান্ডোসেনাকে এই অঞ্চলে নিয়ে আসা, যাতে সুদানিরা আক্রমণ করলে তারা পিছন দিক থেকে গেরিলা হামলা চালাতে এবং সুদানি ফৌজকে এই অঞ্চল থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারে।

এভাবে আমর দরবেশ, আলী বিন সুফিয়ান ও তাঁর কমান্ডোসেনারা শত্রুবাহিনী ও জনগণের দৃষ্টির আড়ালে থেকে একটি যুদ্ধ জয় করে ফেললেন। এটি ছিল ব্যক্তিগত লড়াই, যা ঈমান ও জাতীয় চেতনার শক্তিতে লড়া হয়েছিল। সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবি এই গোপন যুদ্ধ সম্পর্কে সব সময় সজাগ থাকতেন। তাঁর ইন্টেলিজেন্স ব্যবস্থা অত্যন্ত দক্ষ ছিল।

www.pathagar.com

যে-সময়টায় সুদানি মুসলমানরা এই যুদ্ধে জয়লাভ করল, ঠিক তখন সুলতান আইউবি মুসলিম শাসক গোমস্তগিন, সাইফুদ্দীন ও আল-মালিকুস সালিহ'র সম্মিলিত বাহিনীকে পরাজিত করে তাদের তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন। পথে তিনি আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান ও ছোট-ছোট দুর্গ দখল করে নিলেন। তিনি হাল্‌বের দিকে অগ্রসর হচ্ছেন, যেটি একটি গুরুত্বপূর্ণ শহর ও আল-মালিকুস সালিহ'র বাহিনীর হেডকোয়ার্টার। সুলতান আইউবি এই শহরটিকে অবরুদ্ধ করার পর অবরোধ তুলে নিয়েছিলেন। সেখানকার মুসলিম অধিবাসীরা এত শক্ত হাতে তার মোকাবেলা করল যে, সুলতান আইউবি হাঁফিয়ে উঠলেন।

তিন-তিনটি মুসলিম বাহিনীর ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে সুলতান আইউবি তাদের এমনভাবে পিছু হটিয়ে দিলেন যে, তারা বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছে। তিনি তাদের পশ্চাদ্ধাবন অব্যাহত রাখলেন। তাঁর অধিকতর দৃষ্টি হাল্‌বের বাহিনীর উপর নিবদ্ধ। কেননা, তারা বীর যোদ্ধা। তারা পিছপা হয়ে হাল্‌বের দিকে ফিরে যাচ্ছে। সুলতান আইউবি পথেই তাদের ধ্বংস করে দিতে চাইলেন। কেননা, তাঁর সৈন্যদের হাল্‌ব বাহিনীর পিছনে ধাওয়া করতে বলেননি, বরং তিনি তার বিদ্যুদ্গতিসম্পন্ন বাহিনীটিকে অন্য পথে রওনা করিয়ে কিছু কমান্ডোসেনাকে শত্রুবাহিনীর দুই পার্শ্বে পাঠিয়ে দিলেন।

হাল্‌বের বাহিনী ছিন্নভিন্নভাবে হাল্‌বের দিকে ছুটে চলছে। কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর তার কমান্ডোরা দেখতে পেল, সুলতান আইউবির সৈন্যরা হাল্‌বের পথ অবরুদ্ধ করে রেখেছে। হাসানের বাহিনী রয়ে গেল। তার সৈন্যদের যুদ্ধ করার মতো মনোবল নেই। তাদের সরঞ্জামও এখন অনেক কম। রসদও অপর্যাপ্ত। সুলতান সালাউদ্দীন আইউবির কমান্ডোরা গেরিলা আক্রমণ চালাতে শুরু করল। আইউবির কমান্ডোরা ঘোষণা দিল – 'হাল্‌বের সৈন্যরা, তোমরা অস্ত্রসমর্পণ করো।'

সুলতান আইউবি রণাঙ্গন থেকে অনেক পিছনে অবস্থান করছেন। তিনি সংবাদ পাচ্ছেন, হাল্‌বের সৈন্যরা অস্ত্রসমর্পণ করার পর্যায়ে এসে যাচ্ছে। তিনি বললেন– 'এই বাহিনীটা যদি খ্রিস্টানদের হতো, তা হলে আমি তার একজন সৈন্যকেও জীবিত ফিরে যেতে দিতাম না। কিন্তু এটা যে আমার ভাইদেরই বাহিনী। তারা অস্ত্র ত্যাগ করলে আমি তাদের ক্ষমা করে দেব। কিন্তু তারপরও আমি সুখ পাব না। মৃত্যুর পর আমার আত্মা এই ভেবে কষ্ট পাবে যে, আমার শাসনামলে মুসলমানদের তরবারি নিজেদের মধ্যে সংঘাতে লিপ্ত হয়েছিল। আমার এই ভাইয়েরা যদি এখনও বন্ধু-শত্রু চিনতে সক্ষম হয়, তা হলে এই লজ্জাজনক ভুলের প্রায়শ্চিত্ত হতে পারে।'

আল্লাহ সুলতান সালাউদ্দীন আইউবির দু'আ কবুল করেছেন। পরদিনই তাঁর প্রতিফলন পরিলক্ষিত হলো। তিনি দেখলেন, দুজন অশ্বারোহী তাঁর দিকে এগিয়ে আসছে। একজনের হাতে শাদা পতাকা। তাদের ডানে-বাঁয়ে সুলতান

www.pathagar.com

আইউবির ফৌজের দুজন কমান্ডার। নিকটে এসে ঘোড়াদুটো থেমে গেল। এক কমান্ডার ঘোড়া থেকে নেমে এসে সালাম করে বলল– 'হাল্‌বের শাসক আস-সালিহ্ সন্ধির প্রস্তাব পাঠিয়েছেন। এরা যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব নিয়ে এসেছে।'

এক দূত বার্তাটি সুলতান আইউবির হাতে দিল। সুলতান বার্তাটি পাঠ করে বললেন– 'আস-সালিহ্‌কে বলবে, সালাহুদ্দীন আইউবি যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে যখন পয়গাম পাঠিয়েছিলেন, তখন তুমি ফেরাউনের মতো দূতকে অপমান করে আমার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলে। আজ আল্লাহ আমাকে বিজয় আর তোমাকে শোচনীয় পরাজয় দান করেছেন। এখন আমার এতটুকু শক্তি আছে যে, আমি তোমার বাহিনীকে এমনভাবে পিষে মারতে পারি, যেমন দুটি পাথরের মাঝে গম পিষে আটা বানানো হয়। কিন্তু তারপরও আমি মনে করি, আমার শত্রু তোমরা নও। তুমি সেই পিতার সন্তান, যিনি খ্রিস্টানদের আজীবন তটস্থ রেখেছিলেন। অথচ তুমি কিনা খ্রিস্টানদের সঙ্গে বন্ধুত্ব পেতে পিতার ফৌজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এসেছ। শোনো দূত! তাকে বলবে, আমি তাকে ক্ষমা করে দিয়েছি। দু'আ করো, আল্লাহও যেন তোমাদের মাফ করে দেন।'

সুলতান আইউবি কয়েকটি শর্তের ভিত্তিতে আস-সালিহ্'র প্রস্তাব মঞ্জুর করে নিলেন। তিনি এই শর্তে আস-সালিহ্'র ফৌজকে হাল্‌ব ফিরিয়ে নেওয়ার অনুমতি দিলেন– 'যখন আমার ফৌজ হাল্‌ব আসবে, তখন তোমার ফৌজ আমার ফৌজের মোকাবেলা করতে পারবে না।'

এ-সময় আরও একটি মজার ঘটনা ঘটে গেল। আল-মালিকুস সালিহ্ তার বাহিনী নিয়ে বেরিয়ে গেছেন। সাইফুদ্দীনও পিছপা হয়ে মসুল চলে গেছেন। আর গোমস্তগিন নিজদুর্গ হাররানের পরিবর্তে হাল্‌বের অভিমুখে রওনা হলো। সুলতান তাঁর বাহিনীকে আরও সামনে এগিয়ে নিয়ে গেলেন। তিনি তুর্কমান নামক স্থানে অস্থায়ী ক্যাম্প তৈরি করলেন। একদিন হাল্‌বের এক দূত তাঁর নিকট এসে আল-মালিকুস সালিহ্'র একটি পয়গাম তার হাতে দিল। সুলতান পত্রখানা খুলে পাঠ করে চমকে উঠলেন। কারণ, এ-পয়গাম তাঁর প্রতি নয় – সাইফুদ্দীনের উদ্দেশে লেখা। আল-মালিকুস সালিহ্ সাইফুদ্দীনকে লিখেছেন–

'আপনার পত্র পেয়েছি। আমি সালাহুদ্দীনের কাছে অস্ত্রসমর্পণ করেছি বলে আপনি অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। আপনি যা জেনেছেন, ঠিকই জেনেছেন। কারণ, তা ছাড়া আমার আর কোনো উপায় ছিল না। আমার ফৌজ তাঁর ফৌজের ঘেরাওয়ে পড়ে গিয়েছিল। আমার সৈনিকরা ছিল পরিশ্রান্ত, সন্ত্রস্ত ও আহত। এমতাবস্থায় আমার সালারগণ পরামর্শ দিয়েছে, আপনি সালাহুদ্দীন আইউবির সঙ্গে প্রতারণামূলক সন্ধি করে ফেলুন এবং আপনার ফৌজকে এই বন-বাদাড় থেকে বের করে নিন। আমি সালাহুদ্দীন আইউবির এই শর্ত মেনে নিয়েছি যে, তাঁর ফৌজ হাল্‌ব আগমন করলে আমার ফৌজ তাদের প্রতিরোধ করবে না। কিন্তু তিনি যখন আসবেন, তাঁকে অবশ্যই এমন প্রতিরোধের সম্মুখীন

হতে হবে, যা তাঁর কল্পনারও অতীত। আপনি আপনার বাহিনীকে নতুনভাবে প্রস্তুত করে নিন। আমাদেরকে সালাহুদ্দীন আইউবির বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে এবং তাঁর সকল শক্তি নিঃশেষ করে দিতে হবে।'

পত্রে আরও অনেক কিছু লেখা ছিল। ঐতিহাসিকগণ একমত যে, আল-মালিকুস সালিহ সত্যিই সুলতান আইউবিকে ধোঁকা দিয়েছিলেন এবং সে বিষয়ে সাইফুদ্দীনের পত্রের জবাবে যে-বার্তা প্রেরণ করেছিলেন, সেটি ভুলক্রমে সুলতান আইউবির হাতে পৌঁছে গিয়েছিল। দুজন ইতিহাসবিদ লিখেছেন– 'পত্রখানা খামে ভরে সীলমোহর করার পর ভুলে তার গায়ে সুলতান আইউবির নাম লেখা হয়েছিল।' কয়েকজন মুসলিম ঐতিহাসিক – সিরাজুদ্দীন যাদের অন্যতম – লিখছেন – 'সুলতান আইউবির গোয়েন্দাব্যবস্থা এতই শক্তিশালী ছিল যে, আল-মালিকুস সালিহ'র দূত মূলত তাঁরই গোয়েন্দা ছিল। ফলে সে আল-মালিকুস সালিহ'র এই গুরুত্বপূর্ণ বার্তাটি সুলতান আইউবির হাতে পৌঁছিয়ে দিয়েছে।'

কাজী বাহাউদ্দীন সাদ্দাদ তাঁর রোজনামচায় লিখেছেন– 'এই পত্রটি সুলতান আইউবিকে এত বিচলিত করে তুলেছিল যে, তিনি কয়েক ঘন্টা পর্যন্ত কারও সঙ্গে কথা বলেননি। এ-সময় তিনি তাঁবুতে একাকি পড়ে ছিলেন। তাতে তিনি আনন্দিতও হয়েছেন যে, দুশমনের পরিকল্পনা তিনি জেনে ফেলেছেন। তিনি নির্দেশ জারি করলেন, আল-হামরা, দিয়ার ও বকর থেকে এক্ষুনি সেনাভর্তি শুরু করে দাও।

সুলতান সালাউদ্দীন আইউবি তাঁর মুসলিম ভাইদের বিরুদ্ধে আরেকটি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু করে দিলেন।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

নুরুদ্দীন জঙ্গির পুত্র আল-মালিকুস সালিহ্, গোমস্তগিন ও সাইফুদ্দীন এই তিন মুসলিম শাসক সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবির মোকাবেলায় অবতীর্ণ হয়েছেন। ক্রুসেডাররা তাদের পৃষ্ঠপোষকতা করছে। তারা উট-ঘোড়া, তরল দাহ্যপদার্থ ও নানা রকম অস্ত্র দিয়ে তাদের সহযোগিতা করছে। তারা সুলতান আইউবিকে যুদ্ধের মাঠেই পরাজিত করা আবশ্যক মনে করে না। তাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য যেকোনো প্রকারে হোক আইউবিকে পরাভূত করা এবং আরব ভূখণ্ড কব্জা করে ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করা।

ফিলিস্তিন খ্রিস্টানদের দখলে। খ্রিস্টানরা মুসলমানদের তিনটা দুর্বলতা আঁচ করে নিয়েছে। ক্ষমতার মোহ, সম্পদের লোভ ও নারীর আসক্তি। খ্রিস্টানরা ইউরোপ থেকে এই আশা নিয়ে এসেছিল যে, নিজেদের বিপুলসংখ্যক সৈন্য, অস্ত্র ও নৌশক্তি দ্বারা স্বল্প সময়ের মধ্যে তারা মুসলমানদের খতম করে প্রথম কেবলা বাইতুল মুকাদ্দাস ও কা'বা শরীফ দখল করে নেবে এবং পৃথিবীর বুক থেকে ইসলামের নাম-চিহ্ন মুছে ফেলবে।

ধর্ম এমন কোনো গাছ নয়, যাকে গোড়া থেকে কেটে দিলে তা শুকিয়ে নিঃশেষ হয়ে যাবে। ধর্ম একটি গ্রন্থ কিংবা কতগুলো বইয়ের স্তূপের নামও নয়, যাকে আগুনে পুড়িয়ে ভস্মীভূত করে দেওয়া যায়। ধর্ম হলো বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গির নাম, যা মানুষের মস্তিষ্ক ও হৃদয়ে সংরক্ষিত থাকে এবং মানুষকে নিজের অনুগত করে রাখে। একজন মানুষকে খুন করে ফেললে বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গির বিলুপ্তি ঘটে না। একটি ধর্মকে বিলুপ্ত করার উপায় হলো মন-মস্তিষ্কে বিলাসিতা ও ক্ষমতার মোহ ঢুকিয়ে দেওয়া। মানুষের চিন্তা-চেতনা ও দৃষ্টিভঙ্গির বাঁধন যত ঢিলে হয়, মানুষ তত স্বেচ্ছাচারী হয়ে ওঠে। ইহুদি ও খ্রিস্টানরা মুসলমানদের জন্য এ-জালই বিছিয়ে রেখেছে। আরব ও মিসরে এই ফাঁদ পেতে তারা মুসলিম শাসকদের আটকাতে শুরু করেছে।

কিন্তু মিল্লাতে ইসলামিয়ার দুর্ভাগ্য যে, মুসলমানরা ক্ষমতা ও নারীর লোভে ঈমান বিসর্জন দেয়।

নুরুদ্দীন জঙ্গি ও সালাহুদ্দীন আইউবির আমলে এই মধুমাখা বিষ মুসলিম শাসক ও আমিরদের শিরায় ঢুকে পড়েছিল এবং খ্রিস্টানরা ফিলিস্তিন দখল করে নিয়েছিল। কয়েকটি মুসলিম প্রজাতন্ত্র এমন ছিল যে, সেগুলোর উপর খ্রিস্টানদের দখল ছিল না বটে; কিন্তু সেগুলোর শাসকদের হৃদয়ের উপর তাদের

www.pathagar.com

কব্জা ছিল। খ্রিস্টান ও ইহুদিরা মুসলমানদের চরিত্র ধ্বংস করার কাজে এত সাফল্য অর্জন করেছিল যে, একজন মুসলিম সালার সম্পর্কেও নিশ্চিত করে বলা সম্ভব ছিল না, ইনি সালতানাতে ইসলামিয়ার অনুগত। জঙ্গি ও আইউবির জন্য এই গাদ্দাররা একটা মহা-সমস্যার রূপ ধারণ করেছিল।

১১৭৪ ও ১১৭৫ সালে সুলতান আইউবি ও ফিলিস্তিনের মাঝে কালেমাগো ভাইয়েরাই অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। খ্রিস্টানরা দূরে বসে তামাশা দেখছিল। সুলতান আইউবি প্রতিটি রণাঙ্গনে খ্রিস্টানদের পরাজয়ের-পর-পরাজয় উপহার দিয়ে ফিরছিলেন। কিন্তু তারা মুসলিম আমিরদেরই আইউবির মোকাবেলায় দাঁড় করিয়ে দিল। সবচেয়ে দুঃখজনক ও বেদনাদায়ক ঘটনা হলো, স্বয়ং নুরুদ্দীন জঙ্গির পুত্র আল-মালিকুস সালিহ তাঁর ওফাতের পর সুলতান আইউবির বিরোধী শিবিরে চলে গেছেন।

১১৭৫ সালের এপ্রিল মাসের ঘটনা। আল-মালিকুস সালিহ'রই এক মিত্র সাইফুদ্দীন সুলতান আইউবির হাতে পরাস্ত হয়ে জনৈক ব্যক্তির এক ঝুঁপড়িতে গিয়ে আশ্রয় নিলেন। তার আরেক মিত্র গোমস্তগিন। সুলতান আইউবি এই তিন রাষ্ট্রনায়কের যৌথ বাহিনীকে এমন লজ্জাজনকভাবে পরাজিত করলেন যে, তারা আপন হেডকোয়ার্টারের সমুদয় মালামাল ফেলে পালিয়ে গেল। সুলতান আইউবির সৈন্যরা তাদের যেসব সৈন্যকে বন্দি করেছিল, মুসলমান মনে করে সুলতান তাদের ছেড়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু এই উদারতার মাসুল সুলতানকে কড়ায়-গণ্ডায় গুণতে হয়েছে। এই বন্দিরা ফিরে গিয়ে অল্প সময়ের মধ্যে পুনরায় সংগঠিত হয়ে গেছে।

রণাঙ্গন থেকে আল-মালিকুস সালিহ, সাইফুদ্দীন ও গোমস্তগিনের পলায়ন ছিল একটি বিস্ময়কর ঘটনা। তাদের একজনের কাছে অপরজনের খবর ছিল না। গোমস্তগিন ছিলেন হাররানের দুর্গপতি, যেটি ছিল বাগদাদের খেলাফতের অধীন। কিন্তু যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে তিনি নিজেকে স্বাধীন বলে ঘোষণা দিলেন। রণাঙ্গন থেকে পালিয়ে তিনি হাররানের পরিবর্তে আল-মালিকুস সালিহ'র রাজধানী হাল্‌বে চলে গিয়েছিলেন। সুলতান আইউবি ধাওয়া করে ধরে ফেলতে পারেন এই ভয়ে তিনি নিজ এলাকা হাররান যাওয়ার সাহস পাননি।

সাইফুদ্দীন অপর এক শহর মসুল ও তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহের সম্রাট ছিলেন। শুধু সম্রাটই নন, তিনি একজন সেনা-অধিনায়কও ছিলেন। রণাঙ্গনের কূটকৌশল সম্পর্কে অভিজ্ঞ ছিলেন তিনি। ছিলেন লড়াকু সৈনিক। কিন্তু তিনি নিজের ঈমান বিক্রি করে ফেলেছিলেন, যা কিনা মুমিনের ঢাল-তলোয়ার। যুদ্ধের ময়দানে পর্যন্ত তিনি হেরেমের বাছা-বাছা রূপসী মেয়ে ও নর্তকীদের সঙ্গে করে নিয়ে যেতেন। মদের মটকা ছাড়াও তার সঙ্গে থাকত নানা প্রজাতির সুন্দর-সুন্দর পাখি।

এসব বিলাসসামগ্রী তিনি রণাঙ্গনে ফেলে পালিয়ে গিয়েছিলেন। তার সঙ্গে পলায়নকারীদের মধ্যে তার নায়েব সালার ও একজন কমান্ডার ছিল। যাবেন

www.pathagar.com

মসুল। কিন্তু সুলতান আইউবির গেরিলারা পিছন থেকে ধাওয়া করছিল। তারা দুশমনের ছত্রভঙ্গ সৈন্যদের পক্ষে পিছুহটাও অসম্ভব করে তুলেছিল।

সুলতান আইউবির গেরিলারা সাইফুদ্দীন ও তার সঙ্গীদের সম্ভবত দেখে ফেলেছিল। তাদের থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যই তারা মসুলের পথ ছেড়ে অন্য পথ ধরেছিল। অঞ্চলটা কোথাও বালুকাময়, কোথাও পার্বত্য, কোথাও সবুজ-শ্যামল। ফলে লুকোবার জায়গা বিস্তর।

সাইফুদ্দীন এখন মসুল থেকে সামান্য দূরে। গভীর রাত। চাঁদের আলোতে তিনি একজায়গায় কয়েকটা ঘর দেখতে পেলেন। তিনি প্রথম ঘরটার সম্মুখে গিয়ে দাঁড়িয়ে দরজায় আওয়াজ দিলেন। শাদা শ্মশ্রুমণ্ডিত এক বৃদ্ধ বেরিয়ে এলেন। তার সম্মুখে তিনজন অশ্বারোহী দাঁড়িয়ে। লোকগুলো হাঁপাচ্ছে। বৃদ্ধ বললেন– 'সম্ভবত তোমরাও মসুলের ফৌজের সৈনিক এবং পালিয়ে এসেছ। দু-দিন যাবত আমি সৈনিকদের এই পথে যেতে দেখছি। এখানে এসে তারা পানি পান করতে দাঁড়ায়। তারপর মসুল চলে যায়।'

'মসুল এখান থেকে কত দূর?' সাইফুদ্দীন জিজ্ঞেস করলেন।

'তোমাদের ঘোড়ার শরীরে যদি দম থাকে, তা হলে রাতের শেষ প্রহর নাগাদ পৌঁছে যাবে' – বৃদ্ধ বললেন – 'এ-গ্রামটা মসুলেরই অংশ।'

'আমরা কি রাতটা আপনার এখানে কাটাতে পারি? জায়গা হবে?' সাইফুদ্দীন জিজ্ঞেস করলেন।

'হৃদয় প্রশস্ত হলে জায়গার অভাব হয় না' – বৃদ্ধ বললেন – 'ঘোড়া থেকে নেমে এস; ভেতরে চলো।'

◆◆◆

তিন আগন্তুক একটা কক্ষে গিয়ে বসল। কক্ষে বাতি জ্বলছে। বৃদ্ধ তাদের পোশাক নিরীক্ষা করে দেখলেন।

'আমাদের চেনার চেষ্টা করছেন?' সাইফুদ্দীন মুচকি হেসে জিজ্ঞেস করলেন।

'আমি দেখতে পাচ্ছি, তোমরা সিপাই নও' – বৃদ্ধ বললেন – 'তোমাদের পদমর্যাদা সালারের নিচে হবে না।'

'ইনি মসুলের শাসনকর্তা সাইফুদ্দীন' – নায়েব সালার পরিচয় দিলেন – 'আপনি সাধারণ কোনো মানুষকে আশ্রয় দেননি। আপনি এর পুরস্কার পাবেন। আমি নায়েব সালার আর ইনি কমান্ডার।'

'আমরা বোধ করি আপনার ঘরে অনেক দিন থাকব' – সাইফুদ্দীন বললেন – 'দিনের বেলা বাইরে বের হব না, যাতে কেউ জানতে না পারে আমরা এখানে আছি। যদি কেউ জেনে ফেলে, তার শাস্তি আপনাকে ভোগ করতে হবে। পক্ষান্তরে যদি আপনি গোপনীয়তা রক্ষা করেন, তা হলে পুরস্কার পাবেন – যা চাবেন তা-ই দেব।'

'মসুলের শাসনকর্তাকে আমি আমার আশ্রিত ভাবতে পারি না' – বৃদ্ধ বললেন – 'আপনি বিপদে পড়ে, পথ ভুলে গরিবালয়ে এসে পৌঁছেছেন। যতদিন ইচ্ছা

www.pathagar.com

থাকবেন। আমি সাধ্যমতো আপনার সেবা করব। আমার এক পুত্র আপনার ফৌজের সৈনিক। আপনাকে আমি অবহেলা করতে পারি না।'

'আমরা তাকে পদোন্নতি দেব।' নায়েব সালার বললেন।

'আপনি যদি তাকে বাহিনী থেকে অব্যাহতি দিয়ে দেন, তা হলে আমার জন্য তা-ই হবে বড় পুরস্কার।' বৃদ্ধ বললেন।

'ঠিক আছে' – সাইফুদ্দীন বললেন – 'আমরা আপনার ছেলেকে অব্যাহতি দিয়ে দেব। সব পিতা-ই কামনা করে তার পুত্রটা বেঁচে থাকুক।'

'না' – বৃদ্ধ বললেন – 'তার শুধু বেঁচে থাকা আমার কাম্য নয়। ফৌজে ভর্তি করিয়ে আমি তাকে আল্লাহর হাতে সোপর্দ করেছিলাম। আমিও সৈনিক ছিলাম। আমি যখন ফৌজে ভর্তি হই, আপনার তখন জন্মও হয়নি। আল্লাহ আপনার পিতা কুতুবুদ্দীনকে জান্নাত দান করুন। আমি তাঁর আমলে সৈনিক ছিলাম। আমরা কাফেরদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছি। কিন্তু আমার ছেলেটাকে আপনি ভাইয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামিয়ে দিয়েছেন। আমি তার শাহাদাতের পিয়াসী ছিলাম – অপমৃত্যুর নয়।'

'সালাহুদ্দীন আইউবি নামের মুসলমান' – সাইফুদ্দীন বললেন – 'তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা শুধু জায়েযই নয় – ফরজও বটে।'

'জনাব!' – নায়েব সালার বললেন – 'বিষয়টি আপনি বুঝবেন না। আমরা ভালোভাবেই জানি কে মুসলমান আর কে কাফের।'

'জনাব!' – বৃদ্ধ বললেন – 'বয়সে আপনারা আমার পুত্রের সমান। অতীত থেকে শিক্ষা গ্রহণ করুন। আমার বয়স পঁচাত্তর বছর। আমার পিতা নব্বই বছর বয়সে মারা গেছেন। দাদা পঞ্চাশ বছর বয়সে যুদ্ধ করে শহীদ হয়েছেন। দাদাজান আমার পিতাকে তার আমলের কাহিনী শোনাতেন। পিতার নিকট থেকে আমি সেসব শুনেছি। এই সূত্রে আমি দাবি করতে পারি, আমি যতটুকু জানি, আপনারা ততটুকু জানেন না। রাজত্বের মোহ যাকেই পেয়েছে, যে-ই ভাইয়ের সঙ্গে ভাইকে যুদ্ধে লিপ্ত করিয়েছে, সে-ই একদিন-না-একদিন কোনো-না-কোনো গরিবের ঝুঁপড়িতে গিয়ে আত্মগোপন করতে বাধ্য হয়েছে। আপনাদের আগে যারা অতীত হয়েছে, তাদেরও এই একই পরিণতি ঘটেছিল।

'আপনাদের তিন-তিনটি বাহিনীকে সালাহুদ্দীন আইউবির একটিমাত্র বাহিনী পরাজিত করেছে। আর তাও এমন শোচনীয়ভাবে যে, আমি তার চিত্র দুদিন যাবত অবলোকন করছি। আপনাদের যদি দশটিও বাহিনী থাকত, তবুও এভাবেই আপনাদের পালাতে হতো। যারা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে, তারাই জয়লাভ করে। কখনও পরাজিত হলে তারা লেজ তুলে পালায় না। তাদের লাশ রণাঙ্গন থেকে তুলে নেওয়া হয়; তারা আত্মগোপন করে না।'

'তোমাকে আইউবির সমর্থক মনে হচ্ছে' – সাইফুদ্দীন কিছুটা ক্ষোভমেশানো কণ্ঠে বললেন – 'তোমার উপর তো আমাদের আস্থা রাখা চলে না।'

www.pathagar.com

'আমি আপনার সমর্থক' – বৃদ্ধ বললেন – 'আমি ইসলামের সহযোগী। নিজের অভিজ্ঞতার আলোকে আমি আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাচ্ছি, আপনি আপন ভাইদের শত্রুকে বন্ধু ভেবে বসেছেন। আপনি বুঝতে পারছেন না, তারা আপনার ধর্মের শত্রু। আপনার পরাজয়ের কারণ এটাই। আপনি নিশ্চিন্তে আমার উপর আস্থা রাখুন। সালাহুদ্দীন আইউবির ফৌজ যদি আকস্মিকভাবে এখানে এসে পড়ে, তা হলে আমি আপনাকে লুকিয়ে রাখব, ধোঁকা দেব না।'

ইত্যবসরে এক রূপসী তরুণী খাবার নিয়ে কক্ষে প্রবেশ করল। তার পিছনে তদপেক্ষা খানিক বেশি বয়সের আরেক যুবতী। সাইফুদ্দীনের দৃষ্টি প্রথম মেয়েটার উপর নিবদ্ধ হয়ে পড়ল। তারা খাবার রেখে চলে গেলে তিনি বৃদ্ধকে জিজ্ঞেস করলেন– 'এরা কারা?'

'ছোটটা আমার কন্যা' – বৃদ্ধ উত্তর দিলেন – 'আর বড়টা পুত্রবধূ – আমার সেই ছেলের স্ত্রী, যে আপনার ফৌজে কাজ করছে। আমার মনে হচ্ছে, বউটা আমার বিধবা হয়ে গেছে।'

'আপনার পুত্র যদি মারা গিয়ে থাকে, তা হলে আমি আপনাদের বিপুল অর্থ দান করব' – সাইফুদ্দীন বললেন – 'আর মেয়ের ব্যাপারে কোনো চিন্তা করবেন না। এই মেয়ে কোনো সৈনিকের স্ত্রী হয়ে ঝুঁপড়িঘরে যাবে না। আমি তাকে আমার স্ত্রী হিসেবে পছন্দ করে ফেলেছি।'

'আমি না আমার পুত্রকে বিক্রি করেছি, না কন্যাকে বিক্রি করব' – বৃদ্ধ বললেন – 'কুঁড়েঘরে লালিতা একটা মেয়েকে একজন সৈনিকের কুঁড়েঘরেই ভালো মানাবে। আমি আপনাকে অনুরোধ করব, আমাকে লোভ দেখাবেন না। আপনি আমার অতিথি। আমাকে আতিথ্যের দায়িত্ব পালন করতে দিন।'

'আপনি ঘুমিয়ে পড়ুন। আপনার উপর আমাদের পূর্ণ আস্থা আছে। আমি এজন্য আনন্দিত যে, আমার রাজ্যে আপনার মতো স্পষ্টবাদী ও নীতিবান লোক আছে।' সাইফুদ্দীন বললেন।

বৃদ্ধ চলে গেলেন। সাইফুদ্দীন তার সঙ্গীদের বললেন– 'এ-ধরনের মানুষ ধোঁকা দেয় না। আচ্ছা, তোমরা কেউ মেয়েটাকে ভালোভাবে দেখেছ?'

'চমৎকার একটা মুক্তা।' নায়েব সালার বললেন।

'পরিস্থিতি কিছুটা ভালো হোক, এই মুক্তা আমার হেরেমে যাবে।' সাইফুদ্দীন ক্রুর হাসি হেসে বললেন। তারপর প্রসঙ্গ বদল করে নায়েব সালারকে উদ্দেশ করে বললেন– 'তোমরা মসুলের সংবাদ নাও। বাহিনীকে একাট্টা করো। সালাহুদ্দীন আইউবির তৎপরতা ও গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করো এবং আমাকে তাড়াতাড়ি জানাও, আমি এখনই মসুল চলে আসব, নাকি আরও অপেক্ষা করার প্রয়োজন আছে। তারপর কমান্ডারকে উদ্দেশ করে বললেন– 'আমি কোথায় আছি হাল্‌ববাসীকে জানিয়ে দাও। নিজে যাও কিংবা কাউকে পাঠাও।'

www.pathagar.com

নায়েব সালার ও কমান্ডার রওনা হয়ে গেল। সাইফুদ্দীন – যিনি মদমত্ত হয়ে রূপসী নারী নিয়ে প্রাসাদে ঘুমোতে অভ্যস্ত – বৃদ্ধের কুঁড়েঘরের একটা কক্ষের মেঝেতে শুয়ে পড়লেন।

◆◆◆

তার একদিন আগের ঘটনা। এক সৈনিক রণাঙ্গন থেকে পালিয়ে মসুল যাচ্ছিল। লোকটা কখনও দ্রুতবেগে ঘোড়া হাঁকাচ্ছে, কখনও ধীর গতিতে চলছে। কখনওবা দাঁড়িয়ে থাকছে। মাঝে-মধ্যে ঘোড়া থামিয়ে সন্ত্রস্ত মনে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। সাধারণ রাস্তা ত্যাগ করে অন্য পথে চলছে সে। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, লোকটা ভীত ও আত্মহারা। একস্থানে ঘোড়া থামিয়ে নেমে কেবলামুখী হয়ে লোকটা নামাযে দাঁড়িয়ে গেল এবং নামায শেষ করে দু'আর জন্য হাত তুলে কান্নায় ভেঙে পড়ল। অবশেষে উঠে সেখানেই মাথাটা নত করে বসে থাকল।

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবির হাতে পরাজয়বরণ করে বাহিনীগুলো যখন বিক্ষিপ্ত হয়ে পিছনে সরে গেল, তখন আইউবির কয়েকজন গুপ্তচর তাদের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল। আইউবির ইন্টেলিজেন্স বিভাগের নিয়মই ছিল, দুশমন যখন পিছপা হতো, তখন কিছু গুপ্তচর পলায়নপর সৈনিক কিংবা যুদ্ধকবলিত গ্রামগুলোর মুহাজিরদের বেশ ধারণ করে দুশমনের অঞ্চলে চলে যেত এবং শত্রুপক্ষের পুনর্বিন্যাস, সিদ্ধান্ত ও অন্যান্য অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে এসে তথ্য সরবরাহ করত।

আল-মালিকুস সালিহ যখন তাঁর দলবলসহ দামেশ্‌ক থেকে পলায়ন করেছিলেন, তখনও বিপুলসংখ্যক গোয়েন্দা ফৌজ ও পলায়নপর নাগরিকদের সঙ্গে চলে গিয়েছিল। এভাবে সুলতান আইউবি অর্ধেক যুদ্ধ গোয়েন্দাব্যবস্থার মাধ্যমেই জয় করে নিতেন। গুপ্তচরবৃত্তির জন্য যে-লোকগুলোকে নির্বাচন করা হতো, তারা অসাধারণ বিচক্ষণ, স্থির ও শান্ত মেজাজের অধিকারী হতো। হতো তারা উপস্থিত সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে পারঙ্গম এবং আত্মবিশ্বাসী লড়াকু সৈনিক।

১১৭৫ সালের এপ্রিল মাসে যখন সুলতান আইউবি তাঁর মুসলিম শত্রুদের পরাস্ত করলেন, তখন তাঁর ইন্টেলিজেন্সপ্রধান হাসান ইবনে আব্দুল্লাহ তাঁর সুপ্রশিক্ষিত গোয়েন্দাদের দুশমনের ছত্রভঙ্গ বাহিনীতে ঢুকিয়ে দিয়ে হাল্‌ব, মসুল ও হাররান গিয়ে দুশমনের ভবিষ্যত-পরিকল্পনার তথ্যাদি সংগ্রহ করার জন্য পাঠিয়ে দিলেন। তাদের কেউ ছিল শত্রুসেনার পোশাকে, কেউ সাধারণ পল্লীবাসীর লেবাসে। তাদের এই যাওয়া ছিল নেহায়েতই জরুরি। কেননা, দুশমন পুনঃসংগঠিত হয়ে পালটা আক্রমণ করবে এই আশঙ্কা প্রতি মুহূর্তেই বিরাজমান। সুলতান আইউবি দুশমনের যে-পরিমাণ ক্ষতিসাধন করেছিলেন, তাতে তাঁর ধারণা ছিল, পুনর্গঠিত হতে দুশমনের অনেক সময় লেগে যাবে।

দুশমনের বাহিনী তিনটি। প্রতিটি বাহিনীরই আকাঙ্ক্ষা ছিল, সুলতান আইউবিকে পরাজিত করে সে-ই সালতানাতে ইসলামিয়ার সর্বময় ক্ষমতার

www.pathagar.com

অধিকারী ও রাজা হয়ে যাবে। তারা পরস্পর বৈরি ভাবাপন্নও ছিল। কিন্তু এ-মুহূর্তে তারা প্রত্যেকে সুলতান আইউবিকে সকলের একক শত্রু বিবেচনা করছে। সে-কারণে তারা পুনর্গঠিত হয়ে তিনটি বাহিনীকে এক বাহিনীর রূপ দিয়ে পালটা আক্রমণের প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে।

সুলতান আইউবি জানতেন, বিলাসপ্রিয় মানুষ যুদ্ধের মাঠে টিকতে পারে না। কিন্তু পাশাপাশি তাঁর এ-বিষয়টিও জানা ছিল যে, তাঁর শত্রুরা ক্রুসেডারদের সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতায় কাজ করছে এবং তাদের কাছে খ্রিস্টান উপদেষ্টাও রয়েছে। তা ছাড়া মুসলিম সালারদের মাঝে দু-তিনজন এমনও ছিলেন, যারা নেতৃত্বের যোগ্যতা রাখতেন। তাদের মধ্যে মুজাফফর উদ্দীন ইবনে যাইনুদ্দীন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি সুলতান আইউবির ফৌজের সালার ছিলেন। সেইসূত্রে সুলতান আইউবির কলাকৌশল তার জানা ছিল। খ্রিস্টান উপদেষ্টাবৃন্দ ও মুজাফফর উদ্দীনের মতো সালারগণ সুলতান আইউবিকে অনেক সাবধান করে তুলেছিল।

সুলতান আইউবির ফৌজের অবস্থা সন্তোষজনক হলেও এ-মুহূর্তে পুনরায় যুদ্ধ করার অবস্থা তাদের নেই। তারা দুশমনকে পরাজিত করেছে বটে; কিন্তু তার জন্য অল্পবিস্তর মূল্যও তাদের পরিশোধ করতে হয়েছে। এসব কারণে সুলতান আইউবির মনে খানিকটা অস্থিরতা বিরাজ করছে। তাঁর একটা সমস্যা হলো, এখন তার কার্যক্রম মূল ঠিকানা থেকে অনেক দূরে। সঙ্গে রসদ আছে বটে; কিন্তু যুদ্ধ দীর্ঘ হলে সংকটও দেখা দিতে পারে। সুলতান পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলো থেকে সেনাভর্তি শুরু করে দিয়েছিলেন। মানুষ সোৎসাহে ভর্তি হচ্ছিল। তাদের অধিকাংশ লোক তরবারিচালনা, তিরন্দাজি ও অশ্বারোহণের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন। কিন্তু নিয়মিত সেনা হিসেবে যুদ্ধ করানোর জন্য তাদের প্রশিক্ষণের প্রয়োজন ছিল।

প্রশিক্ষণ শুরু হয়ে গেছে। পাশাপাশি সুলতান আইউবি অগ্রযাত্রাও অব্যাহত রেখেছেন, যাতে গুরুত্বপূর্ণ এলাকাগুলো দখলে চলে আসে। কিছু-কিছু অঞ্চল প্রতিরোধ ছাড়াই তাঁর হস্তগত হলো। তিনি এমন একস্থানে পৌঁছে গেলেন, যেখানে দূর-দূরান্ত পর্যন্ত সবুজ-শ্যামলিমা আর পানির প্রাচুর্য বিরাজমান। তাঁর ফৌজ ও পশুপাল পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছিল। এখন তাঁর হালে পানি এসে গেছে।

সুলতান আইউবি সেখানেই তাঁবু স্থাপনের নির্দেশ দিলেন। পর্যবেক্ষক ইউনিটগুলোকে বিভিন্ন উপযুক্ত স্থানে পাঠিয়ে দিয়েছেন। গোয়েন্দারা চলে গেছে আগেই। সুলতান আইউবির নির্দেশ ছাড়াই সবগুলো কাজ সম্পাদিত হয়ে গেছে। ব্যবস্থাপনা তাঁর এতই সুশৃঙ্খল যে, মিশন তাঁর মেশিনের মতো স্বয়ংক্রিয়ভাবে পরিচালিত হচ্ছে। এই যে-স্থানটিতে তিনি অবস্থান গ্রহণ করছেন, সেটি তুর্কমান নামে খ্যাত। পুরো নাম 'হুবাবুত তুর্কমান' বা 'তুর্কমানের কূপ'।

'ভর্তি আরও বেগবান করো' – সুলতান আইউবি তাঁর কেন্দ্রীয় কমান্ডের প্রথম কনফারেন্সে বললেন – 'সামগ্রিকভাবে যুদ্ধপ্রশিক্ষণের তীব্রতা আরও

www.pathagar.com

বাড়িয়ে দাও। আল্লাহ তোমাদের উপর দয়া করেছেন যে, তোমাদের তিনি একটা বোকা শত্রুর মুখোমুখি করেছেন। তাদের যদি ন্যূনতম বুঝ-বুদ্ধিটুকুও থাকত, তা হলে তারা পিছপা হয়ে এখানে সমবেত হতো। যুদ্ধের পশু ও সৈনিকদের জন্য এ-জায়গাটা জান্নাত অপেক্ষা কম নয়। এখানে তোমাদের পশুগুলো এত ঘাস খেতে পারবে যে, দশদিন পর্যন্ত আর খাওয়া ছাড়া লড়াই করতে সক্ষম হবে। আমার বন্ধুগণ, শত্রুকে তুচ্ছ মনে করো না। বাহিনীকে বিশ্রামের সুযোগ দাও। কিন্তু সর্বদা প্রস্তুত অবস্থায় রাখতে হবে। ডাক্তারদের বলে দাও, যেন তারা রাতে না ঘুমায়। আহতদের খুব দ্রুত সুস্থ করে তুলতে হবে এবং রুগ্নদের দিন-রাত তত্ত্বাবধানে রাখতে হবে। আর স্মরণ রেখো, আমাদের উদ্দেশ্য আপন ভাইদের হত্যা কিংবা তাদের ধিক্কার-সমালোচনা করা নয়। আমাদের গন্তব্য ফিলিস্তিন। আমরা যদি নিজেদের মধ্যেই যুদ্ধে ব্যস্ত থাকি, তা হলে খ্রিস্টানরা তাদের লক্ষ্য অর্জনে সফল হয়ে যাবে। দৃষ্টি ফিলিস্তিনের উপর নিবদ্ধ রাখো এবং পথের প্রতিটা বাধা পদদলিত করে এগিয়ে যাও।'

ঠিক এ-সময়ই সুলতান আইউবির নিকট আল-মালিকুস সালিহ'র উক্ত বার্তাটি এসে পৌঁছল। সুলতান শর্তসাপেক্ষে সন্ধিপ্রস্তাব মেনে নিলেন। তাতে তিনি নিশ্চিত হলেন যে, তাঁর দুশমন অস্ত্রসমর্পণ করেছে। তিনি উদারতা প্রদর্শন করে বন্দি সেনাদের সংক্ষিপ্ত উপদেশ দিয়ে মুক্ত করে দিয়েছিলেন। কেননা, তাঁর মতে তাঁর মুসলিম ভাইয়েরা তাঁর শত্রু নয়। আল-মালিকুস সালিহ'র সন্ধিপত্রে সীল-স্বাক্ষর করার সময়ও সুলতান আইউবি কঠিন কোনো শর্ত আরোপ করেননি। তিনি তাঁর মুসলিম ভাইদের বোঝাতে চাচ্ছিলেন, তোমাদের শত্রু আমি নই – শত্রু তোমাদের খ্রিস্টানরা।

কিন্তু উক্ত বার্তাটি তাঁকে যে-স্বস্তি দান করেছিল, তা দু-তিন দিনের বেশি স্থায়ী হয়নি। আল-মালিকুস সালিহ'র অপর এক বার্তা তাকে পুনরায় পেরেশান করে তুলল। তাঁর নামে আসা পত্রখানা খুলে দেখতে পেলেন, সেটি তাঁকে নয় – সাইফুদ্দীন গাজীকে লেখা। দূত ভুলবশত সেটি তাঁর কাছে নিয়ে এসেছে। পত্রটি প্রমাণ করে, সাইফুদ্দীন আল-মালিকুস সালিহকে লিখেছিলেন, আপনি আইউবির সঙ্গে সন্ধি করে ভুল করেছেন এবং তা জোটের অংশীদার শক্তির সঙ্গে প্রতারণার শামিল। তার জবাবে আল-মালিকুস সালিহ লিখেছেন, 'আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আমি সালাহুদ্দীন আইউবিকে সন্ধির নামে ধোঁকা দিয়েছি, যাতে তিনি অপ্রস্তুত অবস্থায় পুনরায় আমাদের উপর আক্রমণ না করে বসেন। আমি জানি, সালাহুদ্দীন আইউবির দৃষ্টি হাল্‌বের উপর। তার বাহিনীও এখনই আক্রমণের জন্য প্রস্তুত নয়। আমি কালক্ষেপণের জন্য সন্ধির ফাঁদ পেতেছি। আপনারা নিজ-নিজ বাহিনীকে সংগঠিত করে ফেলুন। খ্রিস্টান উপদেষ্টাগণ আমার বাহিনীকে সুসংগঠিত ও প্রস্তুত করছে। আপনি আমার সঙ্গে একমত হবেন যে, আমরা এখনই যুদ্ধ করতে প্রস্তুত নই।'

www.pathagar.com

বার্তাটা আইউবিকে পেরেশান করে তুলল। কিন্তু আবেগতাড়িত হয়ে তিনি তৎক্ষণাৎ রওনা ও হামলার নির্দেশ দেননি। দুশমনের মতো তাঁকেও তাঁর ফৌজকে সংগঠিত করার প্রয়োজন ছিল। তাঁর দৃষ্টিতে সবচেয়ে গুরুতপূর্ণ বিষয় হলো, শত্রুবাহিনীর অবস্থান তাদের মূল ঠিকানার কাছে। আর তিনি তাঁর ঠিকানা থেকে অনেক দূরে। রসদ সরবরাহের পথ অনেক দীর্ঘ ও অনিরাপদ। তা ছাড়া তিনি এলোপাতাড়ি অগ্রযাত্রার পক্ষপাতী নন। গোয়েন্দাদের নির্ভরযোগ্য রিপোর্ট ছাড়া তিনি সম্মুখে অগ্রসর হন না। তদস্থলে তিনি দুশমনকে সম্মুখে এগিয়ে আসবার সুযোগ দিয়ে থাকেন। তাই তিনি হাসান ইবনে আব্দুল্লাহকে বললেন, তুমি শত্রু-এলাকায় আরও কিছু গোয়েন্দা পাঠিয়ে দাও; তারা অতি দ্রুত তথ্য সংগ্রহ করে নিয়ে আসুক। এসব ছাড়াও তিনি আরও কিছু আবশ্যকীয় ব্যবস্থা করে ফেলেছেন। তিনি তাঁর কেন্দ্রীয় কমান্ডকে জানিয়ে দিলেন, তিনি হামলা করবেন না। বরং তিনি দুশমনকে আক্রমণ করার সুযোগ দেবেন, যাতে তারা আস্তানা থেকে বেরিয়ে দূরে চলে আসে। এসব নির্দেশনার পর তিনি নিরীক্ষা করতে শুরু করলেন, কোন জায়গায় যুদ্ধ করতে দুশমনকে বাধ্য করা যায়।

◆◆◆

রণাঙ্গন থেকে পালিয়ে মসুলের দিকে যাচ্ছিল লোকটা। সে সাইফুদ্দীন গাজীর ফৌজের সৈনিক। এই বাহিনীর অধিকাংশ সৈনিক একসঙ্গে পিছপা হয়েছিল। ক্ষুদ্র দলের সৈনিকরা বিক্ষিপ্ত হয়ে একা-একা পলায়ন করছিল। এই সৈনিকও একাকি পলায়নকারীদের একজন।

লোকটা দুই হাঁটুর মাঝে মাথা গুঁজিয়ে বসে থাকল। এভাবে কিছু সময় কেটে গেল। হঠাৎ এক অশ্বারোহী তার সন্নিকটে এসে দাঁড়িয়ে গেল। সৈনিক কল্পনার জগতে এতই বিভোর যে, একটা ধাবমান ঘোড়ার ক্ষুরধ্বনি তাকে সজাগ করতে পারল না। আরোহী ঘোড়া থেকে নেমে ধীর পায়ে আরও এগিয়ে এসে সিপাইর মাথায় হাত রাখল। এবার সে চকিত হয়ে মাথা তুলে উপর দিকে তাকাল।

'আমি জানি, তুমি রণাঙ্গন থেকে পালিয়ে এসেছ' – আরোহী তার পাশে বসতে-বসতে বলল – 'কিন্তু তুমি এভাবে বসে আছ কেন? আহত হলে বলো; আমি তোমাকে সাহায্য করব।'

'আমার দেহে কোনো জখম নেই' – সিপাই উত্তর দিল এবং নিজের বুকের উপর হাত রেখে বলল – 'তবে হৃদয়টা আমার বিক্ষত।'

আগন্তুক অশ্বারোহী সুলতান আইউবির সেই গোয়েন্দাদের একজন, যাদের দুশমনের পিছপা হওয়ার সুযোগে শত্রু-এলাকায় পাঠানো হয়েছিল। তার নাম দাউদ। দাউদ প্রশিক্ষণ অনুযায়ী সৈনিককে গভীরভাবে নিরীক্ষা করতে শুরু করল। বিচক্ষণ গোয়েন্দা বুঝে ফেলল, এই সৈনিক মানসিকভাবে বিপর্যস্ত এবং এটা পরাজয়ভীতির প্রতিক্রিয়া। সে সিপাইর সঙ্গে এমনসব কথা বলল যে, সিপাই তার মনের সব বাস্তব কথা খুলে বলতে শুরু করল।

'আমার নাম হারিছ। সৈনিকগিরি আমার বংশের পেশা' – সিপাই বলল – 'আমার পিতা সৈনিক ছিলেন। দাদাও সৈনিক ছিলেন। এই পেশা আমার উপার্জনের মাধ্যম ও আত্মার খোরাক। আমি আল্লাহ'র সৈনিক। আমি নিজধর্ম ও জাতির জন্য লড়াই করি। আমি জানতাম, খ্রিস্টানরা আমাদের ধর্মের ঘৃণ্যতম শত্রু। আমি এও জানি যে, আমাদের প্রথম কেবলা খ্রিস্টানদের কজায়। আমার পিতা আমাকে বন্ধুত্ব ও শত্রুতার ইতিহাস শুনিয়েছেন। আমি ইসলামি চেতনা নিয়ে সেনাবাহিনীতে ভর্তি হয়েছিলাম। কিন্তু কিছুদিন যেতে-না-যেতে কানে আসতে শুরু করল, সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবি ইসলামের শত্রু, খ্রিস্টানদের বন্ধু ও পাপিষ্ট মানুষ। অথচ তার আগে আমরা জানতাম, আইউবি খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে লড়াই করছেন, খ্রিস্টানরা তাকে ভয় করে এবং তিনি প্রথম কেবলা বাইতুল মুকাদ্দাসকে খ্রিস্টানদের কবল থেকে উদ্ধার করতে যুদ্ধ করছেন।

'আমি আমাদের রাজ্যের শাসক সাইফুদ্দীন গাজীকে সত্য ভেবে আসছিলাম। একদিন আমাদের ফৌজ অভিযানে রওনা হওয়ার নির্দেশ পেল। আমরা এখানে এলাম। যুদ্ধ হলো। যুদ্ধ চলাকালে জানতে পারলাম, আমরা মুসলমান ফৌজের বিরুদ্ধে লড়াই করছি এবং আমাদের প্রতিপক্ষ সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবির ফৌজ। সেই ফৌজের সৈনিকরা আল্লাহু আকবার শ্লোগান দিয়ে বলছিল– "তোমরা মুসলমান। তোমরা সত্যের বিরুদ্ধে লড়াই করো না। তোমাদের শত্রু আমরা নই। শত্রু তোমাদের খ্রিস্টানরা। তোমরা পক্ষ ত্যাগ করে আমাদের সঙ্গে চলে আসো। প্রথম কেবলা বাইতুল মুকাদ্দাস মুক্ত করো। তোমরা বিলাসী শাসকগোষ্টির জন্য যুদ্ধ করো না।"

'আমি সেই ফৌজের সৈনিকদের হাতে কালেমাখচিত পতাকা দেখেছি। আমি তাদের যেভাবে লড়াই করতে দেখেছি, তাতে স্পষ্ট প্রমাণিত হয়, আল্লাহ তাদের সঙ্গে আছেন। আগুনের শিখাগুলো কোথা থেকে উত্থিত হচ্ছিল, আমি কিছুই বুঝতে পারছিলাম না।

'মৃত্যুর নয় – আল্লাহর ভয়ে আমি এমনভাবে আড়ষ্ট হয়ে গেলাম যে, আমার বাহু শক্তিহীন হয়ে পড়ল। আমি তরবারির ওজনটাও বহন করতে পারছিলাম না। ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরার শক্তিটুকুও হারিয়ে ফেললাম। এদিক-ওদিক তাকিয়ে কয়েকটা টিলা দেখতে পেলাম। আমি ঘোড়াসহ টিলাগুলোর অভ্যন্তরে ঢুকে লুকিয়ে গেলাম। আমি কাপুরুষ নই। কিন্তু তখন আমার সমস্ত শরীর কাঁপছিল। বাইরে দু-পক্ষের তরবারির সংঘাত চলছিল। ঘোড়ার ডাক-চিৎকার শোনা যাচ্ছিল। আমি আহ্বান শুনতে পাচ্ছিলাম– "রমযান মাসে নিজ ভাইদের বিরুদ্ধে লড়াই করো না।" আমার মনে পড়ে গেল, আমাদের বলা হয়েছিল, যুদ্ধের সময় রোযা রাখতে হয় না। আমরা রোযাদার ছিলাম না। আমি বুঝতে পারলাম, সালাহুদ্দীন আইউবির সৈনিকরা রোযাদার। ততক্ষণে আমি তাদের তিনজন সৈনিককে হত্যা করে ফেলেছি। তাদের রক্ত আমার তলোয়ারে জমাট বেঁধে আছে। সৈনিকরা আপন তরবারিতে রক্ত দেখে আনন্দিত হয়। কিন্তু আমি

www.pathagar.com

আমার তরবারির প্রতি তাকাতে ভয় পাচ্ছিলাম। কারণ, আমার তরবারিতে আমার ভাইয়ের খুন লেগে আছে।

'আমার মধ্যে ওখান থেকে বের হওয়ার এবং যুদ্ধ করার সাহস ছিল না। আমি সেখানেই জড়সড় হয়ে লুকিয়ে থাকি। সালাহুদ্দীন আইউবির এক অশ্বারোহী সৈনিক আমাকে দেখে ফেলল। সে আমাকে বেরিয়ে যেতে হাঁক দিল এবং আমার প্রতি বর্শা তাক করল। আমি রক্তমাখা তরবারিটা ঘোড়ার পায়ের উপর ফেলে দিয়ে বললাম, আমি তোমাদের মুসলমান ভাই। আমি যুদ্ধ করব না। ঘোরতর যুদ্ধটা সেখান থেকে খানিক দূরে চলছিল। এই আরোহী সম্ভবত কমান্ডোসেনা ছিল এবং লুকিয়ে-থাকা-শত্রুসেনাদের সন্ধান করছিল। সে এগিয়ে এসে আমাকে জিজ্ঞেস করল– "সত্যিই কি তুমি বুঝতে পেরেছ, তুমি প্রকৃত মুসলমানের বিরুদ্ধে লড়াই করছ?" আমি আমার অপরাধ স্বীকার করে বললাম, এই অপরাধ আমাকে দিয়ে করানো হয়েছে। সে আমার বর্শাটা নিয়ে নিল। তরবারি আগেই ফেলে দিয়েছিলাম। সে একদিকে ইঙ্গিত করে বলল– "আল্লাহর কাছে পাপের ক্ষমা চাও আর ওইদিকে পালিয়ে যাও। পেছন দিকে তাকাবে না। আমি তোমাকে জীবন দান করলাম।"

'আমার বাঁধভাঙা জোয়ারের মতো কান্না এসে পড়েছিল। যুদ্ধের ময়দানে দুশমন জীবন দান করে না। আমি ঘোড়া হাঁকাই এবং তিনি যে-পথটা দেখিয়েছিলেন, সেই পথে ছুটে চলি। পথটা নিরাপদ ছিল। আমি রণাঙ্গন থেকে অনেক-অনেক দূরে চলে আসি। রাতে একস্থানে অবতরণ করে শুয়ে পড়ি। আমি যে-তিন সেনাকে হত্যা করেছিলাম, তাদের স্বপ্নে দেখি। তাদের শরীর থেকে রক্ত ঝরছিল। তারা আমার চারপাশে ঘোরাফেরা করতে থাকে। তাদের সঙ্গে অস্ত্র ছিল না। তারা আমার সঙ্গে কোনো কথা বলেনি। ভয়ে আমার গা ছমছম করে ওঠে। আমার জীবনটা বের হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়। আমি শিশুর মতো চিৎকার করতে শুরু করি। তারপরই আমার ঘুম ভেঙে যায়। প্রচণ্ড শীতের রাতে আমার দেহ থেকে ঘাম ঝরতে শুরু করে। আমি ভয়ে মরে যাচ্ছিলাম। কম্পিত দেহে উঠে অজু করে নামাযে দাঁড়াই। আমার দুচোখ বেয়ে অশ্রু ঝরতে শুরু করে।

'আজ তিন-চার দিন যাবত আমি দিগ্বিদিগ ঘুরে ফিরছি। রাতে ঘুমোতে পারি না। দিনে কোথাও শান্তি পাই না। বহু কষ্টে দু-চোখের পাতা বন্ধ করলেই সুলতান আইউবির সেই তিন সৈনিককে দেখতে পাই, যারা আমার তরবারির আঘাতে নিহত হয়েছিল। দিনের বেলা মনে হলো, এই বিজন এলাকায় তারা আমার চারপাশে ঘুরে ফিরছে। যে-অশ্বারোহী আমাকে টিলার অভ্যন্তরে আত্মগোপন অবস্থায় দেখেছিল, সে যদি আমাকে হত্যা করে ফেলত, তা হলেই ভালো হতো। লোকটা প্রাণভিক্ষা দিয়ে আমার উপর বড় জুলুম করেছে। সঙ্গে তরবারি থাকলে আমি নিজেই নিজেকে খুন করে ফেলতাম। আমি আমার রাসূলের তিনজন মুজাহিদকে হত্যা করেছি!'

'তুমি বেঁচে থাকবে' – দাউদ বলল – 'আল্লাহর মর্জিতে তুমি মরবে না। রণাঙ্গন থেকে তুমি জীবিত বেরিয়ে এসেছ। তোমার সঙ্গে আত্মহত্যা করার কোনো অস্ত্র নেই। এতেই প্রমাণিত হচ্ছে, আল্লাহ তোমার দ্বারা ভালো কোনো কাজ নিতে তোমাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। আল্লাহ তোমাকে পাপের প্রায়শ্চিত্ত আদায় করার সুযোগ দিয়েছেন।'

'তুমি বলো, সালাহুদ্দীন আইউবি সম্পর্কে আমাকে যেসব দুর্নাম শোনানো হয়েছিল, সেগুলো সত্য, না মিথ্যা?' সিপাই জিজ্ঞেস করল।

'সম্পূর্ণ মিথ্যা' – দাউ উত্তর দিল – 'সালাহুদ্দীন আইউবি খ্রিস্টানদের বিতাড়িত করে এই ভূখণ্ডে আল্লাহর রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চাচ্ছেন আর সাইফুদ্দীন ও তার দোসররা নিজ-নিজ রাজত্ব ধরে রাখার লক্ষ্যে যুদ্ধ করছে। তারা খ্রিস্টানদের সঙ্গে গভীর বন্ধুত্ব গড়ে নিয়েছে এবং তাদের মদদে সালাহুদ্দীন আইউবির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এসেছে।'

সালাহুদ্দীন আইউবি কেমন মানুষ এবং তাঁর লক্ষ্য কী দাউদ বিস্তারিতভাবে সিপাইকে অবহিত করল। সে মসুলের শাসক সাইফুদ্দীন সম্পর্কে জানাল, লোকটা এত বিলাসী যে, রণাঙ্গনে পর্যন্ত বিলাস-সামগ্রী নিয়ে এসেছিলেন।

'বলো, আমি সালাহুদ্দীন আইউবির সেই তিন মুজাহিদের রক্তের মূল্য কীভাবে পরিশোধ করব?' – সিপাই দাউদকে জিজ্ঞেস করল – 'মন থেকে এই বোঝা সরাতে না পারলে আমি শান্তি পাব না। আমি শান্তিতে মরতে পারব না। তুমি সম্মতি দিলে আমি মসুলের শাসনকর্তা সাইফুদ্দীনকে হত্যা করে পাপের প্রায়শ্চিত্ত আদায় করব।'

'এত বড় ঝুঁকি নেওয়ার প্রয়োজন নেই' – দাউদ বলল – 'তুমি বললে আমি তোমার সঙ্গী হয়ে যাব।'

'তুমি কে?' সিপাই জিজ্ঞেস করল – 'তোমার নাম কী? কোথা থেকে এসেছ, কোথায় যাচ্ছ, কিছুই তো জানা হয়নি।'

'আমার নাম দাউদ। গন্তব্য আমার মসুল' – দাউদ অসত্য বলল – 'সেখানেই আমার বাড়ি। যুদ্ধের কারণে অন্য পথে যাচ্ছি। তোমার বাড়িটা যদি পথে পড়ে, তা হলে সেখানে বেড়াব।'

'আমার গ্রাম বেশি দূরে নয়' – সিপাই বলল – 'জোর করে হলেও আমি তোমাকে আমার বাড়ি নিয়ে যাব। তুমি আমার বিক্ষত আত্মাকে শান্তি দিয়েছ। এমন ভালো কথা আমি কখনও শুনিনি। আমি বাড়িতেই চলে যাব। আর কখনও মসুলের ফৌজে যোগ দেব না। আমি আশা করি, তুমি আমাকে মুক্তির পথ দেখাতে পারবে।'

◆◆◆

বৃদ্ধের কুঁড়েঘরের মেঝেতে গভীর নিদ্রায় ঘুমিয়ে আছেন মসুলের শাসনকর্তা সাইফুদ্দীন। একটানা কয়েক রাত জাগ্রত থাকার পর তিনি এখন এত গভীর ঘুমে অচেতন যে, দরজার সজোর করাঘাতেও তার চোখ খুলল না।

www.pathagar.com

রাতের অর্ধেকটা কেটে গেছে। বৃদ্ধ গৃহকর্তার ঘুম ভেঙে গেছে। তার কন্যা-পুত্রবধূও জেগে উঠেছে। বৃদ্ধ বিরক্ত কণ্ঠে বললেন– 'মনে হচ্ছে, সালাহুদ্দীন আইউবির তাড়া খেয়ে মসুলের আরও কোনো কমান্ডার কিংবা সিপাই এসেছে। রাস্তার পাশে বাড়ি না থাকাই ভালো।'

বৃদ্ধ দরজা খুললেন। বাইরে দুটা ঘোড়া দাঁড়িয়ে আছে। আরোহীরা আগেই নেমে গেছে। হারিছ সালাম দিয়ে এগিয়ে গেলে বৃদ্ধ তাকে জড়িয়ে ধরে বললেন– 'বাবা, আমি এইজন্য আনন্দিত যে, তুমি হারাম মৃত্যু থেকে বেঁচে এসেছ। অন্যথায় আমাকে জীবনভর শুনতে হতো, তোমার পুত্র ইসলামি ফৌজের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল।'

বৃদ্ধ পুত্রের সঙ্গী দাউদের সঙ্গে মুসাফাহা করে কুশলাদি জিজ্ঞেস করলেন।

দাউদ কথা বলতে উদ্যত হলে বৃদ্ধ ঠোঁটে আঙুল চেপে তাকে থামিয়ে দেন। পরে তার কানের কাছে মুখ নিয়ে বললেন– 'তোমাদের রাজা ও প্রধান সেনাপতি সাইফুদ্দীন আমার ঘরে ঘুমিয়ে আছেন। তোমরা ঘোড়াগুলোকে একদিকে নিয়ে বেঁধে রেখে ভেতরে চলে এসো। কোনো শব্দ হয় না যেন।'

'সাইফুদ্দীন?' – হারিছ বিস্মিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল – 'এখানে তিনি কীভাবে এলেন?'

'পরাজয়বরণ করে' – বৃদ্ধ ফিসফিস কণ্ঠে বললেন – 'তোমরা ভেতরে চলো।'

ঘোড়াগুলোকে একদিকে সরিয়ে নিয়ে আড়ালে বেঁধে রাখা হলো। বৃদ্ধ দাউদ ও হারিছকে ভেতরে নিয়ে গেলেন। হারিছই তার সেই পুত্র, যার কথা তিনি সাইফুদ্দীনকে বলেছিলেন। হারিছ পিতার কাছে দাউদকে পরিচয় করিয়ে দিল– 'এর নাম দাউদ। আমার বন্ধু। এমন অন্তরঙ্গ বন্ধু দ্বিতীয়জন হতে পারে না।'

'তোমরাও কি পালিয়ে এসেছ?' বৃদ্ধ দাউদকে জিজ্ঞেস করলেন।

'আমি সৈনিক নই' – দাউদ উত্তর দিল – 'আমি মসুল যাচ্ছি। যুদ্ধ আমাকে আমার পথ থেকে সরিয়ে দিয়েছে। পথে হারিছকে পেয়ে তার সঙ্গ নিলাম।'

'বলুন, মসুলের শাসনকর্তা আমাদের ঘরে কীভাবে এলেন?' হারিছ পিতাকে জিজ্ঞেস করল।

'আজ রাতেই এসেছেন' – বৃদ্ধ জবাব দিলেন – 'তার সঙ্গে এক নায়েব সালার ও একজন কমান্ডার ছিল। তাদের কোথায় যেন পাঠিয়ে দিয়েছেন। আমার কানে যে-শব্দগুলো এসেছে, তা হলো, বাহিনীকে একত্রিত করো। তারপর আমাকে জানাও, আমি মসুল আসব, নাকি কিছুদিন লুকিয়ে থাকব। সে-সময় আমি কক্ষের দরজার পার্শ্বে দাঁড়িয়ে ছিলাম।'

'তাদের কথাবার্তা থেকে কি আপনি এই বুঝেছেন যে, মসুলের ফৌজকে একত্রিত করে তিনি এখনই পুনরায় যুদ্ধ করতে চান?' দাউদ জিজ্ঞেস করল।

'লোকটা এখনও এতই সন্ত্রস্ত যে, আমাকে বলছিলেন, কেউ যেন টের না পায়, আমি এখানে আছি' – বৃদ্ধ জবাব দিলেন – 'আমি আমার অভিজ্ঞতার

www.pathagar.com

আলোকে বলতে পারি, সালাহুদ্দীন আইউবির বিরুদ্ধে লড়াই করার ইচ্ছা তার অবশ্যই আছে। কমান্ডারকে তিনি মসুলের স্থলে অন্য একদিকে প্রেরণ করেছেন।'

'আমি তাকে হত্যা করে ফেলব' – হারিছ বলল – 'লোকটা মুসলমানকে মুসলমানের বিরুদ্ধে সংঘাতে লিপ্ত করিয়েছে। তারই চক্রান্তে এক মুমিন আরেক মুমিনের রক্ত ঝরিয়েছে। লোকটা আমাকে পাগল বানিয়েছে।'

হারিছ ক্ষোভে আত্মনিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দাঁড়িয়ে গেল। দেওয়ালের সঙ্গে তার পিতার তরবারিটা ঝুলছিল। ঝট করে সেটা হাতে নিয়ে নিল।

বৃদ্ধ পিছন থেকে ছেলেকে ঝাঁপটে ধরলেন। দাউদ তার বাহু ধরে ফেলল। হারিছ আরও বেপরোয়া হয়ে উঠল। বৃদ্ধ পিতা তাতে বললেন– 'আগে আমার কথা শোনো; তারপর যা-খুশি করো।' দাউদও তাকে থামিয়ে বলল– 'এ-জাতীয় কাজ করার আগে ভেবে নিতে হয়। আমরা তাকে খুন করেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলব। কিন্তু তার আগে নিজেরা যুক্তি-পরামর্শ করে পরিকল্পনা ঠিক করে নিতে হবে।'

পিতা ও বন্ধুর কথায় হারিছ আপাতত নিবৃত্ত হলো বটে; কিন্তু তার তর্জন থামেনি। ক্ষোভের আতিশয্যে চোখদুটো রক্তজবার মতো লাল হয়ে গেছে।

'তাকে হত্যা করা কঠিন কাজ নয়' – বৃদ্ধ তার ক্ষুব্ধ পুত্রকে বসিয়ে দিয়ে বললেন – 'তিনি গভীর নিদ্রায় ঘুমিয়ে আছেন। এখন আমার এই শক্তিহীন বাহুটাও তাকে হত্যা করতে সক্ষম হবে। তার লাশটাও লুকিয়ে ফেলা সম্ভব। কিন্তু তার যে-দুজন সঙ্গী চলে গেছে, তারা আমাদের ছেড়ে দেবে না। তারা সন্দেহভাজন হিসেবে আমাদের গ্রেফতার করবে। তোমার যুবতী স্ত্রী ও তরুণী বোনের সঙ্গে অসদাচরণ করবে। আমরা যদি বলি, তিনি মসুল চলে গেছেন, তারা বিশ্বাস করবে না। কারণ, তিনি তাদের এখানেই আসতে বলেছেন।'

'মনে হচ্ছে, আপনি সাইফুদ্দীনকে সত্য বলে বিশ্বাস করছেন'– হারিছ বলল – 'আপনি মুসলমানের বিরুদ্ধে মুসলমানের লড়াইকে বৈধ মনে করছেন।'

'তাকে স্পষ্ট বলে দিয়েছি, আমি তাকে সত্য বলে বিশ্বাস করি না' – বৃদ্ধ বললেন – 'নিজের ঘরে তাকে হত্যা না করার এও একটা কারণ। তিনি আমাকে বলেছেন, তোমাকে সালাহুদ্দীন আইউবির সমর্থক বলে মনে হচ্ছে। তিনি আমাকে প্রলোভনও দিয়েছেন যে, তোমার পুত্র যদি যুদ্ধে নিহত হয়, বিনিময়ে আমাকে প্রচুর অর্থ দান করবেন। আমি তাকে বলেছি, আমি পুত্রের শাহাদাত কামনা করি – অন্যায় পথে মৃত্যু কিংবা অর্থ নয়। সাইফুদ্দীন আমার মনোভাব বুঝে ফেলেছেন। এখন যদি আমরা তাকে হত্যা করে লাশ গুমও করে ফেলি, তবু তার নায়েব এসে নির্দ্বিধায় আমাকে ধরে ফেলবে এবং বলবে, তুমি সালাহুদ্দীন আইউবির সমর্থক বলে মসুলের শাসনকর্তাকে হত্যা করেছ।'

'দাউদ ভাই!' – হারিছ দাউদকে উদ্দেশ করে বলল – 'তুমিই বলে দাও, আমি কী করব। তুমি আমার আবেগময় অবস্থাটা দেখেছ। তুমি বলেছিলে,

আল্লাহ আমাকে আমার গুনাহের কাফফারা আদায় করার জন্য বাঁচিয়ে রেখেছেন। যে-শাসক হাজার-হাজার মুসলমানকে মুসলমানদের হাতে খুন করিয়েছেন, তাকে হত্যা করা আমার পাপের উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত নয় কি? আমি তোমাকে বুদ্ধিমান লোক মনে করি। ভেবে-চিন্তে আমাকে সঠিক পরামর্শ দাও।'

'এই একজন মানুষকে হত্যা করলে তেমন কিছু অর্জিত হবে না' – দাউদ বলল – 'তার সাঙ্গপাঙ্গরা আছে। তারা হাল্‌বেও আছে, হাররানেও আছে। তাদের অনেক সালার আছে। আছে তাদের তিন-তিনটি ফৌজ। কাজেই সাইফুদ্দীন খুন হলেই তারা সালাহুদ্দীন আইউবির সম্মুখে অস্ত্রসমর্পণ করবে না। অস্ত্রসমর্পণ করাবার অন্য পন্থাও আছে। তা হলো, এদেরকে যুদ্ধের ময়দানে এমনভাবে অসহায় করে ফেলতে হবে, যেন তারা অস্ত্রসমর্পণ করতে এবং সালাহুদ্দীন আইউবির শর্ত সম্পূর্ণ মেনে নিতে বাধ্য হয়।'

'এ-কাজটা সালাহুদ্দীন আইউবি ছাড়া আর কে করতে পারেন' – হারিছ বলল – 'আমার হৃদয়ে যে-আগুন জ্বলে উঠেছে, তা কীভাবে নিভবে? ইসলামের তিনজন মুজাহিদের রক্তের প্রায়শ্চিত্ত আমি কীভাবে আদায় করব?'

মসুলের শাসনকর্তাকে এখানে পেয়ে গেছে বলে দাউদ বেজায় খুশী। হারিছ ও তার পিতাকে নিজের গোয়েন্দা-পরিচয়টা দিতে ইতস্তত করছে সে। গোয়েন্দারা আবেগতাড়িত হয়ে নিজের পরিচয় ফাঁস করে না। কিন্তু এই মুহূর্তে পরিচয় গোপন রেখে তার কোনো কাজ করা সম্ভব নয়। তার সিদ্ধান্ত, সাইফুদ্দীন যেখানে যাবে, সে তার পিছু নেবে এবং তার তৎপরতা ও গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করবে। কিন্তু তত দিন পর্যন্ত হারিছের ঘরে অবস্থান করাও সম্ভব মনে হচ্ছে না। আবার এদের সাহায্যেরও প্রয়োজন। তাই পরিকল্পনা ঠিক করে সে অনুসারে কথা বলতে শুরু করল দাউদ।

'আচ্ছা, আমি যদি আপনাকে এমন একটা পন্থা বলে দেই, যার ফলে সাইফুদ্দীন ভবিষ্যতে উঠে দাঁড়াবার শক্তি হারিয়ে ফেলবে, তা হলে কি আপনি আমার সঙ্গ দেবেন?' দাউদ হারিছের পিতাকে জিজ্ঞেস করল।

'তুমি যদি আমার পুত্রের মতো আবেগতাড়িত হয়ে না ভাব, তা হলে আমি তোমার সঙ্গে আছি।' হারিছের পিতা বললেন।

'আমি কিন্তু হত্যা ছাড়া আর কোনো পরিকল্পনার কথা শুনতে প্রস্তুত নই।' হারিছ বলল।

'আপনারা যদি নিজেদের বিবেক ও আবেগের লাগাম আমার হাতে তুলে দেন, তা হলে আপনাদের দ্বারা আমি এমন কাজ করাব, যা আপনাদের আত্মাকে শান্তিতে ভরে দেবে।'

দাউদ গভীর দৃষ্টিতে পিতা-পুত্রের প্রতি তাকাল। হারিছের স্ত্রী ও বোন খানিক দূরে বসে তাদের কথোপকথন শুনছিল। দাউদ তাদের প্রতি গভীরভাবে দৃষ্টিপাত করে বলল– 'আমাকে একখানা কুরআন দিন।'

www.pathagar.com

হারিছের বোন উঠে গিয়ে এক কপি কুরআন হাতে নিয়ে তাতে চোখ লাগিয়ে চুমো খেয়ে এনে দাউদের প্রতি এগিয়ে ধরল। দাউদ কুরআনখানা হাতে নিয়ে তাতে চুমো খেল। তারপর খুলে একটি জায়গায় আঙুল রেখে পড়তে শুরু করল, যার মর্মার্থ হলো :

'শয়তান তাদেরকে তাদের কব্জায় নিয়ে নিয়েছে এবং আল্লাহর স্মরণ তাদের মস্তিষ্ক থেকে উধাও হয়ে গেছে। তারা শয়তানের দল। তোমরা শুনে রাখো, শয়তানের দলের ক্ষতি অবধারিত। যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে, তারা লাঞ্ছিত হবেই।'

কুরআন খোলামাত্র সূরা হাশরের এই আঠারো ও উনিশতম আয়াতদুটি বেরিয়ে এল। দাউদ বলল– 'এটি আল্লাহ্ পাকের বাণী। আমি নিজের মর্জিতে এই পাতাটা খুলিনি। এই আয়াতগুলো আপনা-আপনি আমার সামনে এসে পড়েছে। এটি আল্লাহ পাকের ঘোষণা ও তাঁর সুসংবাদ। কুরআন আমাদের বলে দিয়েছে, এরা শয়তানের সৈনিক। কুরআন ঘোষণা করেছে, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে, তারা লাঞ্ছিত হবে। কিন্তু তারা ততক্ষণ পর্যন্ত লাঞ্ছিত হবে না, যতক্ষণ-না আমরা চেষ্টা চালিয়ে তাদের অপমানের পথ সৃষ্টি করব। তাদের লাঞ্ছিত ও অপদস্থ করা আমাদের কর্তব্য।'

দাউদ কুরআনখানা দু-হাতের তালুতে রেখে সম্মুখে এগিয়ে ধরে বলল– 'আপনারা প্রত্যেকে নিজ-নিজ ডান হাতখানা এই কুরআনের উপর রেখে বলুন, আমরা আমাদের গোপনীয়তা ফাঁস করব না এবং দুশমনকে পরাজিত করতে নিজের জীবন কুরবান করে দেব।'

সবাই – যাদের মাঝে দুজন নারীও আছে – কুরআনের উপর হাত রেখে শপথ করল। কুরআন তাদের মধ্যে যে-প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করল, তা তাদের চেহারায় ভেসে উঠল। কক্ষে পিনপতন নীরবতা নেমে এল। নিঃশ্বাস ফেলার শব্দ ছাড়া আর কোনো সাড়া নেই। দাউদ প্রতিক্রিয়াটা গভীরভাবে লক্ষ্য করল।

'আপনারা কুরআনে হাত রেখে শপথ করেছেন' – দাউদ বলল – 'মহান আল্লাহ কুরআনকে আপনাদের ভাষায় অবতীর্ণ করেছেন। এই পবিত্র গ্রন্থটির প্রতিটি শব্দ আপনারা বোঝেন। কৃত অঙ্গীকার থেকে যদি আপনারা সরে যান, তা হলে তার শাস্তিও কুরআনে লেখা আছে। তখন আপনারা সেই লাঞ্ছনা ও অপমানের শিকার হবেন, যা শয়তানের বাহিনীর জন্য বরাদ্দ রাখা হয়েছে।'

'তুমি আসলে কে?' বৃদ্ধ বিস্ময়মাখা কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন– 'তোমাকে তো একজন বড় আলেম বলে মনে হচ্ছে।'

'আমার মধ্যে কোনো ইল্‌ম নেই' – দাউদ বলল – 'আমার নিকট আছে আমল। আমি কুরআনের নির্দেশে জীবন হাতে নিয়ে এ-পর্যন্ত এসেছি। এই পাঠ আমাকে কোনো আলেম নন – সালাহুদ্দীন আইউবি শিক্ষা দিয়েছেন। মসুলের নয় – আমি দামেশ্‌কের বাসিন্দা। আমি সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবির গোয়েন্দা। এই সেই গোপন তথ্য, যা ফাঁস করবেন না বলে আপনারা শপথ

www.pathagar.com

করেছেন। আমাকে আপনাদের প্রত্যেকের সহযোগিতা প্রয়োজন। আমাকে নিশ্চয়তা দিন, আমি যা বলব, আপনারা বিনা বাক্যব্যয়ে তা পালন করবেন।'

'আমরা শপথ করেছি' – বৃদ্ধ বললেন – 'তুমি তোমার লক্ষ্য ও পরিকল্পনা ব্যক্ত করো।'

'আল্লাহ আমার প্রতি মুখ তুলে তাকিয়েছেন' – দাউদ বলল – 'যার তথ্য বের করে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবির কাছে পৌঁছানোর কথা, তিনি এখন সেই ছাদের তলে শয়িত, যে-ছাদের নিচে আমি বসা আছি। মহান আল্লাহ আমাকে ফেরেশ্তার মাধ্যমে এখানে পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। আমাকে জানতে হবে, সাইফুদ্দীন ও তার বন্ধুদের পরিকল্পনা কী। তারা যদি পুনরায় যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে সংকল্পবদ্ধ হন, তা হলে প্রস্তুতি গ্রহণের আগেই কিংবা প্রস্তুতি গ্রহণ করা অবস্থায় তাদের ধ্বংস করে দিতে হবে। সময়ের আগেই তাদের পরিকল্পনা জানতে হবে। হতে পারে, সুলতান আইউবি প্রস্তুত থাকবেন না আর এরা হঠাৎ আক্রমণ করে বসবে। আপনারা জানেন এমনটা হলে পরিণতি কী হবে।'

'যারা প্রতারণার মাধ্যমে নিজ বাহিনীকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করায়, আমি তাদের হত্যা করার অনুমতি পেতে পারি কি?' হারিছ জিজ্ঞেস করল।

'শোনো বন্ধু!' দাউদ বলল – 'কোনো-কোনো পরিস্থিতিতে হাতের কাছে পেয়েও শত্রুকে বধ না করা কল্যাণকর হয়ে থাকে। প্রতিটি কদম তোমাকে বুঝে-শুনে ঠাণ্ডা মাথায় ফেলতে হবে। সাইফুদ্দীনের প্রতি আমাদের দৃষ্টি রাখতে হবে এবং তাকে ধাওয়া করতে হবে। ইনি এখানে এসে যেভাবে আত্মগোপন করেছেন, তেমনি আমি ও হারিছ লুকিয়ে থাকব আর দেখব লোকটা কী করে।'

◆ ◆ ◆

উক্ত গৃহের একটা কক্ষে গভীর নিদ্রায় শুয়ে আছেন সাইফুদ্দীন। ভোর হলে গৃহকর্তা উঁকি দিয়ে তাকালেন। সাইফুদ্দীন এখনও সজাগ হননি। সূর্যটা বেশ উপরে উঠে আসার পর তার চোখ খুলল। হারিছের বোন ও স্ত্রী তার সম্মুখে নাস্তা এনে হাজির করল। তিনি হারিছের বোনের প্রতি কিছুক্ষণ অপলক চোখে তাকিয়ে থেকে বললেন– 'তোমরা আমাদের যে-সেবা করেছ, আমরা তার এমন প্রতিদান দেব, যা তোমরা কল্পনাও করতে পারবে না। আমরা তোমাদের অট্টালিকায় রাখব।'

'আমরা যদি আপনাকে এই ঝুপড়িতেই রেখে দিই, তা হলে কি আপনি খুশি হবেন না?' মেয়েটি হেসে জিজ্ঞেস করল।

'আমরা বন-জঙ্গলেও থাকতে পারি' – সাইফুদ্দীন বললেন – 'কিন্তু তোমরা তো ফুল দ্বারা সাজিয়ে রাখার মতো বস্তু।'

'আপনি কি নিশ্চিত যে, আপনার কপালে পুনরায় রাজপ্রাসাদে যাওয়া লেখা আছে?' মেয়েটি জিজ্ঞেস করল।

'এমনটা বলছ কেন?' সাইফুদ্দীন জিজ্ঞেস করলেন।

www.pathagar.com

'আপনার বেহাল অবস্থা দেখে' – মেয়েটি বলল – 'একজন রাজার গরিবের ঝুপড়িতে আত্মগোপন করা প্রমাণ করে, তাঁর রাজত্ব ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে এবং তাঁর বাহিনী তাঁকে পরিত্যাগ করেছে।'

'ফৌজ আমার সঙ্গ ত্যাগ করেনি' – সাইফুদ্দীন বললেন – 'আমি একটুখানি বিশ্রাম নিতে এখানে যাত্রাবিরতি দিয়েছি। মহল শুধু আমারই নসিবে নয়, তোমাদেরও ভাগ্যে লেখা আছে। যাবে না আমার সঙ্গে?'

হারিছের স্ত্রী কক্ষ থেকে বেরিয়ে গেল। বোন সাইফুদ্দীনের কাছে বসে কথা বলতে শুরু করল– 'আপনার স্থলে যদি আমি হতাম, তা হলে সালাহুদ্দীন আইউবিকে পরাজিত না করে মহলের নামও উচ্চারণ করতাম না। আপনি যদি আমাকে পছন্দ করেই থাকেন, তা হলে আমি আপনাকে জানিয়ে দিচ্ছি, আপনার এই পলায়ন ও আত্মগোপন আমার মোটেই পছন্দ নয়। যুদ্ধকুশলী রাজার মতো বেরিয়ে পড়ুন। ছত্রভঙ্গ বাহিনীকে একত্রিত করুন এবং সুলতান আইউবির উপর হামলা করুন।'

মেয়েটি সরল প্রকৃতির মানুষ। তবে তার সরলতায় সৌন্দর্য আছে। সাইফুদ্দীন বিমোহিত নয়নে তার প্রতি তাকিয়ে আছেন। তার ঠোঁটে মুচকি হাসি। সেই হাসিতে যেমন আছে ভালবাসা, তেমনি আছে কু-পরিকল্পনাও।

'আমি রাজকন্যা নই' – মেয়েটি বলল – 'এই পার্বত্য এলাকায় আমার জন্ম এবং এখানেই বড় হওয়া। আমি সৈনিকের কন্যা, সৈনিকের বোন। আপনার সঙ্গে আমি প্রাসাদে নয় – রণাঙ্গনে যাব। আপনি কি আমার সঙ্গে তরবারিচালনার প্রতিযোগিতা করবেন? পাহাড়ের নিচ থেকে উপরে, উপর থেকে নিচে আমার সঙ্গে ঘোড়া দৌড়াবেন?'

'তুমি শুধু রূপসী নারী-ই নও – বীরাঙ্গনা যোদ্ধাও' – সাইফুদ্দীন মেয়েটির মাথার চুলে বিলি কাটতে কাটতে বললেন – 'এমন মায়াবী আর মনকাড়া চুল আমি এ-ই প্রথম দেখলাম।'

মেয়েটি সাইফুদ্দীনের বেয়াড়া হাতটা সযত্নে সরিয়ে দিয়ে বলল– 'চুল নয় – বাহু। এই মুহূর্তে আপনাকে মায়াবী চুলের নয় – আমার শক্ত বাহুর প্রয়োজন। আমাকে বলুন, আপনার ইচ্ছে কী?'

'তোমার পিতা একজন ভয়ংকর মানুষ' – সাইফুদ্দীন বললেন – 'তিনি সালাহুদ্দীন আইউবির সমর্থক আর সম্ভবত আমাকে পছন্দ করেন না। আমার আশঙ্কা, তিনি আমাকে ধোঁকা দেবেন।'

'আব্বাজান বৃদ্ধ মানুষ' – মেয়েটি মুখে হাসি টেনে বলল – 'আপনার সঙ্গে তিনি কী কথা বলেছেন, তা অবশ্য আমার জানা নেই। আমাদের সামনে তো আপনার ভূয়সী প্রশংসাই করলেন। তিনি সালাহুদ্দীন আইউবির নামটাই শুনেছেন শুধু। তাঁর সম্পর্কে আর কিছু জানেন না। আপনার তাকে ভয় করার কোনোই কারণ নেই। একজন দুর্বল বৃদ্ধ মানুষ আপনার কি-ইবা ক্ষতি করতে পারবে। আপনি আমাকে পরীক্ষা করে দেখুন।'

www.pathagar.com

সাইফুদ্দীন মেয়েটির প্রতি হাত বাড়ালেন। মেয়েটি পিছনে সরে গিয়ে বলতে শুরু করল– 'আপনাকে আমি আমার দেহ থেকে বঞ্চিত করব না। নিজেকে আপনার হাতে তুলে দেব। কিন্তু তখন দেব, যখন আপনি সালাহুদ্দীন আইউবিকে পরাজিত করে ফিরে আসবেন। এই মুহূর্তে আপনি বিপদগ্রস্ত। আপাতত আমার থেকে দূরে থাকুন। বলুন, আপনার পরিকল্পনা কী?'

সাইফুদ্দীন বিলাসী ও নারীপূজারী পুরুষ। রূপসী নারী তার জন্য নতুন কিছু নয়। কিন্তু এই মেয়েটির মাঝে বিস্ময়কর যে-বিষয়টি প্রত্যক্ষ করলেন, তা হলো মেয়েটি তার সম্মুখে অবনত হচ্ছে না। এর আগে তো যেকোনো মেয়ে প্রশিক্ষিত জন্তুর মতো তার আঙুলের ইশারায় নেচে উঠত। কিন্তু এই মেয়েটি তার উপর এমনভাবে আঘাত হানল যে, তার আত্মমর্যাদা জেগে উঠেছে।

'শোনো রূপসী' – সাইফুদ্দীন বললেন – 'তুমি আমার পৌরুষের পরীক্ষা নিতে চেয়েছ। শপথ নিলাম, আমি ততক্ষণ পর্যন্ত তোমার গায়ে হাত দেব না, যতক্ষণ-না সালাহুদ্দীন আইউবির তরবারি আমার হাতে চলে আসবে এবং আমি তার ঘোড়ায় সওয়ার হব। ওয়াদা দাও, তুমি তখন আমার হয়ে যাবে।'

'আমাকে আপনার সঙ্গে রণাঙ্গনে নিয়ে চলুন।' মেয়েটি বলল।

'না' – সাইফুদ্দীন বললেন – 'আমাকে এখন বাহিনী প্রস্তুত করতে হবে। আমি এক ব্যক্তিকে মসুল পাঠিয়ে দিয়েছি। তাকে বলে পাঠিয়েছি, তোমরা ফৌজকে একত্রিত করো এবং অবিলম্বে সালাহুদ্দীন আইউবির উপর আক্রমণ চালাও, যাতে তিনি আমাদের শহর অবরোধে আসতে না পারেন। আজ সন্ধ্যা পর্যন্ত আমার প্রেরিত উভয় ব্যক্তি ফিরে আসার কথা। তখন জানা যাবে, হাল্‌ব ও হাররানের ফৌজ কী অবস্থায় আছে। আমরা পরাজয় মেনে নেব না। পালটা আক্রমণ করব এবং অনতিবিলম্বে করব।'

সাইফুদ্দীন এখন ব্যক্তিত্বহারা মানুষ। নারীপূজা ও ঈমান বিক্রি তার চরিত্রকে এমনই ফোক্‌লা করে দিয়েছে যে, সহজ-সরল একটি মেয়ের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে নিজের গোপন তথ্য ফাঁস করতে শুরু করেছেন।

মেয়েটি তার হাতে চুমো খেয়ে কক্ষ থেকে বেরিয়ে গেল।

◆ ◆ ◆

'সাইফুদ্দীনের সঙ্গে যে-দুজন লোক এসেছিল, তাদের একজনকে তিনি মসুল পাঠিয়ে দিয়েছেন, অপরজনকে হাল্‌ব' – হারিসের বোন তার পিতা, ভাই ও দাউদকে বলল – 'তাঁর পরিকল্পনা হচ্ছে তিন বাহিনীকে একত্রিত করে অবিলম্বে সুলতান আইউবির উপর আক্রমণ করা, যাতে তিনি অগ্রসর হয়ে শহর অবরোধ করতে না পারেন। যে-দুই ব্যক্তিকে তিনি প্রেরণ করেছেন, তারা এসে জানাবে, ফৌজ যুদ্ধ করার অবস্থায় আছে কিনা।'

সাইফুদ্দীন হারিছের বোনকে যা-যা বলেছেন, মেয়েটি তার পিতা, ভাই হারিছ ও দাউদকে সব অবহিত করল।

www.pathagar.com

মেয়েটির নাম ফাওজিয়া। গাঁয়ের সহজ-সরল মেয়ে। আল্লাহ্ তাকে ঈমানি চেতনা দান করেছেন। দাউদ তাকে সাইফুদ্দীনের বক্ষ থেকে তথ্য বের করার দায়িত্ব অর্পণ করেছে। কৌশলও বুঝিয়ে দিয়েছে। বলেছে, লোকটা বিলাসী ও অসৎ। তাই তার ফাঁদ থেকে নিজেকে রক্ষা করতে হবে। প্রথমবারের মতো ফাওজিয়া অত্যন্ত চমৎকারভাবে কর্তব্য পালন করেছে। সে সাইফুদ্দীনের হৃদয় থেকে যেসব তথ্য বের করে এনেছে, তাতে দাউদ এ-সিদ্ধান্তে উপনীত হলো যে, সাইফুদ্দীনের পিছু নেওয়া আবশ্যক।

মধ্যরাতের খানিক আগে হারিছের পিতার চোখ খুলে গেল। তিনি দরজায় করাঘাতের শব্দ ও ঘোড়ার হেষ্রাধ্বনি শুনতে পেলেন। শয্যা ত্যাগ করে উঠে দরজা খুললেন। বাইরে সাইফুদ্দীনের নায়েব সালার দাঁড়িয়ে। বৃদ্ধ তার ঘোড়াটা একদিকে সরিয়ে নিয়ে গেলেন। নায়েব সালার ভিতরে চলে গেল। বৃদ্ধ ঘরে প্রবেশ করে নায়েব সালারের খাওয়ার প্রয়োজন আছে কিনা জিজ্ঞেস করলেন। নায়েব সালার প্রয়োজন নেই বলে উত্তর দিল। বৃদ্ধ তার সঙ্গে ভৃত্যের মতো আচরণ করলেন। সাইফুদ্দীন বললেন, ঠিক আছে, আপনি গিয়ে শুয়ে পড়ুন। বৃদ্ধ প্রজার মতো আদবের সঙ্গে বেরিয়ে গেলেন। তিনি দাউদকে জাগিয়ে তুললেন এবং দুজনে দরজার সঙ্গে কান লাগিয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন।

'গোমস্তগিন সম্পর্কে জানতে পেরেছি, তিনি হাল্‌বে আল-মালিকুস সালিহ'র সঙ্গে আছেন' – নায়েব সালার বলল – 'মসুলে যে-পরিস্থিতি দেখেছি, তা এত খারাপ নয় যে, আমরা যুদ্ধ করতেই পারব না। সালাহুদ্দীন আইউবি তুর্কমানে থেমে গেছেন। খ্রিস্টান গোয়েন্দারা জানিয়েছে, আইউবি আল-জাযিরা, দিয়ার, বকর ও আশপাশের অঞ্চলগুলো থেকে লোকদের ফৌজে ভর্তি করছেন। মনে হচ্ছে, তিনি এখনই সম্মুখে অগ্রসর হবেন না। তবে তিনি অগ্রসর হবেন অবশ্যই, যা হবে ঝড়ের গতিতে। তার ফৌজের তাঁবু বলছে, তিনি সেই জায়গায় অনেক দিন অবস্থান করবেন। সম্ভবত তিনি এই আত্মপ্রবঞ্চনায় লিপ্ত যে, আমরা যুদ্ধ করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছি। আমাদের যে-ফৌজ মসুল গিয়ে পৌঁছেছে, তাদের সংখ্যা এক-তৃতীয়াংশের অনেক কম। অন্যরা মৃত্যুবরণ করেছে। অনেকে নিখোঁজ রয়েছে।'

'তা হলে কি এই স্বল্পসংখ্যক সৈন্য দ্বারা সালাহুদ্দীন আইউবির উপর হামলা করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে?' সাইফুদ্দীন জিজ্ঞেস করলেন।

' হামলার জন্য শুধু আমাদের ফৌজ যথেষ্ট নয়' – নায়েব সালার উত্তর দিলেন – 'আল-মালিকুস সালিহ ও গোমস্তগিনকে সঙ্গে নিতে হবে। আমাদের উপদেষ্টাগণ (খ্রিস্টানরা) এ-পরামর্শই দিয়েছেন।'

'তুমি কি তাদের বলেছ আমি কোথায় আছি?' সাইফুদ্দীন জিজ্ঞেস করলেন।

'না, আমি এ-জায়গার কথা বলিনি' – নায়েব সালার উত্তর দিলেন – 'আমি তাদের বলেছি, আপনি তুর্কমানের উপকণ্ঠে ঘোরাফেরা করছেন এবং নিজচোখে

www.pathagar.com

সালাহুদ্দীন আইউবির গতিবিধি পর্যবেক্ষণের চেষ্টা করছেন। আমার পরামর্শ হচ্ছে, তিন-চারদিন পর আপনাকে মসুল চলে যাওয়া উচিত।'

'তার আগে হাল্‌বের খবরাখবর জানতে হবে' – সাইফুদ্দীন বললেন – 'কমান্ডার কাল সন্ধ্যানাগাদ ফিরে আসবে। তুমি তো জান, গোমস্তগিন শয়তান-চরিত্রের মানুষ। তাকে তার দুর্গে (হাররানে) চলে যাওয়া উচিত ছিল। লোকটা হাল্‌বে কী করছে? আমি মসুল যাওয়ার আগে হাল্‌ব যাব। গোমস্তগিন আমার জোটসদস্য বটে; কিন্তু আমি তাকে বন্ধু ভাবতে পারি না। আল-মালিকুস সালিহ'র সালারদের পক্ষে আনতে হবে। সালাহুদ্দীন আইউবির এই গড়িমসিকে কাজে লাগাতে হবে এবং সময় নষ্ট না করে হামলা করতে হবে। এখন আমি এ-পরামর্শও দেব যে, তিন ফৌজ একটি কেন্দ্রীয় কমান্ডের অধীনে পরিচালিত হওয়া উচিত এবং তার একজন প্রধান সেনাপতি থাকা আবশ্যক। আমরা শুধু এজন্য পরাজয়বরণ করেছি যে, আমাদের বাহিনীগুলোর কমান্ড পৃথক-পৃথক ছিল। এক বাহিনীর অপর বাহিনীর পরিকল্পনা ও কৌশল জানা ছিল না। অন্যথায় মুজাফফর উদ্দীন সালাহুদ্দীন আইউবির পার্শ্বের উপর যে-হামলাটা করেছিল, তা ব্যর্থ হওয়ার কথা ছিল না।'

'তখন কেন্দ্রীয় কমান্ড আপনার হাতে থাকতে হবে।' নায়েব সালার বলল।

'আর বন্ধুদের ব্যাপারেও আমাদের সতর্ক থাকতে হবে' – সাইফুদ্দীন বললেন এবং জিজ্ঞেস করলেন – 'আচ্ছা, খ্রিস্টানরা কি আমাদের সাহায্য করবে?'

'তারা সৈন্য দেবে না' – নায়েব সালার উত্তর দিল – 'উট-ঘোড়া-অস্ত্র সরবরাহ করবে। আচ্ছা, এখানে আপনি কোনো সমস্যা অনুভব করছেন কি?'

'না' – সাইফুদ্দীন বললেন – 'বৃদ্ধকে নির্ভরযোগ্যই মনে হচ্ছে। তার মেয়ে আমার ফাঁদে এসে পড়েছে। কিন্তু মেয়েটি আবেগপ্রবণা। বলছে, সালাহুদ্দীন আইউবিকে পরাজিত করে তার তরবারি নিয়ে নাও। তারপর তার ঘোড়ায় সাওয়ার হয়ে আসো; আমি তোমার সঙ্গে চলে যাব।'

নায়েব সালার অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল। হারিছ, তার পিতা ও দাউদ দরজার সঙ্গে কান লাগিয়ে তাদের কথোপকথন শুনছে। সাইফুদ্দীন ও তার নায়েব সালারের ফেরেস্তারাও জানে না, এ-গৃহে একজন বৃদ্ধ ও দুটি মেয়ে-ছাড়া দুজন যুবক মুজাহিদও আছে, যারা যেকোনো উপযুক্ত সময়ে তাদের হত্যা করে ফেলতে পারে। সাইফুদ্দীনের মনে সন্দেহের লেশমাত্র নেই যে, তিনি ফাওজিয়াকে ফাঁদে ফেলেননি, বরং তিনিই ফাওজিয়ার জালে আটকা পড়েছেন।

◆◆◆

দাউদ ও হারিছ ঘরে অবস্থান করছে। সাইফুদ্দীন ও তার নায়েব সালার দেউড়িসংলগ্ন কক্ষে লুকিয়ে আছে। দিনের বেলা ফাওজিয়া তিন-চারবার উক্ত কক্ষে যাওয়া-আসা করছে। মেয়েটি যেহেতু সাইফুদ্দীনের কাছে গেলেও দুহাত দূরে থাকছে, তাই তার প্রতি সাইফুদ্দীনের আকর্ষণ আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। তিনি

www.pathagar.com

ফাওজিয়াকে বললেন– 'তোমার ভাই আমার ফৌজের সৈনিক। আমি তাকে বাহিনীর কমান্ডার বানিয়ে দেব।'

'ভাইয়া জীবিত আছেন, না মারা গেছেন তাও তো জানি না' – ফাওজিয়া বলল – 'যদি মারা-ই গিয়ে থাকেন, তা হলে আমরা নিরাশ্রয় হয়ে যাব।'

'তাই যদি হয়, তা হলে আমি তোমার পিতা আর ভাবীকেও সঙ্গে নিয়ে যাব।' সাইফুদ্দীন বললেন।

ফাওজিয়ার পিতাও সাইফুদ্দীনের কাছে যাওয়া-আসা করছেন। তিনি কাজে-আচরণে সাইফুদ্দীনকে নিশ্চিত করেছেন যে, তিনি তার অফাদার।

রাতে পুনরায় দরজায় করাঘাত পড়ল। বৃদ্ধ দরজা খুললেন। বাইরে সাইফুদ্দীনের সেই কমান্ডার দাঁড়িয়ে, যাকে তিনি হাল্‌ব পাঠিয়েছিলেন। বৃদ্ধ তাকে সাইফুদ্দীনের কক্ষে পাঠিয়ে দিলেন। তার ঘোড়াও অন্য ঘোড়াগুলোর সঙ্গে বেঁধে রেখে ঘরে গিয়ে কমান্ডারের খাওয়ার প্রয়োজন আছে কিনা জানতে চাইলেন। কমান্ডার অনেক দ্রুতগতিতে পথ চলে এসেছে। পথে কোথাও দাঁড়ায়নি। ফলে পথে খাওয়া সম্ভব হয়নি। বৃদ্ধ খাবার আনতে ভিতরে গেলে ফাওজিয়া বলল– 'আপনার যেতে হবে না; আমি নিয়ে যাচ্ছি।' তার উদ্দেশ্য, এই সুযোগে কমান্ডারের নিয়ে আসা তথ্যও সে সংগ্রহ করবে।

ফাওজিয়া খাবার নিয়ে কক্ষে প্রবেশ করল। বক্তব্যরত কমান্ডার তাকে দেখেই থেমে গেল। সাইফুদ্দীন বললেন– 'অসুবিধা নেই, বলো, ও আমাদেরই মেয়ে।' ফাওজিয়া কমান্ডারের সামনে খাবার রেখে সাইফুদ্দীনের পাশে বসে পড়ল। এই প্রথমবার মেয়েটি সাইফুদ্দীনের এত কাছে গিয়ে বসল। সাইফুদ্দীন তার একটা হাত নিজের মুঠোয় তুলে নিলেন। ফাওজিয়া হাত ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করল না। অন্যথায় খ্রিস্টানদের এই বন্ধুটা তার হাতছাড়া হয়ে যেত। এই লম্পট শাসককে মুঠোয় রাখার এ এক মোক্ষম অস্ত্র।

'হাল্‌বের বাহিনীর জযবা প্রশংসার দাবিদার' – কমান্ডার বলতে শুরু করল। ফাওজিয়া সাইফুদ্দীনের আঙুলে পরিহিত একটা আংটিতে হাত রেখে নাড়াচাড়া করছে এবং হিরার এই আংটিটার প্রতি শিশুসুলভ আকর্ষণ নিয়ে এমনভাবে তাকিয়ে আছে, যেন কমান্ডারের বক্তব্যের প্রতি তার কোনোই আকর্ষণ নেই। কিন্তু কানদুটো তার সেদিকেই খাড়া আছে। কমান্ডার বলল – 'আল-মালিকুস সালিহ সালাহুদ্দীন আইউবিকে সন্ধির প্রস্তাব পাঠিয়েছেন।'

'সন্ধির প্রস্তাব?' সাইফুদ্দীন চমকে উঠে জিজ্ঞেস করলেন।

'হ্যাঁ, সন্ধির প্রস্তাব।' – কমান্ডার বলল – 'কিন্তু আমি তথ্য পেয়েছি, তিনি আইউবিকে ধোঁকা দিয়েছেন। তার খ্রিস্টান বন্ধুরা তার ক্ষয়ক্ষতি পূরণ করে দিচ্ছে এবং তাকে উস্‌কানি দিচ্ছে, যেন তিনি মসুল ও হাররানের বাহিনীকে একক কমান্ডে নিয়ে এসে অবিলম্বে সালাহুদ্দীন আইউবির উপর হামলা করেন। আইউবি যদি সোজা হয়ে দাঁড়ানোর সুযোগ পেয়ে যায় এবং নতুন ভর্তি দিয়ে সেনাসংখ্যা বৃদ্ধি করে, তা হলে তাকে প্রতিহত করা অসম্ভব হয়ে পড়বে। গুপ্তচর

www.pathagar.com

সংবাদ নিয়ে এসেছে, সালাহুদ্দীন আইউবি তুর্কমানের সবুজ-শ্যামল অঞ্চলে দীর্ঘ সময়ের জন্য ছাউনি ফেলেছেন এবং সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার প্রস্তুতি অতি দ্রুততার সঙ্গে সম্পন্ন করছেন। আল-মালিকুস সালিহ'র সালারেরও একই অভিমত, তুর্কমান এলাকায়ই সালাহুদ্দীনের উপর এখনই হামলা করা উচিত।

'আমি হাল্‌বের বাহিনীর এক খ্রিস্টান উপদেষ্টার সঙ্গে কথা বলার সুযোগ সৃষ্টি করে নিয়েছিলাম। তাকে বললাম, আমরা এখনই সালাহুদ্দীন আইউবির উপর হামলা করাতে সক্ষম নই। তিনি বললেন, এটা তোমাদের বিরাট সামরিক ত্রুটি বলে বিবেচিত হবে। সালাহুদ্দীন আইউবির উপর হামলা করার উদ্দেশ্য তাকে এখনই পরাজিত করা নয়। উদ্দেশ্য হলো, তাকে সুযোগ দেওয়া যাবে না। তাকে তুর্কমানের এলাকাতেই অস্থির করে রাখতে হবে এবং যুদ্ধ দীর্ঘ সময় পর্যন্ত ধরে রাখতে হবে। এই যুদ্ধ পরিচালনা করতে হবে আইউবিরই ধারায় – 'আঘাত করো', 'পালিয়ে যাও', 'গেরিলা হামলা করো' ধরনের। চেষ্টা করতে হবে, তুর্কমানের যেখানেই পানি আছে, আইউবিকে সেখান থেকে সরিয়ে দিতে হবে, যাতে খানা-পানির অভাবে সে সংকটাপন্ন হয়ে পড়ে।'

'বড় ভালো বুদ্ধি তো' – সাইফুদ্দীন বললেন – 'এমন যুদ্ধ আমার সিপাহসালার মুজাফফর উদ্দীন লড়তে জানে। সে দীর্ঘদিন যাবত সালাহুদ্দীন আইউবির সঙ্গে থেকে এসেছে। তিন ফৌজের একক কমান্ড যাতে আমার হাতে চলে আসে। আমি সালাহুদ্দীন আইউবিকে শেয়ালের মতো ধোঁকা দিয়ে মারব।'

ফাওজিয়া সাইফুদ্দীনের তরবারিটা কোষ থেকে বের করে হাতে নিয়ে দেখতে শুরু করল। মেয়েটি একেবারে অবুঝ শিশুর মতো বসে আছে।

'আমি আল-মালিকুস সালিহ'র সঙ্গে সাক্ষাতের চেষ্টা করেছি' – কমান্ডার বলল – 'কিন্তু সালার ও কর্মকর্তারা তাকে এমনভাবে ঘিরে রেখেছে যে, তা সম্ভব হলো না। এসব তথ্য আমি তার সালারদের থেকে সংগ্রহ করেছি।'

'তোমাকে আজ পুনরায় হাল্‌ব যেতে হবে' – সাইফুদ্দীন বললেন – 'আল-মালিকুস সালিহকে বার্তা পৌছাতে হবে, তুমি সালাহুদ্দীন আইউবির সঙ্গে সন্ধি করে আমাদের সঙ্গে প্রতারণা করেছ। তুমি আইউবির সাহস বাড়িয়ে দিয়েছ এবং তার হাত শক্ত করে দিয়েছ। সে আমাদের কাউকেই ক্ষমা করবে না। তুমি এখনও বালক। তুমি ভয় পেয়ে গেছ কিংবা তোমার সালারগণ যুদ্ধ এড়ানোর লক্ষ্যে তোমাকে এই পরামর্শ দিয়েছে।'

সাইফুদ্দীন এতদ্বিষয়ে দীর্ঘ বার্তা দিয়ে কমান্ডারকে বললেন– 'তুমি রাত পোহাবার আগেই আলো-আঁধারিতে রওনা হয়ে যাবে। দিনের বেলা যেন এ-এলাকায় কেউ তোমাকে দেখতে না পায়।'

কমান্ডার কিছু সময় বিশ্রাম নেওয়ার পর আবার রওনা হয়ে গেল।

ফাওজিয়া যা-কিছু শুনল, সব দাউদকে বলে দিল। এসব তথ্যও কাজের। হারিছ ও তার পিতা ঘুমিয়ে পড়েছে। দাউদ কী এক কাজে ঘর থেকে বের

www.pathagar.com

হলো। ফাওজিয়াও পা টিপে-টিপে বেরিয়ে এল। দাউদ তার ঘোড়াটার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। ফাওজিয়াও সেখানে গিয়ে দাঁড়াল।

'আমাকে এর চেয়ে আরও বড় কাজ করতে দিন' – ফাওজিয়া বলল – 'আপনার জন্য আমি জীবন দিতেও প্রস্তুত আছি।'

'আমার জন্য নয় – আপন জাতি ও ধর্মের জন্য জীবন দিতে হবে' – দাউদ বলল – 'তুমি যে-কাজ করেছ, এটি অনেক বড় কাজ। আমরা যারা গোয়েন্দা, আমরা এ-কাজেই নিজেদের জীবন বিলিয়ে থাকি। তোমার দ্বারা যে-কাজটি করাচ্ছি, এটি মূলত আমার কাজ। আমি তোমাকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলে দিলাম।'

'কেমন ঝুঁকি?'

'তুমি এতটা চতুর নও' – দাউদ বলল – 'সাইফুদ্দীন রাজা। এই কুঁড়েঘরেও তিনি রাজা।'

'তা রাজা আমাকে খেয়ে ফেলবে নাকি?' – ফাউজিয়া বলল – 'আমি চালাক না হতে পারি, অত সোজাও মনে করবেন না।'

'রাজত্বের চমক দেখলে তোমার চোখ বুজে আসবে' – দাউদ বলল – 'এই মানুষগুলো সেই চমকেই অন্ধ হয়ে ঈমান বিক্রি করেছে আর ইসলামের মূলোৎপাটন করছে। আমার ভয় হচ্ছে, পাছে তুমিও সেই ফাঁদে আটকা পড়ে যাও কিনা।'

'আপনার বাড়ি কোথায়?'

'আমার কোনো ঠিকানা নেই' – দাউদ বলল – 'আমি গুপ্তচর ও গেরিলা। যেখানে দুশমনের হাতে পড়ব, সেখানেই মারা যাব। আর যেখানে মারা যাব, সেটাই হবে আমার মাতৃভূমি। শহীদের রক্ত যে-ভূখণ্ডে পতিত হয়, সেই ভূখণ্ড সালতানাতে ইসলামিয়ার অংশ হয়ে যায়। সেই ভূখণ্ডকে কুফর থেকে পবিত্র করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরজ হয়ে দাঁড়ায়। আমাদের মা ও বোনেরা আমাদের প্রতিপালন করে আল্লাহর হাতে তুলে দিয়েছেন। তারা নিজেদের বুকে পাথর বেঁধে রেখেছেন এবং আমরা পুনরায় তাদের কোলে ফিরে যাব।'

'আপনার অন্তরে বাড়ি যাওয়ার, মাকে দেখার এবং ভাই-বোনের সঙ্গে মিলিত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা জাগে নিশ্চয়ই।' ফাওজিয়া আপ্লুত কণ্ঠে বলল।

'মানুষ যখন কামনার গোলাম হয়ে যায়, তখন কর্তব্য অসম্পাদিত থেকে যায়' – দাউদ বলল – 'ইসলামের একজন সৈনিককে জীবন কুরবান করার আগে আবেগ কুরবান করতে হয়। এই কুরবানি তোমাকেও দিতে হবে।'

ফাওজিয়া দাউদের আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে বলল– 'আপনি কি আমাকে আপনার সঙ্গে রাখবেন?'

'না।' দাউদের সুস্পষ্ট জবাব।

'দিনকয়েক আমার কাছে থাকতে পারবেন?' ফাওজিয়া জিজ্ঞেস করল।

'আমার কর্তব্য যদি প্রয়োজন মনে করে, তা হলে পারব' – দাউদ জবাব দিল – 'তা আমাকে কাছে রেখে কী করবে তুমি?'

www.pathagar.com

'আপনাকে আমার ভালো লাগে' – ফাওজিয়া অকপটে বলল – 'আপনার মুখ থেকে এমন আবেগমাখা মূল্যবান কথা শুনেছি, যা ইতিপূর্বে কখনও শুনিনি। আমার মন চায় আপনার সঙ্গে থাকি আর... ।'

'আমার পায়ে শিকল বেঁধো না ফাওজিয়া' – দাউদ বলল – 'নিজেকেও আবেগের শিকল থেকে মুক্ত রাখো। আমাদের সামনে বড় কঠিন পথ। পরস্পর হাতে হাত ধরে একসঙ্গে চলতে হবে বটে; কিন্তু একজন অপরজনের বন্দি হওয়া যাবে না।' দাউদ খানিক চিন্তা করে বলল– 'ফাওজিয়া, তুমি বেশি দূর আমার সঙ্গ দিতে পারবে না। আমার কাছে তোমার ইজ্জত অধিক মূল্যবান। পুরুষদের কাজ পুরুষরাই করবে। তার জন্য তোমাকে ভাবতে হবে না।'

সহসা ফাওজিয়ার মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গেল। তার ভিতর থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। দাউদকে মাথা থেকে পা পর্যন্ত একনজর দেখে নিয়ে কোনো কথা না বলে মোড় ঘুরিয়ে চলে যেতে উদ্যত হলো। দাউদ ফাওজিয়ার বাহুতে হাত রেখে এবং কাছে টেনে চোখে চোখ রেখে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল। ফাওজিয়া তার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে গেল এবং আবেগ-কম্পিত কণ্ঠে বলল– 'যে-কাজ পুরুষদের, তা নারীরাও করতে পারে। আমার সম্ভ্রম ভঙুর কাচ নয় যে, সামান্য আঘাতে ভেঙে যাবে। আমি আপনাকে আমার সম্ভ্রম পেশ করছি না। আপনাকে আমার ভালো লাগছে। আপনার কথাগুলো ভালো লাগছে। আপনি আমাকে যে-পথ দেখিয়েছেন, তাও আমার কাছে ভালো লেগেছে। আমি আপনার গা ঘেঁষে এজন্য দাঁড়িয়েছি, যাতে আমার ছোঁয়ায় আপনি আপনার মা কিংবা বোনের ঘ্রাণ লাভ করতে পারেন। আপনি বড্ড ক্লান্ত দাউদ ভাই। আমার ভাবী আমাকে অনেক জ্ঞান দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, পুরুষরা যখন ক্লান্ত হয়ে ঘরে ফিরে, তখন নারী ছাড়া কেউ তাদের ক্লান্তি দূর করতে পারে না। নারী না থাকলে পুরুষের আত্মা নির্জীব হয়ে যায়। আমার ভয় হচ্ছে, আপনার আত্মা যদি নির্জীব হয়ে যায়, তাহলে... ।'

দাউদ হেসে উঠল এবং ফাওজিয়ার গালে আলতো পরশে হাত বুলিয়ে বলল, 'তোমার এই সরল-সহজ কথাগুলো আমার আত্মটাকে সজীব করে তুলেছে।'

'আমার কোনো কথা আপনার অপছন্দ হয়নি তো' – ফাওজিয়া বলল – 'ভাইয়াকে বলবেন না কিন্তু।'

'না; বলব না' – দাউদ বলল – 'তোমার ভাইকে এ-ব্যাপারে কিছুই বলব না। আর তোমার কোনো কথায় আমি কষ্ট পাইনি।'

'আপনার-আমার গন্তব্য এক' – ফাওজিয়া বলল – 'মনের কথা কীভাবে ব্যক্ত করতে হয়, আমার জানা নেই।'

'তুমি তোমার মনের কথা ব্যক্ত করেই দিয়েছ ফাওজিয়া' – দাউদ বলল – 'আর আমিও তা বুঝে ফেলেছি। তুমি ঠিকই বলেছ, আমাদের গন্তব্য এক। কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না, পথে রক্তের নদী আছে, যার উপর কোনো পুল

www.pathagar.com

নেই। তুমি যদি চির দিনের জন্য আমাকে পেতে চাও, তা হলে আমাদের বিয়ে হবে কোনো এক রক্তাক্ত প্রান্তরে। তারপর যদি আমাদের লাশদুটো একটি অপরটি থেকে দূরে থাকে, তবু আমরা মিলিত হব। সত্যপথের পথিকদের বিয়ে পৃথিবীতে হয় না – হয় আকাশে। তাদের বরযাত্রী পথ অতিক্রম করে ছায়াপথে। তাদের বিয়ের উৎসবে সমস্ত আকাশকে তারকা দ্বারা সাজানো হয়।'

দাউদের সঙ্গে আলাপ শেষ করে ফাওজিয়া যখন ফিরে যেতে উদ্যত হলো, তখন তার ঠোঁটে হাসির ঝলক দেখা গেল, যে-হাসিতে আনন্দের তুলনায় প্রত্যয়ের প্রতিক্রিয়া বেশি পরিস্ফুট।

◆◆◆

আল-মালিকুস সালিহ'র নামে সাইফুদ্দীনের বার্তা নিয়ে যাওয়া কমান্ডার দুদিন পর ফিরে এল। কিন্তু মালিকুস সালিহ'র সঙ্গে তার দেখা হয়নি। বার্তাটা পৌঁছিয়ে তার লিখিত জবাব পাঠিয়ে দিতে বলে এসেছে সে। সাইফুদ্দীন কোথায় আছেন এবং যে-গৃহে অবস্থান করছেন, সেখানে কীভাবে আসতে হবে, বলে এসেছে কমান্ডার।

সাইফুদ্দীন তার পত্রের জবাবের অপেক্ষায় প্রহর গুণছেন। কিন্তু জবাব আসছে না। তার অস্থিরতা বৃদ্ধি পেতে লাগল। চার দিন অতিক্রান্ত হওয়ার পর তিনি খুব পেরেশেন হয়ে পড়লেন।

'নাকি আমি নিজেই হাল্ব যাব' – সাইফুদ্দীন তার নায়েব সালারকে বললেন – 'হাল্বের বাহিনী যদি সালাহুদ্দীন আইউবির সঙ্গে সমঝোতা করেই ফেলে, তা হলে নিজেদের ব্যাপারে ভাবতে হবে। গোমস্তগিনের উপর আস্থা রাখা যায় না। আমরা একা তো লড়াই করতে পারব না। তখন খ্রিস্টানদের সঙ্গে যোগাযোগ করে অন্য কোনো পরিকল্পনা ঠিক করে নিতে হবে।'

'আচ্ছা, আল-মালিকুস সালিহ সালাহুদ্দীন আইউবির সঙ্গে যে-সন্ধি করেছেন, তা থেকে কি তিনি ফিরে আসতে পারবেন?' নায়েব সালার জিজ্ঞেস করলেন।

'তা পারবেন' – কমান্ডার বলল – 'আমি তাদের যে-কজন সালার ও কমান্ডারের সঙ্গে কথা বলেছি, তারা বলেছে, আল মালিকুস সালিহ সালাহুদ্দীন আইউবিকে ধোঁকা দিয়েছেন। ধোঁকা যদি নাও দিয়ে থাকেন, তবু তাঁর অধিকাংশ সালার ও প্রশাসনিক কর্মকর্তা এই সন্ধিকে সমর্থন করে না। খ্রিস্টান উপদেষ্টারা তো এখনই আক্রমণের পক্ষপাতী।'

'আপনাকে হাল্ব চলে যাওয়া উচিত' – নায়েব সালার বলল – 'আমি মসুল চলে যাই।'

'তুমি আবারও হাল্ব যাও' – সাইফুদ্দীন কমান্ডারকে বললেন – 'গিয়ে আল-মালিকুস সালিহকে বলো, আমি আসছি। তুমি আজই রওনা হয়ে যাও। কাল রাতে আমিও রওনা হব। তিনি হয়ত আমাকে সাক্ষাৎ দিতে রাজি হবেন না। নগরীর বাইরে আল-মাবারিক নামক স্থানে যে-একটা কূপ আছে, আমি সেখানে

www.pathagar.com

অবস্থান করব। আল-মালিকুস সালিহকে বলবে, তিনি যেন আমার সঙ্গে সেখানে গিয়ে সাক্ষাৎ করেন। যদি তিনি সাক্ষাৎ করতে সম্মত না হন, তা হলে ওখানেই এসে তুমি আমাকে অবহিত করবে।'

'আপনার একা যাওয়া কি ঠিক হবে?' নায়েব সালার জিজ্ঞেস করল।

'এসব এলাকায় কোনো ভয় নেই' – সাইফুদ্দীন বললেন – 'আমি রাতে রওনা হব। কেউ জানবে না, মসুলের শাসনকর্তা যাচ্ছেন।'

'সালাহুদ্দীন আইউবির গোয়েন্দা ও গেরিলাদের ফাঁদে পড়ার আশঙ্কা আছে' – নায়েব সালার বলল – 'আমাদের এক ইঞ্চি মাটিও নিরাপদ নয়।'

'আমাকে যেতেই হবে' – সাইফুদ্দীন বললেন – 'মাথায় ঝুঁকি বরণ করে নিতেই হবে। তুমি আজই মসুল রওনা হয়ে যাও। আমি আগামী রাতে হাল্‌বের উদ্দেশ্যে রওনা হব।'

যে-সময় সাইফুদ্দীন ও তার সঙ্গীদের মাঝে এসব কথোপকথন চলছিল, তখন দাউদ ও হারিছের কান দরজার সঙ্গে লাগা ছিল। এবার তারা সেখান থেকে সরে নিজকক্ষে চলে এল। দাউদ চিন্তায় পড়ে গেল। তাকে সাইফুদ্দীনের পিছু নিতে হবে। কিন্তু কীভাবে? দীর্ঘ ভাবনার পর তার মাথায় একটা বুদ্ধি এল।

'আমরা সাইফুদ্দীনের দেহরক্ষী সেজে তার সঙ্গে হাল্‌ব চলে যাব' – দাউদ হারিছকে বলল – 'আমরা আকস্মিকভাবে তার সামনে গিয়ে হাজির হব এবং বলব, আমরা আপনার ফৌজের সিপাই।'

'তিনি যদি বলে ফেলেন, তোমরা মসুল চলে যাও, তা হলে কী করব?' হারিছ জিজ্ঞেস করল।

'আমি আমার জাদু প্রয়োগ করার চেষ্টা করব।' দাউদ জবাব দিল।

'এই কৌশলও যদি ব্যর্থ হয়, তা হলে কী হবে?' হারিছ প্রশ্ন করল।

'তারপরও আমরা হাল্‌ব যাব না' – দাউদ বলল – 'আল-মালিকুস সালিহ যদি সালাহুদ্দীন আইউবির সঙ্গে সন্ধি করেই থাকেন, তা হলে সাইফুদ্দীন সেই সন্ধিকে বাতিল করানোর জন্য হাল্‌ব যেতে পারবেন না।' দাউদ হারিছকে বুঝিয়ে দিল তাকে কী করতে হবে।

সেই রাত। সাইফুদ্দীন রুদ্ধ কক্ষে তার নায়েব সালার ও কমান্ডারের কাছে বসে তাদের শেষবারের মতো নির্দেশনা দিচ্ছেন।

রাতের প্রথম প্রহর। সর্বপ্রথম কমান্ডার সেখান থেকে বের হলো। হারিছের পিতা তার ঘোড়ার বাঁধন খুলে দিলেন। কিছুক্ষণ পর নায়েব সালারও বেরিয়ে গেল। সাইফুদ্দীন এখন একা। তিনি শুয়ে পড়লেন। হঠাৎ কক্ষের দরজা প্রবলবেগে খুলে গেল। তিনি ভয় পেয়ে উঠে বসলেন এবং বিস্ফারিত চোখে তাকালেন। ফাওজিয়া আপাদমস্তক উল্লসিত হয়ে ঢুকেই সাইফুদ্দীনের পাশে বসে তার হস্তদ্বয় ঝাঁপটে ধরল।

www.pathagar.com

'ভাইয়া এসে পড়েছেন' – ফাওজিয়া আনন্দে পাগলপারা সেজে বলল – 'সঙ্গে তার এক বন্ধুও এসেছেন।'

'তুমি কি তাদের বলেছ, আমি এখানে আছি?' সাইফুদ্দীন জিজ্ঞেস করলেন।

'হ্যাঁ' – ফাওজিয়া বলল – 'আমি বলে দিয়েছি। শুনে তারা আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়েছেন। তারা আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চান।'

'নিয়ে আসো।' সাইফুদ্দীন বললেন।

◆ ◆ ◆

দাউদ ও হারিছ সাইফুদ্দীনের কক্ষে প্রবেশ করে তাকে সামরিক কায়দায় সালাম জানাল। সাইফুদ্দীন তাদের তার পাশে বসতে ইঙ্গিত করলেন। তারা আদবের সঙ্গে বসে পড়ল। দাউদ ও হারিছ পোশাক ও মুখমণ্ডলে ধূলি মেখে এসেছে। তারা এমনভাবে শ্বাস ফেলছে, যেন দীর্ঘ পথপরিক্রমার দরুন ক্লান্ত এবং এইমাত্র এসে পৌঁছেছে। সাইফুদ্দীন জিজ্ঞেস করলেন– 'তোমরা কোন ইউনিটের সদস্য ছিলে?'

হারিছ যেহেতু তারই ফৌজের সৈনিক, তাই সে-ই সব প্রশ্নের উত্তর দিল। দাউদ চুপচাপ বসে থাকল। তার তো কিছুই জানা নেই।

'তোমরা এত দিন কোথায় ছিলে?' সাইফুদ্দীন জিজ্ঞেস করলেন।

'আমাদের ফৌজ কীভাবে পিছপা হয়েছে বলতে লজ্জা লাগছে' – দাউদ মুখ খুলল – 'আমাদের পিছপা হওয়ার মতোই পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু একে সঙ্গে নিয়ে আমি একটা পাথরখণ্ডের আড়ালে লুকিয়ে সালাহুদ্দীন আইউবির ফৌজের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করতে থাকি। আমরা লক্ষ্য রাখি, আইউবির বাহিনী আমাদের ধাওয়া করতে আসছে, নাকি কোথাও ছাউনি ফেলছে। আমি গোয়েন্দাগিরি করতে শুরু করি। আপনার বোধ হয় স্মরণ আছে, খ্রিস্টান উপদেষ্টাদের দ্বারা আপনি গেরিলা বাহিনী গঠন করেছিলেন। আমিও এক বাহিনীতে ছিলাম। আমি অত্যন্ত মনোযোগসহকারে প্রশিক্ষণ নিয়েছিলাম। যুদ্ধের সময় এই প্রশিক্ষণ অনেক কাজে এসেছে। যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলে আমি আমার এই যোগ্যতাকে কাজে লাগাই। ভাবলাম, পালাতেই যদি হয়, তা হলে আপন ফৌজের জন্য দুশমনের কিছু তথ্যও নিয়ে যাব। ইতিমধ্যে হারিছ ভাইকে পেয়ে গেলাম। তাকে সঙ্গে রেখে দিলাম। সালাহুদ্দীন আইউবির ফৌজ অগ্রসর হতে থাকল আর আমরা তাদের পর্যবেক্ষণ করতে থাকলাম। সে-সময় যদি আমাদের সঙ্গে জনাদশেক সৈন্যও থাকত, তা হলে কমান্ডো হামলা চালিয়ে আমরা তাদের অনেক ক্ষতি করতে পারতাম।

'আমরা সালাহুদ্দীন আইউবির বাহিনীকে তুর্কমান অঞ্চলে ছাউনি ফেলতে দেখেছি। তারা যেভাবে তাঁবু স্থাপন করেছে, তাতে প্রতীয়মান হচ্ছে, তারা সেখানে দীর্ঘ সময় অবস্থান করবে। আমার আক্ষেপ লাগছে, আমাদের বাহিনী ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পালিয়ে এসেছে। আপনি একে জিজ্ঞেস করুন, আমরা

www.pathagar.com

শত্রুবাহিনীর যে-লাশ দেখেছি, তার সংখ্যা কয়েক হাজার হবে। আর আহতদের তো কোনো হিসাবই নেই। আমরা রাতে তাদের ছাউনির কাছে গিয়ে দেখেছি। আল্লাহ্ আকবার! জখমিদের আর্তনাদ সহ্য করার মতো নয়। আমাদের মনে হলো, তাদের অর্ধেক সৈন্যই যেন আহত।

'আমীরে মুহতারাম, আল্লাহ আপনার মর্যাদা বুলন্দ করুন। এই মুহূর্তে আমাদের করণীয় কী আপনিই ভালো জানেন। আমরা আপনার দাসানুদাস – যা আদেশ করবেন, তা-ই পালন করব। আমার বিশ্বাস, সালাহুদ্দীন আইউবির বাহিনী এই মুহূর্তে পুনরায় যুদ্ধ করতে সক্ষম নয়। আপনি যদি এক্ষুনি আপনার বাহিনীকে একত্রিত করে হামলা করেন, তা হলে আইউবিকে দামেশ্ক তাড়িয়ে নিতে সক্ষম হবেন।'

সাইফুদ্দীন গভীর মনোযোগসহকারে দাউদের রিপোর্ট শুনলেন। পরাজিত বিধায় তিনি এমনসব সান্ত্বনাদায়ক কথাবার্তা শুনতে উদগ্রীব ছিলেন যে, তিনি আসলে পরাজিত হননি কিংবা পলায়ন করেননি। দাউদ তার সেই চাহিদাটাই পূরণ করছে। সাইফুদ্দীনের দুর্বলতাই বলতে হবে যে, দাউদের বক্তব্যে তার হৃদয়ে স্বস্তি ও শান্তি ফিরে এসেছে।

'আমরা মসুল যাচ্ছিলাম' – দাউদ বলল – 'হারিছের গ্রামটা পথে বিধায় ও বলল, ক্ষণিকের জন্য বাড়িতে ঢুকে সকলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে যাব। কিন্তু এখানে এসেই শুনতে পেলাম, আপনি এখানে আছেন। প্রথমে বিশ্বাস হয়নি। বিষয়টা এতই অবিশ্বাস্য যে, আপনাকে দেখার পর এখনও যেন বিশ্বাস হচ্ছে না, আপনি এখানে। রিপোর্টটা আপনাকে অবহিত করা প্রয়োজন ছিল। ভাগ্য ভালো যে, আপনাকে এখানেই পেয়ে গেলাম।'

'তোমাদের বক্তব্য শুনে আমি অত্যন্ত খুশি হয়েছি' – সাইফুদ্দীন রাজকীয় ভঙ্গিতে বললেন – 'এই বীরত্বের জন্য তোমাদের পুরস্কৃত করা হবে।'

'আমাদের জন্য এর চেয়ে বড় পুরস্কার আর কী হতে পারে যে, আমরা আপনার পাশাপাশি বসে আপনার সঙ্গে কথা বলছি' – হারিছ বলল – ' আপনার জন্য জীবন উৎসর্গ করতে পারলেই বরং আমরা ধন্য হব।'

'জানতে পারলাম, এখানে আপনার সঙ্গে আরও লোক আছে।' দাউদ বলল।

'তারা চলে গেছে' – সাইফুদ্দীন জবাব দিলেন – 'আমিও চলে যাব।'

'বে-আদবি মাফ করলে জিজ্ঞেস করব, আপনি এখানে কতদিন থাকবেন' – হারিছ বলল – 'এবং কোথায় যাবেন? আমি লজ্জিত যে, আমার স্বজনরা আপনাকে এই ভাঙা কক্ষে থাকতে দিয়েছেন এবং মেঝেতে বসিয়ে রেখেছেন।'

'এটাই আমার কামনা ছিল' – সাইফুদ্দীন বললেন – 'এখানে আমি আরও দিনকয়েক কাটাতে চাই। তোমরা কিন্তু কাউকে বলবে না, আমি এখানে আছি।'

'তারপর আপনি কোথায় যাবেন?' দাউদ জানতে চাইল।

'আগে হাল্‌ব যাব' – সাইফুদ্দীন উত্তর দিলেন – 'সেখান থেকে মসুল যাব।'

www.pathagar.com

'কিন্তু আপনি যে একা' – দাউদ বলল – 'আপনার তো দেহরক্ষী প্রয়োজন।'

'এই অঞ্চলে কোনো আশঙ্কা নেই' – সাইফুদ্দীন বললেন – 'একা-একাই যেতে পারব।'

'গোস্তাখি মাফ করবেন' – দাউদ বলল – 'এই অঞ্চলকেও আপনি শত্রুমুক্ত ভাববেন না। আমি যা জানি, আপনি তা জানেন না। সালাহুদ্দীন আইউবির কমান্ডোরা ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাদের কেউ যদি আপনাকে চিনে ফেলে, তা হলে আমাদের দুজনকে আজীবন আক্ষেপ করতে হবে, কেন আমরা আপনার সঙ্গে গেলাম না। আমরা এখানে ঘটনাক্রমে এসে পড়েছি। আমাদের সঙ্গে ঘোড়াও আছে, অস্ত্রও আছে। আপনি বললে আমরা আপনার সঙ্গ দিতে পারি। তা ছাড়া একজন রাজার একাকি সফর করা বেমানানও বটে।'

সাইফুদ্দীনের দেহরক্ষীর প্রয়োজন আছে বটে। মুখে যাই বলুন, অন্তরটা তার ভয়ে কাঁপছে। দাউদ তাকে আরও ভীত করে তুলল। তিনি বললেন– 'ঠিক আছে; তোমরা প্রস্তুত হয়ে নাও। আমরা আগামী রাতে রওনা হব।'

দাউদ ও হারিছ কক্ষ থেকে বেরিয়ে গেল। সাইফুদ্দীন ফাওজিয়ার অপেক্ষায় বসে আছেন। কিন্তু আজ আর ফাওজিয়া তার কক্ষে এল না। দিনে দাউদ ও হারিছ তাকে খাবার খাওয়াল।

দিন শেষে রাত এল।

◆◆◆

আল-মালিকুস সালিহ, সাইফুদ্দীন ও গোমস্তগিন যে-স্থানে বসে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবির উপর আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছিল, সেখান থেকে খানিক দূরে খ্রিস্টান কমান্ডার ও সম্রাটদের কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হচ্ছিল। তারা আল-মালিকুস সালিহ, সাইফুদ্দীন ও গোমস্তগিনের সম্মিলিত বাহিনীর পরাজয় নিয়ে পর্যালোচনা করছে। এদের প্রায় সকলেই সুলতান আইউবির মোকাবেলায় পরাজিত সৈনিক।

'এই তিন মুসলিম ফৌজের পরাজয় মূলত আমাদেরই পরাজয়' – রেমন্ড বললেন – 'আমি যতটুকু জানি, সালাহুদ্দীন আইউবির বাহিনীতে সৈন্য বেশি ছিল না।'

'আপনার সঙ্গে আমি একমত নই' – ফরাসি সম্রাট রেজিনাল্ড বললেন – 'আমাদের উদ্দেশ্য কখনও এটা নয় যে, মুসলমানরা যখন পরস্পর সংঘাতে লিপ্ত হবে, তখন তাদের কোনো পক্ষ জয়ী কিংবা পরাজিত হোক। বরং আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে, মুসলমান পরস্পর লড়তে থাকবে আর তাদের একটা পক্ষ আমাদের হাতে খেলতে থাকবে। আমাদের সর্বাপেক্ষা ঘৃণ্য ও ভয়ংকর শত্রু হলেন সালাহুদ্দীন আইউবি। আমরা চাই তার মুসলমান ভাইয়েরা তার পথে প্রতিবন্ধক হয়ে থাকুক এবং তার শক্তি বিনষ্ট করতে থাকুক। তার মুসলমান প্রতিপক্ষের শক্তিও যদি নষ্ট হয়, হতে থাকুক। এমনও হতে পারে, সালাহুদ্দীন

www.pathagar.com

আইউবিকে পরাস্ত করে তার প্রতিপক্ষ মুসলমানরা আমাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে যাবে।'

'আমি আপনাদের মুসলিম অঞ্চলসমূহ ও শাসকদের পূর্ণ বিবরণ শোনাতে চাই, যা আমাদের উপদেষ্টারা প্রেরণ করেছে' – এক কমান্ডার বলল – 'সালাহুদ্দীন আইউবির প্রতিপক্ষ তিন বাহিনীর অবস্থা হলো, সৈন্যদের মাঝে যুদ্ধ করার স্পৃহা আশঙ্কাজনকভাবে কমে গেছে। তাদের ব্যাপক দৈহিক ক্ষতি হয়েছে এবং বিপুলসংখ্যক অস্ত্র ও মালপত্র খোয়া গেছে। তারা তাৎক্ষণিকভাবে পুনরায় যুদ্ধ করতে সক্ষম ছিল না। আমরা তাদের যে-উপদেষ্টা দিয়ে রেখেছি, তারা অনেক কষ্ট করে মুসলিম শাসকদের সালাহুদ্দীন আইউবির উপর হামলা করার জন্য প্রস্তুত করে তুলেছে। সালাহুদ্দীন আইউবি হুবাবুত তুর্কমানের একটি মনোরম জায়গায় ছাউনি ফেলে সেখানে অবস্থান করছেন। তিনি তাৎক্ষণিকভাবে অগ্রযাত্রা স্থগিত রেখেছেন। আমাদের খ্রিস্টান উপদেষ্টা প্রাণপণ চেষ্টা করে যাচ্ছে, হাল্‌ব, হররান ও মসুলের বাহিনী যে-অবস্থায়ই থাকুক না কেন, কালবিলম্ব না করে পুনরায় আক্রমণ করুক। আমি আশাবাদী, তারা সালাহুদ্দীন আইউবিকে অসতর্ক অবস্থায় ঘায়েল করে ফেলতে সক্ষম হবেন। আইউবিকে হত্যা করার এ-মুহূর্তে এটাই উপযুক্ত পন্থা।'

'আর এই পন্থাটি সম্ভবত সফল হবে না' – ফিলিপ অগাস্টাস বললেন – 'কেননা, আইউবি কখনও বেখবর বসে থাকে না। তার গোয়েন্দাবিভাগ সর্বক্ষণ সজাগ ও তৎপর থাকে। যে-ঘটনা বা যে-হামলা দুদিন পরে সংঘটিত হবে, তার সংবাদ তিনি দুদিন আগেই পেয়ে থাকেন। আমাদের যেসব উপদেষ্টা মুসলমানদের সঙ্গে আছে, তাদের জোরালোভাবে বলে দেওয়া প্রয়োজন, যেন তারা তাদের গোয়েন্দা-তৎপরতা তীব্রতর করে এবং গোয়েন্দাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করে। তাদের দায়িত্ব অর্পণ করুন, যেন তারা সমগ্র অঞ্চলে ঘুরে বেড়ায় এবং আইউবির গোয়েন্দাদের ধরে ফেলে। মুসলমান সৈন্যরা যখন হামলার জন্য যাত্রা করবে, তখন যেন আমাদের গুপ্তচর ও গেরিলা সৈন্যরা দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে পড়ে। কোথাও সন্দেহভাজন কাউকে দেখলে যেন ধরে ফেলে। পথচারীদের ধরে ফেলতে হবে। উদ্দেশ্য থাকবে, আইউবি যেন হামলার সংবাদ তখন পায়, যখন তার মুসলমান ভাইয়ের ঘোড়া তার ছাউনি এলাকায় ঢুকে তার সৈন্যদের যমের হাতে তুলে দিতে শুরু করে।'

'এ-সংবাদও এসেছে যে, সালাহুদ্দীন আইউবি তার অধিকৃত এলাকাগুলো থেকে সেনাভর্তি নিচ্ছেন। মানুষ দলে-দলে তার বাহিনীতে ভর্তি হচ্ছে' – অপর এক কমান্ডার বলল – 'এই ধারা প্রতিহত করতে হবে। তার একটি পন্থা হলো, যা আমরা পূর্ব থেকেই প্রয়োগ করে আসছি যে, কালবিলম্ব না করে তার উপর হামলা চালাতে হবে, যাতে তিনি প্রস্তুতি গ্রহণের সুযোগ না পান। দ্বিতীয় পন্থা হলো, ওইসব এলাকায় চরিত্র-বিধ্বংসী সেই অভিযান পরিচালনা করতে হবে, যা

www.pathagar.com

আমরা মিসরে পরিচালনা করেছিলাম। এটা সত্য যে, এ-ধরনের অভিযানে আমাদের বহু পুরুষ ও কয়েকটা মূল্যবান মেয়ে ধরা পড়েছিল এবং মারা গিয়েছিল। কিন্তু এই ত্যাগ তো দিতেই হবে। আমরাও তো মারা যাচ্ছি। ক্রুশের খাতিরে প্রয়োজন হলে আমাদের জীবন দিতে হবে এবং আমাদের সন্তানদেরও ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নামাতে হবে। যেকোনো ত্যাগের বিনিময়ে হোক, মুসলমানদের চেতনার উপর আঘাত হানতেই হবে। আমি স্বীকার করছি, আমরা সালাহুদ্দীন আইউবিকে এই ভূখণ্ড থেকে বিতাড়িত করতে পারব না। লোকটা মিসরেও ঝেঁকে বসেছে এবং এখানেও এসে পৌঁছেছে। তার সাফল্যের এক কারণ তো এই যে, তিনি রণাঙ্গনের রাজা। দ্বিতীয় কারণ, তিনি বিচক্ষণ ও দক্ষ সেনানায়ক। তৃতীয় মৌলিক কারণটা হলো, তিনি তার সৈনিকদের মাঝে জাতীয় চেতনা ও ধর্মীয় উন্মাদনা সৃষ্টি করে রেখেছেন। আমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করাকে তারা পবিত্র ধর্মীয় কাজ মনে করে। সে-কারণেই তার কমান্ডোসেনারা আমাদের বাহিনীর উপর সিংহের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে। তাদের এই বিশ্বাস ও উন্মাদনাকে ধ্বংস করতে হবে।'

'আমরা বরাবরই মানুষের সেই দুর্বলতা থেকে উপকৃত হয়েছি, যাকে পলায়নপরতা ও বিলাসপ্রিয়তা নামে অভিহিত করা হয়' – ফিলিপ অগাস্টাস বললেন – 'যেসব মুসলমানের কাছে বিত্ত আছে, তারা শাসক হতে চায়। আমরা তাদের এই দুর্বলতাটাকেই কাজে লাগিয়েছি। আমাদের নতুন কোনো পন্থা আবিষ্কার করার প্রয়োজন নেই। তবে আমাদের আরও একটি অভিযান শুরু করতে হবে। তা হলো আইউবির বিরুদ্ধে ঘৃণা সৃষ্টির অভিযান। যতসব অবমাননাকর দুর্নাম আছে, তার নামে প্রচার করতে হবে। কিন্তু এ-কাজটা তোমরা করবে না – মুসলমানদের দ্বারা করাতে হবে। প্রতিপক্ষ ও শত্রুপক্ষের দুর্নাম করতে হলে নীতি-নৈতিকতার তোয়াক্কা করা চলবে না। সব সময় নিজেদের স্বার্থকে সামনে রেখে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। তোমার শত্রু মর্যাদা ও খ্যাতির দিক থেকে যত উঁচুমানের, তার বিরুদ্ধে তত নিচু ও হীন অপবাদ আরোপ করতে হবে। শতজনের মধ্য থেকে কমপক্ষে পাঁচজন তোমার কথায় বিশ্বাস স্থাপন করবে।'

'এই ফাঁকে তোমাদের যুদ্ধ প্রস্তুতি অব্যাহত রাখো' – এক কমান্ডার বলল – 'আমরা প্রচুর সময় পেয়ে গেছি। আপনি অত্যন্ত দক্ষতা ও সফলতার সঙ্গে মুসলমানদের মাঝে ক্ষমতাপূজার ব্যাধি সৃষ্টি করে তাদের পরস্পর সংঘাতে লিপ্ত করিয়ে দিয়েছেন। আমরা যদি মুসলমানদের মাঝে আমাদের বন্ধু তৈরি না করতাম, তা হলে আজ সালাহুদ্দীন আইউবি ফিলিস্তিনে অবস্থান করতেন। আমরা তারই স্বজাতিকে তার পথে দাঁড় করিয়ে দিয়েছি।'

'আমি বিস্মিত' – রেমন্ড বললেন – 'এই মুসলমানরাই আবার আইউবির বাহিনীর সৈনিক। তারা এক-একজন আমাদের দশজন সৈনিকের মোকাবেলায়ও

www.pathagar.com

শক্তিশালী। আবার এই মুসলমানরাই আইউবির প্রতিপক্ষ বাহিনীতে যোগ দিয়ে এমন কাপুরুষে পরিণত হয়ে যায় যে, শোচনীয় পরাজয়বরণ করে তারা পালিয়ে প্রাণ বাঁচাতে বাধ্য হয়। বিষয়টা আমার কাছে সত্যিই বিস্ময়কর লাগে।'

'এটা বিশ্বাস ও চেতনার কারসাজি, যাকে মুসলমানরা ঈমান বলে থাকে' – রেজিনাল্ড বললেন – 'যে-সৈনিক বা সেনাপতি নিজের ঈমান নিলাম করে দেয়, তার যুদ্ধের স্পৃহা নিঃশেষ হয়ে যায়। জীবন আর সম্পদই তার অধিকতর প্রিয় হয়। এ-কারণেই আমরা মুসলমানদের চরিত্র ও নৈতিকতা ধ্বংস করাকে বেশি আবশ্যক মনে করি। তাদের মধ্যে যৌনতা ও নেশার অভ্যাস সৃষ্টি করে দাও। দেখবে, তোমাদের সব কেল্লা জয় হয়ে যাবে।'

এই সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো, তিন মুসলিম বাহিনীকে হাল্‌বে একত্রিত করে একক কমান্ডে রাখা হবে। তবে কৌশলে তাদের মাঝে পরস্পর বিরোধও জিইয়ে রাখা হবে। তাদেরকে আবশ্যক পরিমাণ সাহায্য সরবরাহ করা হবে।'

◆◆◆

রাতের দ্বিতীয় প্রহর। হারিছের গ্রামের সবাই গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন। তার বাড়ি থেকে তিনটা ঘোড়া বের হলো। একটার আরোহী সাইফুদ্দীন, একটাতে হারিছ ও অপরটায় দাউদ। হারিছ ও দাউদের হাতে বর্শা। তাদের বিদায় জানাতে হারিছের পিতা, বোন ও স্ত্রী ঘরের দরজায় দণ্ডায়মান। সাইফুদ্দীনের দৃষ্টি ফাওজিয়ার উপর নিবদ্ধ। কিন্তু ফাওজিয়ার চোখ আটকে আছে দাউদের উপর। সাইফুদ্দীন ও আপন ভাইয়ের উপস্থিতি উপেক্ষা করে দাউদের প্রতি একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে ফাওজিয়া। কিছুক্ষণের মধ্যে উভয় দিক থেকে 'আল্লাহ হাফেজ, আল্লাহ হাফেজ' শব্দ ভেসে উঠল। তিনটা ঘোড়া সম্মুখপানে এগুতে শুরু করল।

ঘোড়াগুলো অন্ধকারের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। ফাওজিয়া তাদের পায়ের শব্দ শুনতে থাকল। ধীরে-ধীরে অশ্বক্ষুরধ্বনি ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হতে থাকল। পাশাপাশি ফাওজিয়ার কানে দাউদের কণ্ঠ উঁচু হতে শুরু করল– 'সত্যপথের পথিকদের বিবাহ আকাশে অনুষ্ঠিত হয়...।'

ফাওজিয়া দরজা বন্ধ করে নিজকক্ষে গিয়ে শুয়ে পড়ল। কিন্তু তার আশপাশে দাউদের কণ্ঠ গুঞ্জরিত হয়েই চলেছে। হঠাৎ তার মনে প্রশ্ন জাগল– আচ্ছা, আমি কি সত্যিই দাউদকে বিয়ে করতে চাই? লজ্জায় মাথাটা নুয়ে পড়ল ফাওজিয়ার। নিজের প্রতি রাগ এল। দাউদের বক্তব্য মনে পড়ে গেল– 'পথে রক্তের নদীও আছে, যার উপর কোনো সেতু নেই।' ফাওজিয়ার হৃদয়সাগরে রক্তের ঢেউ জেগে উঠল। বিয়ে-কল্পনা একটা অর্থহীন ভাবনায় পরিণত হয়ে মাথা থেকে উবে গেল।

সাইফুদ্দীন ও তার দেহরক্ষীরা রাতটা সফরে অতিবাহিত করল। এখন ভোরবেলা। সাইফুদ্দীন আগে-আগে চলছেন। দাউদ ও হারিছ এতটুকু পিছনে যে, তাদের কথাবার্তা সাইফুদ্দীনের কানে পৌঁছছে না।

www.pathagar.com

'জানি না, তুমি আমাকে কেন বারণ করছ?' – হারিছ ঝাঁজালো কণ্ঠে বলল – 'এখানে যদি আমরা তাকে খুন করে লাশটা কোথাও পুঁতে রাখি, কেউ টেরও পাবে না।'

'তাকে জীবিত রেখে আমরা তার গোটা বাহিনীকে হত্যা করতে পারব' – দাউদ বলল – 'ইনি মারা গেলে এর বাহিনীর কমান্ড অন্য কেউ হাতে তুলে নেবে। আমাকে তথ্য জানতে হবে। তুমি নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখো।'

বেলা দ্বিপ্রহর। হালবের মিনার দেখা যাচ্ছে। খানিক দূরে প্রাকৃতিক কূপসমৃদ্ধ আল-মাবারিকের সবুজ-শ্যামল এলাকা। কাফেলা সেই জায়গায় পৌঁছে গেল। সাইফুদ্দীন তার যে-কমান্ডারকে আল-মালিকুস সালিহ'র কাছে প্রেরণ করেছিলেন, সে ছুটে এসে জানাল, আল-মালিকুস সালিহ আপনার অপেক্ষা করছেন। আল-মাবারিকের শ্যামলিমায় প্রবেশ করামাত্র সাইফুদ্দীনকে স্বাগত জানাতে আগে থেকে দাঁড়িয়ে থাকা দুজন সালার এগিয়ে এসে তাকে অভিবাদন জানাল। সাইফুদ্দীন আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করলেন, আমার তাঁবুটা কূপের পাড়ে স্থাপন করা হোক। আমি এখানেই অবস্থান করব।

তিনি আল-মালিকুস সালিহ'র মহলে যেতে কেন অনীহ ছিলেন, ইতিহাসে এ-প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় না। দাউদ ও হারিছকে তিনি নিজের সঙ্গে রাখলেন। তার জন্য অত্যন্ত মনোরম ও প্রশস্ত তাঁবু স্থাপন করা হলো। চাকর-বাকরও এসে পড়েছে। প্রাসাদের চিত্র ফুটে উঠেছে তার তাঁবুতে। আল-মালিকুস সালিহ তাকে নৈশভোজের জন্য কেল্লায় নিমন্ত্রণ জানালেন এবং সেখানেই দুজনের সাক্ষাতের পরিকল্পনা স্থির হলো।

◆◆◆

সন্ধ্যার পর সাইফুদ্দীন ও আল-মালিকুস সালিহ মুখোমুখি হলেন। কাজী বাহাউদ্দীন শাদ্দাদ তাঁর রোজনামচায় এই সাক্ষাতের বিবরণ এভাবে উল্লেখ করেছেন– 'অবশেষে সিদ্ধান্ত হলো, আল-মালিকুস সালিহ ও সাইফুদ্দীনের সাক্ষাৎ হবে। সাক্ষাৎ হলো দুর্গে। আল-মালিকুস সালিহ সাইফুদ্দীনকে স্বাগত জানালেন। সাইফুদ্দীন বালক রাজা আল-মালিকুস সালিহকে বুকে জড়িয়ে ধরে হাউমাউ করে কেঁদে উঠলেন। সাক্ষাতের পর সাইফুদ্দীন আল-মাবারিকের কূপের পাড়ে নির্মিত তার তাঁবুতে চলে গেলেন। সেখানে তিনি অনেক দিন অবস্থান করলেন।'

দুজন ঐতিহাসিক লিখেছেন, সাইফুদ্দীন আল-মালিকুস সালিহকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি আমার পত্রের জবাব দিলেন না কেন? কিন্তু প্রশ্ন শুনে আল-মালিকুস সালিহ বিস্মিত হলেন, না তো, আমি তো পরদিনই আপনার পত্রের লিখিত জবাব পাঠিয়ে দিয়েছি! তাতে আমি লিখেছি, আপনি চিন্তা করবেন না। এই সন্ধিচুক্তি স্রেফ প্রতারণা। সময় নিতেই আমি আইউবির সঙ্গে এই প্রতারণার কৌশল অবলম্বন করেছিমাত্র।'

www.pathagar.com

'আমি আপনার কোনো পত্র পাইনি' – সাইফুদ্দীন বললেন – 'আমি তো এই ভেবে অস্থির হয়ে উঠেছিলাম যে, আপনি সালাহুদ্দীন আইউবির সঙ্গে সন্ধি করে ভুল করেছেন এবং আমাদের ধোঁকা দিয়েছেন।'

আল-মালিকুস সালিহ'র সঙ্গে তার দুজন সালারও ছিল। যার মাধ্যমে বার্তাটি প্রেরণ করা হয়েছিল, তারা তৎক্ষণাৎ তাকে ডেকে পাঠাল। সে এসে কোন দূত পত্র নিয়েছিল, তার নাম জানাল। কিন্তু খুঁজতে গিয়ে জানা গেল, যেদিন সে বার্তা নিয়ে গিয়েছিল, সেদিনের পর থেকে আর তাকে দেখা যায়নি। তুমুল দৌড়-ঝাঁপ ও ছোটাছুটি শুরু হয়ে গেল। কিন্তু দূতের কোনো সন্ধান পাওয়া গেল না। লোকটার বাড়ি কোথায় কেউ জানে না। এখানে যে-জায়গায় থাকত, সেখানে তার বিছানাপত্র পড়ে আছে। কিন্তু নিজে নেই। সে এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বার্তা সালাহুদ্দীন আইউবির হাতে পৌঁছিয়ে দিতে পারে, এমন কল্পনাও কারও মনে ছিল না।

বিষয়টি আল-মালিকুস সালিহ'র খ্রিস্টান উপদেষ্টাকে অবহিত করা হলো। তারা অভিমত ব্যক্ত করল, দূত হয়ত সালাহুদ্দীন আইউবির গুপ্তচর ছিল কিংবা সাইফুদ্দীনের নিকট যাওয়ার পথে আইউবির গেরিলাদের হাতে ধরা পড়ে গেছে এবং তারা তাকে হত্যা করে ফেলেছে। তবে ঘটনা যা-ই হোক, এটা নিশ্চিত যে, এই ঘটনার পর সালাহুদ্দীন আইউবি তার যুদ্ধপ্রস্তুতি নিশ্চয় তীব্র করে তুলেছেন। এমনও হতে পারে, এখন তিনিই আগে হামলা করে বসবেন। এর মোকাবেলায় আমাদের সব কটি বাহিনীকে যত দ্রুত সম্ভব একত্রিত করে আইউবির উপর আক্রমণ চালাতে হবে।'

খ্রিস্টানদের এটাই কামনা যে, মুসলমানদের মাঝে যুদ্ধ অব্যাহত থাকুক। একই দিনে মসুল ও হাররানে বার্তা পাঠানো হলো যে, বাহিনী যে-অবস্থায় থাকুক-না কেন, এক্ষুনি হাল্‌ব পাঠিয়ে দেওয়া হোক। হাররানের শাসনকর্তা গোমস্তগিন কিছুটা ইতস্তত করলেও বৈঠকে বসে সকলের মঝে প্রকাশ্য বিরোধিতা করলেন না। এ-সিদ্ধান্তও গ্রহণ করা হলো যে, সব কটি বাহিনী এক হাইকমান্ডের অধীনে কাজ করবে এবং সুপ্রিম কমান্ডার থাকবেন সাইফুদ্দীন। গোমস্তগিন তার বাহিনীকে পাঠিয়ে দিলেন বটে; কিন্তু নিজে হাল্‌বে বসে থাকাই ভালো মনে করলেন। তিনি সাইফুদ্দীনের নেতৃত্ব মেনে নিতে পারলেন না।

দু-তিন দিনে বাহিনীত্রয় হাল্‌ব এসে একত্র হয়ে গেল। খ্রিস্টানরা অস্ত্র ও অন্যান্য সামানপত্র পাঠিয়ে দিল। তারা প্রয়োজন অনুপাতে আরও সাহায্য দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বাহিনী রওনা করিয়ে দেয়। তাড়াহুড়ো করে আক্রমণের পরিকল্পনা ঠিক করা হলো। এই অভিযানের সংবাদ গোপন রাখার জন্য রাতে পথচলা এবং দিনে নিরাপদ স্থানে অবস্থান করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। তা ছাড়া বাহিনীর নিরাপত্তার জন্য বিপুলসংখ্যক কমান্ডোসেনা পথের ডানে-বাঁয়ে এই বলে ছড়িয়ে দেওয়া হয় যে, কোনো পথিকও যদি চোখে পড়ে, ধরে হাল্‌ব পাঠিয়ে দেবে, যাতে অভিযানের সংবাদ গোপন থাকে।

www.pathagar.com

রওনার প্রাক্কালে সাইফুদ্দীন দাউদ ও হারিছকে ডেকে তাদের ধন্যবাদ জানিয়ে বললেন– 'তোমরা বিপদের সময় আমার সঙ্গ দিয়েছ। যুদ্ধের পর তোমাদের পদোন্নতি দেওয়া হবে এবং পুরস্কারও পাবে।' তিনি হারিছকে বললেন– 'আমার মাথার উপর তোমার বোনের একটি কর্তব্য আছে। আমি তার সম্মুখে তখন যাব, যখন আমি এই কর্তব্য আদায় করার যোগ্য হব।' হারিছকে বিস্মিত হতে দেখে তিনি বললেন– 'ফাওজিয়া বলেছিল, আপনি যদি সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবির তরবারি নিয়ে এবং তার ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে আসতে পারেন, তখন আমি আপনার সঙ্গে চলে যাব...। হারিছ, আমি যদি জয়ী হয়ে ফিরে আসতে পারি, তা হলে তোমার বোন মসুলের রানি হবে।'

'ইনশাআল্লাহ' – হারিছ বলল – 'আমরা আপনাকে বিজয়ী বেশেই ফিরিয়ে আনব। আচ্ছা, তিন বাহিনী কি একত্রে যাচ্ছে?'

'হ্যাঁ' – সাইফুদ্দীন জবাব দিলেন – 'আর আমি এই সম্মিলিত বাহিনীর প্রধান সেনাপতি থাকব।'

'জিন্দাবাদ' – দাউদ স্লোগান দিয়ে উঠল – 'এবার পালাবার পালা আইউবির।'

দাউদ ও হারিছ ভৃত্যসুলভ কথাবার্তা বলল। সাইফুদ্দীনকে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে এবং বারবার ফাওজিয়ার নাম উল্লেখ করে তার থেকে যুদ্ধের পরিকল্পনা ও গতিবিধি জেনে নিল।

'তোমরা নিজবাহিনীতে চলে যাও' – সাইফুদ্দীন বললেন – 'আমার রক্ষীবাহিনী এসে পড়েছে। আমি তোমাদের আজীবন স্মরণ রাখব।'

◆◆◆

রাতের একটা উপযুক্ত সময়ে তিন বাহিনী রওনা হলো। দাউদ ও হারিছ মসুলের একটি ইউনিটে গিয়ে যোগ দিল। হারিছ অনেকেরই পরিচিত। আগে সে এ-বাহিনীতেই কাজ করেছে। দাউদকে কেউ চেনে না। হারিছ তাকে মসুলের শাসনকর্তা সাইফুদ্দীনের প্রেরিত লোক বলে পরিচয় করিয়ে দিল। ব্যস্ততার কারণে কেউ দাউদকে যাচাই করে দেখবার সুযোগ পায়নি।

তিন সারিতে সম্মুখপানে এগিয়ে চলছে তিন বাহিনী। মধ্যরাত পর্যন্ত চলার পর বাহিনী একটা পার্বত্য এলাকায় এসে উপনীত হলো। ফলে সৈন্যদের সারিবিন্যাস অক্ষুণ্ন রাখা অসম্ভব হয়ে পড়ল। দাউদ হারিছকে বলল– 'এটাই মোক্ষম সুযোগ। চলো; পালাই।'

রাতের অন্ধকারকে পুঁজি করে দুজন ধীরে-ধীরে নিজ-নিজ ঘোড়া একদিকে সরিয়ে নিতে এবং বাহিনী থেকে আলাদা হতে থাকল। দাউদের পরিকল্পনা হলো, দূরে গিয়ে তীব্রগতিতে ঘোড়া হাঁকিয়ে পালিয়ে যাবে। দিনে বাহিনীগুলো ছাউনি ফেলে অবস্থান গ্রহণ করবে আর তারা তুর্কমান পৌঁছে সালাহুদ্দীন আইউবিকে আক্রমণের সংবাদ জানাবে। এভাবে সুলতান সংবাদটা একদিন

www.pathagar.com

আগেই পেয়ে যাবেন এবং দুশমনকে স্বাগত জানানোর আয়োজন সম্পন্ন করে ফেলবেন। দাউদের পূর্ণ বিশ্বাস, তার এই পরিকল্পনা সফল হবে। কিন্তু তার জানা ছিল না, এতদঞ্চলের চারদিকে শত্রুপক্ষের গেরিলা গুপ্তচর ছড়িয়ে রয়েছে।

তারা ডান দিকে অনেক দূরে সরে গেল। এখন আর কোনো সমস্যা নেই মনে করে এবার তুর্কমান অভিমুখে রওনা হলো। এখনও ঘোড়া হাঁকায়নি। গতি কিছুটা তীব্র করেছে মাত্র। দীর্ঘ পথচলার পর ঘোড়াগুলো ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। সামনের বাকি পথ অতিক্রম করতে হবে অবিরাম গতিতে। তাই ঘোড়াগুলোকে কিছুক্ষণ আরাম দেওয়া আবশ্যক।

রাতের শেষ প্রহর। ভোরের আলো ফুটতে শুরু করেছে। দাউদ ঘোড়া থেকে নেমে একটা টিলার উপর চড়ে সাইফুদ্দীনের বাহিনী যে-পথে অগ্রসর হওয়ার কথা, সেদিকে তাকাল। কিন্তু দূরে ধুলো-বালি ছাড়া আর কিছুই দেখা যাচ্ছে না। দাউদ নিশ্চিন্ত হলো, তারা বাহিনী থেকে অনেক দূরে চলে এসেছে। এখন তারা নিরাপদ।

কিন্তু এই ধারণাটা তার সঠিক নয়। কেউ একজন তাকে দেখছে। তাকে অনুসরণ করছে। তার গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করছে।

দাউদ নিশ্চিন্ত মনে নিচে নেমে এল। ঘোড়ায় চড়ে উভয়ে ঘোড়ার গতি বাড়িয়ে দিল। এলাকাটা টিলাঘেরা ও বালুকাময়। দাউদ ও হারিছ দুটা টিলার মাঝখান দিয়ে পথ চলছে। সামনে মোড়। মোড়ে পৌঁছামাত্র আচমকা সম্মুখ থেকে চারটা ঘোড়া ছুটে এসে তাদের প্রতি বর্শা তাক করে দাঁড়িয়ে গেল।

'ঘোড়া থেকে নেমে এস।' এক আরোহী হুঙ্কার ছাড়ল।

'আমরা মুসাফির।' দাউদ বলল।

'মুসাফির হলে মসুলের বাহিনী থেকে দূরে থাকতে না' – অশ্বারোহী বলল – 'পথচারীদের সঙ্গে এসব অস্ত্র থাকে না, যেগুলো তোমাদের সঙ্গে আছে। তোমরা যারা-ই হয়ে থাক, আমাদের সঙ্গে মসুল যেতেই হবে। আমরা তোমাদের ছাড়তে পারব না। ঘোড়ার গতি ঘোরাও।'

লোকগুলো হাল্‌বের গেরিলা সেনা, যাদেরকে সন্দেহভাজন লোকদের ধরে হাল্‌ব নিয়ে যাওয়ার জন্য সমগ্র এলাকায় ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। তারা দাউদ ও হারিছকে ঘিরে ফেলল। দাউদ হারিছকে কানে-কানে বলল– 'সময় এসে পড়েছে ভাই।' হারিছ তার ঘোড়ার লাগাম নাড়া দিল। ছুটে চলার জন্য তার ঘোড়া সামনের দুপা উপরে তুলল। ঘোড়া ছুটতে শুরু করলে হারিছ তার সামনের অশ্বারোহীর বুকে বর্শা বিদ্ধ করে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করল। কিন্তু ততক্ষণে তার বাঁ দিককার অশ্বারোহীর বর্শা তার কাঁধে এসে গেঁথে গেল। দাউদ অভিজ্ঞ গেরিলা সৈনিক। সে ঘোড়া হাঁকিয়ে মোড় ঘুরিয়ে একটা চক্কর কেটে এক অশ্বারোহীকে ঘায়েল করে ফেলল।

www.pathagar.com

তারা চারজন। এরা দুজন। জায়গাটা ঘোড়ায় চড়ে লড়াই করার উপযোগী নয়। উভয় দিকে টিলা। ঘোড়াগুলো কিছুক্ষণ লম্ফঝম্ফ করতে থাকল। পরস্পর টক্কর খেতে থাকল বেশ কটা বর্শা। হারিছ ঘোড়া থেকে পড়ে গেছে। দাউদও আহত হয়ে পড়েছে। দেহের দু-তিনটা জায়গায় তার গভীর ক্ষত। কিন্তু তার চৈতন্য ঠিক আছে।

যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে। চার অশ্বারোহীর কেউ নিহত, কেউ গুরুতর আহত অবস্থায় পড়ে আছে। দাউদও গুরুতর আহত।

দাউদ উঠে দাঁড়াল এবং ঘোড়ার পিঠে চড়ে হারিছের গ্রাম-অভিমুখে রওনা হলো। সে হারিছের খোঁজ নেওয়ার প্রয়োজন বোধ করল না। দাউদ নিশ্চিত, হারিছ মারা গেছে। নিজেও শেষ পর্যন্ত বাঁচবে না বলে তার ধারণা। তার দেহঝরা রক্তে ঘোড়ার যিন ও পিঠ লাল হয়ে গেছে। তার জানামতে এখান থেকে তুর্কমান অপেক্ষা হারিছদের বাড়ি নিকটে। হারিছের পিতা-ই এখন তার ভরসা। তার আশা, হারিছদের বাড়ি পর্যন্ত জীবিত পৌঁছতে পারলে বৃদ্ধকে বলবে, শহীদ পুত্রের আত্মার শান্তির জন্য এক্ষুনি তুর্কমান চলে যান এবং সুলতান আইউবিকে সতর্ক করুন।

দাউদ ঘোড়া হাঁকাল। কিন্তু ঘোড়া যত বেশি নড়াচড়া করছে, তার ক্ষতস্থানগুলো থেকে তত বেশি রক্ত ঝরছে। পিপাসায় তার কণ্ঠনালিটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। ধীরে-ধীরে চোখদুটো ঝাপসা হয়ে আসছে। দাউদ দু'আ-কালাম পড়তে শুরু করল। কিছুক্ষণ পরপর আকাশপানে মাথা তুলে উচ্চৈঃস্বরে বলছে– 'জমিন ও আসমানের মালিক! তোমার রাসূলের উসিলা করে বলছি, আমাকে আর অল্প কিছু সময়ের জন্য বাঁচিয়ে রাখো।'

এখন আর দাউদ ঘোড়া হাঁকাচ্ছে না; বরং ঘোড়া-ই তাকে নিয়ে এগিয়ে চলছে। এবার দাউদের মনে হচ্ছে, তার দেহের জোড়াগুলো যেন আলাদা হয়ে যাচ্ছে। একবার মাথাটা একদিকে হেলে গিয়ে পড়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। দাউদ নিজেকে কোনোমতে সামলে নিয়ে ঘোড়ার পিঠে বসে আছে।

◆◆◆

দাউদ আবারও ঘোড়া থেকে পড়ে যাওয়ার উপক্রম হলো। সে নিজেকে ধরে রাখার চেষ্টা করল; কিন্তু ব্যর্থ হলো। দাউদ তার পায়ের নিচে মাটির অস্তিত্ব অনুভব করল। তার দু-চোখের সম্মুখে শুধুই অন্ধকার।

একসময় যখন খানিক চৈতন্য ফিরে এল, তখন দাউদ উপলব্ধি করল, এখন রাত এবং তাকে কে একজন আগলে রেখেছে। লোকটাকে শত্রু মনে করে তার থেকে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা শুরু করল। তার কানে নারীকণ্ঠ প্রবেশ করল– 'দাউদ! তুমি ঘরে আছ; ভয় পেও না।' দাউদ কণ্ঠটা চিনে ফেলল – ফাওজিয়ার কণ্ঠ। চেতনাহীন অবস্থায় নিজে-নিজেই সে হারিছের বাড়ি এসে পৌঁছে গেছে। আল্লাহ তাকে পথ দেখিয়ে গন্তব্যে নিয়ে এসেছেন।

www.pathagar.com

'বাপজান কোথায়?' জ্ঞান ফিরে পাওয়ার পর দাউদের প্রথম উক্তি।

'তিনি বাইরে চলে গেছেন' – ফাওজিয়া জবাব দিল – 'আগামী কাল কিংবা পরশু আসবেন।'

ফাওজিয়া ও তার ভাবী দাউদের ক্ষতস্থান মুছতে শুরু করল। এ-সময়ে দাউদ পানি চাইল। ফাউজিয়া পানি এনে দিলে দাউদ তা পান করে বলল– 'ফাওজিয়া, তুমি বলেছিলে, পুরুষের কাজ নারীরাও করতে পারে। আমার ক্ষতস্থান ধুয়ে লাভ নেই। ভেতরে আমার রক্ত নেই। আমি সুস্থ থাকলে যত প্রয়োজনই হোক তোমাদের ঘর থেকে বেরুবার অনুমতি দিতাম না। বিষয়টা আমার-তোমার ব্যক্তিগত নয়। তুমি সাহস করলে এবং জীবন ও সম্ভ্রমের ঝুঁকি নিলে ইসলামি দুনিয়া অবর্ণনীয় এক বিপর্যয় থেকে রক্ষা পেতে পারে।'

দাউদ ফাওজিয়াকে কীভাবে তুর্কমান যেতে হবে বুঝিয়ে দিল। তারপর হালব, হাররান ও মসুলের বাহিনীসমূহ যৌথ কমান্ডের অধীনে কীভাবে আসছে, কোন দিক থেকে আসছে এবং তাদের পরিকল্পনা কী ভালোভাবে বুঝিয়ে দিয়ে বলল– 'তোমার ভাই এই কর্তব্য পালন করতে গিয়ে শাহাদাতবরণ করেছে।'

ফাওজিয়া প্রস্তুত হয়ে গেল। তার সঙ্গে যেতে প্রস্তুতি নিল হারিছের স্ত্রীও। একটা ঘোড়া নিজেদের সংরক্ষণে আছে। আর একটা আছে দাউদের। ফাওজিয়া ও তার ভাবী দাউদকে এই অবস্থায় ঘরে রেখে কীভাবে যাবে ভাবছে।

'ফাওজিয়া!' – দাউদ ক্ষীণ কণ্ঠে বলল – 'আমার কাছে এস।'

ফাওজিয়া দাউদের কাছে এসে বসল। দাউদ তার ডান হাতটা মুঠো করে ধরে বহু কষ্টে ঠোঁটের কোণে মুচকি হাসির রেখা টেনে বলল– 'সত্যের পথের পথিকদের বিবাহ আকাশে সম্পাদিত হয়ে থাকে। তাদের বরযাত্রা গন্তব্যে পৌঁছে কণ্টকাকীর্ণ বন্ধুর পথ বেয়ে। আমাদের বিয়ের উৎসবে আকাশে তারকার বাতি জ্বালানো হবে।'

দাউদের মাথাটা একদিকে কাত হয়ে ঢলে পড়ল। ফাওজিয়া চিৎকার দিল– 'দাউদ!' ততক্ষণে দাউদের আত্মা ইহজগত ত্যাগ করে চলে গেছে অনন্ত শান্তিময় জান্নাতে। ফাওজিয়ার ক্ষীণ কণ্ঠে উচ্চারিত হলো ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

ফাওজিয়াকে সবকিছু বলে-বুঝিয়ে দাউদ শাহাদাতবরণ করল। ঘরটা আল্লাহর হেফাজতে তুলে দিয়ে ফাওজিয়া ও তার ভাবী বেরিয়ে পড়ল। পিঠে যিন কষে একটা ঘোড়ায় ফাওজিয়া এবং অপর ঘোড়ায় হারিছের স্ত্রী চড়ে বসল। দাউদের ঘোড়ার পিঠে চপচপে রক্তের দাগ। ঘোড়াদুটো গ্রাম থেকে বেরিয়ে গেল। দুটো মেয়ে আল্লাহর উপর ভরসা করে গন্তব্যপানে এগিয়ে চলল। পথ তাদের অজানা। দাউদ ফাওজিয়াকে একটা তারকার কথা বলেছিল। সেই তারকার অনুসরণে তারা এগিয়ে যেতে থাকল।

www.pathagar.com

তিন বাহিনী দিনভর অবস্থান করার পর রাতে আবার রওনা হলো। তুর্কমান এখন আর বেশি দূরে নয়। সুলতান আইউবি তুর্কমান-অভিমুখে-ধেয়ে-আসা-ঝড় সম্পর্কে বেখবর। তিনি তথ্য সংগ্রহের ব্যবস্থা করে রেখেছেন বটে; কিন্তু এবার তার শত্রুরা ভালো আয়োজন করে রেখেছে। ইতিহাসবেত্তাগণ লিখেছেন– 'সালাহুদ্দীন আইউবির পক্ষে এই সাইমুমের কবল থেকে রক্ষা পাওয়া বাহ্যত সম্ভব ছিল না। তাঁর সম্পূর্ণ অসতর্ক অবস্থায় আক্রান্ত হয়ে পড়া নিশ্চিত ছিল। তিনি তাঁর সালারদের সম্মুখে অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন, হাল্‌ব, হাররান ও মসুলের যোদ্ধারা এত দ্রুত আক্রমণ করতে সক্ষম হবে না। অথচ সাইফুদ্দীনের প্রতি আল-মালিকুস সালিহ'র পত্র তার হাতে এসে পৌঁছেছিল।

ফাওজিয়া ও তার ভাবী ভুলেই গেছে, তারা নারী। পথে তারা কী-কী সমস্যায় পড়তে পারে, সেই চিন্তা তাদের মাথায় নেই। ভাবনা শুধু একটাই – কখন তুর্কমান পৌঁছে সুলতান আইউবিকে সংবাদ পৌঁছাবেন, আপনার শত্রুরা ধেয়ে আসছে; আপনি প্রস্তুত থাকুন।

তারা রাতটা ঘোড়ার পিঠে কাটিয়ে দিল। ভোরের আলো ফুটতে শুরু করেছে। তারা টিলা ও বালুকাময় এলাকার কোল ঘেঁষে অগ্রসর হচ্ছে। হঠাৎ ফাওজিয়া দেখতে পেল, একটা পাথরের সঙ্গে হেলান দিয়ে একলোক উদাস মনে বসে আছে। লোকটার পরিধানের কাপড় রক্তে লাল হয়ে আছে। ফাওজিয়া তার ভাবীকে ডেকে বলল– 'দেখো ভাবী, একজন লোক বসে আছে! আহত মনে হচ্ছে! কিন্তু আমাদের থামা যাবে না। কে বলবে, কে না কে?' কিন্তু তাদেরকে লোকটার পাশ দিয়েই যেতে হবে। তারা দেখল, লোকটা উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে।

ঘোড়া লোকটার নিকটে এসে পৌঁছলে ফাওজিয়া চিৎকার দিয়ে উঠল– 'হারিছ ভাইয়া! ভাবী! বেঁচে আছে!'

তার দেহে অনেকগুলো ক্ষত।

ফাওজিয়াদের সঙ্গে পানি আছে। তারা হারিছকে পানি পান করাল। কিছুটা চৈতন্য ফিরে এলে হারিছ জিজ্ঞেস করল– 'আমি কি ঘরে? দাউদ কোথায়?'

ফাওজিয়া হারিছকে ঘটনার ইতিবৃত্ত শোনাল। দাউদের শাহাদাতের সংবাদ জানাল এবং তারা কী কাজে কোথায় যাচ্ছে অবহিত করল। হারিছ বলল– 'আমাকেও তুলে নাও এবং সময় নষ্ট না করে তুর্কমান-অভিমুখে ঘোড়া হাঁকাও।'

ফাওজিয়া ও তার ভাবী হারিছকে পাঁজাকোলা করে ঘোড়ার পিঠে তুলে নিল। ফাওজিয়া তার পেছনে বসল। হারিছের দেহে এক ফোঁটাও রক্ত নেই। লোকটা বেঁচে আছে শুধু আত্মার জোরে। কর্তব্য এখনও শেষ হয়নি বলেই তার এই বেঁচে থাকা। ফাওজিয়া তার পিঠটা নিজের বুকের সঙ্গে লাগিয়ে নিয়ে তাকে একটা বাহু দ্বারা আগলে রাখল। হারিছ অস্ফুট স্বরে ডান-বাম বলে বোনকে পথনির্দেশ করতে শুরু করল।

www.pathagar.com

সাইফুদ্দীনের কমান্ডে আইউবির শত্রুবাহিনী তুর্কমানের কাছাকাছি পৌঁছতে আর বেশি বাকি নেই। এদিকে ফাওজিয়া, হারিছ ও হারিছের স্ত্রী এক নিরাপদ রাস্তায় তুর্কমানের দিকে এগিয়ে চলছে। ধীরে-ধীরে দিগন্ত থেকে আকাশ বাদামি বর্ণ ধারণ করছে এবং এই রংটা উপর দিকে উঠে যাচ্ছে। ফাওজিয়ার ভাবীর দিগন্তপানে চোখ পড়ামাত্র আঁৎকে উঠল এবং চিৎকার দিয়ে বলে উঠল– 'ফাওজিয়া, ওদিকে চেয়ে দেখো।'

হারিছ ক্ষীণ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল– 'কী ফাওজিয়া!'

'ধূলিঝড়।' ফাওজিয়া বলল। তার অন্তরে ভয় ঢুকে গেল।

হারিছ এই ভূখণ্ডের এসব ধূলিঝড় সম্পর্কে অবহিত। এলাকাটা পাথুরে বটে; কিন্তু কিছু বালুকাময় অঞ্চলও আছে। ধূলিঝড় শুরু হলে টিলা ও পাথরখণ্ডগুলো বালির তলে সমাধিস্থ হয়ে যায়। মানুষ ও অন্যান্য জীব-জন্তুর জন্য তা কেয়ামতের রূপ ধারণ করে। কিন্তু এইমাত্র ফাওজিয়া ও তার ভাবী যে-ঝড় দেখতে পেয়েছে, তা অত্র অঞ্চলের আরও পাঁচ-দশটা ভয়ংকর ঝড়ের একটা, যেটি ইতিহাসের পাতায় গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে রেখেছে।

মেজর জেনারেল আকবর খান তার ইংরেজি গ্রন্থ 'গেরিলা ওয়ার ফেয়ার'-এ কয়েকজন ইউরোপীয় ঐতিহাসিক ও মুসলিম কাহিনীকারের সূত্রে লিখেছেন– 'যেদিন আল-মালিকুস সালিহ, গোমস্তগিন ও সাইফুদ্দীনের সম্মিলিত বাহিনী সালাহুদ্দীন আইউবির কাছে পৌঁছে গিয়েছিলেন, ঠিক সে-সময় এমন এক ধূলিঝড় উঠেছিল যে, নিজের নাকের আধা হাত দূরেও কিছু দেখা যাচ্ছিল না। সুলতান আইউবির জানা ছিল না, এই ঝড়ের মাঝে আরও একটা ঝড় ধেয়ে আসছে তাঁর দিকে।'

ইতিহাসে একথাও লিখা আছে– 'এই পরিস্থিতিতে সম্মিলিত বাহিনী সুলতান আইউবির উপর আক্রমণে বিলম্ব করল, যা ছিল মূলত প্রধান সেনানায়কের ভুল সিদ্ধান্ত। সত্যের পথের পথিকদের সাহায্য করা আল্লাহর ওয়াদা। বলা যেতে পারে, এই প্রক্রিয়ায় মহান আল্লাহ দুটি বীরাঙ্গনা মুসলিম নারীর ঈমানি চেতনার লাজ রক্ষা করেছেন। এক বোন তার আহত মুজাহিদ ভাইকে আগলে ধরে মুজাহিদীনে ইসলামকে কাফেরদের আক্রমণ সম্পর্কে সতর্ক করতে ছুটে চলছে। মনে তার নিজের কিংবা ভাইয়ের কোনো ভাবনা নেই। ভাবনা তার একটাই – ইসলাম ও সালতানাতে ইসলামিয়া।'

ঝড় এত দ্রুত ধেয়ে এল যে, কেউ আত্মসংবরণের সুযোগ পেল না। সম্মিলিত বাহিনীর সৈন্যরা বিক্ষিপ্ত হয়ে বড়-বড় পাথরের আড়ালে গিয়ে আশ্রয় নিল। তাদের উট-ঘোড়াগুলো নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে পড়ল। কমান্ডারদের দৃঢ় বিশ্বাস, অল্প সময়ের মধ্যে ঝড় থেমে যাবে এবং তারা বাহিনীকে সংগঠিত করে নিতে সক্ষম হবে। কিন্তু ঝড় উত্তরোত্তর তীব্র-থেকে-তীব্রতর হয়ে চলছে।

www.pathagar.com

♦ ♦ ♦

সুলতান আইউবির ছাউনি এলাকার অবস্থাও অত্যন্ত শোচনীয়। তাঁবুগুলো উড়ছে। রশিবাঁধা উট-ঘোড়াগুলো প্রলয় সৃষ্টি করে ফিরছে। বালি তো আছেই, পাশাপাশি নুড়ি-কংকরও উড়ে এসে গায়ে বিদ্ধ হচ্ছে। চারদিকের আর্ত-চিৎকার এমন রূপ ধারণ করেছে, যেন প্রেতাত্মারা চিৎকার করছে।

সূর্য এখনও উদিত হয়নি। কিন্তু মনে হচ্ছে, মরুঝড় আকাশের সূর্যটাকেও উড়িয়ে নিয়ে গেছে। কমান্ডারগণ চিৎকার করে ফিরছেন। সৈন্যরা উড়ন্ত তাঁবুগুলোকে সামলাতে গিয়ে নিজেরাই বেসামাল হয়ে পড়ছে।

তিন-চারজন সৈনিক একটা পাথরের আড়ালে জড়োসড়ো হয়ে বসে আছে। ধীর পদবিক্ষেপে অগ্রসরমান একটা ঘোড়া এসে তাদের উপর উঠে পড়ার উপক্রম হলো। সৈন্যরা এদিক-ওদিক হুমড়ি খেয়ে পড়ে চিৎকার করে উঠল– 'ঘোড়াটাকে থামাও। হতভাগা! কোথাও আড়াল হয়ে যাও।'

ঘোড়া থেমে গেল। এক সৈনিক তার সঙ্গীদের বলল– 'কিছু বলো না; মহিলা'। অন্য একজন বলল– 'দুজন'।

তারা ফাওজিয়া ও তার ভাবী। ঝড়ের কবলে পড়ে পথ ভুলে এদিকে এসে পড়েছে মনে করে সৈনিকরা তাদের ঘোড়ার বাগ ধরে ফেলল এবং একটা পাথরের আড়ালে নিয়ে গেল।

'আমাদের সুলতান আইউবির কাছে পৌঁছিয়ে দিন' – চারদিকের হট্টগোলের মধ্যে চিৎকার করে ফাওজিয়া বলল – 'সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবি কোথায়? আমরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পয়গাম নিয়ে এসেছি। আমাদের তাড়াতাড়ি সুলতানের কাছে নিয়ে যান। অন্যথায় সবাই মারা পড়বেন।'

সৈনিকরা ঘোড়ার উপর একজন রক্তাক্ত জখমিও দেখতে পেল। তারা লাগাম ধরে অনেক কষ্টে ঘোড়াটাকে সুলতান আইউবির তাঁবুর কাছে নিয়ে গেল। কিন্তু সেখানে তাঁবু নেই। উড়ে গেছে। সুলতান কোথায় আছেন, জেনে নিয়ে কমান্ডার মেয়েগুলোকে তাঁর কাছে নিয়ে গেলেন। সুলতান বৃহদাকার একটা পাথরের আড়ালে বসে আছেন। দুটা মেয়েকে দেখেই তিনি দ্রুত দাঁড়িয়ে গেলেন।

সর্বাগ্রে হারিছকে ঘোড়া থেকে নামানো হলো। এখনও সে জীবিত। ফাওজিয়া ও তার ভাবী দ্রুত ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে কথা বলতে শুরু করল। ফাওজিয়া সুলতান আইউবিকে জানাল, সম্মিলিত বাহিনী আক্রমণের জন্য এসে পড়েছে। হারিছ অস্ফুট স্বরে গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য দিল এবং কথা বলতে-বলতেই চিরদিনের জন্য নীরব হয়ে গেল।

কিছুক্ষণ পর ঝড় প্রশমিত হতে শুরু করল। সুলতান আইউবি তাঁর সালারদের তলব করে নির্দেশ দিলেন, তাঁবু গুটানোর প্রয়োজন নেই। সৈনিকদের ইউনিটে-ইউনিটে একত্রিত করো। কমান্ডোদলটাকে এক্ষুনি ডেকে

www.pathagar.com

আনো। কী ঘটতে যাচ্ছে, সুলতান সালারদের তা অবহিত করলেন এবং রাতারাতি কী-কী মহড়া দিতে হবে ও কী-কী কাজ করতে হবে বলে দিলেন।

ঝড়ের তীব্রতা অনেকটা কমে গেছে। কিন্তু রাতের ঘোর আঁধারে ছেয়ে আছে প্রকৃতি। সাইফুদ্দীনের সম্মিলিত বাহিনীর সৈন্যরা নিজেদের সামলাতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। অনেক সৈনিক শুয়ে পড়েছে। এই বিশৃঙ্খলার কারণে রাতের আক্রমণ মুলতবি করা হয়েছে। পশুগুলোও এদিক-ওদিক ছোটাছুটি করে বেড়াচ্ছে।

মধ্যরাতের পর। সাইফুদ্দীনের সৈন্যরা গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। কিন্তু সুলতান আইউবির ক্যাম্প পুরোপুরি সজাগ ও কর্মতৎপর। আইউবি সাইফুদ্দীনকে স্বাগত জানাতে কী-কী প্রস্তুতি গ্রহণ করেছেন, সাইফুদ্দীনের তা অজানা।

◆◆◆

ভোর হয়েছে। সাইফুদ্দীনের সম্মিলিত বাহিনীর মাঝে চরম বিশৃঙ্খলা বিরাজ করছে। রসদ উড়ে গেছে। দিশেহারা উট-ঘোড়াগুলো সৈন্যদের পিষে মেরেছে। সবকিছু গুছিয়ে সৈন্যদের সংগঠিত করতে দিনের অর্ধেকটা সময় কেটে গেল। সাইফুদ্দীন সম্মুখ দিক থেকে প্রকাশ্যে সুলতান আইউবির উপর আক্রমণ করার জন্য তার সালারদের নির্দেশ দিলেন। তিনি জানেন, সুলতান আইউবি তার এই অভিযান সম্পর্কে সম্পূর্ণ বেখবর।

বিকালবেলা। সাইফুদ্দীনের বাহিনী আইউবি-বাহিনীর উপর আক্রমণ করল। ডানে-বাঁয়ে টিলা আর বড়-বড় পাথর। মুহূর্তের মধ্যে অপ্রস্তুত আইউবি-বাহিনী নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার কথা। সাইফুদ্দীনের কামনাও তাই। কিন্তু এ কী! টিলা আর পাথরের আড়াল থেকে উলটো হামলাকারীদের উপরই তিরবৃষ্টি বর্ষিত হতে শুরু করল। সম্মুখ দিক থেকে ধেয়ে আসতে শুরু করল আগুনের গোলা। দাহ্যপদার্থভরা পাতিল এসে-এসে সৈন্যদের মাঝে নিক্ষিপ্ত হচ্ছে আর ভেতরের তরল পদার্থগুলো ছড়িয়ে পড়ছে। সঙ্গে-সঙ্গে তার উপর মিনজানিক দ্বারা নিক্ষিপ্ত অগ্নিগোলা এসে পড়ছে আর দাউদাউ করে আগুন জ্বলে উঠছে।

সম্মিলিত বাহিনীর আক্রমণ থেমে গেছে। সাইফুদ্দীন তার বাহিনীকে পিছনে সরিয়ে নিয়ে গেলেন এবং আক্রমণের বিন্যাস ও পরিকল্পনা পরিবর্তন করে ফেললেন। কিন্তু তার সৈন্যরা পিছনে সরে যাওয়ামাত্র পিছন দিক থেকেও তাদের উপর এমন তীব্র আক্রমণ এল যে, তাদের পরিকল্পনা ও মনোবল ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল।

অনুরূপ আক্রমণ হলো বাহিনীর উভয় পার্শ্বর উপরও। সাইফুদ্দীনের কেন্দ্রীয় কমান্ড শেষ হয়ে গেছে। রাতেও আক্রমণ অব্যাহত থাকল। সাইফুদ্দীন আরও পিছনে সরে এলেন। এবার শুরু হলো তিরবৃষ্টি। সুলতান আইউবির বাহিনী সারা রাত তৎপর থাকল। শেষ রাতের আলো-আঁধারিতে সুলতান একটা টিলার উপর উঠে রণাঙ্গনের পরিস্থিতি অবলোকন করলেন। তার সম্মুখে এখন যুদ্ধের

www.pathagar.com

শেষ পর্ব। তিনি দূত-মারফত তাঁর রিজার্ভ বাহিনীর নিকট নির্দেশ পাঠালেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই ধাবমান ঘোড়ার ক্ষুরধ্বনিতে মাটি কেঁপে উঠল। পদাতিক বাহিনী ডান-বাম থেকে বেরিয়ে এল। আল্লাহু আকবার ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়ে উঠল।

এই আক্রমণের ধকল সালমানোর সাধ্য সাইফুদ্দীনের নেই। তারা এখন সম্পূর্ণরূপে আইউবি-বাহিনীর বেষ্টনিতে অবরুদ্ধ। সম্মুখ থেকে তীব্র আক্রমণ এসে পড়ল। শুধু সাইফুদ্দীনের সৈনিকদেরই নয়, স্বয়ং তারও মনোবল ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। উট-গোড়াগুলো আহত সৈনিকদের পিষে মারছে। অবশেষে তারা যার-যার মতো অস্ত্রসমর্পণ করতে শুরু করল।

সুলতান আইউবির যে-বাহিনীটি সাইফুদ্দীনের পিছনে ছিল, তারা এগিয়ে আসছে। ডান ও বামদিক থেকে কমান্ডোসেনারা মারমার-কাটকাট রবে আঘাতের-পর-আঘাত হানছে। সাইফুদ্দীনের বাহিনী আইউবির পিঞ্জিরায় আবদ্ধ হয়ে পড়েছে।

সুলতান আইউবির সৈন্যরা সাইফুদ্দীনের কেন্দ্রে পৌঁছে গেল। সেখানে মদের পিপা-পেয়ালা ছাড়া আর কিছুই নেই। সেখান থেকে যাদের গ্রেফতার করা হলো, তারা বলল, 'আমাদের প্রধান সেনা-অধিনায়ককে শেষবারের মতো একটা পাথরের আড়ালে দেখেছিলাম। তার পর থেকে আর তার কোনো পাত্তা নেই।'

সুলতান আইউবি তাকে খুঁজে বের করার নির্দেশ দিলেন। অনেক অনুসন্ধান করা হলো; কিন্তু পাওয়া গেল না। তিন বাহিনীর প্রধান সেনা-অধিনায়ক তার সৈনিকদের সুলতান আইউবির দয়ার উপর ফেলে রেখে পালিয়ে গেছেন।

রাতের বেলা। ফাওজিয়া তুর্কমানের সবুজ-শ্যামলিমায় স্থাপিত একটা তাঁবুতে ভাইয়ের লাশের কাছে বসে স্বগতোক্তি করছে– 'আমি রক্তের নদী পার হয়ে এসেছি, যার উপর কোনো পুল ছিল না। হারিছ! আমি তোমার কর্তব্য পালন করেছি।'

সুলতান আইউবি এসে তাঁবুতে প্রবেশ করলেন। ফাওজিয়া জিজ্ঞেস করল– 'খবর কী সুলতান, আমার ভাইয়ের রক্ত বৃথা যায়নি তো?'

'আল্লাহ দুশমনকে পরাজয় দান করেছেন। তুমি জয়ী। তোমার জীবন সার্থক। তুমি...।'

সুলতান আইউবির কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এল।

তাঁর চোখ থেকে অশ্রু ঝরতে শুরু করল।

[পঞ্চম খণ্ড সমাপ্ত]

www.pathagar.com

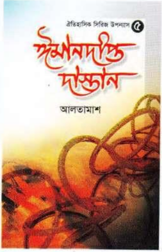

ISBN. 984-70063-0008-3

www.pathagar.com